Swami B.V. Narayan —
Sri Keshabji Goudiya Math
P.O. - Mathura
U.P.

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্।

(মহাকাব্যম্)

বৈষ্ণব জগদ্বরেণ্য পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

বিরচিতম্।

[বিশ্বস্য নাথ রূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।]

তচ্ছিষ্যবর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমকৃতয়া

টীকয়া সমলঙ্কৃতম্।

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিনা

বঙ্গভাষয়ানুদিতং

সম্পাদিতঞ্চ।

আলাটী পোঃ—জেলা হুগলী,
"শ্রীভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয়স্থতঃ
সম্পাদকেনৈব।
প্রকাশিতম্।

বঙ্গাব্দ—১৩৩৫

বাধান মূল্য [illegible] টাকা।

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার।
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস।
২৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমনোরঞ্জন দাস

নিবেদন।

রাগানুগীয় সাধক ভক্তের নিত্যাস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রণারম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহা যথা সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি ভক্তজনের কৃপায় শ্রীগ্রন্থখানির মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়সহ সম্পূর্ণ কলেবরে সাধক ভক্তগণের কর-কমলে অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। গ্রন্থ প্রকাশে এই সুদীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য, আশা করি, ভক্ত পাঠকজন ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থ মধ্যে যে নিগূঢ় রসতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অসঞ্জাতরাগ ব্যক্তির দুরধিগম্য; সাধারণ পণ্ডিতবর্গের নিকটও ইহা একখানি উৎকৃষ্ট আদিরসাত্মক মহাকাব্য ভিন্ন কিছুই নয়; কিন্তু রাগানুগীয় সাধকগণের পক্ষে ইহা কণ্ঠমণি স্বরূপ ইহার মধ্যে যে কি মহামৃত নিহিত আছে, তাহার আস্বাদ ও অনুভূতি কেবল তাঁহারাই জানেন। কঠিন সংস্কৃত সাহিত্যের অপবরণ মধ্যে এই "রসো বৈ সঃ"র রসলীলা আবদ্ধ থাকায় অনেক অসংস্কৃতজ্ঞ সাধকভক্তের এই রস-গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না বলিয়া আন্তরিক ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থখানি এযাবৎকাল মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে কোথাও প্রকাশিত হন নাই। সাধকভক্তগণের এই অসুবিধা বিদূরণের নিমিত্তই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থের অন্তর্নিহিত রসবিশ্লেষণে আমার অধিকার নাই। আমি কেবল গ্রন্থখানির শব্দ-বিভব সৌন্দর্য্য যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমার ন্যায় অপণ্ডিত অরসিকের পক্ষে যদিও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত প্রগল্ভতা প্রকাশ মাত্র, তথাপি ভক্তজনের আগ্রহাতিশয় ও প্রাণের আবেগ বশতঃই এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাদটীকায় অনুরূপ লীলার মহাজনী পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া রসকীর্ত্তনীয়াগণের পরিতুষ্টি সাধনে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে অনেক সুবিজ্ঞ সাধক ভক্ত গ্রন্থের কলেবর অনর্থক ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া অনুযোগ করায় গ্রন্থের শেষাংশে পদাবলী সন্নিবেশিত করা হয় নাই। ফলতঃ যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত সে ধারা রক্ষা করিতে

পারি নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। এজন্য ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের নিকট ত্রুটি স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অনুবাদে মূলগ্রন্থের ভাবমাধুর্য্য রক্ষা করিয়া ভাষাকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও মধুর করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিচারভার সহৃদয় পাঠকগণের উপরই ন্যস্ত। এই গ্রন্থ পাঠে যদি ভক্তজনের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া ধন্য হইব। উপসংহারে শ্রীপাদ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকাকার। প্রেমসম্পুট শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ব্রজরীতিচিন্তামণি ও স্তবামৃত-লহরীধৃত বহু স্তব রচনা করেন। শ্রীরূপ কবিরাজের মতকে ইনিই শাস্ত্র বিচারে নিরস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায় বহির্ভূত করেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ জীউর সেবা শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই শিষ্যদ্বয় দ্বারা রক্ষা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করেন। অনুমান ১৫৫৫ হইতে ১৫৬০ শকাব্দের মধ্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০১ শকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্পূর্ণ হয় এবং অনুমান ১৬২৫ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে তাহার তিরোভাব ঘটে। স্থানাভাব বশতঃ বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল না। ইতি।

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।
আলাটী পোঃ (হুগলী)
১৩৩৫ চৈত্র।

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।—নিশান্তলীলা।

মঙ্গলাচরণ—১ – ২ সেবাপরা কিঙ্করীগণের নিশান্ত কালোচিত সেবার জন্য মাল্যনির্ম্মাণ, সখীগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নসুখ দর্শন। বৃন্দার আদেশে কুক্কুটাদির কলরবে শ্রীরাধাশ্যামের জাগরণ, কিঙ্করীগণের কুঞ্জমন্দিরে প্রবেশ, শুকশারী কর্ত্তৃক জাগরণ, ও পুনরায় শয়ন—২-২৯ পৃঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।—প্রভাতলীলা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ চিহ্ন দর্শনে সখীগণের পরস্পর সেই শোভার বর্ণন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেশরচনা, ও মদনাবেশ, প্রভাত কাল আগত দেখিয়া বিধিকে নিন্দা, সখীগণের পুনঃপ্রবেশ, সখীগণের সংলাপ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, প্রভাতকাল দেখিয়া বৃন্দাদেবীর আদেশে কক্খটীর 'জটিলা' বাক্য উচ্চারণ-শঙ্কায় সকলের প্রাঙ্গণে আগমন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ব্রজসীমা পর্য্যন্ত গমন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিজ মন্দিরে প্রবেশ ও শয্যায় শয়ন।—৩০ – ৮৪ পৃঃ।

তৃতীয় সর্গ।—রসোদ্গারলীলা।

কিঙ্করীগণের শ্রীরাধার স্নান, অনুলেপন, বসন ভূষণাদি ধারণ, কৃষ্ণভানু মহারাজার পুরবর্ণন, কিঙ্করীগণের সেবাসামগ্রী প্রস্তুত, দধিমন্থন, ও ব্রাহ্মণের বেদগান, মুখরা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ, শ্যামলার আগমন ও রসোদ্গার, মধুরিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান ও গোদোহনাদি লীলাবর্ণন, শ্রীরাধার অনুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্যামলার স্বভবনে গমন।—৮৫-১৩৭ পৃঃ।

চতুর্থ সর্গ।—শ্রীরাধার স্নানাদিলীলা।

সখীগণ কৌতুকভরে বেশ বিন্যাসাদি করিলে শ্রীরাধার দর্পণে স্বীয় মাধুরী দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত, ব্রজেশ্বরীর নিকট হইতে কুন্দলতার আগমন।—১৩৮-২১৮ পৃঃ।

পঞ্চম সর্গ।—শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনলীলা।

শ্রীরাধা ও কুন্দলতার বাক্চাতুর্য্য, শ্রীরাধার নন্দালয়ে গমনে জটীলার অনুমতি, পথে উভয়ের রস-কৌতুক, গমন পথে সুবল সহ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সখী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন। শ্রীনন্দ মহারাজার প্রাসাদ বর্ণন, শ্রীরাধার নন্দালয়ে প্রবেশ। ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার অভ্যর্থনা, শ্রীরাধার পাকশালায় প্রবেশ, শ্রীরোহিণী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার লালন, শ্রীরাধার রন্ধন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার শোভাদর্শন, সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত প্রার্থনা।—২১৯-২৬৩ পৃঃ।

ষষ্ঠ সর্গ ।—ভোজনাদি লীলা।

শুক শাবকের অধ্যাপনা ছলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন, মধুমঙ্গলের সহিত ব্যায়াম কৌশল, মধুমঙ্গলের জ্যোতির্ব্বিদ্যা কথন, ও শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও বেশ বিন্যাস, সখীগণের সহিত ভোজন, মধুমঙ্গলের ভোজন কালে রসতত্ত্ববিচার, সখীগণ সহ শ্রীরাধার ভোজন, নন্দীশ্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।—২৬৭-৩১২ পৃঃ।

সপ্তম সর্গ। গোষ্ঠলীলা।

সখাগণের বেশবিন্যাস-বিলম্বে উৎকণ্ঠা, ব্রজেশ্বরীর আদেশে মোদক লইয়া দাসগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনগমন, নন্দীশ্বর হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন, নর্ম্মসখাগণ কর্ত্তৃক পরীহাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবেশ ও বনগমন, ব্রজরমণীগণের তদ্দর্শনে ঔৎসুক্য, শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতার নিকট বনপথের বর্ণনা ও সান্ত্বনা, শ্রীরাধার নিকট কটাক্ষ সঙ্কেতে তৎসম্মতি প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সহ বনগমন।—৩১৩-৩৫০ পৃঃ।

অষ্টম সর্গ।—বনবিহারলীলা।

শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা, কৃষ্ণান্বেষণে সখীপ্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা জ্ঞাপন, মধুমঙ্গল শ্রীরূপ মঞ্জরীকে শীঘ্র শ্রীরাধার অভিসার করিতে বলেন, শ্রীরূপ মঞ্জরী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চম্পকমালা শ্রীরাধার বক্ষে প্রদান, সূর্য্য পূজায় জটিলার আদেশ, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রীরাধাভিসার, শ্রীরাধার সূর্য্যমন্দিরে প্রবেশ, সূর্য্যস্তুতি ও বর প্রার্থনা, শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের মধুমঙ্গল সহ কুণ্ডাভিমুখে আগমন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর দর্শনে ভ্রান্তি—৩৫১-৩৯৫ পৃঃ।

নবম সর্গ।—নর্ম্মবিলাসাদি লীলা।

সখীগণের আদেশে শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রবেশ, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখীগণের বাক্ভঙ্গী, ললিতার সাটোপ বাক্য, রাধাকৃষ্ণের সাটোপ বাক্য, বক্ষোজ স্পর্শে শ্রীরাধার কুট্টমিত ভাব, রাধামুখচন্দ্র বর্ণন, কন্দর্পযাগ বর্ণন, কন্দর্পযাগ কথন, বিশাখা রাধাকে অবহিত্থা ভাব গ্রহণ করিতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নান্দীমুখীর পত্র অর্পণ, পত্র পাঠ ও পত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন, বাক্য-নাশক মন্ত্রজপ, শ্রীরাধার অশোক কুঞ্জে প্রবেশ, কৃষ্ণের রমণীমণ্ডলে আগমন, ললিতার ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে প্রবেশ ও কেলি ভবনে শয়ন।—৩৯৬ ৪৪৫ পৃঃ।

দশম সর্গ।—রসাস্বাদন লীলা।

শ্রীবৃন্দাদেবীর আদেশে ছয় ঋতুর সেবা, অনঙ্গ বিলাসান্তে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশ বিন্যাস ও শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে উপবেশন, সখীগণের আগমন, দুই কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া সখীগণের বিস্ময়, এবং কৃষ্ণকেই রাধা নিশ্চয় করিয়া স্থানান্তরে গমন, কৃষ্ণের রাধাকণ্ঠে বাক্য উচ্চারণ, কৃষ্ণের ললিতাদিগণ সহ ছদ্মপূর্ব্বক

রহস্যলীলা, কৃষ্ণবেশধারী রাধার নিকট সখীগণের আগমন, কুন্দলতা দ্বারা রতিচিহ্নসূচনা, ললিতা.নান্দী, কুন্দ ও বৃন্দার পরস্পর পরীহাস, সখীগণ কর্তৃক রাধার কৃষ্ণবেশ দূরীকরণ, সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরীহাস, সখীগণের কৃষ্ণ কৃত সম্ভোগ বর্ণন।—৪৪৬-৪৭২ পৃঃ।

একাদশ সর্গ।—হিন্দোল লীলা।

শ্রীরাধার স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু অর্পণ, দুই পার্শ্ব হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাম্বূল অর্পণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ষাহর্ষ বনভাগে উপস্থিতি ও বর্ণন, হিন্দোললীলা দেবীগণের পুষ্প বর্ষণ, সখীগণের সুমধুর গান, দোলনের বেগে ভীতা রাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধারণ, সখীগণের দোলারোহণ, গোপীযুগলের মধ্যে এক একটী কৃষ্ণের মূর্ত্তি, ফলাদি ভোজন, দোলা হইতে অবতরণ ও বনভ্রমণ।—৪৭৫-৫০৪ পৃঃ।

দ্বাদশ সর্গ।—বনভ্রমণলীলা।

শারদীয় বনশোভাবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের রাধাকে পরীহাস, শ্রীবৃন্দাবনে আগমন, ও তৎশোভাবর্ণন, পুষ্পহারাদি রচনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর ভূষিত করণ, উভয়ের নানা কৌতুক, যোগপীঠে আগমন, কল্পতরু বর্ণন, শ্রীরাধাকে বামে লইয়া যোগপীঠে অবস্থান, অষ্টসখীর সেবা, শুকস্তুতি বর্ণন, শুকের ফল-ভোজন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নমন্দিরে শয়ন, সখীগণের বন-ফুলের মাল্যালঙ্কারাদি নির্ম্মাণ ও ফল মূলাদি ভোজন।—৫০৫-৫৫৪ পৃঃ।

ত্রয়োদশ সর্গ।—মধুপানলীলা।

হেমন্তেষ্ট বনভাগে প্রবেশ ও হেমন্ত ঋতুবর্ণন, শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীপতন, ললিতার বেণীমূলে মুরলী গোপন, শ্রীবৃন্দাবনদেবীর সকলকে শীতবস্ত্রদান, শ্রীকৃষ্ণের রাধারূপ বর্ণন, শিশির সুখদ বনভাগে গমন, শিশির ঋতু বর্ণন, রাধাদির কুন্দলতাকে পরীহাস। বসন্ত-সুখদ বনে গমন ও বসন্ত ঋতু বর্ণন, রাসস্থলিতে বিশ্রাম, মধুপানে ব্রজাঙ্গনাগণের উদ্ভ্রান্তি, কিঙ্করী-গণকে মধুপান করাইয়া রহস্যলীলা, সখীগণের সহিত সুরতসুখভোগ।—৫৫৫-৫৭৯ পৃঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।—জলবিহারলীলা।

নিদাঘ সুখদবনে আগমন, মধুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসিকতা, শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডবর্ণন, জলবিহার, জলযুদ্ধে পরাজয় হইলে শ্রীকৃষ্ণের বলপূর্ব্বক গোপীগণের ভূষণাদি গ্রহণ ও কন্দর্পরণ, জলকেলি সমাপন করিয়া তটে আগমন বস্ত্র পরিধান ফলাদিভোজন, রতিলীলা ও নিদ্রার আবেশ।— ৮০০-৬১৪ পৃঃ।

পঞ্চদশ সর্গ।—পাশাখেলাদি লীলা।

শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিবার মন্ত্রণা করিয়া পাশাখেলা আরম্ভ, কৃষ্ণের পরাজয়ে সখীগণের অনুযোগ, শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভ হারিলে শ্রীরাধার বক্ষে প্রদান, আলিঙ্গন পণে শ্রীকৃষ্ণের জয় হইলে বলপূর্ব্বক পণ গ্রহণ, চুম্বন-পণে শ্রীরাধার জয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজগণ্ড নিধান করেন বেণু পণে রাধার জয় হইলে বেণু না পাইয়া

অন্বেষণ, মধুমঙ্গলের উপহাস, ললিতার সহিত মুরলী হরণ বিষয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর, মুরলী অন্বেষণ ছলে সখীদের কঞ্চুলী ও নীবী উন্মোচন, জটিলার সূর্য্যমন্দিরে আগমন, কুন্দলতার সহিত বিপ্রবেশী কৃষ্ণের আগমন, সূর্য্যপূজান্তে জটিলার বর প্রার্থনা ও কৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ, প্রণাম সময়ে শ্রীরাধার বেণী হইতে মুরলী পতন, জটিলার ক্রোধ ও তর্জ্জন, বিপ্রবেশী কৃষ্ণের প্রার্থনায় জটিলার মুরলী প্রদান, মধ্যাহ্নলীলা সমাপ্তি, জটিলার বধূসহ নিজালয়ে গমন, কৃষ্ণের সখীগণের নিকট আগমন।—৬১৫-৬৫২ পৃঃ।

ষোড়শ সর্গ।—অপরাহ্ন লীলা।

শ্রীরাধার বিরহ, ব্রজেশ্বরীর আদেশে চন্দনকলার আগমন, ও কৃষ্ণের সংবাদ কথন, কৃষ্ণের ভোজনার্থ মোদক প্রস্তুত, ষোড়শ আকল্প ও দ্বাদশ আভরণ ধারণ, ললিতা সহ শ্রীরাধার অট্টালিকোপরি আরোহণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ, শ্রীরাধার সখীসহ উদ্যানে গমন, শ্যামলার রাধার নিকট আগমন, কৃষ্ণ দর্শন, বলরাম প্রভৃতির নন্দীশ্বরে প্রবেশ, শ্যামলা ও ললিতার সংলাপ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর দর্শন, ব্রজেশ্বরীর নিকট তুলসী মঞ্জরীকে প্রেরণ, শ্রীরাধার নিজ মন্দিরে প্রবেশ, কৃষ্ণের নিজভবনে গমন।—৬৫৩-৬৭৬ পৃঃ।

সপ্তদশ সর্গ।—সায়ন্তনী লীলা।

সূর্য্যাস্ত বর্ণন, তুলসীর নন্দালয় হইতে আগমন, শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, কৃষ্ণের গোদোহন লীলা, পাবন সরোবরে শ্রীরাধার গমন, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দর্শন, গোদোহনান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিজালয়ে গমন।—৬৭৭-৭০০ পৃঃ।

অষ্টাদশ সর্গ।—প্রদোষ লীলা।

প্রদোষ কাল বর্ণনা, ইন্দুপ্রভার নন্দালয় হইতে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও শয়ন বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় গমন, শ্রীরাধার বংশীধ্বনি শ্রবণে অভিসার, শ্রীরাধার প্রতি ললিতার পরীহাস, শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার তমাল তরুভ্রমে, আলিঙ্গন, উভয়ের কন্দর্প-বাণে বিদ্ধ হওয়া।—৭০১-৭৩৪ পৃঃ।

ঊনবিংশ সর্গ।—শ্রীরাসলীলা।

শ্রীরাধা কর্ত্তৃক সখীগণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের মধ্যে আসিয়া শ্রীরাধাকে লজ্জা দেন, শ্রীরাধার কৃষ্ণ মুরলী লইয়া নটবর বেশ ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ, রাসলীলা, বৃন্দা রাধার নিকট হইতে মুরলী লইয়া কৃষ্ণে প্রদান, কৃষ্ণের ভ্রম নিবারণ, পরস্পর প্রহেলী, যমুনা পুলিন শোভা বর্ণন, ও রাস-নৃত্য, রাসান্তে বিশ্রাম।—৭৩৫-৭৮০ পৃঃ।

বিংশ সর্গ।—নক্তলীলা।

জল বিহার, ভোজন, শয়ন, শ্রীকৃষ্ণের অতসুতীর্থে স্নান, প্রত্যেক সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার, উভয়ের প্রেমবৈচিত্ত্যভাব, সম্ভোগ ও নিদ্রা।—৭৮১-৮১৫ পৃঃ।

ইতি।

শ্রীমনোরঞ্জন দাস
"শ্রীকৃষ্ণ কুটীর"
১৪৩, সেবাকুঞ্জ মহল্লা
পোঃ আঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

উপক্রমণিকা।

(রাগমার্গে উপাসনা-বিষয়ে সংক্ষেপ-বিজ্ঞপ্তি)

—০:০—

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্" অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-সঙ্ঘটনে নিযুক্ত থাকিয়া এই ভক্তি উভয়কে অনুরঞ্জিত করেন। প্রেমই এই বন্ধনের হেতু। শ্রীভগবানের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত ঘনীভূত-ভাববিশেষের নামই প্রেম। সাধন-ভক্তি দ্বারাই এই প্রেমরূপ সাধ্যফল লাভ হয়। সাধন-ভক্তির লক্ষণ—

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয় উদয়॥" শ্রীচরিতামৃত

এই সাধন-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। যথা—

"বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।"

ধর্ম্মরাজ্যে যে ক্রম-নির্দ্দেশ আছে তাহা লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মলাভ সুদূরপরাহত। এই জন্যই প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধন-ভক্তির প্রথমাঙ্গ বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বৈধীভক্তিই রাগানুগা ভক্তির সাধন; সুতরাং বৈধীভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেম লাভ না ঘটিলেও রাগমার্গে ব্রজ-ভজনের মধুর-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বৈধীর অঙ্গগুলি যথাযোগ্য অনুশীলন আবশ্যক। বৈধীভক্তি শাস্ত্রোক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত। এজন্য কেহ কেহ ইহাকে মর্য্যাদামার্গও বলিয়া থাকেন।

যে ভক্তি ব্রজবাসিজনের স্বাভাবিক অনুরাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করেন, তাহাই রাগানুগা নামে অভিহিতা অর্থাৎ-শ্রীযশোদা সুবল-ললিতাদির কৃষ্ণ-বিধায়িনী চেষ্টা-নিচয় শ্রবণ বা পাঠ করিয়া তদনুরূপ অনুশীলন করিবার বাসনাকে লোভ কহে; এই লোভ বা বাসনাকে ফলবতী করিবার আনুষ্ঠানিক চেষ্টার নামই রাগানুগাভক্তি। ব্রজের নিত্যপরিকরগণের রাগাত্মিকা ভাবের অনুগত হইয়াই তদনুকূলা সেবা চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং এই রাগাত্মিকা

ভক্তিকে সাধন-ভক্তি বলা যায় না। কারণ, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ সেই নিত্যবস্তু হইতে পৃথক্ নহে—একই তত্ত্ব। অতএব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমিকগণের প্রেমলাভ করিতে হইলে তাঁহাদের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই ভাবাবলম্বন করিতে হইবে। জীব নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না। করুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরাবতার গ্রহণ করিয়াই উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিতা ব্রজের স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা ভক্তিকে সাধনানুকূলা রাগানুগা ভক্তিরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকশিক্ষার্থ, পরিকরগণের সহিত আচার ও প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ রাগানুগা ভক্তির সাধন-প্রচারই গৌরলীলা তিনি ছয় গোস্বামীতে নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রজের এই নিত্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

কিন্তু তাঁহারা তখন রাগানুগীয় ভজন-পদ্ধতির বহু বিষয় প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থে করেন নাই, উহা বেদ-গোপ্য বলিয়া গুরু-পরম্পরায় গুরুমুখী বিদ্যারূপে সাধক-সমাজে প্রচলিত ছিল। জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন—

"বেদশাস্ত্র-পুরাণাদি সামান্য গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

বেদ-পুরাণ সাধারণ শাস্ত্র—গণিকার ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ্য এবং যাহা গুহ্য, সাধন-তত্ত্ব, তাহা কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত,—কেবল সাধকজনেরই অধিগত। রাগমার্গীয় ভক্তিও শাম্ভবী বিদ্যা। শিব-ভাষিত সনৎকুমার-সংহিতাদি হইতেই ইহা সাধকজনের গোচরীভূতা হইয়াছে। ছয় গোস্বামীর পরবর্ত্তী শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, ঘনশ্যাম, নরহরি প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই সাধকগণের হিতার্থ নানাশাস্ত্র প্রমাণ সহ সেই সকল গুহ্য সাধন-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই রাগমার্গকে কেহ কেহ ভাবমার্গও কহিয়া থাকেন, এই রাগমার্গের ভজনে প্রধানতঃ চারিটীভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা ১ম, দাস্য অর্থাৎ শ্রীকমল প্রভৃতি দাসগণের ভাব; ২য়, সখ্য শ্রীসুবল শ্রীদামাদির ভাব ৩য়, বাৎসল্য-

অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদির ভাব ৪র্থ, মধুর অর্থাৎ শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী জীউর আনুগত্যে শ্রীগোপীজন-বল্লভের যে সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সে দুর্লভ কিঙ্করীত্বে ভাবনা দ্বারা নিজেকে গণ্য করিয়া সেবন। এই ভাবচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন ভাবাশ্রয়ের নামই স্বাভীষ্ট-ভাবময় ভজন। তন্মধ্যে শেষোক্ত মধুরভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এস্থলে সাধককে সাবধান হইতে হইবে। তাঁহারা যেন নিজেকে ব্রজ-জনের সহিত অভিন্ন মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের কোন শ্রীমূর্ত্তির সহিত নিজের অভেদ কল্পনা অপরাধজনক। ইহাকে অহংগ্রহোপাসনা কহে। সাধক, ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ হইয়া কেবল সেই ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিবেন।

সাধ্যবস্তুর ক্রম-বিচারে শ্রীরাধা প্রেমই সাধ্যশিরোমণি বলিয়া কথিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু পারকীয় ভাবযুক্ত মধুর রাধা-প্রেমকেই সাধ্যতত্ত্বের পরাবধি রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব মঞ্জরী বা দাসীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবালাভই জীবের সাধ্যাবধি। সাধ্যবস্তুলাভ করিতে হইলেই সাধনা আবশ্যক। উক্ত রাগানুগা সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ মধুরভাবে সাধনের দ্বারাই উহা লভ্য হইয়া থাকে।—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যভাবে না হয় গোচর॥"

অতএব—"সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জ-সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঞি সেবন
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

এই সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

স্মরণই রাগমার্গের প্রধান সাধন। শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ অভীপ্সিত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিরাজমান রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদের লীলা-কথাদির স্মরণ, মনন ও শ্রবণে সতত নিরত থাকিয়া ব্রজে বাস করিতে হইবে। সমর্থ হইলে প্রকাশ্য ভাবেই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবেন, নতুবা মনের দ্বারা ব্রজবাস পরিচিন্তন করিতে হইবে। রাগানুগীয়ভক্ত, সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে ব্রজবাসিজনের সেবানুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। অতএব—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

বাহ্যে সাধকদেহে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, তুলসী সেবন, তিলকাদি ধারণ, শ্রীএকাদশী-জন্মাষ্টমী ব্রতাদিপালন ইত্যাদি ভাবসম্বন্ধি-ভজন সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়; ইহ'তে স্বাভীষ্ট ভাবের সম্বন্ধ-বিষয়ে পুষ্টতা হইয়া থাকে। অন্তরে নিজের "সিদ্ধদেহ" চিন্তা করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ব্রজে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাপরা মঞ্জরীরূপা নিত্য গোপীদেহের নামই সিদ্ধদেহ। ভজন পূর্ণ হইলে এই জড়ীয় দেহের অবসানে জীবের নিত্য-স্বরূপে ঐ দেহাশ্রয় ঘটে। সাধক-দেহ গুণময়। অভীষ্টা সখীর অনুগা মূর্ত্তি ধ্যানগম্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইহার প্রণালী এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা মাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞা-সেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কার-ভূষিতাম্॥"

অর্থাৎ নিজেকে শ্রীলিলতা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কোন সখীর সঙ্গিনীর ন্যায় ধ্যান করিতে হইবে, সেই অভীষ্ট সখীর আজ্ঞাপরা হইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইবে। সখীর অনুগা এই বাসনাময়ী মূর্ত্তিকে অর্থাৎ নিজসিদ্ধ দেহকে তাঁহাদের কৃপা-প্রদত্ত বসনভূষণে ভূষিতা ভাবনা করিবে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় সেবা-কার্য্যে মঞ্জরী বা কিঙ্করীগণেরই একমাত্র অধিকার।

মঞ্জরীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সকলের পরিচালিকা। সাধক, নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনায় নিজেকে ঐ সকল কিঙ্করীগণের মধ্যে একজন বলিয়া জানিবেন। মঞ্জরীদের কৃষ্ণ সম্ভোগস্পৃহা আদৌ নাই, তাঁহারা সেবাপরা দাসীভাবে শ্রীযুগল- সবন-সুখাস্বাদে সদা নিমগ্না। সনৎকুমারতন্ত্রে—সিদ্ধদেহের ভাবনা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবন-সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং॥
নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীং।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাং॥
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেমরাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং॥
প্রত্যহুদিবসং যত্নাৎ তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং॥
তৎ সেবনসুখাস্বাদ-ভাবেনাতি সুনির্বৃতাং॥
ইত্যাত্মনং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মাং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা।"

আপনার আত্মাকে এই প্রকার বৃন্দাবনস্থা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মহানিশা পর্য্যন্ত মানসী সেবায় নিমগ্ন থাকিবে। আমাদের এই যথাবস্থিত গুণময় দেহকে সখীর অনুগাভাবে সাজাইতে হইবে—এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। রসময়ের সেবা কুঞ্জে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিতে হইলে সাধককে অবশ্যই আনন্দচিন্ময় রস-প্রতিভাবিতা শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। যে স্থানে যাইতে হইবে, নিজে সেস্থানের অনুরূপ না হইলে তথায় প্রবেশ লাভ অসম্ভব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়"। যাহা নিরন্তর ভাবনা করা যায়, মৃত্যুসময়ে তাহাই চিত্তকে তন্ময় করে। মৃত্যুকালে যাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়, গতিও তদনুরূপ হয়। রাজর্ষি ভরত হরিণশিশুর চিন্তা করিয়া হরিণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়—

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥"

পেশস্কৃৎ (কুমারিয়া পোকা) নানা প্রকারের কীটসকল ধরিয়া আনিয়া

মৃত্তিকাগর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঐ সকল কীট পূর্ব্ব দেহত্যাগ না করিয়াই উক্ত পেশস্কৃতের নিরন্তর অনুধ্যানে পেশস্কৃতের তুল্যই দেহ-বর্ণাদি লাভ করে।

অতএব সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে। ইহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীব মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূল দেহেই পুরুষত্ব স্ত্রীত্ব কল্পিত। লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব-ভেদ নাই। শ্রুতি বলেন—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্ যচ্ছরীর মাদত্তে তেন তেন স বক্ষ্যতে॥" শ্বেতাশ্বতর

চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধ কামময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধ জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উপজাত হয়। সিদ্ধদেহের সাধনায় একাদশটী পর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"নাম-রূপ-বয়ো বেশ-সম্বন্ধো-যূথ এব চ।

আজ্ঞা-সেবা-পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ॥ ভজনপদ্ধতিঃ।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গুরুপরম্পরাগত সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে গুরুদেব সেই সেই মঞ্জরী নামাদি প্রদান করিবেন। শ্রীগুরুর উপদেশমতে সাধকের রুচি অনুসারেই সিদ্ধদেহের পরিচয় নির্ণীত হয়। গুরুদত্ত নিজ নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, ও সেবাদি স্মরণ করিতে করিতে তাহাতে যে অভিমানযুক্ত আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম স্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধিতেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ হইয়া থাকে। নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনায়—সখী-মঞ্জরীরূপে অর্চ্চন চিন্তন-কালে শ্রীসখীরূপা গুরুর ধ্যান অগ্রে করা কর্ত্তব্য। কারণ, গুরু-গৌরব সর্ব্বত্রই সম্মত। অভীষ্টদেবীর যে মনোহর অপ্রাকৃতরূপ তাহাই ভাবনীয় ও সেব্য। এই ধ্যানের বহু প্রকার-ভেদ আছে। গুরূপদেশমতে ব্যবহার্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ধ্যান এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

গুরুং গৌরাঙ্গীং দ্বিভুজাং বরদাং করুণেক্ষণাং।

বৃন্দাবন-নিকুঞ্জস্থাং কল্পপাদপ-মূলগাং॥

রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠাং শ্রীবিশাখাসমন্বিতাং।

ব্রজরামাগণৈর্যুক্তাং বন্দে পতিতপাবনীং॥"

অতএব মুখ্য প্রকৃতিভাব অন্তরে গুপ্ত রাখিয়া বাহিরে পুরুষভাবে অর্থাৎ নদীয়া-পার্ষদানুগত ভক্তভাবে থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বদা নিজ সিদ্ধভাবে মগ্ন

থাকিয়া পুংসাচার এককালে পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, সখীভাব শব্দে শ্রীললিতাদি সখীর সমভাব বুঝিবে না—অনুগত-ভাবই সাধনীয়। সিদ্ধোপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়া অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ঘৃণিত ইন্দ্রিয়চর্য্যায় লিপ্ত হইয়া নরকের পথ প্রসরতর করেন। সাবধান! সেপ্রকার ব্যক্তির ছায়াও স্পর্শ করিবে না এবং নিজেকে ভুলিয়াও সর্ব্বনাশ করিবেনা !!

সাধকের নিত্যচিন্তনীয় মানসী সেবার ক্রম অবগত হইবার জন্য ব্রজের নৈত্যিক লীলা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নৈত্যিক অর্থাৎ অহোরাত্র-কৃতলীলাকেই অষ্টকালীয় লীলা কহে। অষ্টকাল, যথা—

"নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

নিশান্ত. প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ, সায়ং প্রদোষ ও নক্ত এই অষ্ট-কাল। ইহার প্রাতরাদি চারিটী কাল দিবাভাগ এবং সায়ং, প্রদোষাদি চারিটী কাল রাত্রি বিভাগ।

(১) নিশান্ত—৫৪ দণ্ড রাত্রির পর হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

(২) প্রাতঃ—সূর্য্যোদয় হইতে ৬ দণ্ড।

(৩) পূর্ব্বাহ্ণ—প্রাতঃকালের পর ৬ দণ্ড—মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্ত।

(৪) মধ্যাহ্ন—দিবা ১২ দণ্ডের পর হইতে ১২ দণ্ড—অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত।

(৫) অপরাহ্ণ—মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড।

(৬) সায়ং—সূর্য্যাস্ত হইতে ৬ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত।

(৭) প্রদোষ—রাত্রি ৬ দণ্ডের পর হইতে ৬ দণ্ড।

(৮) নক্ত বা নিশীথ—রাত্রি ১২ দণ্ডের পর হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত।

এই অষ্টকালে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। অপ্রকট কালেও এই নিত্যলীলা সকল প্রকট অবস্থার ন্যায়ই হয়।

"যথা প্রকট-লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথাহি নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥"

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট উভয় কালেই এই অষ্টকালীয় লীলা একইরূপ হইয়া থাকে। কখনও ব্যতিক্রম হয় না। উক্ত অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা নামে অভিহিতা। প্রকটাবতার কালে কার্য্যানুরোধে বা অন্য কোন হেতু যে লীলা—তাহা কেবল লীলামাত্র। অষ্টকালীয় লীলাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা অন্তরঙ্গা নিত্যলীলা।

এই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-গ্রন্থে সাধকের চিন্তনীয়া সেই প্রাত্যহিক নিত্যলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সখী, মঞ্জরী ও কিঙ্করীগণের সেবা-প্রণালীও সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। রসিক ভক্তগণ এই নিত্যাস্বাদ্য শ্রীগ্রন্থপাঠে স্বাভীষ্ট-সেবাদি-শিক্ষালাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই

শ্রীরাধাগোবিন্দের সরস লীলা স্মরণ মননে চিত্ত কোমল ও ভাব-মধুময় হয়। স্বীয় ভাব মধুময় হইলেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাধুর্য্যভাব অনুভূত হয়। অনুভব হইতে আস্বাদ—আস্বাদ হইতে রস বোধ,—রস বোধ হইতেই সুতীব্র লালসার উদয় হয়, লালসা হইতেই অনুরাগ—অনুরাগের গাঢ়ত্বই প্রেম, প্রেম হইতে সেবা-প্রবৃত্তি ও সেবা-সংসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিরন্তর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলানুস্মরণই ভজনের আরম্ভ এবং পরিণতি।

রাগমার্গে ভজন-পদ্ধতি এক বিপুল ব্যাপার। বিশদভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এজন্য এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় উহার দিগ্-দর্শনমাত্র করা হইল। সখী ও মঞ্জরীগণের নাম, বর্ণ, বেশ, বয়স, ও সেবা-পারিপাট্য এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে পাদটীকায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই উপক্রমণিকায় ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অতঃপর উপসংহারে প্রার্থনা—

"কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥"

(শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত-সংক্ষিপ্ত লীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্।)

অর্থাৎ নিশান্তকালে যিনি কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দীগ্রামে নন্দালয়ে প্রবেশ করেন, প্রাতঃ ও সায়ংকালে যাঁহার গো-দোহনাদি ও ভোজনলীলা, পূর্ব্বাহ্নে যিনি গোচারণ করিতে করিতে সখাগণের সহিত বনবিহার করেন, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে যিনি সাক্ষাৎ বিলাসানন্দ উপভোগ করেন, অপরাহ্নে গোচারণান্তে পুনরায় নন্দালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রদোষে সুহৃদগণকে আনন্দিত করেন, সেই নিত্যকাল ব্রজধামে অষ্টকালীয় লীলা-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥

শ্রীমনোরঞ্জন দাস

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্ ।

প্রথমঃ সর্গঃ ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-ঘনং প্রপদ্যে সপদ্যপধ্বস্ত-তমঃ-প্রপঞ্চম্ ।
নখেষু কোট্যর্ব্বুদ-কান্তিধারা পরম্পরাপ্যায়িত-সর্ব্ব-বিশ্বম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

টীকা ।—বৃন্দাটবীশ্বর সভাজনরাজমানং,
শ্রীবিশ্বনাথগুণসূচক-কাব্যরত্নম্ ।
মচ্চিত্তসম্পুটমলংকুরুতাং তদীক্ষা-
সৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম্ ॥

অথ প্রারিপ্সিত গ্রন্থ সমাপ্তি-পরিপন্থি-প্রত্যূহ-ব্যূহ বিধ্বংসপটীয়সীং শ্রীভগবৎ-প্রপত্তিং গ্রন্থকারচূড়ামণির্মঙ্গলাচরণত্বেন নিবধ্নাতি । শ্রীকৃষ্ণেতি । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব ঘনো মেঘঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতবর্ষিত্বাৎ, তং প্রপদ্যে । পক্ষে,—শ্রীকৃষ্ণনামা য শ্চৈতন্যঘনঃ চৈতন্যস্য কাঠিন্যং সান্দ্রত্বমিতি যাবৎ, মূর্ত্তৌ ঘন ইতি স্মরণাৎ ঘন-শব্দস্য ধর্ম্মমাত্র এব মুখ্যার্থত্বাৎ । "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ" মিত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্য তথাত্বে স্থিতত্বাচ্চ । প্রপত্তেঃ ফলং প্রীতিসন্দর্ভাদাবুক্তং । অনর্থসংহিতাত্যা-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তিস্তথানুসংহিত-ভগবদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যাস্বাদশ্চেতি, বিশেষণদ্বয়েন ব্যঞ্জয়তি, সপদীতি । প্রপত্তি সমকালমেবেত্যর্থঃ । তমো মেঘপক্ষে—অন্ধকার ইতি প্রসিদ্ধ মেঘাদ্বৈলক্ষণ্যং তচ্চ চৈতন্যঘন ইতি শ্লেষেণ জড়রূপঘনস্য ব্যাবৃত্তত্বা-দেব । অপরস্মিন্ পক্ষদ্বয়ে, তমঃ অবিদ্যা । কথম্ভূতং ? কন্দর্পকোটের্যদর্ব্বুদং

তত্তুল্যকান্তিধারাপরম্পরেত্যাদি। অত্র কান্তিধারায়া বৃষ্যমাণত্বাৎ। তস্যা- শ্চৈতন্যরূপত্বাৎ ন জড়বর্ষমেঘ ইত্যত্রাপি বৈলক্ষণ্যম্। পক্ষদ্বয়ে, তদ্রূপমাধুর্য্যাস্বাদঃ সর্ব্বভক্তেষু ফলিত ইতি ধ্বনিঃ। যদ্বা। পক্ষেষু কোটেরপি অর্ব্বুদং ব্রণবিশেষঃ যতস্তথাভূতা কান্তিধারেতি। "অর্ব্বুদং ব্রণভেদেঽপি" ইতি বিশ্বঃ। বিশ্বপদেন বিশ্বৈকদেশবোধোঽপি সম্ভবেদতঃ সর্ব্বেতি। অত্র পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারোঽপি বোধ্যঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থ-সমাপ্তির পরিপন্থী বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই গ্রন্থকার চূড়ামণি বিঘ্ন-বিনাশ-পটীয়সী শ্রীভগবৎ-শরণাপত্তিকে মঙ্গলাচরণরূপে এই শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব কবিত্ব-কৌশলে শ্রীগৌর-স্বরূপের ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যুগপৎ শরণাগতি স্বীকার করিয়া সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার-সংরক্ষণ ও শ্রীগৌর-গোবিন্দের অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরপক্ষে অর্থ এই যে,—

যিনি গৌড়াকাশে উদিত হইয়া জগতের তমঃরাশি বিধ্বংস করিয়াছেন এবং কোটী-অর্ব্বুদ-কন্দর্পের-কান্তি-ধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল-বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ অদ্ভুত মেঘের শরণাপন্ন হইলাম। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতবর্ষী বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মেঘের স্বরূপ বলা হইয়াছে। জড়ীয় মেঘের উদয় হইলে তমঃপ্রপঞ্চ অর্থাৎ অন্ধকররাশি বিদূরিত না হইয়া বরং ঘনীভূত হইয়াই থাকে, কিন্তু এই শ্রীগৌর-মেঘের উদয়ে তমঃরাশি অর্থাৎ অজ্ঞান সমূহ অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই জড়ীয় মেঘ হইতে এই শ্রীগৌর-মেঘের পরমোৎকর্ষ সুচিত হইয়াছে। প্রাকৃত- মেঘ বৃষ্টিধারা-বর্ষণে জগতের একদেশমাত্র আপ্যায়িত করে, কিন্তু এই অদ্ভুত শ্রীগৌর-মেঘ কোটি-কন্দর্প-নিন্দি-কান্তিধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল বিশ্বকে আপ্যায়িত করেন এবং ভক্তগণ সেই রূপ-মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভে ধন্য হন।

সনাতনং রূপমুদীয়ুষোঃ ক্ষিতৌ হৃদা দধানো ব্রজকাননেশয়োঃ।
তৎকেলি-কল্পাগম-সঙ্গতীলিতাঃ সদালিবীথীরনুরাগিণোর্ভজে ॥২॥

রূপানুগাখ্য সাধন-ভক্তি-পদ্ধতিরূপমিদং সমস্ত-গ্রন্থাত্মকং কাব্যমিতি দ্যোতয়তি। সনেতি। উদীয়ুষোঃ উদয়ং প্রাপ্তবতোঃ ব্রজকাননেশয়োঃ সনাতনং নিত্যরূপং। পক্ষে—সনাতনাখ্যং রূপাখ্যং তৎপরিজনদ্বয়ং হৃদি দধান স্তৌ ধ্যায়ন্নিত্যর্থঃ। সদালীনাং সাধুশ্রেণীনাং বীথী র্ভজনমার্গান্ ভজে অনুসরামি।

শ্রীকৃষ্ণপক্ষে অর্থ এই যে,—

যিনি কোটি-অর্ব্বুদ-কন্দর্পতুল্য রূপ-মাধুর্য্য-ধারা বর্ষণ করিয়া অথবা অর্ব্বুদ শব্দের অর্থ ব্রণ, সুতরাং যিনি কোটি-কন্দর্পের হৃদয়-ব্রণকর রূপ-মাধুর্য্য-ধারা-পরম্পরা দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং যাঁহার শরণাগতিমাত্রেই অবিদ্যারাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণনামক চৈতন্য-ঘন বস্তুর অর্থাৎ চিন্ময়-বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিলাম। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" এই বাক্যে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্মস্বরূপত্ব সূচিত হয়, সেইরূপ 'চৈতন্য-ঘন' বাক্যে কেবল চিন্ময়ত্বেরই নিবিড়তা বুঝিতে হইবে। আবার এই শ্লোকোক্ত দুইটী বিশেষণ দ্বারা শরণাপত্তিরই* দুইটি ফল অভিব্যঞ্জিত

*কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়-গ্রহণই শরণাপত্তির তাৎপর্য্য। অনন্যগতি ভিন্ন শরণাপত্তি অসম্ভব। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভাগবতী আজ্ঞাই শরণাপত্তি নামে অভিহিত। ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি না হইলেও দুঃখ-প্রতিষেধ-বাসনা মূলা। শরণাপত্তির লক্ষণ; যথা বৈষ্ণব-তন্ত্রে—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥"

অর্থাৎ (১) শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূলবিষয়ে সঙ্কল্প, (২) উহার প্রাতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, (৩) শ্রীকৃষ্ণই আমাকে নিখিল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস, (৪) তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করা, (৫) তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা, (৬) এবং "হে দয়াময়! আমার ন্যায় শোচ্যতম আর কেহ নাই, আমাকে রক্ষা কর" ইত্যাদি আর্ত্তি প্রকাশ, শরণাপত্তি এই ছয় প্রকার। শরণাপত্তি অহঙ্কার নিবৃত্তির প্রধান সাধন।

বীথীঃ কথম্ভূতা তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ কেলিষু কল্পন্তে, প্রমাণত্বেন সমর্থা ভবন্তি। ক্লিপূসামর্থ্যেপচাত্ত১। তথাভূতা যে আগমাঃ পরিচরণপ্রকার জ্ঞাপ্য বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র-ক্রমদীপিকা-নারদপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রাণি তেষাং সত্যা ইলিতাঃ প্রশস্তাঃ। এতেন রাগমার্গস্থ শাস্ত্রবিহিতমানত্বং। পুনঃ কথম্ভূতা অনুগম্যমানো রাগো যত্র ভবতীতি রাগানুগীয় সাধুজনাশ্রিতভজনমার্গে সাধকদেহেন অভিলাষো ব্যঞ্জিতঃ। অথবা সদা আলাবীথী ললিতাদিসখীশ্রেণীর্ভজে। কথম্ভূতাঃ তয়োঃ কেলয় এব কল্পাগমাঃ কল্পবৃক্ষা তৈস্তে সহ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সঙ্গমে ইলিতাঃ স্তুতাঃ অর্থাৎ তাভ্যামেবেতি জ্ঞেয়ম্। তা বিনা দ্বয়োঃ সঙ্গজন্ম লীলৈব জনসিদ্ধ্যেদিতি ভাবঃ। তথা চ সিদ্ধদেহেন সখীনাং অনুগত্যোঽভিলাষো ব্যঞ্জিতঃ। পক্ষে—অলিবীথীর্ভ্রমরশ্রেণী ভজে। কথম্ভূতাঃ তয়োঃ ক্রীড়াস্পদকল্পবৃক্ষস্য সঙ্গমেন স্তুতাঃ। পুনশ্চ অনুকূলো রাগো বসন্তাদিঃ স এব আনন্দদত্বেন বর্ত্ততে যাসাং তাঃ। তথা চ বৃন্দাবনীয়-কল্পবৃক্ষ-সম্বন্ধি-ভ্রমরং ভজে। ইত্যনেন বৃন্দাবনবাসে কবেরভিলাষো ব্যঞ্জিতঃ॥ ২॥

হইয়াছে। শ্রীভগবানে শরণাগতিমাত্রেই—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং ভগবৎ-রূপগুণাদি-মাধুর্য্যাস্বাদ, ভক্তের এই দুইটী ফললাভ হইয়া থাকে।১।

এই কাব্য গ্রন্থখানি রাগানুগানামক সাধন-ভক্তির পদ্ধতি। অতএব সাধককে কি ভাবে এই সাধন-পথের অনুসরণ করিতে হইবে, ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহারই আভাস প্রদান করিতেছেন। বাহ্যে—সাধকদেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজবাসী প্রিয়পার্ষদবর্গের অনুগ হইয়াই ভগবৎপরিচর্য্যা করিতে হয়। তাই, প্রথমতঃ তিনি এই শুদ্ধ অনুরাগময় ভজন-মার্গে সাধকদেহে অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন যে,—"আমি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নামক পরিজনদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিচর্য্যা-বিধি-জ্ঞাপক বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র, ক্রমদীপিকা ও নারদ-পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র-বিহিত অতি প্রশস্ত সাধুজনাশ্রিত শ্রীরাধাশ্যামের লীলাবিলাসময় রাগানুগীয় ভজনমার্গের অনুসরণ করি।" অতএব এই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য রাগানুগাসাধন ভক্তি ও পরিচর্য্যা-প্রণালী যে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর

অনুমোদিত, শাস্ত্র-সম্মত ও সাধুজনের অনুসৃত তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল।*

আবার অন্তরে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুগা হইয়া অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীরূপা গোপীদেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের মানসী পরিচর্য্যা করিতে হয়। এইজন্যই শ্রীপাদ গ্রন্থকার পক্ষান্তরে এই শ্লোকে সিদ্ধদেহে সখীর অনুগতি অভিলাষ-পরিব্যক্ত করিতেছেন,— "আমি নরাধামে প্রকটলীলায় উদিত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সনাতনরূপ অর্থাৎ নিত্যরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কেলি-কল্পতরুর সহিত সঙ্গমসময়ে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের পরস্পর লীলাবিলাস সংঘটনে স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাঁহাদের স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভিন্ন সে লীলাই সিদ্ধ হয় না, সেই অনুরাগিনী ললিতাদি সখীগণকে সর্ব্বদা ভজনা করি অর্থাৎ সিদ্ধদেহে তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধা-শ্যামের সেবাচর্য্যা অনুসরণ করি।"

অথবা 'অলিবীথী' বাক্য ভ্রমরশ্রেণী বুঝায়। সুতরাং যে সকল ভ্রমর, শ্রীরাধাশ্যামের ক্রীড়াস্পদ কল্পবৃক্ষে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের

---

* শ্রীরাধাশ্যামের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবার পূর্ব্বে শিষ্টাচার-পরম্পরায় সাধকের শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকদ্বয়ে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ভজনশীল পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সংক্ষিপ্ত সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু।"

অর্থাৎ নিশান্তে যিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, প্রভাতে সুরধুনীতে গিয়া স্নান করেন, পূর্ব্বাহ্নে নিজ জনগণ সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকেন, মধ্যাহ্নে ভক্তগণ সহ সুরধুনীতীরস্থ উপবনে কৃষ্ণকথালাপসহকারে বিরাজ করেন, অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করেন। সায়ংকালে স্বগৃহে ভোজনান্তর প্রাঙ্গণে উপবেশন করেন, প্রদোষে এবং নিশীথে শ্রীবাসের গৃহে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিশাশেষে নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করেন, সেই শ্রীগৌর-ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অনুকূল বসন্তাদিরাগ গান করিয়া থাকেন, আমি সেই বৃন্দাবনের কল্প-বৃক্ষ সম্বন্ধি ভ্রমরনিচয়কে সর্ব্বদা ভজনা করি।" এই উক্তিতে শ্রীবৃন্দাবনবাসে কবির অভিলাষ ব্যঞ্জিত হইল ॥২॥

প্রথমতঃ নিশান্তলীলা; যথা—

"রাত্রান্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্যতাম্।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ স্বদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥১॥

যিনি রজনীশেষে কোকিল-কুক্কুটাদি-পক্ষিগণের কলধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মধুর রস-পরীহাস-সম্ভাষণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সন্তোষ বিধান করেন এবং অন্যত্র গমন পূর্ব্বক ধরাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তগণ প্রদত্ত সুন্দর সলিলে মুখচন্দ্র সুধৌত করেন, সেই সময়ে শ্রীশচীমাতা সহ পুরাঙ্গনাগণ স্নেহভরে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এইরূপে সেই অত্যানন্দযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি হৃদয়মধ্যে চিন্তা করি ॥১॥

তথাহি পূর্ব্ব মহাজন-কৃত পদ।
"নিশি অবসান, শয়ন' পর আলসে, বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরুপম হেম, জিনি তনু মুখশশী মুদিত কমলদিঠিসাজ ॥
জয় জয় নদীয়ানগর আনন্দ!
সহজই বিম্বাধর তাহে শোভিত তাম্বুলরাগ সুছন্দ ॥
বালিশ' পর শির আলিসে নাসায় বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ সেয'পর, বদনে মিশা মৃদু হাস ॥
কোকিল-কপোত আদিধ্বনি শুনইতে জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস করে বারি-ঝারি লই সমুখহি দেওব যোগাই ॥

প্রকারান্তর।

"রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন শুনইতে অলি-পিকরাব।
সহজহি নিজভাবে গরগর অন্তর তহি উহ দ্বিতীয় বিভাব ॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরব রজনীশেষে জাগি দুহু যৈছন উপজল তৈছন ভাব ॥
নয়নে অমলজল অমিয়া বচন খল পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হর্ষ-বিষাদ শঙ্কাদি পুন উন্নতকো বহু ভাব তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়া মাহ পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব কহ রাধামোহন দাস ॥"

তয়োর্মিথঃ পুষ্পশরাজিচাতুরী-ধূরীণতা-বেদনয়া বিবাদিনোঃ।
শ্রান্তিঃ স্বয়ং কাপি নিমন্ত্র্য তৎক্ষণান্নিদ্রামুপানীয় সমাদধে কলিম্ ॥৩॥
প্রতি-স্ব-সেবাবসর প্রবোধিতা সদাতনাভ্যাসজুষোঽথ কিঙ্করীঃ।
নিদ্রেণ রাত্র্যন্তমবেত্য তা জহৌ সৈব স্বয়ং জাগরয়াঞ্চকার কিম্ ॥৪॥

· পরস্পর-কন্দর্পযুদ্ধচাতুর্য্যাতিশয়স্য জ্ঞাপনয়া হেতুনা বিবাদিনো স্তয়ো রাধা-কৃষ্ণয়োঃ কলিং কলহং কাপি শ্রান্তিরূপা সখী নিদ্রাং নিমন্ত্র্য "হে নিদ্রে! সখি! তয়োর্ম্মাধুর্য্যাস্বাদস্ত্বয়াপি ক্রিয়তামিতি" নিমন্ত্রণং কৃত্বা উপানীয় সমাদধে। তথা চ সম্ভোগোত্থ শ্রান্তিত এব তয়ো নিদ্রা আগতেতিভাবঃ ॥৩॥

অথ নিশান্ত লীলা।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও রসিকামণি শ্রীরাধা পরস্পর কন্দর্পযুদ্ধ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষ-জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থাৎ কে কেমন কন্দর্পযুদ্ধে চাতুরী জানে তাহা পরস্পরকে জানাইবার নিমিত্ত বিবাদ আরম্ভ করিলে শ্রান্তিরূপা সখী যেন নিদ্রাদেবীকে—"এস সখি নিদ্রে! এই শ্রীযুগল-মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণ করিবে এস—" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াই সেই প্রেমিক-প্রেমিকার কন্দর্পকেলি-কলহের সমাধান করিলেন অর্থাৎ সম্ভোগ-বিলাসানন্দে অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ উভয়েরই নিদ্রা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সখীগণ ও সেবাপরা কিঙ্করীগণও যথাস্থানে গিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥৩॥*

* তথাহি অনুরূপ পদ।—অলসে সুতল বর যুগল-কিশোর। হেরইতে তনুমন শীতল মোর॥ এ সখি! আওসখি নিরখহ রূপ। রূপ মূরতি ধর কিয়ে রসকূপ॥ ধ্রু॥ দুহু তনু মিলু, কছু নাহি ভেদ। বুঝলমু সব তুলনা রহ খেদ॥ শয়নক কৌশল বরণি না যায়। রাধামোহন তাই বলিহারী যায়॥"

পুনশ্চ।—আলসে আকুল ভেল রসবতী রাই। মদন-মদালসে শুতলি যাই॥ কানু শয়ন করু কামিনী কোর। চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥ দুহুশিরে দুহুভুজে বয়ানে বয়ান। উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান॥ ঘুমি রহল তঁহি কিশোরী কিশোর। কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর। সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান॥ স্বেদবিন্দু দোখ তহুজন গায়। শেখর করতহি চামরবায়॥" পঃ কঃ

উত্থায় তল্পাচ্চকিতেক্ষণাঃ ক্ষণান্ তুহানয়োর্নাগর-চক্রবর্ত্তিনোঃ ।
স্বাপং রহঃ স্বাপমভঙ্গমঙ্গনা-আলক্ষ্য তূষ্ণীমধিশয্যমাসত ॥৫॥
পপ্রচ্ছুরন্যোন্যমিমা মিমানয়া রসং পরিহাসভৃতং সজৃম্ভয়া ।
গিরা চিরাজ্জাগরমূঢ়ঘূর্ণন স্বস্বাক্ষি-ভৃঙ্গীততি-লীঢ়বক্ষসঃ ॥৬॥

স্ব স্ব সেবাবসরে যা প্রবোধিতা জাগরণশীলতা তস্যাঃ সদাতনাভ্যাসজুষঃ কিঙ্করীঃ নিদ্রৈবকর্ত্রী রাত্র্যন্তমবেত্য জহৌ। অতএব সৈব নিদ্রা স্বয়ং তাঃ কিঙ্করীঃ কিং জাগরয়াঞ্চকার ইতি স্বতঃসিদ্ধ নিদ্রাত্যাগহেতুকেয়মুৎপ্রেক্ষা ॥৪॥

তল্পাদুত্থায় কিঙ্কর্য্যঃ আদৌ সেবায়া অতিকালমাশঙ্ক্য চকিতেক্ষণাঃ ক্ষণান্ উৎসবান্ তুহানয়োঃ পূরণম্ কুর্ব্বতোঃ নাগর-চক্রবর্ত্তিনোঃ পশ্চাৎ স্বাপং শয়নং অভঙ্গং আলক্ষ্য অঙ্গনাঃ কিঙ্কর্য্যঃ অধিশয্যং স্ব স্ব শয্যায়াং তূষ্ণীং আসন্। স্বাপং কীদৃশং রহসি স্বাপং সুস্বাপম্ ॥৫॥

তদনন্তরম্ পরীহাসেন ভৃতম্ রসং মিমানয়া সরসঃ এতাবানেব ততোঽপ্যধিক-রসোঽস্তি ইতি তুলয়ন্ত্যা ইব জৃম্ভা সহিতয়া গিরা, ভোঃ সখ্যঃ! অদ্য নিকুঞ্জ-রাজেন সহ বিহারাতিশয়জন্যশ্রমেণ প্রাপ্তনিদ্রাণাং যুষ্মাকং জাগরণং বৃত্তংন বেত্যাদি পরিহাসবাক্যেন ইমাঃ কিঙ্কর্য্যঃ অন্যোন্যং জাগরং পপ্রচ্ছুঃ, তাঃ কথম্ভূতাঃ প্রাপ্ত-ঘূর্ণনয়া স্বস্বাক্ষিরূপভৃঙ্গীততত্যালীঢ়ং আস্বাদিতং বক্ষঃস্থলং যাভি স্তথা চ সম্ভোগ-

অনন্তর নিদ্রা, নিশান্ত সমুপস্থিত জানিয়াই, যে সকল সেবাপরা কিঙ্করী নিজ নিজ সেবাকার্য্যের সময় অভ্যাস বশতঃ নিত্যই জাগরিতা হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিল; অতএব স্বয়ং নিদ্রাই কি সেই কিঙ্করীগণকে জাগরিত করিল?—ইহাই কিঙ্করীগণের স্বতঃসিদ্ধ নিদ্রাত্যাগের হেতু বলিয়া জানিবেন ॥৪॥

নিদ্রাভঙ্গের পরই প্রথমতঃ সেই কিঙ্করীগণ, সেবাকাল বুঝি অতীত হইয়া গিয়াছে, এই আশঙ্কায় চকিত-নয়নে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে আনন্দোৎসব-বিধানকারী নাগর-চক্রবর্ত্তী যুগলের সুখনিদ্রা তখনও ভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া, তাঁহারা শয্যার উপরে নীরবে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥৫॥

নিশান্ত-সেবোচিত-মাল্যবীটিকাকৃত্যাত্তচিত্তা অথ কাচিদাহ তাঃ।
অনঙ্গ-বদ্ধাঙ্গ-যুবদ্বয়োচ্ছলৎ সৌরভ্য-সৌলভ্যবতী রসোচ্ছলা ॥ ৭ ॥

চিহ্নস্থিতিশঙ্কয়া স্ব বক্ষসি অর্পিতায়া দৃষ্টিভৃঙ্গী তয়ৈব দৈবাৎ তত্রস্থিতং নখচিহ্নাকারমকরন্দম্ আস্বাদিতং চক্রুরিতি ॥৬॥

নিশান্তসেবোচিতমাল্যবীটিকাদিকৃত্যেষু গৃহীতচিত্তা স্তাঃ কিঙ্করীঃ প্রতি কাচিৎ কিঙ্করী আহ। কথম্ভূতাঃ অনঙ্গেন বদ্ধাঙ্গয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরুচ্ছলৎ সৌরভ্যস্য সৌলভ্যবতী তথাচ সৌরভেণৈব তয়োর্বন্ধনং দৃষ্ট্বা ততো ভয়াৎ পলায্যেব তদ্বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপিতা সা জ্ঞাততত্ত্বা সতী মধ্যে আগত্য আহ। যয়োরর্থে বীটিকাদিনির্ম্মাণং কুর্ব্বন্তি তৌ দ্বৌ বদ্ধৌ আগত্য দৃশ্যেতামিত্যুক্তবতীতি ভাবঃ ॥৭॥

অনন্তর তাঁহারা পরীহাস-পূর্ণ রসের তৌল অর্থাৎ সেই রস এই অবধি কি ইহারও অধিক কিছু আছে, ইহা তৌল করিবার অভিপ্রায়েই যেন জৃম্ভার্ত্যাগের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পরীহাস-বাক্যেই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"হে সখীগণ! আজ নিকুঞ্জ-রাজের সহিত বিহারাতিশয়-জনিত-শ্রমভারে নিদ্রিত হইয়াছ বলিয়াই বুঝি তোমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না?"—এই বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘজাগরণে নয়ন-ভৃঙ্গী-নিচয়কে স্ব স্ব বক্ষঃস্থল আস্বাদিত করাইলেন অর্থাৎ বক্ষোদেশে বুঝি এখনও সম্ভোগচিহ্নসমূহ অঙ্কিত আছে, এই আশঙ্কায় স্ব স্ব বক্ষঃস্থলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং সেই দৃষ্টি-ভৃঙ্গীকে নিজ নিজ বক্ষোজ-কমলস্থিত নখচিহ্ন রূপ মকরন্দ আস্বাদন করাইতে লাগিলেন ॥৬॥

অনন্তর নিশান্ত-কালোচিত সেবা-সম্পাদনের নিমিত্ত কোন কোন সখী মাল্যরচনা ও তাম্বুলবীটিকা নির্ম্মাণকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে অনঙ্গ কর্ত্তৃক বদ্ধাঙ্গ শ্রীরাধাশ্যামের উচ্ছ্বসিত অঙ্গ-সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া অন্য এক রস-চপলা সখী,—যেন সেই অঙ্গ-সৌরভ শ্রীরাধাশ্যামের বন্ধন-দশা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিয়া সেই

আনীত জালাধ্বগতাস্য-পদ্মাঃ সখ্যান্তরাল্য স্বদৃশঃ প্রহিত্য।
কান্তৌ নিতান্তাতনুলাস্য-চঞ্চু ধিনোতি সুপ্তিঃ পরিরভ্য কীদৃক্ ॥৮
ইতস্ততোঽন্যস্ত মণি-প্রদীপানফুল্ল নীলোৎপল-চম্পকাভান্।
বিধত্ত এতৌ স্ব ময়ূখবৃন্দৈরনাবৃতৈ মুণ্ডনমাল্য-চেলৈঃ ॥৯॥

তস্যা উক্তিমাহ। হে আল্যঃ! জালাধ্বগতমুখপদ্মাঃ সত্যঃ সদ্মান্তর্গৃহমধ্যে স্বদৃশঃ প্রহিত্য যূয়ং আনীত। কিম্ আনীম তত্রাহ। নিতান্ত কন্দর্পনৃত্যেন খ্যাতৌ রাধাকৃষ্ণৌ সুপ্তিঃ কর্ত্রী পরিরভ্য কীদৃক্ ধিনোতি সুখয়তি। তথা চ সুপ্তিরূপসভ্যায়াস্তাদৃশনৃত্যদর্শনজন্ত সন্তোষেণৈব আলিঙ্গনমিতি ॥৮॥

এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ স্বস্ব পীতশ্যাম-কিরণ-বৃন্দৈঃ করণৈঃ শয়নগৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ন্যস্তমণিপ্রদীপান্ অফুল্লনীলোৎপল-চম্পকাভান্ বিধত্ত কুরুতঃ। কীদৃশৈঃ ভূষণ-মাল্য-বস্ত্রৈস্তদানীং তেষামঙ্গে অসত্ত্বাদেবানাবৃতৈঃ তথা চ রাধিকাপৃষ্ঠদেশস্থিতানাং দীপানাং চম্পককলিকা-প্রভত্বং কৃষ্ণপৃষ্ঠদেশস্থিতানাস্তু নীলোৎপলকলিকা-প্রভত্ব-মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯॥

বৃত্তান্ত তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছে, এইরূপে জ্ঞাততত্ত্বা হইয়াই, সেই সখীগণের মধ্যে আসিয়া কহিলেন—"ওগো! তোমরা যাঁহাদের জন্য তাম্বূল-বীটিকা প্রস্তুত করিতেছ, মালা গাঁথিতেছ, তাঁহারা দুইজনে কেমন বাঁধা রহিয়াছে আসিয়া দেখ ॥৭॥

হে সখীগণ! বিশ্বাস না হয় তোমরা লতাজালরন্ধ্রে বদন-কমল অর্পণ পূর্ব্বক কেলি-ভবন মধ্যে নিজ নিজ দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া তাহা অবগত হও—সুপ্তি কেমন সেই বিখ্যাত অনঙ্গনৃত্য-কলানিপুণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া সুখী করিতেছে—যেন সুপ্তিরূপা সভ্যা তাদৃশ নৃত্যকলা দর্শনে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥৮॥

এই কথা শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্তা সখীগণ গবাক্ষ-জালরন্ধ্রে নয়ন ন্যস্ত করিয়া দেখিলেন—তখনও কিশোর-কিশোরী সুখ-সুপ্তিতে নিমগ্ন

সখ্যোঽনয়ো নৈ'ব বিচক্ষণা ইত্যাক্ষিপ্য শৃঙ্গারধুরালাসৌ কিম্।
তৎ কল্পিতা বল্পশতং নিরস্য স্বলক্ষ্ম লক্ষৈর্বিদধে বিভূষাম্ ॥১০॥

অনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্ললিতাদ্যা সখ্যো ন বিচক্ষণা ইত্যাক্ষিপ্য অসৌ শৃঙ্গারাতিশয়রূপা আলি কিং তাভিঃ ললিতাদিসখিভিঃ কৃতা কল্পশতং নিরস্য স্ব স্ব চিহ্ন লক্ষৈর্বিভূষাং বিদধে। এতেন তদানীং অলঙ্কারাদিশূন্যং অথচ শৃঙ্গার চিহ্ন শতব্যাপ্তং তয়োঃ শরীর মাসীৎ ইত্যায়াতং ॥১০॥

রহিয়াছেন। আমরি! যেন জগৎ-সৌন্দর্য্য সমষ্টি দু'খানি অঙ্গযষ্টিরূপে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বসন-ভূষণ-মাল্যাদি বিগলিত হইয়াছে—উভয়েরই শ্রীঅঙ্গ অনাবৃত এবং উভয়ের সেই অনাবৃত শ্রীঅঙ্গ হইতে পীত শ্যাম-কিরণ ধারা বিচ্ছুরিত হইয়া সেই শয়ন-কক্ষমধ্যে বিন্যস্ত মণিপ্রদীপগুলিকে যেন অফুল্ল-নীলোৎপল ও চম্পক-কলিকাবৎ করিয়া তুলিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশস্থিত মণিপ্রদীপগুলি শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি দ্বারা চম্পক-কলিকাপ্রভ এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশস্থিত মণিপ্রদীপগুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দ্বারা নীলোৎপলকলিকা প্রভ হইয়াছে ॥৯॥

তখন সেই অপূর্ব্ব শ্রীযুগলরূপ-বৈভব দর্শন করিতে করিতে বিভোর হইয়া জনৈক সখী আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া অপরা সঙ্গিনীকে কহিলেন—"দেখ! ইহাঁদের ললিতাদি সখীগণ বেশবিন্যাসে বিচক্ষণা নহে, এইজন্যই যেন শৃঙ্গারধুরা অর্থাৎ শৃঙ্গারাতিশয়রূপা সখী, ললিতাদি সখীগণ-কৃত বেশভূষাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় লক্ষ লক্ষ চিহ্ন দ্বারা এই উজ্জ্বল রসের প্রতিমা দু'টীকে বিভূষিতা করিয়াছে। আহা! দেখ দেখি সখি! আমাদের নাগরিণী ও নাগরমণির কলেবর অলঙ্কারাদি-শূন্য হইলেও শত শত সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত হইয়া কেমন সুন্দর মাধুরী বিশিষ্ট হইয়াছে ॥১০॥

ধাবেব সম্বেষ্ট্য মিথ স্তনূদ্বয়ো র্যৎপীতনীলাংশুকতামুপেয়তুঃ ।
তদাত্মভুরেব নিরাস্থদেতয়োঃ কিং পৌনরুক্ত্যা বসনে বিদূরত ॥১১॥
রাধাঙ্গ-রাজ্যং মদনো যদা গ্রহীৎ তদৈব লজ্জাং নিজরাষ্ট্রপালিকাং ।
শিরোক্ষিবক্ষঃ স্বনিশংনিবাসয়ৎ তাং হা স এবাত্ম নিরস্থতিস্ম কিম্ ॥১২

সম্ভোগাজ্জাতং বস্ত্রত্যাগং কন্দর্পকৃতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। দ্বয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো স্তনূপরস্পরং দ্বৌ রাধাকৃষ্ণৌ সংবেষ্টয় যৎ যস্মাৎ পীতাংশুকতাং নীলাংশুকতাং উপয়তুঃ; রাধাঙ্গবেষ্টকং শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাঙ্গং রাধিকায়া নীলাংশুকত্বমপি, এবং শ্রীকৃষ্ণস্যাপি বোধ্যম্। তৎ তস্মাদাত্মভূঃ কন্দর্প এব কিং পৌনরুক্ত্যাশঙ্কয়া এতয়োর্বসনে দূরত এব নিরাস্থৎ দূরীচকার ॥১১॥

তদানীং কামোন্মাদেন রাধয়ৈব ত্যক্তাং লজ্জা মালোক্য উৎপ্রেক্ষতে। যদা মদনো বাল্যং দূরীকৃত্য রাধাঙ্গরাজ্যং অগ্রহীৎ তদৈব লজ্জাস্বরূপাং নিজেদেশস্য

সখি! রতি-রণাঙ্কভূষণে কিশোর-কিশোরীর ললিতাঙ্গ কেমন সুন্দর হইয়াছে—এই সৌন্দর্য্য-মাধুরীর সীমা দেখাইবার জন্যই বুঝি উভয়ের অঙ্গবাস আপনা আপনি সরিয়া পড়িয়াছে, এরূপ মনে করিও না। স্বয়ং অনঙ্গই এই অঙ্গবাস-ত্যাগের কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যেহেতু শ্রীরাধাশ্যামের পীত-নীল-তনু যুগলই পরস্পরকে গাঢ় বেষ্টন করিয়া পীতাংশুকতা ও নীলাংশুকতা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ রাধাঙ্গ-বেষ্টক শ্রীকৃষ্ণের নীলাঙ্গই শ্রীরাধার নীলাংশুক অর্থাৎ নীলবসন স্বরূপ হইয়াছে এবং কৃষ্ণাঙ্গবেষ্টক শ্রীরাধার পীতাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস স্বরূপ হইয়াছে; এই জন্যই কন্দর্প যেন পুনরুক্ত দোষের আশঙ্কায় অর্থাৎ পরস্পরের অঙ্গবেষ্টনই যখন উভয়ের বসন উভয়ের বসন-স্বরূপ হইয়াছে তখন আর অন্য বসন প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়াই যেন উভয়ের নীল-পীত বাস দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন ॥১১॥

কি আশ্চর্য্য, সখি! দেখ, আজ আমাদের চির লজ্জাশীলা শ্রীরাধা,

যৎ কাপ্যমুং নৈব নিভালয়ামঃ সেয়ং কিমস্মৈ অপরাধ্যতিস্ম।
কিম্বাস্মদক্ষ্ণাং সুখভোগহেতু মূর্ত্তঃ শুভাদৃষ্ট ভরোঽভ্যুদেতি ॥১৩॥
স্বপালিতং বস্তু তদেধয়িত্বা তস্মৈ সমর্প্যান্তর ধত্ত কিম্বা।
পুনশ্চ তস্যাঃ সুভগীভবন্ত্যা যতো ভবিষ্যত্যতুলা সমৃদ্ধিঃ ॥১৪॥

পালিকাং রাধায়াঃ শিরোক্ষি-বক্ষঃস্থলেষু নিরন্তরং নিবাসময়ং বাসং কারয়ামাস। অধুনা তু হা কষ্টং স এব মদন স্তাং লজ্জাং কিং নিরস্থিস্ম দূরীচকার ইত্যর্থঃ ॥১২॥

উৎপ্রেক্ষান্তরমাহ! যৎ যস্মাৎ অমূং লজ্জাং কুত্রাপি রাধাঙ্গে ন নিভালয়ামঃ, তস্মাৎ সেয়ং লজ্জাং কিং অস্মৈ কন্দর্পায় অপরাধ্যতিস্ম, যেন অপরাধেন হেতুনা কন্দর্পেণ দূরীকৃতা। কিম্বা অস্মদক্ষ্ণাং সুখভোগহেতু শুভাদৃষ্টাতিশয় এব মূর্ত্তঃ কন্দর্পস্বরূপেণ লজ্জাদূরীকরণার্থং অভ্যুদেতি ॥১৩॥

পুনরপ্যুৎপ্রেক্ষান্তরমাহ। লজ্জা স্বপালিতং রাধাশরীরং এধয়িত্বা তস্মৈ

কামোন্মত্তা * হইয়া লজ্জাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? হায়! কন্দর্পরাজ যখন বাল্যকে দূরীভূত করিয়া শ্রীরাধার অঙ্গ-রাজ্য অধিকার করেন, তখন লজ্জাকে নিজরাজ্যপালিকা স্বরূপে শ্রীরাধার মস্তক, নয়ন ও বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু এক্ষণে সেই কন্দর্পই কি লজ্জাকে এই রাধাঙ্গ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন? ॥১২॥

যেহেতু রাধাঙ্গ-রাজ্যের কোন নিভৃততম স্থানেও লজ্জার অবস্থানের কোন নিদর্শন পাইতেছি না। তবে কি লজ্জা কন্দর্পরাজের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে?—যে অপরাধের কারণ কন্দর্পরাজ তাহাকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কিম্বা আমাদের নয়ন-চকোরের সুখভোগ হেতুই যেন সৌভাগ্যপুঞ্জ মূর্ত্তিমান হইয়া কন্দর্পের দ্বারা লজ্জাকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সমুদিত হইয়াছে ॥১৩

* ব্রজসুন্দরীদের এই কামই, প্রেম নামে অভিহিত।

যথা—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা॥"

স কৃষ্ণমেঘঃ স্থিরচঞ্চলালী বৃতোঽতি মাধুর্য্যরসৈ রমূঃ কিম্।
অস্নাপয়ৎ স্বার্হণ কৃত্যবৃত্তাঃ প্রত্যর্হণেনাদিত এব খিন্বন্ ॥১৫॥

কন্দর্পায় স্বয়মেব সমর্প্য অন্তরধাৎ ন তু কন্দর্পভয়াৎ। যতঃ সুভগীবত্যা তস্যা লজ্জায়াঃ পুনরপি অতুলা সমৃদ্ধির্ভবিষ্যতি তথা চ জাগরণোত্তরং অধিকলজ্জা ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

মেঘপক্ষে স্থিরা অচপলা চঞ্চলালেয়া বিদ্যুৎশ্রেণ্যস্তাভিঃ, কৃষ্ণপক্ষে উৎসুক্য-বাম্যাভ্যাং স্থিরা চ চঞ্চলা চ যা আলী রাধা তয়া, যদ্বা স্থিরা বিদ্যুদিব আলী রাধা তয়া বৃতঃ কৃষ্ণরূপ মেঘঃ। অতি মাধুর্য্যরসৈঃ অমূঃ কিঙ্করীঃ কিং অস্নাপয়ৎ। নহু কিঙ্কর্য্যঃ কিলাদৌ অর্হণাদিভিঃ, প্রভুং সেবন্তে; পশ্চাৎ প্রভুরপি প্রত্যর্হণেন তাঃ সুখয়তি ইতি সম্প্রদায়রীতিঃ। অত্র তু অহম্প্রত্যর্হণয়োর্বৈপরীত্যমিত্যাহ স্ব স্ব সেবায়াং প্রবৃত্তাঃ কিঙ্করীঃ স কৃষ্ণমেঘ আদিতঃ এব প্রত্যর্হণেন খিন্বন্ সুখয়ন্ সন্ ॥১৫॥

প্রিয়সখীর এই রসময় কথা শুনিয়া তখন অন্য এক সখী হাসিয়া কহিলেন—"না না সখি! লজ্জা কন্দর্পরাজের ভয়ে পলায়ন করে নাই, বোধহয় লজ্জা স্ব-পালিত রাধাঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দর্প-রাজকে তাহা স্বয়ং সমর্পণ করিয়াই অন্তর্হিতা হইয়াছে; যেহেতু সৌভাগ্যবতী লজ্জার পুনরায় অতুল সমৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ সুখসুপ্তি-ভঙ্গের পরই শ্রীরাধা অধিকতর লজ্জিতা হইবেন ॥১৪॥

জালরন্ধ্রে নিমেষহীন নয়ন রাখিয়া সখীগণ এইরূপে নবকিশোর-কিশোরীর অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যরাশি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের অনুগতা কোন এক কুঞ্জকিঙ্করী স্বীয় সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সখি! দেখ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ স্থিরচঞ্চলালীবৃত হইয়া অর্থাৎ ঔৎসুক্য ও বাম্য হেতু যিনি স্থিরা ও চঞ্চলা কিম্বা যিনি অচঞ্চলা দামিনী-দাম-স্বরূপা সেই শ্রীরাধাসুন্দরী-পরিবৃত হইয়া মাধুর্য্যরস-বর্ষণে উঁহাদিগকে কেমন অভিষিক্ত করিতেছেন। কিঙ্করীগণই অগ্রে

তাম্বূলমালা-বিবিধানুলেপৈ রঙ্গারধান্যাগুরু-বৈশ্বধূপৈঃ।
কালোচিতৈস্তৈ প্রতিপাদ্যমানৈঃ কতিক্ষণাং স্তা গময়াম্বভূবু ॥১৬

প্রভঞ্জনো রঞ্জয়িতুং নিকুঞ্জরাজৌ ব্যরাজিষ্ট মুদা তদানীং।
স্বপ্নেপ্রবুদ্ধ্য শ্লথদুর্ব্বলাঙ্গো দ্রুতং প্রয়াতুং ন তরাং শশাক ॥১৭॥

যা বৃক্ষবল্যো ব্যকসংস্তদৈব তা শচুম্বং স্তদামোদভরৈর্দিশোদশ।
প্রসারিতৈঃ শ্বাসপথ-প্রবেশিতৈ ভৃঙ্গাবলী জাগরয়াঞ্চকার সঃ ॥১৮

গ্রীষ্মশীতাদিকালোচিতৈঃ স্বনিষ্পাদ্যমানৈ স্তাম্বূলাদিভিঃ কতিক্ষণান্ তাঃ কিঙ্কর্য্যঃ গময়াম্বভূবুঃ অঙ্গারধানো (অঙ্গিঠি) ইতি প্রসিদ্ধা ॥১৬॥

রাত্র্যন্তে স্বত এব চলন্তঃ বায়ু বর্ণয়তি। প্রভঞ্জনো বায়ুঃ রাত্র্যন্তে সবায়ুঃ প্রবুধ্য জাগরিত্বা শ্লথদুর্ব্বলাঙ্গ ইত্যনেন তস্য মান্দ্যমানীতম্ ॥১৭॥

তৎকালোৎপন্ন বায়োঃ স্বভাবতঃ এব শৈত্যমতস্তস্য সৌগন্ধ্যং বর্ণয়তি। স বায়ুঃ

প্রভুর সেবা করে এবং পরে প্রভু প্রত্যুপহার দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, ইহাই সর্ব্বত্র রীতি; কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীতভাব দৃষ্ট হইতেছে। কেননা ইহাঁরা স্ব স্ব সেবায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ ইহাদিগকে পুরস্কার দানে পরিতুষ্ট করিতেছেন ॥১৫॥

এই সময় অপর কতকগুলি কিঙ্করী তৎকালোচিত তাম্বূল-বীটিকা-নির্ম্মাণ, মাল্যগ্রন্থন, বিবিধ অনুলেপ-প্রস্তুত এবং অঙ্গার-ধানিকায় সুগন্ধি অগুরু ধূপ নিক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

তখন নিশান্তের স্নিগ্ধ সমীর নিকুঞ্জরাজ ও নিকুঞ্জরাজ্ঞীকে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত প্রমোদভরে ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, মনে হইল যেন এই মলয়-মারুত এইমাত্র জাগরিত হইয়া অলস-বিবশ দুর্ব্বল অঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতে না পারিয়া মন্দ মন্দ চলিতেছে ॥১৭॥

নৈশ সমীর স্বভাবতই সুশীতল, তাহাতে নিশাশেষে যে যে তরু-

তদ্গুঞ্জিতৈরঞ্জিত সুস্ববৈভ্রংশং প্রবুধ্য বৃন্দাথ বিলোক্যসর্ব্বতঃ।
স্বনাথয়োর্জাগরণে পতত্রিণোহ্যযুঙ্‌ক্ত কালজ্ঞতয়ারম্যাদিমম্ ॥১৯॥

যা বৃক্ষবল্যাস্তদা রাত্র্যন্তে ব্যকসন্ শ্চুম্বন্ সন্ অর্থাৎ তেনৈব বায়ুনা দশদিশো ব্যাপ্য প্রসারিতৈ রথ ভৃঙ্গানাং শ্বাসপথপ্রবেশিতৈস্তাসাং বিকসং বৃক্ষবল্লীনামা মোদভরৈঃ করণৈ ভৃঙ্গাবলী জাগরয়াঞ্চকার ॥৮॥

তেষাং ভ্রমরাণাং গুঞ্জিতৈঃ করণৈ বৃন্দা প্রবুধ্য পতত্রিণোহ্য যুঙ্‌ক্ত ॥১৯॥

লতায় পুষ্পপ্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই পুষ্পপুঞ্জকে চুম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পরিমল বহন করিয়া দশদিক্ প্রমোদিত করিল এবং নিজেও সুরভিত হইল; অনন্তর নিদ্রালসে অবশাঙ্গ ভৃঙ্গকুলের শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেই তরুলতার পুষ্পপরিমল-স্পর্শে জাগরিত করিল ॥১৮॥

ভৃঙ্গকুল জাগরিত হইয়া যেমন সুমধুর গুঞ্জন করিতে লাগিল, অমনি কুঞ্জসেবার অধীশ্বরী বৃন্দাদেবী জাগরিত হইয়া চকিতনয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইহাই উপযুক্ত কাল জানিয়া স্বীয় অধিস্বামী-যুগলকে অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামকে জাগাইবার নিমিত্ত তখনই বিহঙ্গকুলকে নিয়োজিত করিলেন ॥১৯॥ *†

* তথাহি পদ। আলিকুল জাগল অলিকুলগানে। চমকিত চাহই চকিত নয়ানে। চঞ্চল চিত অতি চলপি নিকুঞ্জে। সুখদ সেজ তঁহি কুসুমপুঞ্জে। বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে। হেরি হেরি সংচরী কুরু পরাগাসে ॥ ইত্যাদি (পদকল্পতরু)

† বৃন্দাদেবীই শ্রীবৃন্দাবনের রক্ষয়িত্রী ও পালয়িত্রী; বৃন্দাবনের তরুলতা-পশুপক্ষী সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী ও অধীন। এই বৃন্দাদেবীর অধীনে অগণিত গোপী নিয়ত কুঞ্জসেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইনিই কুঞ্জসেবার অধীশ্বরী। ইতি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বা বিদ্যুৎবর্ণা। ধ্যান যথা—

"গাঙ্গেয় চাম্পেয় তড়িদ্বিনিন্দি-রুচিপ্রবাহস্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুকবিদ্যোতিত দিব্যবাসে। বৃন্দে ভজে তচ্চরণারবিন্দম্।"

অথ প্রবুদ্ধৈব বিধূয়পক্ষান গ্রীবাঃ সমুন্নীয় চুকূজুরুচ্চৈঃ।
যৎকুক্কুটাঃ পঞ্চষবারমাদৌ রাধা জজাগার তদাপ্তবাধা ॥২০॥

বৃন্দয়া নিযুক্তানাং পতত্রিণাং মধ্যে প্রথমতঃ কুক্কুটা জাগরাং চক্রুরিত্যাহ। প্রথমত এব কুক্কুটাঃ পঞ্চষবারমুচ্চৈ শ্চুকূজুঃ তৎ তস্মাৎ রাধিকা জজাগার, কংভূতা প্রভাতজ্ঞান জন্যা প্রাপ্তা বাধা পীড়া যয়া সা॥ ২০॥

বৃন্দা-নিয়োজিত বিহগনিচয়ের মধ্যে প্রথমতঃ কুক্কুটগণই জাগরিত হইল এবং প্রথমতঃ তাহারাই পক্ষ কাঁপাইয়া, গ্রীবা উন্নত করিয়া চারি পাঁচ বার উচ্চকণ্ঠে কূজন করিয়া উঠিল। তাহাতে রজনী প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগরিতা হইলেন ॥২০॥ *

বৃন্দাদেবীর পিতার নাম—চন্দ্রভানু। মাতা—ফুল্লরা।
পতি—মহীপাল। ভগ্নী—মঞ্জরী। বাস—বৃন্দাবনে।
ইনি দূতী সখী। দূতীসখী আরও আছেন। যথা—কৃষ্ণগণোদ্দেশে—
"বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদি সংক্রিয়াভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্বেদ-কোবিদাঃ॥
বশীকৃত স্বান্তরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ।
গৌরাঙ্গী চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী॥"

অর্থাৎ বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেনা, মুরলী প্রভৃতি দূতী সখীগণ কুঞ্জাদি সংক্রিয়া ও বৃক্ষায়ুর্বেদ শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা।—শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইঁহারা প্রগাঢ় স্নেহবতী। বিবিধ উপায় উদ্ভাবনে যুগল-মিলন সম্পাদনই ইঁহাদের কার্য্য। সকলেই গৌরাঙ্গী, বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিতা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীবৃন্দাদেবীই সর্ব্বপ্রধানা। ইনিই শ্রীবৃন্দাবন-বনদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষরূপ।

* তথাহিপদ।—কানন-দেবতি হেরি নিশি অবসান। আদেশিল বিহঙ্গকুল করইতে গান॥ শারীশুক কহে—দোঁহে জাগহ ত্বরিতে। অরুণ উদয় হেরি, নাহি মান ভীতে॥ বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ। ত্বরিতে শব্দ কর নিশি অবশেষ॥ শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল। কানন ভরিয়া উঠিল মহারোল॥ হেরইতে ঐছন নিশিপরভাত। মাধবদাস শিরে দেই হাত॥

কৃষ্ণাঙ্গসংশ্লেষবিশেষবাধিনস্তানেব মত্বেতি শশাপ সা রুষা।
অরে পরেতাশুপরেতরাট্ পুরং তত্রৈব কিং কুজত নো পদায়ুধাঃ ॥২১॥
বিশ্লিষ্য কিঞ্চিৎ প্রিয়বক্ষসঃ সা তূষ্ণীং স্থিতাং স্তানুপলভ্য সদ্যঃ।
সংশ্লিষ্য কান্তং দরনিদ্রয়ৈব নিষেব্যমানা পুনরপ্যরাজীৎ ॥২২॥

তান্ কুক্কুটান্ সা রাধা শশাপ। শাপমেবাহ। অরে! পদায়ুধাঃ! কুক্কুটাঃ। যূয়ং পরেতরাট্ পুরং যমপুরং পরেত গচ্ছত তৈ এব যমপুরে কিং ন কূজত দুঃখ-বহুলে তস্মিন্নেবপুরে যুষ্মাকং কূজনমুচিতং, নতু সুখময়-বৃন্দাবনে। অতো ম্রিয়ধ্বমিতিভাবঃ ॥২১॥

প্রভাতজ্ঞানোত্থশঙ্কয়া প্রিয়বক্ষসঃ সকাসাৎ কিঞ্চিদ্বিশ্লিষ্য সা রাধা তদানীমেব পক্ষবারান্ শব্দান্ কৃত্বা তূষ্ণীং স্থিতান্ কুক্কুটান্ উপলভ্য মচ্ছাপাদেব এতে যমপুরং গতা। ততো নেদানীং প্রভাত শঙ্কাপীতি মত্বা কান্তং সংশ্লিষ্যেত্যাদি ॥২২॥

এবং সেই কুক্কুটগণকে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখের বিশেষ বিরোধী ভাবিয়া ক্রোধভরে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—"আরে পাপ কুক্কুটগণ! তোরা শীঘ্র যমপুরে গমন কর—সেখানে গিয়াই তোরা কণ্ঠরব করিলি না কেন? দুঃখ-বহুল যমপুরে গিয়াই তোদের কূজন করা উচিত ছিল, নতুবা এই সুখময় বৃন্দাবনে এরূপ মর্ম্ম-পীড়ক কূজন করা উচিত হয় নাই। অতএব তোদের মরণই মঙ্গল ॥২১॥

এই বলিয়া প্রেমময়ী, প্রভাত-আশঙ্কায় প্রিয়তমের পরিসর উরস-পরশ হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইলেন; কিন্তু কুক্কুটগণের আর শব্দ শুনিতে না পাইয়া—"উহারা আমার শাপে নিশ্চয়ই যমপুরে গমন করিয়াছে, সুতরাং আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা নাই" এরূপ স্থির করিয়াই প্রাণকান্তকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ঈষৎ নিদ্রাভিভূতা হইলেন ॥২২॥ *

---

* তথাহি পদ।—বৃন্দা বচন হি, উঠহি ফুকারই, শুক-পিক-শারিক পাঁতি। শুনত হি জাগি, পুনহুঁ পহুঁ ঘুমল নায়রী কোরহি জাঁতি। হরি! হরি! আগহ

ততঃপুনস্তানথ টিট্টিভাদীনুৎকূজতঃ প্রাহ বিধূততন্দ্রা।
হংহো স্বপ্তুং শয়িতুং ক্ষণং মে দত্তেতি সা মোটয়দঙ্গমীষৎ ॥২৩॥
কাদম্বকারণ্ডবহংসসারসাঃ কপোতশারীশুককেকিকোকিলাঃ।
শুঃ কলং কেলিবনীজলস্থল-প্রচারিণঃ কৃষ্ণকথামৃতোপমম্ ॥২৪॥

ততঃ ক্ষণান্তর মুৎকূজতস্তান্ কুক্কুটান্। অথ কুক্কুট শব্দানন্তরং কূজতষ্টিট্টি-ভাদীংশ্চ প্রতি তেষাং শব্দেন বিধূতন্দ্রা রাধা প্রাহ "হে মদ্ধঃ যূয়ং শয়িতুং ক্ষণং দত্ত" ॥২৩॥ কাদম্বঃ কলহংসস্তদাদয়ঃ সারসান্তা জলচারিণঃ, কপোতাদয়ঃ স্থলচারিণঃ এবং সতি ক্ষুদ্রকেলিবনে যজ্জলং যৎস্থলং তত্র তত্র প্রচারিণঃ এতে কৃষ্ণকথামৃতো-পমং কলং জগুঃ ॥২৪॥

কিছুক্ষণ পরেই কুক্কুট ও টিট্টিভাদি পক্ষিনিচয় এককালে উচ্চকণ্ঠে কূজন করিতে লাগিল। শ্রীরাধার সুখের নিদ্রা আবার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি সেই কূজনশীল পক্ষিগণের প্রতি মনে মনে কহিলেন—"ক্ষমা কর, তোমরা আর কিছুক্ষণ আমাকে এইভাবে নিদ্রা যাইতে দাও" এই বলিয়া তিনি অলসাবেশে ঈষৎ অঙ্গমোটন করিলেন ॥২৩॥

সেই সময় কাদম্ব, কারণ্ডব, হংস, সারসাদি জলচর পক্ষী সকল এবং কপোত, শারী, শুক, ময়ূর ও কোকিলাদি স্থলচর পক্ষিগণ সমস্বরে কৃষ্ণকথামৃতের ন্যায় সুমধুর কলধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাতে ক্ষুদ্র কেলি-কাননবর্ত্তি সমস্ত জলভাগ ও স্থলভাগ মুখরিত হইয়া উঠিল ॥২৪॥

নাগর কাণ। বড় পামর বিহি কিয়ে দুঃখ দেওল, করল রজনী অবশান ॥ ধ্রু ॥ আওলি বাউরী, ব্রজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোল। শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর, খোর নয়ন দুহু খোল ॥ নাগরী হেরি, পুনহি দিঠি মুদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে। বলরাম হেরত, কত সুখ-সাগর, নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে ॥ (পদামৃত)।

প্রবুধ্য কান্তৌ যুগপদ্‌যথারুজং বিশ্লেষজামূহতুরঙ্গমোটনাৎ।
চাম্পেয়নীলাব্জ ধনুস্ত্বিষৌ তথা সান্দ্রোপগূহেন মুদঞ্চ বক্ষসোঃ ॥ ২৫॥
দ্বারং সমুন্মুচ্য মনাগনারবং শনৈঃ পদন্যাস-বিশেষ-মঞ্জুলা।
নির্ণীতজজ্জাগরণাথ কিঙ্করীততির্বিশঙ্কা প্রতিবেশ বেশ্মসা ॥২৬॥

কান্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ যুগপৎ প্রবুধ্য গাত্রমোটনাদ্ধেতোঃ যো বিশ্লেষ স্তজ্জন্যাং রুজং পীড়াং যথা উহতুঃ প্রাপতুঃ তথা অবয়বান্তরেণ সহ বিশ্লেষেঽপি তদানীমেব গাত্রমোটনাজ্জাতং বক্ষসোঃ সান্দ্রোপগূহনং তেনৈব মুদঞ্চ উহতুঃ। কীদৃশৌ? চাম্পেয়ধনু-নীলাব্জধনুষো স্বশ্যো ত্বিষৌ যয়োঃ, তথা চাঙ্গ-মোটনসময়ে ধনুরাকারয়োঃ পরস্পরং বক্ষসোরালিঙ্গনং স্যাদিত্যর্থঃ ॥২৫॥

নির্ণীতং রাধাকৃষ্ণয়ো জাগরণং যয়া তাদৃশী, অতএব বিশঙ্কা কিঙ্করীততি অনারবং নিঃশব্দং যথাস্যা[illegible] লঘু দ্বার মুন্মুচ্য বেশ্ম তয়োঃ শয়ন-মন্দিরং শনৈঃ প্রবিবেশ ॥২৬॥

বিহঙ্গকুলের কলরব শ্রবণে তখন শ্রীরাধাশ্যাম যুগপৎ জাগরিত হইয়া অঙ্গমোটন করিলেন; তাহাতে পরস্পরের মধুর আলিঙ্গন পাশ শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহারা তখন সেই বিশ্লেষের কারণ একদিকে যেমন পীড়া প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ অন্যদিকে অঙ্গমোটন-কালে চম্পক কুসুমকান্তি শ্রীরাধাতনু ও নীলকমল-কান্তি শ্রীকৃষ্ণতনু ধনুর আকারে বক্রিমা প্রাপ্ত হওয়ায় পরস্পরের বক্ষঃদেশের নিবিড় আলিঙ্গন স্পর্শে তাঁহারা অপার আনন্দ লাভ করিলেন ॥২৫॥

কিশোর-কিশোরী জাগরিত হইলেন—সেবাবসর বুঝিয়া কুঞ্জ-কিঙ্করী প্রিয়মঞ্জরীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃশব্দে দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব পাদ-বিন্যাস সহকারে ধীরে ধীরে কুঞ্জ-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

তন্মন্দমঞ্জীররবৈরবৈধিত ত্বরা ভরোত্থাতুমনা অপি প্রিয়া।
পস্পন্দ এবাতিতরাং প্রিয়স্থযৎদোর্বল্লিমুন্মোচয়িতুং ন সা শকৎ ॥২৭॥
বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ সবিচক্ষণঃ শুকঃ শুকো যথাভাগবতার্থ-কোবিদঃ।
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরতিপ্রেমাস্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাৎ ॥২৮॥

তাসাং কিঙ্করীণাং মন্দমঞ্জীররবৈঃ করণৈঃ বৃদ্ধ উত্থনে ত্বরাতিশয়ো যস্যা এবম্ভূতা প্রিয়া উত্থাতুমনা অপি পস্পন্দ এব ন তু উত্থাতুং শশাক যস্মাৎ প্রিয়েত্যাদি ॥২৭॥

বিচক্ষণঃ শুকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভ্যধাৎ প্রোবাচ, কীদৃশঃ? জগতাং প্রভোঃ কৃষ্ণস্য প্রবোধে দক্ষঃ পক্ষে দক্ষনামা শুকঃ বিচক্ষণনামা শুকঃ। কীদৃশঃ? দক্ষপক্ষে বিচক্ষণনাম্না শুকেন সহ বর্ত্তমানা দক্ষনামা শুকঃ জগৎ প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধে জাগরণে সমভ্যধাৎ। শুকৌ দক্ষবিচক্ষণাবিতি গণোদ্দেশাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ শুকদেবো যথা ভাগবতার্থকোবিদ তথা শুকোঽপি ভগবতো জাগরণরূপে অর্থে কোবিদঃ। পুনঃ শুকদেবঃ কীদৃশঃ? জগতাং প্রবোধে জ্ঞানোৎপাদনে দক্ষঃ এবং প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমাস্পদত্বে অনুপমঃ তথা শুকোঽপি অতি প্রেমাস্পদত্বে অনুপমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণস্যেতি বোধ্যম্ ॥২৮॥

তখন সেই মঞ্জরীগণের ধীর-পদবিক্ষেপজনিত মঞ্জীরের মন্দমধুর রব শুনিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইবার অভিলাষ করিয়াও উঠিতে পারিলেন না—শত চেষ্টা করিয়াও প্রিয়তমের বাহু-বল্লরীর বন্ধন-পাশ উন্মোচন করিতে না পারিয়া অবশেষে কেবল অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে লাগিলেন। আমরি! যেন রসালসের তরঙ্গ-হিল্লোলে দেহ-লতিকা ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল ॥২৭॥

অনন্তর ভাগবতার্থ-কোবিদ শ্রীশুকদেবের ন্যায় বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতজ্ঞ 'বিচক্ষণ' ও 'দক্ষ' নামক শুকপক্ষী দ্বয়, জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধনের নিমিত্ত পদকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশুকদেব যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-নির্ণয়ে সুপণ্ডিত, সেইরূপ এই শুকও ভগবান্

জয়স্মরাশেষ-বিলাসবৈদুষী-নিষ্ণাতগোপীজনলোচনামৃত।
প্রাণপ্রিয়াপ্রেমধুনীমতজজ স্বমাধুরীপ্লাবিত-লোকসংহতে ॥২৯॥
প্রিয়াধরাস্বাদ-সুখে নিমজ্জসি প্রবুধ্যসে নেত্যুচিতং রসাম্বুধে!
রিরংসুতায়াং বিরিরংসুরেব তে কিন্ত্বাধুনেয়ং ক্ষণদা ক্ষণং ছ্যতি ॥৩০॥

প্রথমতো দক্ষ আহ। হে স্মরাশেষবিলাসপাণ্ডিত্যে পাটুং গত! প্রাণপ্রিয়ায়াঃ প্রেমরূপায়াঃ ধুনী নদী তত্র মত্তগজ হস্তিস্বরূপ। ॥২৯॥

যত এতাদৃশবিশেষণৈর্বিশিষ্ট ত্বম্ অতঃ প্রিয়ায়া অধরাস্বাদসুখে নিমজ্জসি ন অথচ প্রবুধ্যসে এতদুচিতমেব কিন্তু রিরংসুতায়াং রমণেচ্ছায়াং সত্যাং, ক্ষণদা রাত্রিঃ প্রেম্ণা ক্ষণান্ উৎসবান্ দাত্রী আসীৎ অধুনা সেয়ং রিরিরংসু র্বিরামেচ্ছুঃ সতী ক্ষণমুৎসবং ছ্যতি খণ্ডয়তি ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ-ব্যাপারে সুপণ্ডিত, পুনশ্চ শুকদেব যেরূপ জগৎ-প্রবোধে অর্থাৎ জগজ্জীবের জ্ঞানোৎপাদনে সুদক্ষ এবং প্রভু শ্রীকৃষ্ণে অতি প্রেমাস্পদ বলিয়া অনুপম, সেইরূপ এই শুকও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া অনুপম। প্রথমতঃ দক্ষনামক শুক কহিলেন ॥২৮

"হে কন্দর্পের অশেষ-বিলাস-পাণ্ডিত্যে প্রবীণ! হে গোপীজন-লোচনামৃত! হে প্রাণ-প্রিয়ার প্রেম তরঙ্গিণীর মত্তমাতঙ্গ! হে স্ব-মাধুরী-প্রবাহে নিখিল-ভুবন-প্লাবিত কারিন্! হে রস-সাগর! তুমি যখন এতাদৃশ সরস বিশেষণে বিভূষিত, তখন তোমার পক্ষে প্রিয়তমার অধর-রসাস্বাদ-সুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রা যাওয়া বিচিত্র নহে! সুতরাং এসময় তোমার সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করাও একান্ত অনুচিত। কিন্তু তোমার বিলাস-বাসনা-বিধায়িনী যে ক্ষণদা (রাত্রি) এতক্ষণ ক্ষণদা অর্থাৎ উৎসবদায়িনী ছিল, এক্ষণে তাহা বিরামা-ভিলাষিণী হইয়া সেই উৎসবকে ভঙ্গ করিতেছে। অতএব এ সময় তোমাকে জাগরিত করাই উচিত ॥২৯॥৩০॥

জহীহি নিদ্রাং শ্লথয়োপগূহনং ব্রজংপ্রতিষ্ঠাস্নুরলং প্রভো ভব।
প্রাতর্ভুবামুসর স্বচাতুরীং প্রচ্ছন্নকামত্বমথোররীকুরু ॥৩১॥
জয় ব্রজনন্দন নন্দচেতঃ-পয়োধিপীযূষময়ূখ দেব।
গোষ্ঠেশ্বরীপুণ্যলতাপ্রসূন! প্রয়াহি গেহায় ধিনু স্ববন্ধূন্ ॥৩২॥

অধুনা বিচক্ষণনামা শুকঃ গোষ্ঠগমনে পরিপাটী মুপদিশতি। উপগূহনং শ্লথয়। হে প্রভো! ব্রজংব্রজং শীঘ্র প্রতিষ্ঠাসুঃ ভব, প্রচ্ছন্নকামত্বং স্বীকুরু অন্যথা প্রভাতে সতি ব্যক্তকামত্বং ভবিষ্যতি ।৩২।
হে ব্রজনন্দন! হে নন্দচেতস্বরূপসমুদ্রস্য চন্দ্র! তথা চ যদি ত্বত্যাসক্ত্যা ত্বদ্দর্শনার্থং নন্দে আগতে সতি কা গতি র্ভবিষ্যতীতিভাবঃ। প্রসূনেতি নন্দাদপি গোষ্ঠেশ্বর্য্যা আসক্তিরধিকা অতএব সাপ্যধুনা ত্বন্মুখালোকনার্থ মায়াস্যতীতিভাবঃ। অধুনা তু গোষ্ঠে গত্বা স্ব বন্ধূন্ সুখয় ।৩২॥

অনন্তর বিচক্ষণ নামক শুক শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমনের রীতি উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে প্রভো! নিদ্রা ত্যাগ কর, প্রিয়তমার নিবিড় আলিঙ্গন-পাশ শিথিল কর, ব্রজধামে শীঘ্র উপনীত হও। প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, স্বীয় চাতুরী অনুসরণ কর, প্রচ্ছন্ন-কামত্ব অঙ্গীকার কর, নতুবা প্রভাত হইলে তোমার ব্যক্তকামত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে ।৩১॥

হে গোকুলানন্দ! হে নন্দচিত্ত-সাগর-সুধাংশু! তোমাতে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত যদি নন্দরাজ তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করেন, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? হে ব্রজেশ্বরীর পুণ্য-লতা-প্রসূন! নন্দরাজ অপেক্ষাও তোমার প্রতি গোষ্ঠেশ্বরীর স্নেহ অধিক; সুতরাং তিনিও ত তোমার বদনচন্দ্র দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিতে পারেন? অতএব শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া নিজ বন্ধুবর্গকে সুখী কর ।৩২।*

---

* তথাহি পদ।—"খোজতি ফিরতি, জননী যশোমতি, আওলি কুঞ্জ-কুটীর।

শারীশুভা সাথ জগাদ সূক্ষ্মধীঃ শারী যথা দেবনসম্মতস্থিতিঃ।
জয়েশ্বরি ! স্বীয় বিলাস-সৌভগ-শ্রীভর্ষিতশ্রীমুখমুখ্যযৌবতে ॥৩৩॥
শেষেঽধুনা যদ্রতিবল্লভস্য রাজীবরাজন্মধুপানমত্তা।
অসম্প্রতং তৎখলু সাম্প্রতং তে প্রাতস্ততো জাগরয়াম্যহং ত্বাম্ ॥৩৪॥

অথানন্তরং সূক্ষ্মধীনাম্নী শুভা নাম্নী চ শারী জগাদ। পক্ষে শুভা কথম্ভূতা সূক্ষ্মধীঃ এবং সাপি কথম্ভূতা শুভা তত্র দৃষ্টান্ত যথা শারী পাশক ক্রীড়োপযুক্ত কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত বল ইতি প্রসিদ্ধা শারী যথা দেবনৈঃ পাশকৈঃ সহ সম্মতা-স্থিতির্যস্যাঃ সা। "অক্ষাস্তু দেবনাঃপাশকাশ্চ তে" ইত্যমরঃ। তথা পক্ষিরূপ শারীপক্ষে দেবনে কামবিলাসে সম্যক্ মতা জ্ঞাতা স্থিতি মর্যাদা অবধি যয়া সা। দিব্‌ক্রীড়ায়াং মর্য্যাদা ধারণাস্থিতি" রিত্যমরঃ। স্বীয়বিলাস-সৌভাগ্যয়োঃ শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা ভর্ষিতং তৃষিতীকৃতং শ্রীমুখং লক্ষ্মীপ্রভৃতি মুখ্য যৌবতং যয়া ॥৩৩॥

রতিবল্লভস্য কৃষ্ণস্য আস্যপদ্মনবস্থি-রাজন্মধুপানেন মত্তত্বমধুনাপি যং শেষে শয়নং করোষি তৎ তে সাম্প্রদামিদানীং প্রাতঃকালে অসাম্প্রতমযোগ্যম্ ॥৩৪॥

অনন্তর পাশক ক্রীড়ায় যেরূপ দেবন অর্থাৎ পাশা এবং শারী অর্থাৎ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বল-বিশেষ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই বৃন্দাবনেও দেবনে অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-বিলাসে অভিজ্ঞতার অবধিপ্রাপ্তা 'শুভা' ও সূক্ষ্মধী' নাম্নী শারিকাদ্বয় নিত্য বিরাজ করেন। তম্মধ্যে প্রথমতঃ শুভা নাম্নী শারী শ্রীরাধাকে কহিলেন—'হে ঈশ্বরি ! তুমি যখন বিলাস-সৌভাগ্য-শ্রী দ্বারা লক্ষ্মীপ্রভৃতি নিখিল মুখ্যা রমণী কুলের লালসা-বর্দ্ধন করিতেছ, তখন অবশ্যই তোমার জয়! এক্ষণে তুমি রতিবল্লভের বদন-কমল-মধুপানে মত্ত হইয়া এখনও শয্যায় শয়ন

শুনইতে দক্ষ-বিচক্ষণ ভাষণ, চমকিত গোকুলবীর। হরি হরি! অব দুহু ঘুমক লাগি। কোরে আগোরি, ছরমভরে শুতল, রতিরণে যামিনী জাগি ॥ধ্রু॥ রতিরসে অবশ কলেবর নাগর উঠহি থোরহি থোর। প্রাণ পিয়ারি, নেহারি পুণহু পহু, ভোরি রহই তছু কোর। রাইমুখ ঘনঘন, চুম্বই সাদর, কাতর-হৃদয় মুরারি। নয়নক নীরহি, শয়ন ভিগায়ই, হেরি বলরাম বলিহারি। (পদামৃত)

তস্মাবিলম্বস্ব ভজস্ব নীতিং মা হ্রেপয়াত্মানমুপেহি গোষ্ঠম্।
কা শিক্ষয়েত্ত্বামপি লোকরীতিং, ত্বত্তো নুতাঃ শিক্ষত এব সর্ব্বাঃ ॥৩৫॥
কলক্কণৎ-কঙ্কণনূপুরং জবাদত্যুচ্ছলদ্গাত্রযুগচ্ছবিচ্ছটম্।
ব্যস্তালকাগ্রাবলি-বেষ্টনোন্নমত্তাটঙ্কহারদ্যুতি দীপিতাননম্ ॥৩৬॥

লোকরীতিং ত্বাং কা শিক্ষয়েৎ কিন্তু ত্বত্তঃ সকাশাত্তাঃ সর্ব্বলোকরীতিং শিক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

কেলিবিলাসিনো দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়ো শুৎশয্যোত্থানং ত্রৈলোক্য শোভামিব সংচিকায় একত্র সংগ্রহং চকারেতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। শয্যোত্থানং কীদৃশং? মধুর ধ্বনিযুক্তে কঙ্কণনূপুরে চ যত্র। পুনশ্চ জবাদত্যুচ্ছলদ্গাত্রদ্বয়স্য ছবিচ্ছটা যত্র। পুনশ্চ ব্যস্তালকাগ্রাণাং শ্রেণ্যা বেষ্টনেন উন্নমন্তৌ উর্দ্ধং গচ্ছন্তৌ যৌ কুণ্ডলহারৌ তয়োঃ কান্ত্যা দীপিত মাননং যত্র। পৃষ্ঠদেশস্থিতালকেনৈব হারস্য উর্দ্ধনয়নং বোধ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া রহিয়াছ, ইহা এই প্রভাত সময়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই জন্যই তোমাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥৩৩.৩৪॥

অতএব আর বিলম্ব করিও না, নীতির অনুসরণ কর, আপনাকে আপনি লজ্জিত করিও না, গৃহে গমন কর; কে তোমাকে লোকরীতি শিখাইতে পারে? বরং তোমার নিকটেই সকল রমণী লোকরীতি শিক্ষা করিয়া থাকে ॥৩৫॥ *

* তথাহি পদ।—রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে॥ রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে। অরুণ-কিরণ শুনি প্রাণ কাঁপে ডরে॥ শারী বলে, শুন শুক গগনে উড়ি ডাক। নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥ শুক বলে শুন শারী আমরা পশু পাখী। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥ বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি। অরুণ কিরণ হেরে উঠি ঘরে যাই॥" পদকল্পতরু।

পুনশ্চ।—"জাগহুরে বৃকভানু-কুমারি! শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি, পুন বোলত শুক শারী॥ ধ্রু ॥ গগন হি মগন, সগণ রজনীকর, চলু চরমাচল ওর। পদ্মিনী বদন, মধুপ ঘন চুম্বই, তেজই কুমুদিনী কোর॥ যামিনী-তিমির থির নাহি হেরিয়ে, পরশি অরুণ রুচি অঙ্গ॥ বহু নাগরী নীলপটাঞ্চলে লাগল দিন বিরহানলে রঙ্গ। চোরি রভস, এতহু রসধাধস তুরজন যহু পথ যোই। গোবিন্দ দাস কহ, জানি চলবি ধনি, পিকু বোলত ওহি ওহি॥ (পদামৃত)

স্রস্তাং শুকান্বেষণ সম্ভ্রমোদয়াদিতস্ততো ন্যস্তকরাব্জমঞ্জুলম্।
শয্যোত্থিতং কেলিবিলাসিনোস্তয়োস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমিব সংচিকায় তৎ ॥ ৩৭ ॥

যুগ্মকম্।

ঘূর্ণালসাক্ষং শ্লথসর্ব্বগাত্রং বিস্রস্তবেশং রসিকদ্বয়ং তৎ।
ভূয়োপবেশং স্খলনে কথঞ্চিদন্যোন্যমালম্বনতাং প্রপেদে ॥৩৮॥

পুনঃ কীদৃশং? বিহারসময়ে স্রস্তস্যাংশুকস্য অন্বেষণে যঃ সম্ভ্রমোদয়স্তস্মাদিতস্ততো ন্যস্তেন করাব্জেন মঞ্জুলম্। ৩৭।

তৎ রসিকদ্বয়ং নিদ্রাবেশেন ভূয়ঃ শয্যায়ামুপবেশো যস্য এবং স্খলনে কথঞ্চিদ-

শারীশুকের কথা শুনিয়া কেলিবিলাসিযুগল অলস-বিবশাঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের কর-চরণ-সঞ্চালনে কঙ্কন-নূপুরাদি ভূষণনিচয় মধুর মধুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। যুগলাঙ্গের লাবণ্যছটা,—আমরি। 'জড়িত জলদে দামিনী-ঘটা' যেন অনন্তরূপ-মাধুর্য্যের তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিগলিত অলকাবলির অগ্রভাগ-বেষ্টনে গলদেশের হার ও কর্ণের কুণ্ডল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাহার উজ্জ্বল কান্তিতে উভয়েরই বদন-ছবি অপূর্ব্ব উদ্ভাসিত হইল। তখন সরম-সম্ভ্রমের উদয় হওয়ায়, বিহার-বিস্রস্ত বসন অন্বেষণের নিমিত্ত উভয়েই নিদ্রা-নিমীলিত নয়নে শয্যাপার্শে ইতস্ততঃ কর-কমল বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। মরি! মরি! শয়নে যেমন শোভার অনন্ত তরঙ্গ খেলে, ইঁহাদের উত্থানেও তেমনই শোভার অনন্ত উৎস উৎসারিত হয়। তাই, এই মঞ্জু-মধুর শয্যোত্থান-সুষমা দেখিয়া মনে হইল যেন ইহাতে ত্রৈলোক্যের তাবৎ শোভা সম্ভারই একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।৩৬।৩৭।

তখন সেই রসিক-রসিকার অলসাকুল লুব্ধ নয়ন-চকোর যেন পরস্পরের মুখচন্দ্রের মাধুরী-সুধাপানের নিমিত্ত একবার ঈষৎ উন্মীলিত হইতেছে, তখনই নিদ্রার আবেশে আবার নিমীলিত হইতেছে। নয়ন

পরস্পরাং সদয়-দত্তদোর্যুগ-ন্যস্তাঙ্গভারং নতপৃষ্ঠশোভিতম্।
সংমোটনাদূন্মুখমাস্যপঙ্কজদ্বয়ং পরিক্রান্তিমিবানয়ন্মিথঃ ॥৩৯॥

স্ত্রোঙ্গ মালম্বনতাং প্রপেদে। তদানীং পরস্পরশরীরং পরস্পরালম্বনং বভূবেত্যর্থঃ॥৩৮

অধুনা পরস্পর সম্মুখতয়া স্থিতয়োরালস্যত্যাগপ্রকারমাহ। পরস্পর-সদয়দত্তদোর্যুগে ন্যস্তো অঙ্গভারো যেন একীকৃতঃ রসিকদ্বয়ং। আলস্যত্যাগ-সময়ে নতপৃষ্ঠেন শোভিতং যৎ গাত্রমোটনাদ্ধেতো রূর্দ্ধমুখমাস্য পঙ্কজদ্বয়ং পরস্পরস্য পরিক্রমমিবানয়ং প্রাপ, তদানীং আলস্য দূরীকরণার্থং উর্দ্ধগত পরস্পর মুখভ্রমণমেব পরস্পর মুখস্য পরিক্রমত্বেন উৎপ্রেক্ষিতম্ ৩৯॥

প্রান্তে তখনও যেন নিদ্রার আবিলতা লাগিয়া রহিয়াছে। রসালসে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, বেশভূষা বিগলিত, শয্যার উপর নিদ্রাভরে আনতভাবে উপবিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে অবশাঙ্গ পরস্পরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে, যেন তাহাতে পরস্পরের অঙ্গ-লতিকা পরস্পরের কথঞ্চিৎ অবলম্বন-স্বরূপ হইতেছে।৩৮॥ *

অনন্তর উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আলস্য-ভরে পরস্পরের স্কন্ধে বাহু বল্লী আরোপিত করিয়া অঙ্গভার ন্যস্ত করিলেন, পরস্পরের অঙ্গভারে পৃষ্ঠ দু'খানি যেন বঙ্কিমভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল! আবার অঙ্গমোটন করায় উভয়ের বদনযুগল ঊর্দ্ধদিকে উন্মুখ হইল—যেন নব নধর কমল দু'টি উর্দ্ধমুখে ফুটিয়া উঠিল এবং তখন আলস্য দূরীকরণের নিমিত্ত উর্দ্ধদিকে পরস্পর মুখ পদ্ম ভ্রমণ করায় বোধ হইল, যেন সেই মুখ-পদ্ম দু'টি পরস্পরের পরিক্রমা করিল ॥৩৯॥

* তথাহি পদ।…লহু লহু নাগরী, তহুঁছাড়ি নাগর, বৈঠল শেযক মাঝে। ওমুখ লাগি জাগি পুন নাগরী, রহলহি ঘুম বিরাজে।"—"জাগহু প্রাণ পেয়ারি। রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, ননদিনী দেওব গারি॥ জটিলা শাশু অহু ভরি রোওই খোজই যমুনাতীর। শারীক বচনে চমকি ধনি উঠইতে ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির। চলই চিয়ায়ল, তুরিতহি সখীগণ, জাগল আভরণ রোলে। বলরাম হেরি; যাই উঠায়ল, দুহু তনু ঝারি নিচোলে॥" (পদামৃত)।

তদৈব জৃম্ভোত্থ রদাংশুজাল মাণিক্যদীপৈ র্নিররাজয়ৎ কিম্?
সনিদ্রমুন্মুক্তদৃগন্তলক্ষ্মীরসজ্ঞয়ান্যোন্য বিলিহ্যমানাং বিশেষকম্ ॥৪০॥

পুনরপি ঘনঘূর্ণ শ্রীমুখদ্বন্দ্বযোগা-
দচটুলভুজবল্লী-বেষ্টনেনেষ্টভাসৌ।
ক্ষণমপিদরসুপ্ত্যা শং ভজাবেত্যতস্তা
বনজকুসুম-তল্পে স্রস্তগাত্রা বভূতাম্ ॥৪১॥

তদা পরিক্রম-সময়ে এব জৃম্ভোত্থো যো দন্তস্য কিরণসমূহং স এব মাণিক্য প্রদীপাস্তৈঃ করণৈঃ রসিকদ্বয়ঃ কিং অন্যোন্যং নিররাজয়ৎ আরাত্রিকমকরোদি-ত্যর্থঃ। এবং সনিদ্রং রসিকদ্বয়ং উন্মুদ্রদৃগন্ত শোভা এব রসজ্ঞা জিহ্বা তয়া অন্যোন্য বিলিহ্যমানামিতি ত্রিভিঃ শ্লোকৈ রন্বয়ঃ ।৪০॥

নিবিড় ঘূর্ণাং যুক্ত শ্রীমুখয়ো দ্বয়োঃ পরস্পর সংযোগাদ্ধেতো ক্ষণমপীষৎ সুপ্ত্যা-শং সুখং ভজাব ইতি মনস্যেবোক্ত্বা তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বিলাসস্য সম্মর্দ্দেন কুটিলং বং কুসুমতল্পং তত্র, পুনঃ স্রস্তগাত্রৌ অভূতাং। কথম্ভূতৌ? নিদ্রাবেশেনা-চঞ্চলেন ভুজবল্লী-বেষ্টনেন ইষ্টা কান্তি র্যয়োঃ ॥৪১॥

অপিচ, সেই সময়ে জৃম্ভা-বিকসিত বদন-কমলে দন্তপাঁতির কিরণ-মালা উদ্ভাসিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, রসিকযুগল মাণিক্য-দীপাবলি জ্বালিয়া উভয়ে উভয়ের মুখচন্দ্রের আরতি করিতেছেন এবং নিদ্রাজড়িত আধ উন্মুক্ত নয়নান্তভাগের সুষমা দেখিয়া প্রতীত হইল, যেন উহা পরস্পরের রূপমাধুর্য্যপানপিপাসু রসনা বিশেষ—যেন এই নয়নান্ত-রসনা দ্বারাই তাঁহারা পরস্পরের মাধুরী-মধু বিলেহন করিতেছেন ॥৪০॥

পুনরায় ঘনঘূর্ণাবশতঃ সেই সুন্দর শোভাময় চাঁদমুখ দুখানি অবাধ্য উত্তেজনায় পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায়, "আর কিছুক্ষণ ঈষৎ নিদ্রা-সুখানুভব করি" মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াই উভয়ে উভয়ের অচটুল বাহুলতা-বন্ধনে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়া আলস্যজড়িত শিথিলাঙ্গে বিলাস-বিমর্দ্দ-কুটিল কুসুম-শয্যার উপর পতিত হইলেন ॥৪১॥

বিরহবিকলয়া তচ্ছয্যয়া দূনয়া কিং
কথমপি দরলব্ধাশ্লেষয়া নিদ্রয়া বা।
উষসি ন চ বিহাতুং হন্ত শক্তৌ খগা স্তৌ
তদপি বিদধু রাভ্যাং বিপ্রযুক্তৌ স্বনস্তৈঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে শয্যোত্থান-কৌতুকাস্বাদনো নাম
প্রথমসর্গঃ ॥১॥

ভাবী যো বিরহ স্তেন বিকলয়া অতএব দূনয়া তয়োঃ কেলি শয্যয়া কর্ত্র্যা অথবা কথমপি ভাগ্যেন রাত্র্যন্তে রাধাকৃষ্ণাভ্যাং সহ ঈষল্লব্ধাশ্লেষয়া নিদ্রয়া কর্ত্র্যা কিং উষসি বিহাতুং ন শক্তৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ, তদপি স্বনস্তৈঃ শব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ খগাঃ আভ্যাং শয্যানিদ্রাভ্যাং সহ বিযুক্তৌ বিদধুশ্চক্রুঃ। তথা চৈতে খগাঃ শয্যানিদ্রয়ো বৈ . . । এবেতি ভাবঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্‌গ্রন্থকৃন্মন্ত্রশিষ্য-শ্রীল কৃষ্ণদেবসার্ব্বভৌম-কৃতায়াং
টীকায়াং প্রথমসর্গঃ ॥১॥

তখন আশু বিরহ-শঙ্কাকুলা কেলি-শয্যা এবং তৎসঙ্গিনী নিদ্রা, যেন সৌভাগ্যক্রমে অতিকষ্টে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুনরায় ঈষৎ আলিঙ্গন সুখ-লাভ করিয়া কোনরূপেই আর তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু হায়! সে সময় অরসিক বিহগকুল তাঁহাদের বৈরিস্বরূপ হইল, তাহারা শয্যা ও নিদ্রাকে শ্রীরাধাশ্যামের সহিত বিয়োগিনী করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আবার উচ্চকণ্ঠে কলধ্বনি করিতে লাগিল ॥৪২॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে নিশান্তলীলাস্বাদন
নাম প্রথম সর্গ ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

জালাদশোদৃক্-সফরীস্তদালয়ো
লাবণ্যবন্যা ভৃশ মন্বশীলয়ন্।
ক্রীণন্তি যা প্রাণ-পরার্দ্ধকোটিভি
স্তয়োঃ প্রমোদোত্থ-রুচিচ্ছটাকণম্॥১॥

অথ ললিতাদ্যা আলয়ঃ দৃষ্টিরূপাঃ সফরী মৎস্যবিশেষাণ্ জালাৎ সকাশাৎ, গবাক্ষে জালং গবাক্ষং প্রাপ্য লাবণ্যরূপা যা বন্যা জলসমূহাস্তাম্ অন্বশীলয়ন্। সখীনাং লক্ষণমাহ যা আলয়ঃ॥১॥

প্রভাত-লীলা।*

অনন্তর যাঁহারা পরার্দ্ধ-কোটি প্রাণের বিনিময়ে শ্রীরাধাশ্যামের প্রমোদ-দীপ্ত শোভা-মাধুর্য্যের কণিকামাত্র ক্রয় করিয়া থাকেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্টি-সফরীসমূহ তখন গবাক্ষ-জালপথে বাহির হইয়া যেন তাঁহাদের সেই অনুপম লাবণ্য-প্রবাহে সাঁতার দিতে লাগিল।১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাতঃকালীন লীলা। যথা—

"প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রহৃষ্টাদিভি
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত চারুবসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্তান্ন মাচম্য চ,
বিশ্রাং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি য স্তং গৌরমধ্যোম্যহং॥"

অর্থাৎ যিনি প্রাতঃকালে স্বীয়পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন এবং গন্ধপুষ্পাদি উপচারে গঙ্গা পূজা ও গঙ্গাস্তবপাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক কোন এক গঙ্গা সেবকের নিকট হইতে দিব্য পট্টবাস গ্রহণ করতঃ পরিধান করিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন এবং যিনি মাল্যচন্দনে শোভিতাঙ্গ হইয়া "শ্রীশ্রীদামোদর" নামক শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চন ও শ্রীতুলসী-সেবন করিয়া স্বগণ সহিত প্রসাদান্ন ভোজন করেন ও ভোজনান্তে আচমন পূর্ব্বক অন্য গৃহে গিয়া দুই তিন ক্ষণ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করেন আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করি॥২॥

তথাহি মহাজনী পদ।—

"প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ। হেরই সকলে আন ছাঁদ॥

উচে বিশাখা কলয়ালি! কান্তৌ
নিরংশুকাবংশুক-পুঞ্জ মঞ্জু।
বিহারিণাবপ্যতিহারিণৌ স্বৈ-
রঙ্গৈ রনঙ্গৈ রলসৌ লসন্তৌ ॥২॥

হে আলি! কান্তৌ কলয় পশ্য। কীদৃশৌ? নিরংশুকৌ বস্ত্ররহিতাবপি অংশুকস্য কোমল-কিরণস্য পুঞ্জেন মঞ্জু মনোজ্ঞৌ। অত্র সর্ব্বত্র বিরোধালঙ্কারো দ্রষ্টব্যঃ। বিগতশ্চাসৌ হারশ্চেতি বিহারো হারাভাবঃ তদ্বিশিষ্টৌ, হাররহিতাবিত্যর্থঃ। অতি মনোহারিণৌ। অঙ্গৈর্নখাদিভিরঙ্গা অনঙ্গকার্য্যাণি ক্ষতাদিলক্ষ্যাণি তৈর্লসন্তৌ। যদ্বা অনঙ্গস্যৈকৈরঙ্গৈঃ অথবা স্বাঙ্গৈর্লসন্তৌ যতঃ অনঙ্গৈরলসৌ ॥২॥

ললিতা * ও বিশাখা একই গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে শ্রীযুগলরূপ-মাধুরী দেখিতেছেন—দেখিতে দেখিতে হর্ষ-প্রফুল্লচিত্তে বিশাখা ললিতাকে কহিলেন—"সখি! দেখ, দেখ, শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েই নিরংশুক অর্থাৎ বিবসন হইয়াও অংশুক অর্থাৎ কোমল কিরণপুঞ্জদ্বারা কেমন মনোহর হইয়াছেন এবং বিহারী অর্থাৎ হারবিহীন হইয়াও কেমন অতিহারী অর্থাৎ অতি মনোহর হইয়াছেন। আবার ঐ দেখ নখক্ষতাদি রতিরণচিহ্নভূষণে যুগলাঙ্গ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, আমরি! যেন অনঙ্গকে অঙ্গবিশিষ্ট করিয়াই অনঙ্গাবেশে আবিষ্ট রহিয়াছেন ॥২॥

ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা। অলসে ঈষত মুদিত পাতা ॥
অঙ্গুলি জুড়িয়া মোড়য়ে তনু। যৈছে অতনু কনকধনু ॥
দেখিতে আওল ভকতগণে। মিলল বিহানে হরিষ মনে ॥
মুখপাখালিয়া গৌরহরি। বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি ॥
নদিয়া নগরে হেন বিলাস। যদুনাথ দেখে সদাই পাশ ॥°

* শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সখী পাঁচ প্রকার। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ বা প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী। শ্রীললিতা ও বিশাখা প্রাণপ্রেষ্ঠা সখী যথা—

"পরম প্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।

অনঙ্গদৌ কেলিবশাদনঙ্গদৌ
নিরঞ্জনৌ হন্তমিথো নিরঞ্জনৌ ॥
বিস্রস্তরাধাধরতাভিলক্ষিতৌ
বিপ্রাস্তরাগাধরতাভিলক্ষিতৌ ॥৩।

অনঙ্গং পরস্পরং কন্দর্পং দত্ত স্তৌ কেলিবসাদঙ্গদরহিতৌ, অঙ্গদং বাজুবন্দ ইতি প্রসিদ্ধং। নিরঞ্জনাবিতি রাধিকা পক্ষে কেলিবশাৎ অঞ্জনরহিতা, পক্ষে কৃষ্ণো নিরঞ্জন ইতি গর্গরতনামপ্রসিদ্ধেঃ। মিথঃ পরস্পরং নিতরাং রঞ্জয়ত ইতি তৌ বিস্রস্তো বিগতো রাগো যয়োঃ এবম্ভূতৌ অধরৌ যয়ো স্তয়োর্ভাব স্তত্তা তয়া বিশিষ্টৌ। বিকলং প্রস্তরং শয্যাপি যস্মাৎ তথাভূতেন অগাধেন রতেন অভিলক্ষিতৌ তদ্বশতয়া স্থাপিতা বিত্যর্থঃ ॥৩॥

ঐ দেখ, উহাঁরা কেলিবশতঃ 'অনঙ্গদ' অর্থাৎ বাজুবন্দবিহীন হইয়াও কেমন 'অনঙ্গদ' অর্থাৎ পরস্পরের কামসুখপ্রদ হইয়াছেন। দেখ দেখ! কুঞ্জে নয়নের অঞ্জন-রেখা মুছিয়া গিয়াছে, তথাপি উহাঁরা কেমন পরস্পরকে রঞ্জিত করিতেছেন, অধরের তাম্বুলরাগ বিলুপ্ত হইয়াছে—কুসুমাস্তীর্ণ প্রস্তর-শয্যাও বিচলিত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, উভয়েই অগাধ রতিরণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই অতিরণশ্রমেই এখন পর্য্যস্ত অলসাবেশে বিবশ হইয়া রহিয়াছেন ॥৩॥

সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গাবদ্যেন্দুলেখিকা ॥
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগুণাগ্রিমাঃ ॥
আসাং সুষ্ঠু যয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া ॥

অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই ৮টী শ্রীরাধার পরম-প্রেষ্ঠ সখী। ইহাঁদের তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কেহ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইহাঁদের সমান প্রেম-পরাকাষ্ঠা। এই অষ্ট সখীর সেবা, যথা—

"তাম্বুলে ললিতা দেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন-সেবনে ॥

অথাবভাষে ললিতাবধার্য্যতাং, জয়ঃ স্মরাজৌ কতরাশ্রিতো দ্বয়োঃ।
বভূব দষ্টাধরয়োঃ কচগ্রহ-ব্যাক্ষিপ্তমূর্দ্ধো র্নখরক্ষতোরসোঃ ॥৪॥

হে সখ্যঃ! অবধার্য্যতাং স্মরাজৌ কন্দর্পযুদ্ধে দ্বয়োর্মধ্যে জয়ঃ কতরাশ্রিতো বভূব, কস্য জয়ো বভূবেত্যর্থঃ। জয়স্যানিশ্চায়কং যুদ্ধসাম্য মাহ। দষ্টেত্যাদি। ভোগসময়ে চূড়াবেণ্যো গ্রহণেন ব্যাক্ষিপ্ত মূর্দ্ধাঃ নখৈঃ ক্ষতে বক্ষসো যয়োঃ ॥৪॥

অনন্তর ললিতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—সখি! তোমারা ত সকলেই সুচতুরা, এখন বল দেখি, এই কন্দর্প-যুদ্ধে উভয়ের মধ্যে কে জয়ী হইয়াছেন? ঐ দেখ, উঁহারা পরস্পর চূড়া ও বেণী গ্রহণপূর্ব্বক বিপুল সম্ভোগ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ায় উভয়েরই চূড়া ও বেণীবন্ধন শিথিল হইয়াছে এবং উভয়েরই অধরপুটে দশনচিহ্ন ও বক্ষঃস্থলে নবীন নখক্ষত শোভা পাইতেছে; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কে যে জয়ী হইয়াছেন, তাহা অবধারণ করা অতীব দুরূহ। অতএব যখন জয়ের কোন লক্ষণই নিশ্চয় হইতেছে না—এবং উভয়ের মধ্যেই সমান সমান লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে এই প্রেম-সমরে শ্রীরাধা-শ্যাম কেহই পরাজয় স্বীকার করেন নাই ॥৪॥

রাগে তু রঙ্গদেবী সা সুদেবী জল-সেবনে।
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা চ নর্ত্তনে ॥

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীললিতা দেবীই—সখী, দাসী ও দূতী এই ত্রিবিধ পরিজনের সকল যূথেরই সর্ব্বাধ্যক্ষা। শ্রীরাধার সকল ভাব ইঁহার আশ্রিত, এইজন্য ইনি 'অনুরাধা' নামে অভিহিতা। স্বভাব—বামপ্রখরা। ললিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-কলহে গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগে যেমন সুদক্ষ, প্রতিকার বিধানেও তেমনি সুযোগ্যা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ইঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র, শয্যা, বিতান, মণ্ডল ও ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ ও হেঁয়ালী রচনায় সুপণ্ডিতা। ললিতার যূথ, যথা—রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, রতিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী এই অষ্ট সখী। ইঁহারাও শ্রীললিতার ন্যায় তাম্বুল-সেবার অধিকারিণী ও সর্ব্বদা দাসী অভিমান করিয়া থাকেন।

শ্রীললিতার বয়স কিঞ্চিদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ (১৪ বৎসর ২৭ দিন) অর্থাৎ

স্বদোঽনুরাগং কুচকুঙ্কুমচ্ছলাৎ ন্যধত্ত রাধাচ্যুতপাদপদ্ময়োঃ।
যাব-প্রবালকৃতরালকো দধৌ, মূর্দ্ধ্নৈব সোঽস্যাঃ পদয়োস্তমুজ্জ্বলম্ ॥৫॥

অধুনা চরণতল-লগ্নং রাধিকা-কুচ-সম্বন্ধি-কুঙ্কুমং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কানুরাগত্বেন বর্ণয়তি। রাধা স্বহৃদয়স্থং চরণবিষয়কানুরাগং কুচ-কুঙ্কুমচ্ছলাৎ কৃষ্ণস্য পাদপদ্মযো

অনন্তর বিশাখা * কহিলেন—সখি! শ্রীরাধার কুচ-কুঙ্কুম-রাগে শ্রীকৃষ্ণের চরণতল কেমন সুন্দর রঞ্জিত হইয়াছে দেখ, উহা শ্রীরাধার নিবিড় কৃষ্ণানুরাগের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হইতেছে, আহা! প্রেমময়ী

শ্রীরাধা হইতে ২৭ দিনের জ্যেষ্ঠা। কোন মতে ১৬ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন। বর্ণ—গোরোচনাভা, বসন—শিখিপুচ্ছতুল্য, সেবা—তাম্বুল, রস—অভিসারিকা, নিবাস—যাবট, যোগপীঠ সংস্রদল কমলের উত্তর দলে নানা পুষ্প-লতাবৃত তড়িদ্বর্ণ অনঙ্গ-সুখদা বা ললিতানন্দদ কুঞ্জে স্থিতি, পিতার নাম—বিশোক, মাতা—শারদী, পতি ভৈরব গোপ। শ্রীললিতার ধ্যান, যথা—

"গোরোচনা রুচি-মনোহর-কান্তিদেহাং
মায়ূরপুচ্ছ-তুলিতচ্ছবি চারু-চেলাম্।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূলভক্তি-ললিতাং ললিতাং নমামি॥

প্রকারান্তর, যথা—

নবগোরোচনাবর্ণাং শিখিপুচ্ছনিভাননাম্।
সর্ব্বস্য সুখদাং রম্যা মনঙ্গাম্বুজসংস্থিতাম্॥
নানারসবিনোদেন সুপ্রৌঢ়াং যৌবনান্বিতাম্।
রাধা-পরপ্রিয়াং শ্রেষ্ঠাং নিকুঞ্জমণিমন্দিরম্॥
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বে ললিতাং তামহং ভজে॥

পুনঃ প্রকারান্তর, যথা—

শ্রীরাধাপ্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং,
হেমাভাং পরিবাদিনীং সুমধুরধ্বানাং সুবেশাম্বরাং।
সদ্রত্নাভরণৈর্মনোজ্ঞসুতনুং নিত্যাং জগন্মোহিনীং
বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গনয়নীং পাতাম্বরেণাবৃতাম্॥

* শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার প্রিয় নর্ম্ম-সখী। নৃত্যকালে শ্রীরাধার সহিত একত্র নৃত্য করেন। ইঁহার অন্য নাম—"সর্ব্বতোভদ্রা"। ইনি শ্রীরাধার সমবয়সী অর্থাৎ ১৪ বৎসর, কোনমতে ১৫ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন। ইনি নর্ম্মোক্তি-নিপুণা,

ইত্থং ক্ষণং, তাবদলক্ষিতাঙ্গ্যো, নীচৈঃ স্বরস্তাবনুবর্ণয়ন্ত্যঃ।
ভাগ্যং স্বমেবাতি সভাজয়ন্ত্যো, মমজ্জুরানন্দ মহোদধৌ তাঃ ॥৬॥

ধৃতং রাধিকায়াশ্চরণ-সম্বন্ধি দ্রবেণ আরক্তোঽলকো যস্য এবম্ভূতঃ স কৃষ্ণোঽপি অস্যা রাধায়াঃ পদয়োঃ কুঙ্কুমমনুরাগং মূর্দ্ধ্নৈব দধৌ ॥৫॥

তাভ্যাং অলক্ষিতাঙ্গঃ সত্যঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ নীচৈঃ স্বরং যথাস্যাত্তথা তৌ ক্ষণ মনুবর্ণয়ন্ত্যঃ সত্যঃ আনন্দ-মহোদধৌ মমজ্জুঃ ॥৬॥

যেন প্রাণকান্তের চরণ-পঙ্কজ দু'টি স্বীয় বক্ষোজদ্বয়ে ধারণ করিয়া

হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগরাশি সেই চরণপঙ্কজে ঢালিয়া দিয়াছেন। আবার ঐ দেখ, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণও প্রেমময়ীর সেই অনুপম অনুরাগের প্রতিদান করিতে না পারিয়াই যেন তাঁহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত-চরণ-কমলের উজ্জ্বল অনুরাগের ডালি, মস্তকে বহন করিয়াছেন। এই কারণেই শ্রীরাধার চরণ-পঙ্কজের গলিত অলক্তকরাগে শ্রীকৃষ্ণের অলকাদাম অরুণিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব আজ প্রেম-সমরে কেহই যে কম নহেন; তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।৫॥

এইরূপে সখীগণ গবাক্ষপার্শ্বে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া শ্রীরাধা-শ্যামের রসালস-রূপ-মাধুরী দর্শন করিতেছেন এবং পরস্পর অনুচ্চস্বরে তাঁহাদের সুষমারাশি বর্ণন করিতে করিতে নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন ॥৬॥

সুকর্ম্মকুশলা এবং সহজেই সকলের মনোভাব হৃদয়ঙ্গমে সমর্থা। দূতীকার্য্যেও সুপণ্ডিতা। পত্রাবলী রচনা, মালা গ্রন্থন, সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল চিত্রন, সূচীকর্ম্ম, সূর্য্যপূজার সামগ্রী সজ্জা ও নৃত্যগীতে বিচক্ষণা। বিশাখার যূথ,—মাধবী, মালতী, চন্দ্রলেখা, মঞ্জরী বা কঞ্জরী, হরিণী চপলা, দামিনী ও সুরভি। এই অষ্ট সখী। ইঁহারা বস্ত্রসেবাধিকারিণী ও দাস্যাভিমানিনী। শ্রীবিশাখার বর্ণ—বিদ্যুন্নিভ, বসন—তারাবলী, সেবা—কর্পূরচন্দন অঙ্গরাগাদি, রস—স্বাধীন-ভর্ত্তিকাদি, স্বভাব—অধিক-মধ্যা, বাস—যাবট, যোগপীঠের ঈশান দলে মেঘবর্ণ মদনসুখদ বা আনন্দকুঞ্জে স্থিতি। ইঁহার পিতা—পাবন, মাতা—দক্ষিণা, পতি—বাহিক। শ্রীবিশাখার ধ্যান যথা—

অথানুরক্তাল্যনুমোদনাঞ্চিতা, মুদা তয়ো রৈধত রূপমঞ্জরী ।
সৈব স্বয়ং কেলিবিলাসিনোদ্ব'য়ো-স্তদাত্বরম্যাপচিতৌ পটীয়সী ॥৭॥

অনুরক্তানাং ললিতাদ্যালীনাং অনুমোদনেন আস্বাদনেনাঞ্চিতা তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সৌন্দর্য্যস্বরূপা মঞ্জরী ঐধত, সা রূপমঞ্জরী স্বয়মেব কেলিবিলাসিনো তৎকালীন রমণীয় বেশাদ্যপচিতৌ বেশাদিপরিচর্য্যায়াং পটীয়সী। তথা চ ভূষণাদিকং বিনৈব তৎকালীনোৎপন্নাৎ সৌন্দর্য্যাদেব শোভাতিশয়ো জাত ইতি ভাবঃ। পক্ষে আলীনাং ভানুমত্যাদীনাং অনুমোদনেন সম্মত্যা রূপমঞ্জরীনাম্নী কিঙ্করী ঐধত প্রফুল্লা বভূব। তয়োঃ কেলিবিলাসিনোরিতি সম্বন্ধঃ। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ ॥৭॥

অনন্তর অনুরাগিণী ললিতাদি সখীবৃন্দের অনিমেষ নয়নে আস্বাদন সত্ত্বেও শ্রীরাধাশ্যামের যে রূপ-মঞ্জরী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যস্বরূপা মঞ্জরী ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, সেই রূপমঞ্জরীই স্বয়ং তখন আনন্দভরে বিলাসিযুগলের রমণীয় বেশাদি-পরিচর্য্যায় পটীয়সী হইলেন অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামের বসন-ভূষণ না থাকায় যে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল, তৎকালে তদপেক্ষাও যেন অত্যধিক শোভারাশি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে অর্থ এই যে,—তখন অনুরাগিণী ভানুমতী *

"নীলতারাবলীবস্ত্রাং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভাং।
নানারসনর্ম্মধরাং দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিতাম্ ॥
নানাভরণভূষাঢ্যাং নিকুঞ্জসমবস্থিতাম্।
প্রৌঢ়াং সুযৌবনাবস্থাং বস্ত্রালঙ্কারসেবিতাং ॥
কামস্তু সুখদাং কুঞ্জে বিশাখাং তামহং ভজে ॥

প্রকারান্তর, যথা—

"সৌদামিনীনিচয়-চারুরুচিপ্রতীকাং
তারাবলীললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকে তব চরিত্র-গুণানুরূপাং
সদ্গন্ধচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাম্ ॥"

* শ্রীরাধার রতিমাধুরী-স্বরূপা শ্রীরতিমঞ্জরীর নামান্তর ভানুমতী, আর একটী নাম তুলসীমঞ্জরী। বয়স ১৩ বৎসর ২ মাস। শুদ্ধ হরিতালবর্ণা, স্বর্ণতারাবলী-বলিত

তাম্বুল-যাবাঞ্জনকুঙ্কুমদ্রবৈঃ শ্রমাম্বুজালৈস্ত্রুটিতৈশ্চ ভূষণৈঃ।
ইতস্ততো ব্যস্ততয়া তদাদ্ভুতস্তৎকেলি-তল্পং চ যুবদ্বয়ঞ্চ তৎ ॥৮॥

তৎযুগ্মমেবং তয়োঃ কেলিতল্পঞ্চ ইতস্ততো ব্যস্ততয়া তয়া অত্যন্তং দীপ্তিং চকার। কৈঃ করণৈস্তত্রাহ, তাম্বুলাদীনাং দ্রবৈঃ ॥৮॥

প্রভৃতি সখীগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া ও তাঁহাদের সম্মতি পাইয়া শ্রীরূপমঞ্জরী * নাম্নী শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাভাতিক রমণীয় বেশাদি-সেবা-পটীয়সী প্রিয়-কিঙ্করী হর্ষ-প্রফুল্লা হইলেন। বিলাস-বিবশ বিলাসি-যুগলের সেই প্রথম পরিচর্য্যায় শ্রীরূপমঞ্জরীরই অধিকার ॥৭॥

তাই তিনি প্রফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—"নিশা-বিলাসে তাম্বুল, অলক্তক, অঞ্জন, কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্রব, স্বেদধারা ও ছিন্নভূষণাদি ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হওয়ায়, শ্রীরাধাশ্যামের ও তাঁহাদের কেলি-তল্পের শোভারাশি যেন আরও রমণীয় হইয়াছে ॥৮॥

শয্যাসেবা, শ্রীরাধার নিকটে স্থিতিকালে পদসেবা, স্বভাব দাক্ষিণ্য মৃদ্বী, ইন্দুলেখার কুঞ্জের দক্ষিণে রত্যম্বুজ কুঞ্জে স্থিতি; পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত রত্নভানু। শ্রীরতি-মঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"নবতড়িৎসমানাভাং নীলপট্টাম্বরাবৃতাম্।
সর্ব্বাসাং সুখদাং রম্যাং নিকুঞ্জসমবস্থিতাম্॥
দ্বয়োঃ সেবানিমগ্নাঞ্চ তাং ভজে রতিমঞ্জরীম্॥

প্রকারান্তর, যথা—

"তারাবলিবাসো যুগলং বসানাং, তড়িৎসমান-স্বতনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়াঃ নিকটে বসন্তীং ভজে স্বরূপাং রতিমঞ্জরী তাম্॥"

(তারাবলীত্যাদিস্থলে—"বক্তৃকবর্ণং বসনং বসানাং তড়িৎ-প্রভাদিপ্ততনুচ্ছবিঞ্চ" ইতি পাঠান্তরম্)

* শ্রীরূপ-মঞ্জরী—শ্রীমতীর অত্যন্ত প্রিয়তমা। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলার সহায় নিত্যসেব্য-পরায়ণা নর্ম্ম-সখী। শ্রীরাধার মাধুরীগুণ সকলই মঞ্জরীতে অবস্থিতি করে। ইঁহারা শ্রীরাধার দাসী শ্রীরাধার সঙ্গে আগমন করেন ও প্রস্থান করেন। কুঞ্জদাসীগণ বৃন্দাদেবীর অধীনে তথায় অবস্থান করেন। মঞ্জরীগণ যুগলসেবা-রসিক বিশুদ্ধতায় সখ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধার দাস্যাভিমানে কৃতার্থ হন। ইঁহারা স্বসুখ-সুরত বিমুখা—কেবল রাধিকানন্দ-চেষ্টা-ময়ী—ও মধুর রসকথা চতুরীদক্ষা, শ্রীরাধিকায় ঐকান্তিক স্নেহ হেতু ইঁহারা সখী-স্নেহাধিকা। এই মঞ্জরীগণের অধীনে আরও অনেক সখী আছেন, তাঁহারা

পৃষ্ঠোপধানং নিদধে কচায়নপ্যধাদথান্যা মৃদুলাংশুকেন তৌ।
পীযূষবট্যার্পিতয়াস্যয়োঃ পরানিরস্য ঘূর্ণাং বিকসদ্দৃশৌ ব্যধাৎ ॥৯॥

কিঙ্করীণাং পরিচর্য্যামাহ। কচ্চান তাকিয়া ইতি প্রসিদ্ধং পৃষ্ঠোপধানং নিদধে। অন্যা কে নবাংশুকেন তৌ প্যধাৎ আচ্ছাদয়ামাস, অন্যা আস্যয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োর্মুখয়োঃ অর্পিতয়া পীযূষবট্যা কবলভূতয়া ঘূর্ণাং নিরস্য বিকাশযুক্তদৃশৌ অকরোৎ, নিদ্রাবেশে সতি পদার্থান্তর-ভোজনস্য কষ্টদায়কত্বে পীযূষবট্যা অতিকোমলত্বামাত্র ভোজনানুকূল প্রয়াসোঽপেক্ষিতঃ ॥৯॥

তখন শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা কিঙ্করীগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া কেহ শয্যার উপর পৃষ্ঠোপাধান (তাকিয়া) ঠিক করিয়া রাখিলেন—শ্রীরাধাশ্যাম জাগরিত হইয়া তাহাতে অঙ্গভর করিয়া উপবেশন করিবেন, কোন কিঙ্করী শ্রীরাধাশ্যামের নগ্ন-তনুযুগল সুকোমল বসনদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। শ্রীরাধাশ্যাম তখনও নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন; তাঁহাদের সেই নিদ্রাঘোর দূর করিবার নিমিত্ত অপরা কিঙ্করী তাঁহাদের বদনকমলে অতি সুকোমল পীযূষবটিকা অর্পণ করিলেন—সে সময় তাম্বুলাদি অন্য দ্রব্য বদনে দিলে, পাছে তাঁহাদের ভোজন-প্রয়াস জনিত কষ্ট হয়।—পীযূষ-বটিকার গুণে উভয়েরই নিদ্রার আবেশ কাটিয়া গেল,—উভয়েই ধীরে ধীরে নয়ন-কমল উন্মীলন করিলেন ॥৯॥

"অনুগামঞ্জরী" বা 'মালা' নামে অভিহিতা। এই সকল মঞ্জরীগণের কোন একটী গুণে সিদ্ধিলাভ ঘটিলেই পরম সৌভাগ্য। প্রধানগণের নামানুসারে তাহাদের অনুগাযূথের যথা—রূপমালা, লবঙ্গমালা, ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-গণোদ্দেশে প্রধানতঃ ১৮টী মঞ্জরীর নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অষ্টমঞ্জরীই প্রধানা। যথা—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীগুণমঞ্জরী, শ্রীরস-মঞ্জরী, শ্রীলীলামঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী ও শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী। আবার ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই সর্ব্বপ্রধানা। মঞ্জরীগণের সকলেরই বয়স প্রধানতঃ ১২ বৎসর, কিন্তু কেহ কেহ শ্রীরূপমঞ্জরীর বয়স ১৩ বৎসর ৬ মাস নির্দ্দেশ করেন। শ্রীরূপমঞ্জরী সর্ব্ববিষয়ে ললিতা সখীর অনুরূপ এবং রূপমাধুর্য্যে শ্রীরাধারই মত।—"রূপমাধুরী-গুণে শ্রীরূপমঞ্জরী"। শ্রীরূপমঞ্জরী গোরোচনাবর্ণা, বস্ত্র—কেতকীপত্র বা ময়ুরপুচ্ছ-বৎ; সেবা—তাম্বূলাদি, স্বভাব—বামামধ্যা; ললিতার কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস-

আস্যেন্দুযুগ্মং বিকচাক্ষি-পঙ্কজৈর্লোলালকভ্রান্তমধুব্রতাঞ্চিতৈঃ।
মিথো যদা পূজয়তাং তদাস্মরঃ সজ্যং প্রবুদ্ধোহব দধে ধনুদ্রুতম্ ॥১০॥

তয়োরাস্যচন্দ্রদ্বয়ং প্রফুল্লনেত্ররূপপদ্মৈঃ করণৈঃ পরস্পরং যদা অপূজয়তাং তদেব কমলেন চন্দ্রার্চ্চনরূপান্যায়ং দৃষ্ট্বা স্মর-চক্রবর্ত্তী প্রবুদ্ধো জাগরিতো সজ্যং জ্যাসহিতং ধনুঃ দধে। অলস-বলিতৌ প্রেমার্দ্রাদ্রৈর্গিতিবৎ ব্যাপারবাহুল্যাৎ পঙ্কজৈরিত্যত্র বহুবচনম্ ॥১০॥

উভয়ের মুখের দিকে উভয়েই চাহিলেন,—দেখিলেন—সেই বদন-কমল দু'টি নবনব মাধুর্য্যের অনুপম সুষমায় প্রভাত কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে,—আমরি! সে মাধুরী যে নিত্যই নূতন! তাই নিত্য এমন ভাবে নয়ন ভরিয়া দেখিয়াও দেখার সাধ মেটে না—তুলনা দিতেও জগতে তার উপমা মিলে না। যেখানে উপমা অসম্ভব সেই-খানেই অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা করিতে হয়। মরি! মরি! নিশাশেষে দু'টি বদন-চাঁদ—একটী সোণারচাঁদ আর একটী নীল-চাঁদ কেমন রসা-বেশে উদিত হইয়াছে দেখ! নিশাবসানে দিবাকরেরই উদয় সম্ভব,—কিন্তু এ যে চাঁদের উদয়—একটী নয়—এককালে দুইটী। তাও আবার

কুঞ্জে স্থিতি। ইহার নামান্তর লবঙ্গমালিকা ও রূপমঞ্জরী। পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত বিভানু, পতি—বর্দ্ধন, শ্বশুরালয়—যাবট। শ্রীরূপমঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"গোরোচনা-নিন্দিনিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিচ্ছাভসুচীনবস্ত্রাম্।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং, রূপাখ্যিকাং মঞ্জরিকাং ভজামাহম্॥"

প্রকারান্তর—

"গোরোচনাঙ্গরুচিরাং সুস্মের-সুরম্যাননাম্।
শিখিপিচ্ছবিভাম্বরাং সর্ব্বগোপীসুহৃত্তমাং ॥
নানারসকৌতুকেন সখ্যবয়ঃ-সমন্বিতাম্।
বৃন্দাবনারণ্যমধ্যে নিকুঞ্জমণি-মন্দিরে ॥
ভাবানুগাং সর্ব্বারাধ্যাং রাধাকৃষ্ণবরীয়সীম্।
তৎসেবাদিগুণৈঃ শ্রেষ্ঠাং শ্রীরূপমঞ্জরীং ভজে ॥"

সংযোজ্যতাবেব বিধু বিধুয় কিং. শিতেষুণৈকেন বিধায় কীলিতৌ।
স্যন্দামৃতাম্ভোহস্তভৃতৌতিরশ্চিতৈর্ধ্বান্তোগ্রপাশৈ রসিনোদপি ক্ষণম্ ॥১১॥

তদনন্তরং স স্মরঃ তৌ মুখরূপবিধু বিধুয় সম্পাদ্য পরস্পরং সংযোজ্য একেন তীক্ষ্ণেষুণা কীলিতৌ বিধায় তিরশ্চীনৈরন্ধকারূপপাশৈঃ করণৈঃ ক্ষণং অসিনোৎ ববন্ধ, তেন অন্ধকারস্থানীয়েন কেশসমূহেন মুখচন্দ্রৌ আচ্ছাদিতৌ বভূবতুরিত্যর্থঃ। মুখচন্দ্রৌ কীদৃশৌ? গলিতামৃতেন অন্যোন্যং পুষ্টৌ স্যন্দ প্রস্রবণে ধাতুঃ। অতিশয়োক্ত্যা অধরপানং দ্যোতিতম্ ॥১১॥

দুই বর্ণের দুইটী।—অসম্ভবের উপর অসম্ভব!! বদনচাঁদ দু'টী উদিত হইয়া চঞ্চল অলকাবলীরূপ মধুকর-সেবিত প্রফুল্ল নয়ন-কমল দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পারের পূজা করিল—চাঁদ যেন চাঁদের পূজা করিল। চাঁদের পূজা কুমুদে হয়, কিন্তু আজ কমলে নিষ্পন্ন হইল। আবার অলকাদাম ভ্রমররূপে মুখ-কমলেরই শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু ঐ দেখ কবরীভ্রষ্টচূর্ণকুন্তল নয়নের উপর উড়িয়া পড়ায়, মরি মরি। যেন প্রেমোল্লাসে পূর্ণ-প্রফুল্ল নয়ন-পদ্মে মধুব্রত স্বরূপ হইয়াছে, সকলই অদ্ভুত সকলই স্বভাবের ব্যতিক্রম। এই অন্যায়ভাব দেখিয়াই যেন কন্দর্পরাজ প্রবুদ্ধ হইয়া শীঘ্র ফুলধনুতে জ্যা-আরোপণ করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। ফলতঃ তখন পরস্পর বদন-মাধুরী দেখিয়া উভয়েরই হৃদয়ে মদন-লালসা জাগিয়া উঠিল ॥১১॥ †

অমনি চাঁদে চাঁদে সংলগ্ন হইল—চাঁদে চাঁদে অমৃতের প্রস্রবণ খেলিল; কি সুন্দর! স্বীয় শাসন-ব্যতিক্রম দেখিয়া কন্দর্পরাজ যেন

† তথাহি মহাজনী পদ।—

(১) দোঁহে দোঁহা নীরখই নয়নের কোণে। দোঁহ হিয়া জরজর মনমথবাণে॥ দোঁহ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। দোঁহ কত মদন-সাগরে দেই ঝম্প॥ দুহু দুহু আরতি পীরিতি নাহি টুটে। দরশনে পরশে কতই সুখ উঠে॥ (ক্ষণদা)।

বহিঃ সখীকঙ্কণকিঙ্কিণীস্বনৈস্তদৈব দৈবাদুপলব্ধজাগরা।
কান্তামণি স্বান্তনিশান্তমেত্য তৌ হ্রীরেব দেবী কথমপ্যমুমুচৎ ॥১২॥

কঙ্কণাদীনাং স্বনৈ স্তদৈব দৈবাদুপলব্ধ জাগরা-লজ্জাদেবী কান্তামণি রাধিকা তস্যাঃ স্বান্তনিশান্তং মনোরূপ মন্দির মেত্য কথমপি কষ্টেন তৌ অমুমুচৎ। তথা কঙ্কণাদিশব্দেন সখীনামাগমন জ্ঞানাজ্জাতা যা লজ্জা তয়ৈব তয়োঃ কন্দর্পাবেশ ব্যাজিত ইতি ভাবঃ ॥১২॥

ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বদনচাঁদ দু'টিকে কম্পিত করিয়া অধরে অধরে সংলগ্ন করিয়া দিল এবং অপূর্ব্ব প্রতাপভরে একটী মাত্র শাণিত শরেই যেন উভয়কে বিদ্ধ করিয়া রাখিল, তখন দুটি চাঁদই নিথর নিস্পন্দ,—স্মর-শর-ব্যথায় বুঝি উভয়ই বিবশ, সেই বৈবশ্য দূর করিবার জন্যই উভয়ের বদন-বিধু হইতে অমৃত নিঃস্যন্দিত হইতে লাগিল—সে অমৃতরসে উভয়েই পুষ্ট, প্রফুল্ল—উভয়েই বিভোর। এই সময়ে পরস্পরের বিগলিত কেশজালে উভয়ের মুখচন্দ্র ক্ষণকাল আচ্ছাদিত হইল—বোধ হইল যেন সেই বদন-বিধু দুটিকে ক্ষণকাল অন্ধকার-জালে ঢাকিয়া রাখিল ॥১১॥*

লজ্জাদেবী এতক্ষণ যেন কেলি-কুঞ্জের বাহিরে নিদ্রামগ্না ছিলেন।

(২) দেখ সখি! রাধামাধব ভাঁতি। কো বিহি নিরমল, কোন ঘটায়ল শ্যামর-গৌরি সাঙাতি। যব দুহু দুহু হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, আন আন পিবইতে চাহ। তনু তনু পৈঠত, সঘন আলিঙ্গত, কৈছে হোয়ব নিরবাহ। আরতি অধর-সুধারস পিবি পিবি দুহুক মদন-উন্মাদ। গোবিন্দ দাস ভণ, হেন লয় মঝুমন, অতিরসে অতিপরমাদ। (পদামৃত)

* কুসুম-শেয'পর কিশোরী কিশোর। ঘুমল দুহুজন হিয়ে হিয়ে জোর। অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। উরু উরু চরণ চরণ একছন্দ ॥ কুন্দক কনক জড়িত নীলমণি। নব মেঘে জড়ায়ল' যেন সৌদামিনী ॥ চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি। চকোর ভ্রমরে একঠাঁঞি করে কেলী ॥ শিখিকোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক। যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥ অরুণে তিমিরে এক, কোই না ভাগ। কাম কামিনী একঠাঁঞি নাহি জাগ ॥ কলহ কয়ল বহু বসনা রসনা। বিহি মিলায়ল দুহু, হইল মগনা ॥ সুরথ হেরি, কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। জ্ঞানদাস কহে অদ্ভুত কেল ॥ (পদকল্পতরু)

স্রস্তালকান্ বেষ্টিতহার-নাসালঙ্কার-তাটঙ্কযুগানথৈতাম্।
স্বপাণিনোৎসারয়িতুং বিহস্তাং বীক্ষ্যাহ কাচিৎ স্ময়মানবক্ত্রা ॥১৩॥
মিথোনিবধ্যাতনু সংপ্রহারিণৌ যুবাং প্রিয়াবপ্যবলোক্যরাগিণৌ।
অমী ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরং বলাদেকাত্মভাবা অপি কুন্তলাদয়ঃ ॥১৪॥

বেষ্টিতা হারাদয়ো যৈ রেবম্ভূতান্ স্রস্তালকান্ স্বপাণিনা উৎসারয়িতুং উর্দ্ধং চালয়িতুং বিহস্তাং ব্যাকুলাস্তাং রাধাং বীক্ষ্য স্ময়মানবক্ত্রা কাচিৎ কিঙ্করী আহ ॥১৩॥

প্রিয়াবপি অনুরাগিণাবপি যুবাং পরস্পরং হস্তরূপপাশেন নিবধ্য অতনু

সখীগণের কঙ্কণকিঙ্কিণী-রবে যেমন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনই কান্তামণি শ্রীরাধার মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি কষ্টে উভয়ের বন্ধন মোচন করিলেন। ফলতঃ কঙ্কণ-কিঙ্কিণী রবে সখীগণ কুঞ্জদ্বারে সমাগতা জানিয়া উভয়েরই লজ্জা উপস্থিত হইল এবং সেই লজ্জা বশতঃ উভয়েরই মদনাবেশ তিরোহিত হইল, শ্রীরাধাশ্যাম শয্যা'পরে উঠিয়া বসিলেন ॥১২॥†

বিগলিত কেশজালে হরি-নোলক-কর্ণতাড় * জড়াইয়া গিয়াছে, শ্রীরাধা তাহা স্বহস্তে উৎসারিত করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন দেখিয়া কোন প্রিয়-মঞ্জরী হাসিহাসি মুখে কহিলেন ॥১৩॥

"ওগো! তোমরা যেমন পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও পরস্পরের প্রিয় হইয়া পরস্পরকে কর-পাশে বাঁধিয়া কন্দর্পরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে

† সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখী, ঝাঁপি রহল মুখচাঁদ। হরি হরি, মাধবীলতা-গৃহমাঝে। কুসুমিত কেলি-শয়নে, দুহু বৈঠল, চৌদিশে রঙ্গিনী সমাজে। (পদামৃত)

* শ্রীরাধার রত্নতাড়ঙ্কের নাম 'রোচন' এবং নাসার নোলোকের নাম 'প্রভাকরী'। "রোচনো রত্নতাড়ঙ্কো ঘ্রাণ-মুক্তা প্রভাকরী।" গণোদ্দেশ।

তথাহি পদ।—রজনী শেষ, বর-নাগরী বৈঠল সেয কি মাহি! হেরি সখী সত্বর, মন্দির ভিতর, হাসি-হাসি বৈঠল তাহি। সহচরী বোলি, কেলি-কল্পতরু, কত কত রস পরকাশে। রজনীক রঙ্গ, কহিতে নব নাগরী, পিয়ামুখ ঝাপিল হাসে। ঐছমুখ নিরখি, হরখি সব সহচরী, পুলকিনী রহল নেহারি। পীত বসন লই, নিজতনু ঝাপল, লাজে লাজওলি গোরি। তথাহি

জানামি যুষ্মানপি সাধুতূষ্ণীংতাত্তিষ্ঠতেতি প্রতিবাদিনীং তাম্।
উপেত্য তদ্গ্রন্থিবিমোচনাদৌ পটীয়সী সা সুমুখীং সিষেবে ॥১৫॥
কাচিৎপ্রসূনাম্বুদবার্দ্রবাসসা ব্যত্যস্তরাগাঞ্জনযাবকাদিকম্।
মৃষ্ট্বা প্রতিস্বেক্ষণসিদ্ধয়ে তয়োর্মুখদ্বয়ং দর্পণতাং নিনায় কিম্ ॥১৬॥

মহান্, পক্ষে অতনুনা কন্দর্পেণ সংপ্রহারিণৌ অবলোক্য একস্মিন্নেব আত্মনি দেহে ভাবঃ সত্তা যেষাং এবম্ভূতা অতনব পরস্পর প্রীত্যাপন্না অপি অমী কুন্তলাদয়ঃ পরস্পরং ব্যারুধ্য বিরোধমকুর্বন্ ॥১৪॥

ভোঃ কিঙ্কর্যঃ! যুষ্মান্ সাধু যথাস্যাত্তথা অহং জানামি তৎ তস্মাৎ তূষ্ণীং তিষ্ঠত ইতি প্রবাদিনীং সুমুখীং তাং রাধাং সা কিঙ্করী উপেত্য নিকটে গত্বা সিষেবে ॥১৫॥

তাসাং সেবামাহ। গুলাবজল ইতি প্রসিদ্ধেন প্রসূনাম্বুনা ইষদার্দ্রং যদ্বস্ত্রং তেন ব্যত্যস্তং স্বস্বস্থানত্যাগেন বিপর্য্যস্তীভূতং তাম্বুলরাগাঞ্জন-যাবকাদিকং

তাহা দেখিয়া তোমাদের এই ভূষণ কুন্তলও সেইরূপ পরস্পরকে বাঁধিয়া যেন বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তোমরাও যেমন পরস্পরের প্রীতি বশতঃ একাত্মভাবাপন্ন হইয়াছ ঐ ভূষণ-কুন্তলও পরস্পর একাত্ম হইয়া গিয়াছে” ॥১৪॥

এই কথা শুনিয়া সুমুখী শ্রীরাধা কৃত্রিম রোষভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“তোমাদিগকে আমি বেশ জানি গো! এখন চুপ ক’রে থাক।”

কিঙ্করী আর কোন কথা কহিলেন না, হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া অতি নিপুণতার সহিত হারাদির বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

অপর কোন কিঙ্করী পুষ্পবারি অর্থাৎ গোলাপজলসিক্ত সুকোমল

হরি নাগরী-কোলে আগোরলি, ডুবলি সুখসিন্ধু মাঝ। ললিতা ললিত কহি, দুহুঁ বেশ বাঁধত সাজাওত অনুপম সাজ। দুহুঁ রূপে মগন, তৈছন সব সখীগণ, দিন রজনী নাহি জান। অরুণ উদয় ভেল, জটিলা খবর পাইল, কবি শেখর গুণগান। পঃ কঃ

তাম্বূলবীটীর্নিদধে পরাস্মিন্নেকা পটিম্না মণিদীপপাল্যা।
তন্মঙ্গলারাত্রিকমাশু চক্রে নিরাজয়ন্ত্যেব নিজাসু-লক্ষৈঃ ॥১৭॥

মৃষ্ট্বা পরস্প রক্ষণ সিদ্ধয়ে তয়োর্মুখদ্বয়ং কিং দর্পণত্বং নিনায় প্রাপয়ামাস, তথা চ পরস্পরমুখদর্শনার্থং কিং দর্পণং মার্জ্জিতং চকারেত্যর্থঃ ॥১৬॥

অস্মিন্মুখদ্বয়ে পটিম্না হেতুনা মণিদীপশ্রেণ্যা তয়ো মঙ্গলারাত্রিকং চক্রে। কথম্ভূতা স্বকীয় প্রাণলক্ষৈর্নিরাজয়ন্তী নির্মঞ্ছয়ন্তী ॥১৭॥

বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বিলাস-ব্যাপারে বিপর্য্যস্তীভূত তাম্বূলরাগ, অঞ্জন ও যাবকাদি-রঞ্জিত নাগর নাগরিণীর মুখমণ্ডল মৃদুভাবে মুছাইয়া দিয়া মণি-মুকুরের ন্যায় উজ্জ্বল করিলেন, আ মরি! পরস্পরের মুখ-মাধুরী-দর্শনের নিমিত্তই যেন সেই বদন-দর্পণ দু'টী তাঁহারা অতি সাবধানে সুমার্জ্জিত করিয়া দিলেন ॥১৬॥

আবার অন্য একটী মঞ্জরী উভয়ের বদন-কমলে তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করিলেন এবং আর একজন প্রিয়মঞ্জরী মণিদীপাবলী দ্বারা উভয়ের মঙ্গল-আরতি এরূপ পটুতার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন নিজ প্রাণ-কোটী দিয়া উভয়ের নিরাজন করিলেন ॥১৭॥

[তথাহি পদ।—শেষ রজনী কুসুম-শয়নে, বৈঠল দুহু জাগি। অলসে অবশ, রহল রাই, শ্যাম উরজ লাগি ॥ সংঙ্গে চতুরা, সব সখীগণ, মিলল সময় জানি। নিরখত দোহ, বদনকমল, দিবস সফল মানি ॥ রত্ন প্রদীপ, ঘৃত সমযুত, আগর ধূপ জ্বালি। ললিতা লিয়ত, কাঞ্চন ঝারি, দিয়ত নীর ডারি ॥ মঙ্গল আরতি, কুসুম বারিখে, গোকুল সুকুমারী। জয় জয় বৃষভানু নন্দিনী, জয় গিরিবরধারী ॥ উপজিল কত, আনন্দ সরসে বিরস মুখ বিহঙ্গ নিরখত দোহ চরণ কমল, গোবিন্দ দাস-ভৃঙ্গ ॥"—অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি; যথা,—

"জয় জয় মঙ্গল-আরতি যুগল কিশোর। জয় জয় সখীগণ জোর হি জোর। রতন প্রদীপ কীয়ে টলমল থোর। ঝলকত বিধুমুখ শ্যামল-গৌর। বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে মোহন উজোর। মুরতি-মনোহর যুগলকিশোর ॥ গাওত শুক পীক নাচত ময়ূর চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥ বাজত বিবিধ যন্ত্র কীয়ে ঘনঘোর। শ্যানানন্দ আনন্দে বাজায় জয় জোর।" প্রকারান্তর যথা—

আদর্শমাদর্শয়তিস্ম কাচিৎ পরাঙ্গ-নেপথ্যমুপাজহার।
জহার কাচিৎ শ্রমবিন্দুজালং শনৈঃশনৈস্তাবুপবীজয়ন্তী ॥১৮॥

অঙ্গ-সম্বন্ধি-নেপথ্যং ভূষণাদিকং উপাজহার শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে আজহার আনীতবতী শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যূথেশ্বর্য্যা বেশার্থ মিতিভাবঃ। কাচিৎ তৌ উপবীজয়ন্তী সতী শ্রমবিন্দুসমূহং জহার দূরীচকার ॥ ১৮ ॥

মঙ্গল-আরতি সমাপন হইল। তারপর একটী কিঙ্করী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মুখে দর্পণ আনিয়া ধরিলেন। * অপর একটী মঞ্জরী অঙ্গ-শোভার উপযোগী ভূষণাদি আনয়ন করিলেন—বুঝি রসিক-শেখর আজ স্বয়ংই রসিকামণির বেশ-বিন্যাস করিবেন—এই অভিপ্রায়েই তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আবার অন্য এক মঞ্জরী ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করিতে করিতে উভয়ের ঘর্ম্মবিন্দু বিদূরিত করিতে লাগিলেন। ॥১৮॥

"এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কীয়ে। মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ লীয়ে।
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল। মঙ্গল রাধা মদনগোপাল ॥
শ্যাম গৌরী দুহুঁ মঙ্গল রাশি। মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি ॥
মঙ্গল শঙ্খ হি মঙ্গল নিশান। সহচরীগণ করু মঙ্গল গান।
মঙ্গল চামর মঙ্গল উদ্গার। মঙ্গল শব্দের করত জয়কার।
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান। কহ রাম রায় তাঁহি ভগবান ॥"

\+ তথাহি পদ।—রতিরস-শ্রমযুত, নাগর-নাগরী মুখ-ভরি তাম্বুল যোগায়। মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলিতহি গাত লাগায়॥ অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম। নিজপ্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম। মনোরম মাল্য, দুহুগলে অর্পই, বীজই শীত মৃদুবাত। সুগন্ধ সুশীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোয়ত দুহু সাত। দুহুক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন করি, শ্রম করলহি দূর। ইঙ্গিতে শয়ন, করল সখীগণ, সকল মনোরথ পূর। কুসুম সেয দুহুঁ, নিদ্রিত হেরই, সেবন-পরাগণ সুখ। রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেটব ভবভয় দুখ। (*:)

গ্রন্থকার এস্থলে কোন মঞ্জরীর নামোল্লেখ না করিয়া সাধক ভক্তের লালসাবর্দ্ধন করিয়াছেন। সাধক ভক্তগণ, সাধন-পরিপাকে প্রধানা মঞ্জরীগণের অনুগা হইয়া ঐরূপ সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন, ইহাই তাৎপর্য্য

আস্যাম্বুজং মে নিখিলং মরন্দং পীত্বাপি দষ্টং মধুসূদনেন ।
ইত্থং চিরং সস্মিতমৈক্ষতৈতন্ন দর্পণং সম্মুখতো নিরাস ॥১৯॥
রূপামৃতং মে ত্রিজগদ্বিলক্ষণং নিঃসীমমাধুর্য্যমিদঞ্চ যৌবনং ।
অদ্যৈব সাফল্যমবাপ সর্ব্বথা প্রেয়ানুপাভুঙ্‌ক্তমাং মুদা যতঃ ॥২০॥

মে মন্মুখ-কমল-সম্বন্ধি নিখিলং মকরন্দং পীত্বাপি মধুসূদনেন আস্যকমলং দষ্টং, ন হি ভ্রমরঃ মকরন্দে পীতে সতি কমলং দশতি. ইত্থংমনসি বিভাব্য রাধিকা সস্মিতং যথাস্যাত্তথা এতৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বাধরদংশনং ঐক্ষত। অতঃ দর্শনানন্দেন সম্মুখতো দর্পণং নিরাস ন দূরীচকার ॥ ১৯ ॥

মম রূপামৃতাদিকং অদ্যৈব সর্ব্বথা সাফল্যং প্রাপ। যতঃ প্রেয়ান্ কৃষ্ণঃ মুদা অতিশয়েন উপাভুঙ্‌ক্ত ॥ ২০ ॥

মণি-দর্পণে শ্রীরাধার মুখ কমল প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধা কান্ত-সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত স্বীয় বদনমাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন—উল্লাস-তরঙ্গে হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল। তিনি স্বগত ভাবিতে লাগিলেন—"একি আজ মধুসূদন আমার বদনকমলের সমস্ত মধু-টুকু পান করিয়াও আবার দংশন করিয়াছেন; কই,ভ্রমর ত মকরন্দপানকালে কমল দংশন করে না, তবে একি, বুঝি মধুপানে লালসার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়াই মধুসূদন কমলাধরে দশনচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন," এই মনে করিয়া শ্রীরাধা মৃদু হাসিতে হাসিতে কান্ত-দশনাঙ্কিত বদন-কমলের মাধুরী দেখিতে লাগিলেন—যতই দেখেন ততই মধুর—ততই নূতন—দর্শনানন্দে সম্মুখ হইতে দর্পণ আর সরাইতে পারিলেন না ॥১৯॥

আবার মনে মনে কহিলেন—আহা! আমার এই ত্রিলোক-বিলক্ষণ রূপামৃত এবং এই অসীম মাধুর্য্যময় যৌবন আজ সম্পূর্ণ সার্থক! যেহেতু প্রিয়তম আজ পরম প্রীতি সহকারে এইরূপে যৌবন উপভোগ করিয়াছেন ॥২০॥

সৈবং বিচিন্ত্য ক্ষণমাহ কান্তং তদক্ষিপীতাখিল মাধুরিকা।
স্বান্তর্মুদাত্যর্থ লসদ্দৃগন্ত-লক্ষ্মীবিহারায়তনাস্য-পদ্মম্ ॥২১॥
ভো ভো বিলাসিন্নবধেহি যত্ত্বয়া বিস্রস্তবেশাভরণাস্ম্যহং কৃতা।
যাবন্মদাল্যোঽনুসরন্তিনোঽষসিদ্রুতং সমাধিৎসসি তন্ন কিং পুনঃ ॥২২॥

তস্য কৃষ্ণস্য অক্ষিভ্যাং পীতা অখিলা মাধুরী যস্যা এবম্ভূতা সা রাধা ক্ষণং এবং বিচিন্ত্য কান্তমাহ। কথম্ভূতং স্বস্য রাধিকায়া অন্তর্মুদা করণেন অত্যর্থং লসন্তী যা দৃগন্তলক্ষ্মীঃ তস্যা বিহারায়তনং মুখপদ্মং যস্য তৎ। অত্র শ্লোকত্রয়ে এক এব কর্তৃপদপ্রয়োগ অতো বিশেষকম্ ॥২১॥

ভো ভো বিলাসিন্! শ্রীকৃষ্ণ! ত্বং অবধেহি যৎ যস্মাৎ বিস্রস্তবেশাভরণা অহং ত্বয়া কৃতা অস্মি, তত্তস্মাৎ যাবন্মদাল্যঃ উষসি ন অনুসরন্তি তাবৎ ত্বং কিং তদ্দ্রুতং সমাধিৎসসি বেশাদিসংস্কারেণ ন সমাধানং কর্তুমিচ্ছসি ॥২২॥

দর্পণে * দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধা এইরূপ সরস রস-চিন্তায় নিমগ্না, এদিকে শ্রীকৃষ্ণের পিপাসিত নয়ন-ভৃঙ্গ, অনিমেষে তাঁহার সেই হাস্যফুল্ল মুখ-কমলের মাধুরী-মধু মুহুর্মুহুঃ পান করিতেছে। শ্রীরাধা তাহা বুঝিতে পারিলেন—বুঝিয়া অন্তরে অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর অপাঙ্গভঙ্গীতে প্রাণকান্তের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—আ মরি! যেন শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মই তখন প্রেমময়ীর সেই কটাক্ষ-লক্ষ্মীর বিহার নিকেতন হইল ॥২১॥

তখন প্রেমময়ীর সেই অপাঙ্গদৃষ্টিতে প্রেমগর্ব্ব যেন উত্তরোত্তর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। যখনই কান্তের সোহাগ, কান্তার প্রতি ষোলকলায় ফুলিয়া উঠে, তখনই নায়িকার হৃদয়ে স্বাধীন-ভর্তৃকারস † উদ্দীপিত হয়। শ্রীরাধা তাই স্বাধীনকান্তা

* শ্রীরাধার চন্দ্রদর্পহারী দর্পণের নাম "মণিবান্ধব" এবং কৃষ্ণের দর্পণের নাম "শরদিন্দু"।

† স্বাধীন ভর্তৃকার লক্ষণ,—

"স্বায়ত্তাসন্ন দয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্য বিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥" উজ্জ্বলে।

স্বচাতুরীং সাধয় মাং প্রসাধয়, প্রসাদয়ানঙ্গমভীষ্ট-দৈবতম্।
যোঽস্মন্মনোমন্দিরবর্ত্ত্যয়ং ত্বয়া বহিষ্কৃতোলক্ষ্মভিরেভিরেব যৎ ॥১৩॥

মাং প্রসাধয় অলঙ্কারাদিনা ভূষিতাং কুরু, তত্রৈব স্বচাতুরীং সাধয়, এবং তবাভীষ্ট-দৈবতং কন্দর্পং প্রসাদয়, অপরাধ ক্ষমা দ্বারা প্রসন্নং কুরু; অপরাধমেবাহ। যোঽয়ং কন্দর্পং আবয়োর্ম্মনোরূপমন্দিরবর্ত্তী স্যাৎ স ত্বয়া এভিলক্ষ্মভির্নখচিহ্নৈঃ করণৈর্বহিষ্কৃতঃ. ইষ্টদেবো হি সেবাসময়ে বহিনিষ্কাশ্য পশ্চাৎ গৃহমধ্যে স্থাপ্যতে,

হইয়া প্রেমভরে কান্তকে কহিলেন—"ওহে বিলাসি-প্রবর! আজ বিলাসরসে প্রমত্ত হইয়া তুমি আমার বেশভূষা কিরূপ বিভ্রষ্ট করিয়াছ দেখ দেখি? সখীগণ দেখিলে কি বলিবে? তাহারা আসিতে না আসিতে আমার বেশভূষা যেমন ছিল, ঠিক সেইরূপ করিয়া সাজাইয়া দাও। সখী-সমাজে আমাকে লজ্জিতা করাই বুঝি তোমার অভিপ্রায়! নির্লজ্জ! সত্বর আমাকে অভিসার সময়ের মত ভূষণ-সজ্জায় ভূষিতা কর।* তারপর তোমার অভীষ্ট-দেবতা অনঙ্গের নিকট তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, নিজের চাতুরী প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর।" রসিকামণি শ্রীরাধার এই কৌশলময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যেন প্রকৃতই এক উন্মনা হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—"রসিকবর! তুমি কি দেব-সেবার রীতি জান না? সেবার সময়ে অভীষ্টদেবকে মন্দিরমধ্য হইতে বাহিরে আনিয়া সেবা করিতে হয় এবং সেবা

অর্থাৎ কান্ত যাঁহার প্রেমাধীন হইয়া নিকটে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকা কহে। জলক্রীড়া, বনবিহার, কুসুম-চয়নাদি স্বাধীনভর্তৃকারসের বিলাস।

তথাহি পদ)—আকুল কুটিল-অলকাকুল সম্বরি। সিঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী। তহি সম রেখহ সিন্দুর বিন্দু। কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখইন্দু॥ এ হরি! রতিরসে অবশ রসাল। বিঘটিত বেশ ঘটহ পুনবার। কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী। শ্রুতি-অবতংসহ কিশলয়-চমরী। পীন পয়োধর থির কর আপি। মৃগমদ রঞ্জহ নখপদ ছাপি। বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর। সাধি পিধাওহ নূপুর জোর। মেটক যাবক পদে পুন লেখ। গোবিন্দ দাস দেখত পরতেক॥" (পঃকঃ)

সত্যং ব্রবীষ্যঙ্গজমিষ্টদেবং, ত্বদঙ্গপীঠে প্রকটীভবন্তম্।
যজামি ভূষাম্বরগন্ধপুষ্প-স্রক্‌চন্দনাদ্যৈরিতি তাং স উচে ॥২৪॥
অথামুনা কঙ্কতিকাং শনৈঃশনৈর্বিকর্ষতা ভানুমতীকরার্পিতাম্।
কচাবলী সংস্ক্রিয়তেস্ম মালতী-মালোত বেণীরচনাপটীয়সা ॥২৫॥

তস্মাৎ সেবাসমাপ্তি-সময়ে বহিশ্চিহ্নাদিকং দূরীকৃত্য মনোরূপমন্দির এব তস্য স্থিতি কচিতেতি ধ্বনিঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। সত্যমিতি। প্রকটীভবন্তমিতি অধুনা পুনরপি তবাঙ্গে কামোদ্ভবো জাতঃ; অতএব চন্দনাদ্যৈরিত্যাদিপদেন শৃঙ্গারানন্তরং ভাবিসম্ভোগো- ঽপি বোধ্যঃ ॥ ২৪ ॥

অথ পরস্পর-কথোপকথনানন্তরং শনৈঃ শনৈঃ কঙ্কতিকাং বিকর্ষতা অমুনা শ্রীকৃষ্ণেন কচাবলী সংস্ক্রিয়তেস্ম, চ কচাবলী কীদৃশী? ভানুমতী কান্তিমতী। কঙ্কতিকাং করার্পিতাং পক্ষে ভানুমত্যা তন্নাম্না সখ্যা কর্ত্র্যা করে শ্রীকৃষ্ণপাণৌ

সমাপ্তির পর বহিস্থ সেবাচিহ্নসকল দূর করিয়া পুনরায় দেবতাকে গৃহমধ্যে স্থাপন করিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সাধকের অপরাধ জন্মে। সুতরাং তুমি আজ আমাদের উভয়ের মনোমন্দির- বর্ত্তি-উপাস্যদেব কন্দর্পকে বাহিরে আনিয়া পূজান্তে পুনরায় মনো- মন্দিরে স্থাপন কর নাই এবং নখাঙ্কাদি বাহিরের পূজাচিহ্নগুলিও দূর করিতে যত্ন কর নাই। অতএব কন্দর্পদেবের নিকট তুমি নিশ্চয়ই অপরাধী হইয়াছ। এখন কন্দর্পদেবকে মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া এই সকল নখাঙ্কাদি পূজাচিহ্নগুলি সত্বর দূর করাই তোমার কর্ত্তব্য ॥২২-২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—প্রিয়তমে! সত্যই বলিয়াছ, তোমার অঙ্গপীঠে উপাস্যদেব অনঙ্গ আজ সত্য সত্যই প্রকটীভূত হইয়াছেন। অতএব আমিও বসন, ভূষণ, গন্ধপুষ্প, মাল্য চন্দনাদি উপচার দিয়া ইষ্টদেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত হইলাম ॥২৪॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশবিন্যাস-বাসনায় হাস্যোৎফুল্লনয়নে সেবাপরা

কস্তূরিকা-চন্দন-কুঙ্কুমদ্রবৈঃ, সম্ভাবিতৈস্তামনুরাগলেখয়া।
চকার ভালাঙ্কিত-চারুচিত্রকাম্, স চিত্রচঞ্চুর্ধৃত-নব্য-বর্ত্তিকঃ ॥২৬॥

অর্পিতাম্। অত্র গ্রন্থে সর্ব্বত্র কিঙ্করীণাং শ্লেষণৈবোল্লেখ ইতি বোধ্যম্। অমুনা কীদৃশেন মালতীমালয়া উত্তা গ্রথিতা যা বেণী তস্যা রচনায়াং অতিপটীয়সা অতি নিপুণেন ॥ ২৫ ॥

ধৃতা চিত্রসম্পাদিকা 'তুলী' ইতি প্রসিদ্ধা বর্ত্তিকা যেন এবম্ভূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ ভালে ললাটে অঙ্কিতং চারু-চিত্রকং যস্যা এবম্ভূতাং রাধিকাং চকার। কৈঃ অনুরাগশ্রেণ্যা সম্যগ্‌ভাবিতৈর্বাসিতৈঃ কস্তূরিকাদিদ্রবৈঃ তিলকনির্ম্মাণে ক্রমো যথা, প্রথমতঃ কস্তূরিকায়াঃ শ্যামং মণ্ডলং তস্য চতুর্দ্দিক্ষু কেশরেণাষ্টদলকমলরচনা, মধ্যে মধ্যে চন্দনবিন্দুঃ। পক্ষে রাগলেখয়া, গণোদ্দেশদীপিকোক্ত তন্নাম্ন্যা সম্ভাবিতৈঃ সংস্কৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥

মঞ্জরীগণের মুখের দিকে চাহিলেন, অভিপ্রায় বুঝিয়া ভানুমতী* অর্থাৎ রতিমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের করে রত্ন-কঙ্কতিকা† প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিপুণকরে কঙ্কতিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার চিকণ-কান্তি কুন্তলপাশ ধীরে ধীরে আঁচড়াইতে লাগিলেন—পাছে কেশ-কর্ষণে কি কঙ্কতিকা আঘাতে ধনীমণির মস্তকে ব্যথা লাগে। তারপর নাগরবর অতীব নিপুণতার সহিত মালতীমালা বেড়িয়া সুন্দর বেণী রচনা করিলেন ॥২৭॥ ‡

পরে রাগলেখা মঞ্জরী, অনুরাগ-বিভাবিত কস্তুরীচন্দন-কুঙ্কুমদ্রব প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণথালে সাজাইয়া চিত্র সম্পাদিকা স্বর্ণ-

* 'ভানুমতী' শব্দের পক্ষান্তরে অর্থ 'কান্তিমতী' এবং কচাবলীর বিশেষণরূপে প্রযোজ্য। অতঃপর এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপে শ্লেষে কিঙ্করীগণের উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবেন।

† শ্রীরাধার রত্নময় কঙ্কতিকা অর্থাৎ কাঁকুই বা চিরুণীর নাম 'স্বস্তিদা'।

‡ তথাহিপদ।—করতলে কুঙ্কুমে ও মুখমাজই, অলকতিলকলিখি ভোর। সজল বিলোকনে, ঘনঘন হেরইতে আকুল গদগদ বোল। ধনি ধনী রমণী শিরো-মণি রাই। লোচন ওত, করত নাহি মাধব, নিশিদিন রসঅবগাই॥ লোচন অঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব-কুবলয় প্রতিমূল। অতসী কুসুমগোরী, ললিত হৃদয়ে ধরি, কুপণ হেম সমতুল॥ যাবকচিত্র, চরণ, পর লিখই, মদন পরাজয় পাত। গোবিন্দ দাস, কহই ভালে হওল, কানুক আর কত হাত।

তাটঙ্কযুগ্মেন লবঙ্গমঞ্জরী-সম্পাদিতাপূর্ব্বরুচা স চারুণী।
আনর্চ্চ তস্যাঃ শ্রবণে নবাঞ্জনে-নানঙ্গকুঞ্জপ্রতিমে তদক্ষিণী ॥২৭॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ লবঙ্গপুষ্পস্তবর্ঘ্যা সম্পাদিতা অপূর্ব্বা কান্তির্যস্ত এবম্ভূত কুণ্ডল-যুগ্মেন তস্যা রাধিকায়াশ্চারুণী শ্রবণে কর্ণে আনর্চ্চ। পক্ষে লবঙ্গমঞ্জরীনাম্ন্যা কিঙ্কর্য্যা। এবং অঞ্জনেন করণেন কঞ্জপ্রতিমে পদ্মসদৃশে তস্যা অক্ষিণী আনঞ্জ, অঞ্জনেন যুক্তে অক্ষিণী চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তুলিকা সহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যমুখী শ্রীরাধাকে সম্মুখে ফিরাইয়া স্বহস্তে চিত্রতুলিকা ধরিয়া তাঁহার ললাটফলকে তিলক-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের তুলীধারণে এই প্রথম উদ্যম হইলেও, সেই চিত্রণ-পারিপাট্যে শত শত নিপুণ শিল্প-চাতুর্য্যও হার মানিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কস্তুরিকা দ্বারা শ্যামমণ্ডল রচনা করিলেন। অনন্তর কুঙ্কুম-রাগে কেশরসহ অষ্টদল কমল রচনা করিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু দিলেন, কি সুন্দর! ॥২৬॥

লবঙ্গ মঞ্জরী* অতি যত্নে লবঙ্গপুষ্পের মঞ্জরী দিয়া যে কর্ণভূষণ

পুনশ্চ। আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান। বেশ বনাওত নাগর কান। সিন্দুর দেয়ল শিথি শওঁরি। ভালহি মৃগমদপত্রক সারি। চিকুরে বনায়ল বেণী ললিত। কুঙ্কুমে কুচযুগ করল রঞ্জিত। যাবক লেখল রাতুল চরণে। জীবন নিছই লেওল বহু শরণে॥ তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল। পুন পুন হেরইহন্তে আরতি না গেল। কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝে। কো কহ তাকর মরমক কাজ। চির পরিপূরিত দুঁহু অভিলাষ। হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস। পঃ কঃ।

* লবঙ্গমঞ্জরী।—"শ্রীরাধার নয়ন মাধুরী গুণে লবঙ্গমঞ্জরী।" বয়স ১৩ বৎসর ৬ মাস ১ দিন। রত্নালঙ্কারা। বস্ত্র—তারাবলী। সেবা লবঙ্গমালা, পক্ষান্তরে বীজন-সেবা। স্বভাব—দক্ষিণা মৃদ্বী। শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রমোদ-পাত্রী। তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জের পূর্ব্বে মনোহর লবঙ্গ সুখদ কুঞ্জে স্থিতি। ইহার পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত রত্নভানু। পতি—সুমেধ, শ্বশুরালয়—যাবট। লবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"চপলাদ্যুতিনিন্দি-কান্তিকাং, শুভ্র তারাবলীশোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজসুত-প্রমোদিনীং, প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীম্॥"

দধার হারং রুচিমঞ্জরীলিতম্, যদা তদোচে প্রিয়য়া মদোদ্ধয়ম্ ।
যা খণ্ডিতা চন্দনকঞ্চুলীত্বয়া, বক্ষোজয়োস্তাং ন কুতশ্চিকোর্ষসি ॥২৮॥

যদা কৃষ্ণস্তস্যা বক্ষসি হারং দধার, তদা প্রিয়য়া মদোদ্ধরং যথাস্যাত্তথা উচে ; হারং কীদৃশং ? কান্তিমঞ্জর্য্যা ইলিতং স্তুতং। পক্ষে এতন্নাম্ন্যা কয়াচিৎ ইরিতং প্রেরিতং দত্তমিত্যর্থঃ। বাক্যমেবাহ। মম স্তনয়োর্যা চন্দন-কঞ্চুলিকা ত্বয়া খণ্ডিতা তাং হারাদানাৎ পূর্ব্বং কথং ন কর্ত্তুমিচ্ছসি ; হারে দত্তে সতি তন্নির্ম্মাণা-সম্ভবাৎ। ২৮ ॥

প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অবসর বুঝিয়া সেই অপূর্ব্বকান্তি সুন্দর তাটঙ্ক † দু'টি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের শত শত প্রশংসা করিয়া শ্রীরাধার শ্রবণযুগলে পরাইয়া দিলেন। এই সময় লবঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর নয়নরঞ্জন জন্য স্বর্ণশলাকাসহ অঞ্জনপাত্র আনিয়া ধরিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বর্ণশলাকায় ‡ অঞ্জন লইয়া শ্রীরাধার কঞ্জ-নয়ন দু'টি সুরঞ্জিত করিয়া দিলেন ॥২৭॥

অনন্তর রুচি-মঞ্জরী উজ্জ্বল কান্তিমালা-বিভাসিত মনোহর হার যেমন শ্রীকৃষ্ণ-করে অর্পণ করিলেন, ভাব-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ অমনিই তাহা শ্রীরাধার বক্ষঃ মাঝে পরাইয়া দিলেন। শ্রীরাধা তখন মদগর্ব্বে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ওহে নবীন-শিল্পি ! তুমি বেশ-রচনায় যে কেমন সুপটু, তাহা বেশ বুঝিলাম। তুমি আমার স্তনমণ্ডলের চন্দন-কঞ্চুলিকা খণ্ডিত করিয়াছ, তাহা না রচনা করিয়াই হার পরাইলে কেন ? জান না কি ? হার পরাইলে চন্দন-কঞ্চুলী চিত্রিত করা যায় না। ॥২৮॥

প্রকারান্তর।

"তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্ ।
বয়সাং সর্ব্বসুখদাং রম্যাং নব কিশোরিকাম্ ॥
নিকুঞ্জমণিমন্দিরে দ্ব'য়োঃ সেবাপরায়ণাম্ ।
নানা রস নর্ম্মময়ীং লবঙ্গমঞ্জরীং ভজে ॥"

† তাড়ঙ্ক—রত্ন বা পুষ্পময় কর্ণভূষণ বিশেষ। ইহা ময়ূর মকর কমল ও অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট।

‡ শ্রীরাধার অঞ্জন-শলাকার নাম 'নর্ম্মদা'।

আলেখ্য-কর্ম্মণ্যতিগর্ব্বধারিণী-স্তাস্তা বিশাখাপ্রভৃতির্ভবৎসখীঃ।
বিস্মাপয়াম্যস্ত কুচদ্বয়ে কৃতৈশ্চিত্রৈর্বিচিত্রৈরিতি তাং জগাদ সঃ॥২৯
প্রসাধনার্থ-প্রতিপাদনোন্মুখ-শ্রীরূপলীলারতিমঞ্জরীমুখঃ।
স্তনদ্বয়ং তুলিকয়াঙ্কয়ন্ হরিঃ পঞ্চেষু পঞ্চেষু শরব্যতামগাৎ॥৩০॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ তাং রাধিকাং জগাদ বাক্যমেবাহ। তব কুচদ্বয়ে ময়া কৃতৈর্বিচিত্রৈঃ চিত্রৈঃ করণৈশ্চিত্রকর্ম্মণি অতিগর্ব্বধারিণীর্ভবৎ সখীঃ অত্র বিস্মাপয়ামি॥ ২৯॥

তুলিকয়া স্তনদ্বয়ম্ অঙ্কয়ন্ হরিঃ পঞ্চেষোঃ কন্দর্পস্য যে পঞ্চশরাঃ পঞ্চবাণাঃ তেষাং শরব্যতাং লক্ষতাং অগাৎ। লক্ষং শরব্যক্ষেত্যমরঃ। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ? প্রসাধনস্য অর্থঃ প্রয়োজনং সম্ভোগস্তস্য প্রতিপাদনে জ্ঞাপনে উন্মুখ্যো যা শ্রীরূপ লীলারতীনাং মঞ্জর্যঃ মুখে যস্য সঃ। পক্ষে প্রসাধনস্য অর্থা বস্ত্রচন্দনাদীনি তৎ-সম্পাদনোন্মুখ্যঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদ্যা যস্য সঃ॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন। সে হাসির স্তরে স্তরে যেন কত অহঙ্কারের উদ্ধত ভাব মিশান,—কহিলেন—'শুন প্রিয়ে! তোমার বক্ষোজ-যুগলকে আজ আমি এমন বিচিত্র-কৌশলে চিত্রিত করিব, তাহা দেখিয়া তোমার বিশাখা প্রভৃতি গর্ব্বিতা চিত্রশিল্পিনীগণও বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইবে॥ ২৯

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরূপমঞ্জরী লীলামঞ্জরী* ও রতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা কিঙ্করীগণের মুখের দিকে আবেগ-উল্লসিত-নয়নে চাহিলেন। অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহারাও চিত্ররচনার উপযোগী বস্ত্র-চন্দনাদি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুলিকা লইয়া যেমন শ্রীরাধার স্তনমণ্ডল-চিত্রণে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার বদনে সম্ভোগ-লালসা-জ্ঞাপক

---

* লীলামঞ্জরী।—শ্রীরাধার সাক্ষাৎ লীলামাধুরীরূপা প্রিয় নর্ম্মসখী। কিঞ্জল্কের পার্শ্বে উত্তর দিকে অবস্থিতা এবং সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা। তপ্তহেমবর্ণা। রত্না-লঙ্কৃতা। বস্ত্র—স্বর্ণরঞ্জিত কিংশুকপুষ্পবৎ। বয়স—১৩ বৎসর, ৬ মাস, ৭ দিন। স্বভাব বাম মধ্যা, সেবা বস্ত্র, অপর নাম—"মঞ্জুলালী মঞ্জরী"।

পাণিশ্চ কম্পে যদি বক্ররেখং চিত্রং বিলুম্পন্ রসা মুহুঃ সঃ।
মন্যে স্মরাগ্নিং ধমতিস্ম তস্যা, ধৃতীন্ধনং দগ্ধুমনা বিদগ্ধঃ ॥৩১॥

কন্দর্পাবেশাদ্ যদি পাণিশ্চ কম্পে, তদা স শ্রীকৃষ্ণঃ স্ববক্ষসা স্তনবর্ত্তিবক্ররেখং চিত্রং মুহুর্বিলুম্পন্ রাধিকায়াঃ কন্দর্পাগ্নিং ধমতিস্ম বর্দ্ধয়তিস্ম ইত্যর্থঃ। ইতি অহং মন্যে। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ? তস্যা ধৃতিরূপং কাষ্ঠং দগ্ধুং মনো যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-রূপ, লীলা ও রতির মঞ্জরীমালা ফুটিয়া উঠিল, এবং স্তনদ্বয় চিত্রিত করিতে আরম্ভ মাত্র কন্দর্পের পঞ্চশরে* আহত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তখন সেই কন্দর্পাবেশে নাগরবরের কর-কমল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হওয়ায় চিত্ররেখাগুলি বক্র হইতে লাগিল, বিদগ্ধরাজ তখন নিজ বক্ষ দিয়া সেই স্তনবর্ত্তি-বক্ররেখাগুলি পুনঃ পুন মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন, —আবার অঙ্কন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মনে হইল শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ ইন্ধনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কামাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতেছেন ৩১॥ ‡

* কন্দর্পের পঞ্চশর, যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, তাপন স্তম্ভন, শোষণ।

† এ ধনি এ ধনি কর অবধান। কহ পুন কি করব অনুচর কান। পরশলহি তোমারি বচন পরিমাণে। কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল। অ-তীখনে শ্রমজল সব দূরে গেল॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি। বকুলমালা সঞে বাঁধনু কবরী॥ অঞ্জনে রঞ্জিনু এদুই নয়না। তাম্বুলে পূরলু পঙ্কজ বয়না॥ মৃগমদে লিখইতে উচ-কুচ-জোর। কাঁপে চপল কর পঙ্কজ মোর॥ ইথে যদি রোখসি কাঞ্চন গোরি॥ গোবিন্দ দাস গুণ গায় তোরি॥" পুনশ্চ।—"যাবক রচইতে, সচকিত লোচন, পদসঞে বদন সঞ্চার। অধররাগ সঞে, বুঝি অনুভব করু, কোন অধিক উজিয়ার। দেখ দেখ কানুক রঙ্গ। রাইকো বেশ, বনায়ত অভিমত, নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥ চরণ বিভূষণ, মণিগণ উজোর, শ্যাম-মুরতি পরতেক। নিরখিব লাখ নয়ানে হেন মানয়ে, অতয়ে সে ভেল অনেক॥ কিয়ে প্রতিবিম্ব দম্ভ, সঞে নিজতনু, চরণ নিছনি পরকাশ। সম্বর-বৈরি বিজয়, বেকত ভেল, ভণয়ে ঘনশ্যাম দাস॥"

কামস্তমাকল্পবৈভবৈঃ, সম্ভো বিধয়ানিয়তস্থলপস্থিতম্।
বিমুজ্য সংস্পৃজ্য বিখণ্ড্য খণ্ডশ স্তেনৈবসোল্লাসমভূভাবভূষয়ৎ ॥৩২॥

ইদানীং বি তবৈধৰ্য্যয়োর্ভঙ্গ্যা সম্ভোগমাহ। কন্দর্পঃ স্বস্ত অনল্পবৈভবৈঃ করণৈঃ কৃষ্ণেন কৃতং তম্ আকল্পং সম্ভোগসময়ে পরস্পর-সম্মর্দাৎ সম্ভোঽনিয়তস্থলস্থিতং বিধায় তেষাং মধ্যে কিঞ্চিৎ চিত্রম্, একত্র বিমৃজ্য তদেবান্যত্র সংস্পৃজ্য কিং ছং হারতারকাদিভূষণম্ খণ্ডশো বিখণ্ড্য তেনৈব একস্যা এব রাধায়াশ্ছিন্নভিন্নাকল্পেন তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অভূষয়ৎ ॥৩২॥

কিঙ্করীগণ অভিপ্রায় বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন এবং গবাক্ষজালে নয়ন রাখিয়া রসিক-রসিকার বিলাসরহস্য দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা! উরজ'পরে পত্রভঙ্গ রচনা করিতে গিয়া আজ অনঙ্গাবেশে উভয়েরই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। উভয়েই অনুপম সম্ভোগ-* রসের আনন্দ-পাথারে নিমগ্ন

(*) সম্ভোগ —"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগঈর্য্যতে॥"

অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার পরস্পর সানুকূল দর্শনালিঙ্গনাদির ভরতমুনি-কথিত কলাশাস্ত্রোক্ত আচরণ দ্বারা পরস্পরের সুখ-তাৎপর্য্য-বোধক উল্লাসের উপরিচর যে ভাব, তাহার নাম সম্ভোগ। সুতরাং এই সম্ভোগ, পশুবৎ প্রাকৃত কামময়-ব্যাপার নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। রসশাস্ত্রে সম্ভোগ ৪ প্রকার কথিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগের পরে সঙ্ক্ষিপ্ত, মানের পরে সঙ্কীর্ণ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পরে সম্পন্ন ও সুদূর প্রবাসের পরে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। প্রেমবৈচিত্ত্যের পরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ প্রধানতঃ আট প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা স্বপ্নেমিলন, কুরুক্ষেত্র ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত-সম্ভোগ, ভোজন-কৌতুক, একত্রনিদ্রা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকার পর এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। এস্থলে স্বাধীনভর্ত্তৃকার পর সম্ভোগ, সমৃদ্ধিমান নামে অভিহিত। লক্ষণ যথা—

"দুর্লভালোকয়োর্যূনো পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥"

অর্থাৎ পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে এবং উভয়ের দর্শন দুর্লভ হইলে যে সম্ভোগাতিশয্য উপস্থিত হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান।

সখ্যশ্চ দাস্যশ্চ দৃশাং কৃতার্থতাং, মূর্ত্তাং চিরয়াভিলষন্ত্য এব তাম্।
প্রভাতমায়াতমবেত্য চক্ষুভু বিধিং শপন্ত্যো নিরুপায়কাতরাঃ ॥৩৩॥
গবাক্ষলগ্না মুমুদেক্ষণং ক্ষণং তদৈবমম্লৌ বলভিদ্দিশং গতা।
দৃষ্টিঃ সখীনাং তরলত্বমাশ্রিতা, সা হৃত্তভাৎ সাধকভক্ত-সংহতেঃ ॥৩৪॥

সখ্যশ্চ এবং সম্ভোগসময়ে ততো নিঃসৃত্য বহিঃ স্থিতা দাস্যশ্চ তাং দৃশাং কৃতার্থতাং মূর্ত্তাং মূর্ত্তিমতীং চিরকালং ব্যাপ্য তিষ্ঠতু ইতি অভিলষন্ত্যঃ সত্য এব আগতং প্রভাতং অবেত্য চক্ষুভুঃ বিধিং প্রভাতনির্ম্মাতারং ॥৩৩।

তরলত্বং চঞ্চলত্বং আশ্রিতা সখীনাং দৃষ্টির্যদা গবাক্ষলগ্না সতী ক্ষণং মুমুদে, তদৈব বলভিদ্দিশং পূর্ব্বদিশং গতা সতী ক্ষণং মম্লৌ। পক্ষে তরলত্বং হারমধ্যগতত্বম্, আশ্রিতা সতী সাধকভক্তসংহতেঃ হৃদি অভাৎ। তথা চ সাধকভক্তৈঃ সদা সা হৃদি ভাব্যেতিভাবঃ ॥৩৪॥

হইয়াছেন। মরি মরি! সময় বুঝিয়া কন্দর্পদেবও আপনার অমিত প্রভাব বিস্তার করিলেন—ক াশিল্পগুরু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে যে মঞ্জু-বেশে সাজাইতেছিলেন, কন্দর্পের যেন সে বেশ-বিন্যাস ভাল লাগিল না, তাই, বুঝি, কন্দর্প সেগুলি বিমর্দ্দিত করিয়া অযথা স্থানে রাখিলেন,—কতকগুলি পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীরাধার হার-তারকাদি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা দ্বারা উভয়কেই ভূষিত করিলেন। বিচিত্র বটে! একজনের ছিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার দ্বারা কন্দর্প, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিলেন ॥৩২॥

জালরন্ধ্রে, নয়ন রাখিয়া যে সকল সখী ও কিঙ্করী এতক্ষণ শ্রীরাধা-শ্যামের বিলাস-রহস্য দেখিতেছিলেন, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে আপনাকে অতীব ধন্য মানিতে লাগিলেন। তারপর মনে মনে অভিলাষ করিলেন—"আহা! আমাদের এই নয়নের কৃতার্থতা এমনি-ভাবে চিরমূর্ত্তি তী হ'য়ে থাক।" কিন্তু হায়! নিঠুর বিধি তাঁহাদের সে সুখে বাদ সাধিল। প্রভাত সমাগত দেখিয়া মঞ্জরীগণ নিরুপায়-কাতরা হইয়া ক্ষুব্ধমনে বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তখন সখীগণের চঞ্চল নয়ন এক একবার গবাক্ষলগ্ন হইয়া শ্রীরাধা-

তৎকেলি সীমানমসীমসৌহৃদং তা সখিদানা নিলয়ং যদাবিশন্‌।
তদৈব ভীরুঃসহসাপ্রিয়োরসোবিশ্লিষ্য তল্পাদবরোহণংব্যধাৎ ॥৩৫॥

তৎকেলি সীমানং অবসানং সখিদানাস্তা সখ্যঃ তয়োনিলয়ং যদা অবিশন্‌ তদৈব ভীরু রাধিকা সহসা অতর্কিতমেব প্রিয়স্য বক্ষঃস্থলাদ্বিশ্লিষ্য তল্পাদবরোহণং ব্যধাৎ। সীমারহিতং সৌহৃদং প্রেম যত ইতি তৎকালে সীমানমিত্যস্য বিশেষণং। কেলি-সমাপ্তিমবলোক্য দুঃখাতিশয়েন প্রেমাবর্দ্ধন ইতি ভাবঃ। "সীমসীমেস্ত্রিয়ামুভে" ইত্যমরঃ ॥৩৫॥

শ্যামের বিলাসোৎসব দর্শনে আনন্দ-বিভোর হইতেছে, আবার পরক্ষণেই পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের অরুণ-বিভায় ম্লান হইয়া পড়িতেছে। মরি মরি! এই আবেগভরা দৃষ্টি-বৈচিত্র্য কি মধুর! —ইহা যেন হার মধ্যগতা হইয়া সাধকভক্তগণের হৃদয়েও প্রকাশ পাইতে লাগিল।—সখিগণের চঞ্চল নয়নের এই দৃষ্টি-বৈভব সাধক-ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা চিন্তনীয় ॥৩৪॥ *

শ্রীরাধাশ্যামের সীমাশূন্য প্রেম-কেলির অবসান বুঝিয়া সেবাপরা মঞ্জরীগণ নূপুর-রণিত-চরণে কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিবামাত্র কেলি-বিলাসিনী শ্রীরাধা ত্রস্তভাবে প্রিয়-বক্ষঃ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শয্যা হইতে অবরোহণ করিলেন ॥৩৫॥ †

* তথাহি পদ।—"রজনী প্রভাত হেরি, ভেল আকুল, সহচরীগণ করে ভাষ। নিজগৃহে গমন, করল অব সমুচিত, পুন পূরব অভিলাষ। এত শুনি দুহুজন, অতিশয় কাতর, কি করব কিছু নাহি থেহ। কহ যদুনন্দন, হেরব মিলন, এক-জীবন ভিন দেহ॥ (পঃ কঃ)

† তথাহি পদ।—নিশি অবশেষে, কোকিল ঘন কুহরত, জাগল রসবতী রাই। বানরা নাদে, চমকি উঠি বৈঠল, তুরিতহি শ্যাম জাগাই॥ শুন বর নাগর কান। তুরিতহি বেশ, বনাহ যতন করি, যামিনী ভেল অবসান॥ শারীশুক পিক, কপোত কুহরত, ময়ূর ময়ূরী করু নাদ। নগরক লোক জাগি, যব বৈঠল, তবহুঁ পড়ব পরমাদ॥ গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন, তুহু কিনা জানহ রীত। গোবিন্দ দাস কহ, উঠি চল সুন্দরি, বিঘটন কানুক পিরিত॥ পঃ কঃ

স্বপক্ষপাতীকৃত-কিঙ্করীগণা, ভ্রূকুঞ্চনেনোপবিবেশ সাসনে ।
সংলাপ-পীযূষ-পিপাসয়া হরিস্তাসাং মৃষা স্বাপমুবাহ তৎক্ষণাৎ ॥৩৬॥
সা প্রাহ ভো ধন্যতমাঃস্থ সখ্যো, দিষ্ট্যাত্মসখ্যং নিরবাহি বাঢ়ম্ ।
দিষ্ট্যা পুনর্দ্দর্শন দানপাত্রী-কৃত্যৈব মাং ক্রেতুমিবোদয়ধ্বে ॥৩৭॥
নিঃসার্য্য গেহাদ্ভবতীভিরুদ্ধতা, নক্তং সমানীয় বনং কুলাঙ্গনাং ।
সতীব্রতধ্বংসিনি পুংসি হন্ত, বলাৎ সমর্প্যান্তরধায়ি তৎক্ষণাৎ ॥৩৮॥

ভ্রূকুঞ্চনেন স্বপক্ষপাতীকৃতা কিঙ্করীগণা যয়া এবম্ভূতা রাধা তল্লাদ্বিশ্লিষ্য আসনে উপবিবেশ। পূর্ব্বং সমস্তবিলাসং দৃষ্টবতঃ কিঙ্করীগণস্য সাহায্যং বিনা সখী প্রতি ব্যক্তব্যস্য বিকাশাসম্ভবাৎ তাসাং সখীনাং শ্রীরাধয়া সহ সংলাপং তৎক্ষণমারভ্য মিথ্যাস্বাপং নিদ্রামুবাহ প্রাপ ॥৩৬॥

সা রাধিকা ॥৩৭॥

হে উদ্ধতাঃ! নক্তং রাত্রৌ কুলাঙ্গনাং মা ॥৩৮॥

এবং ভ্রূ-ভঙ্গিমা দ্বারা প্রিয়-কিঙ্করীগণকে স্বপক্ষপাতিনী করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। যে সকল কিঙ্করী শ্রীরাধাশ্যামের সমস্ত বিলাস-ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সহায় না করিলে প্রিয়-সখিগণকে কেমন করিয়া কথার ছলে ভুলাইবেন, তাঁহারা যে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবেন। সময় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সখিগণ আসিয়া শ্রীরাধার সহিত প্রেমকথালাপ আরম্ভ করিলেন। বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরস্পর সংলাপ-পীযূষ পানের নিমিত্ত কপট নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥৩৬।

শ্রীরাধা কথঞ্চিৎ লজ্জার হাত এড়াইয়া হাসিতে হাসিতে পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"ওগো সখিগণ! তোমাদের সখ্য-ব্যবহার যে কেমন তাহা আজ বেশ বুঝিয়াছি। ধন্য তোমরা! আমার ভাগ্য ভাল, তাই আবার দেখা দিতে আসিলে। বুঝি তোমরা আমাকে নিজগুণে কিনিবার জন্যই এখন উদিত হইলে? ॥৩৭॥

শ্রীরাধার এই মৃদু অনুযোগে সমস্ত সখিগণই না জানি কি হইয়াছে

ররক্ষ মাং পুণ্যততিঃ পুরাতনী ন তাম্বৃতেঽন্যা গতিরস্তি কাপি মে।
যদস্য পার্শ্বেঽপি সতীত্ব-বিপ্লুতিং নৈবান্বভূবং রজনীং নয়ন্ত্যপি।৩৯॥
গোপীসহস্রেষু রতাবিরামতো, বহ্বীর্নিশা যাপয়তোঽস্য জাগরৈঃ।
অক্ষ্ণোর্বসত্যাত্ততনীং বিভাবরীং, যৎসুপ্তিদেব্যোপকৃতং মমতুলং।৪০

পুরাতনা পুণ্যততি র্মাং ররক্ষ, তাং পুণ্যততিং বিনা যদ্ যস্মাৎ অস্য কৃষ্ণস্য পার্শ্বেঽপি রজনীং নয়ন্ত্যহং সতীত্বস্য বিপ্লুতিং ধ্বংসং নৈবান্বভূবং ন অনুভবং কৃতবতী ॥৩৯॥

গোপীসহস্রেষু অবিরতরমণাদ্ধেতোঃ পূর্ব্বপূর্ব্বদিবসীয়া বহ্বীনিশাজাগরৈঃ করণৈঃ যাপয়তোঽস্য কৃষ্ণস্য অক্ষ্ণোর্নেত্রয়োরত্ততনীং রাত্রিং ব্যাপ্য বসন্ত্যা সুপ্তিদেব্যা মম অতুলং উপকৃতং, তথা চ পূর্ব্বপূর্ব্বরাত্রৌ-জাগরণাদ্ধেতোরস্য নেত্রদ্বয়ে আগতায়াঃ সুপ্তিদেব্যা উপকারেণৈব মম সতীত্বমক্ষুণ্ণমিতি ভাবঃ।৪০॥

ভাবিয়া একটু বিচলিত হইলেন। শ্রীরাধা আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন—"উদ্ধতাগণ! আমি কুলাঙ্গনা, রজনীতে আমাকে নানা-ছলে ভুলাইয়া গৃহ হইতে বনমধ্যে আনিলে। অবশেষে রমণীর সতীব্রত ধ্বংস করাই যাহার স্বভাব, হায়! আমায় সেই বিখ্যাত লম্পট-শিরোমণির হাতে ফেলিয়া সহসা সকলেই অন্তর্হিতা হইলে।৩৮॥

ভাগ্যে, আমার পূর্ব্বপুণ্যবল ছিল, তাই, এই লম্পটের পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াও আমার সতী-ধর্ম্ম ধ্বংস হয় নাই— পূর্ব্ব পুণ্যপ্রভাবেই আমার ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর আমার উপায় কি? ॥৩৯॥

সখিগণ এবার হাসিলেন—সে হাসির তরঙ্গ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। শ্রীরাধা আবার কহিলেন—"হাসিও না, আমার কথাটাই শুন। এই লম্পটরাজ ইতঃপূর্ব্বে সহস্র সহস্র গোপিকার সহিত কামক্রীড়ায় জাগিয়া জাগিয়া বহু রজনী যাপন করিয়াছে, তাই, আজ শ্রান্তিবশতঃ রজনীতে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার নয়ন অধিকার করায় আমার অতুল উপকার হইয়াছে। ফলতঃ উহার নয়নাগত নিদ্রা-

যত্তে সতীত্বং প্রথিতং ন বেদ কা, যদ্ব্রহ্মচর্য্যং শ্রুতয়োঽস্য সংজগুঃ।
তদত্র নির্দূষণ এব সাধু বাং সঙ্গোঽক্ষিরঙ্গায় সখীদৃশা মভূৎ ॥৪১॥
স্বব্রহ্মচর্য্যব্রত-রক্ষণার্থং, সুপ্তিং ন দেবীমপি সংস্পৃশেদয়ঃ।
অনঙ্গ-সঙ্গ্যেব ততো ভবত্যা, ভবত্যসৌ সত্যমিতি প্রতীমঃ ॥৪২॥

সখীনাং প্রত্যুত্তরমাহ। যৎ যস্মাৎ তব প্রথিতং সতীত্বং কা ন বেদ। কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীতি গোপাল-তাপন্যুক্ত শ্রুতয়োঽস্য কৃষ্ণস্য ব্রহ্ম:র্য্যং জগুঃ। তৎ তস্মাদ্ বাং যুবয়ো নির্দূষণ এব সঙ্গস্ত স্ত্রীণাং দৃশাং রঙ্গায় অভূৎ ॥৪১॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতরক্ষার্থং স্ত্রীলিঙ্গশব্দবোধ্যাং সুপ্তিং দেবীমপি ন সংস্পৃশেৎ। অতোহেতোঃ অসৌ কৃষ্ণঃ ভবত্যা অঙ্গসঙ্গী ন ভবতীতি সত্যং বয়ং প্রতীমঃ। পক্ষে অস্য সুপ্তিস্পর্শাভাবাৎ সম্পূর্ণাং রাত্রিং ব্যাপ্য ভবত্যা সহ অনঙ্গসঙ্গী অসৌ ভবতীতি সত্যং প্রতীমঃ ॥৪২॥

দেবীই আমার আজ সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে—লম্পট যেমন শুইয়াছে—অমনই ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে ॥৪ ॥

সখিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রত্যুত্তরে ললিতা পরিহাস-ভঙ্গীতে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তোমার বিশ্ববিখ্যাত সতীত্বের কথা কে না জানে? আবার ঐ নাগরবরের অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যও ত বেদ-প্রসিদ্ধ; তাই আজ তোমাদের নির্দ্দোষ সাধুসঙ্গ, সখিদের নয়ন-রঙ্গ-বিধান করিতেছে ॥৪১॥

আবার এই নবীন ব্রহ্মচারীটী কেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দেখ। স্বীয় ব্রহ্ম-চর্য্যব্রত রক্ষার নিমিত্ত, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া নিদ্রাদেবীকেও স্পর্শ করেন নাই। সুতরাং ইনি যে সত্যসত্যই তোমার 'অনঙ্গ-সঙ্গী,' তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, নাগরবর যখন নিদ্রাকে স্পর্শ করেন নাই, তখন তিনি তোমার 'অনঙ্গ-সঙ্গী' অর্থাৎ অঙ্গ-সঙ্গ-রহিত হইয়াও সারারাত্রি ব্যাপিয়া যে তোমার সহিত 'অনঙ্গ-সঙ্গী' অর্থাৎ কামক্রীড়ার সঙ্গী হইয়াছেন, তাহা আমরা সত্যই বুঝিয়াছি ॥৪২॥

ইতি ব্রুবাণা ললিতা বিশাখয়া, প্রোচে সখি জ্ঞাতমিদং ময়াখিলম্।
ধর্ম্মোঽনয়োঃ শর্ম্মবিশেষসিদ্ধয়ে তনোঃ প্রয়াগে লয়মাপ স স্বয়ং ॥৪৩
শর্ম্মৈব কিং তৎকথয়েতি চিত্রয়া, পৃষ্টাহ সা যোঽধিত-ধর্ম্ম এতয়োঃ।
সতীত্বর্ণিত্বমিহা য মেধিতো ব্যধাদিমৌ সম্প্রতি সম্প্রয়োগিনৌ ॥৪৪

ইতি ব্রুবাণাং ললিতাং প্রতি বিশাখা উবাচ। অনয়োঃ সাধ্বী-ব্রহ্মচর্য্যলক্ষণ-ধর্ম্মকার্য্যত্বাদ্ধর্ম্মঃ স্বস্য উৎকর্ষবিশেষ-সিদ্ধয়ে প্রয়োগ তনো দেহস্য লয়ং আপ। স্বয়ং দেহত্যাগকৃতবানিত্যর্থঃ। পক্ষে অতনোঃ কন্দর্পস্য প্রকৃষ্টে যাগে স্বয়মেব লয়ং আপ ॥৪৩॥

পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মৈব কিং তৎকথয়েতি। চিত্রয়া পৃষ্টা সা বিশাখা আহ। এতয়োর্ধর্ম্মঃ সতীত্ব-ব্রহ্মচর্য্যং অধিত পুপোষ, অয়মেব ইহ প্রয়াগ-লয়ে সতি এধিতঃ বৃদ্ধঃ সন্ ইমৌ সম্যক্ প্রকৃষ্টযোগবন্তৌ অকরোৎ। ধর্ম্মো হি পরিপাকদশায়াং শুদ্ধচিত্তানাং যোগং সাধয়তীতি শাস্ত্রং। পক্ষে সম্প্রয়োগো শুং সতীত্ব-ব্রহ্মচর্য্যয়োস্তদেব ফলং পরিণতমিতি ধ্বনিঃ ॥৪৪॥

ললিতার এই শ্লেষময়ী কথা শুনিয়া বিশাখা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সখি! আমি এ সকলই জানি। ইঁহাদের উভয়েরই ধর্ম্ম যেন শর্ম্ম অর্থাৎ উৎকর্ষবিশেষ লাভের নিমিত্তই প্রয়াগে কাম্য-কূপে স্বয়ংই তনুত্যাগ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, ইঁহাদের সতীধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, এই উভয় ধর্ম্মই আজ 'অতনু-প্রয়াগে' অর্থাৎ কন্দর্পের প্রকৃষ্ট যজ্ঞে স্বয়ংই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৪৩॥

তখন চিত্রা * কহিলেন—"সখি! সে শর্ম্ম কি বলনা।"—ইহা শুনিয়া বিশাখা কহিলেন—"সখি! উঁহাদের কর্ম্ম দেখিয়াই বুঝিয়া লও না। ঐ দেখ উভয়ের সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম, প্রয়াগ-লয়-পুণ্যে পুনরায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া সম্প্রতি ইঁহাদের উভয়কেই 'সম্প্রয়োগী'

*চিত্রা বা সুচিত্রা প্রধানাষ্ট সখীর অন্যতমা। বয়স ১৪ বৎসর, ৩ মাস, ৭ দিন; কোনমতে ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৪ দিন। নব-কুঙ্কুম গৌরবর্ণা,

---

যস্তাতি বৈরাগ্যধুরা ধরোত্তান্ নৈগুর্ণ্যমুক্তামর-হারিণীয়ং।
নিরঞ্জনোদারদৃগস্থ সত্ত্বঃ, সত্যং তদেযাচ্যুত-যোগসিদ্ধা ॥৪২॥

যৎ যস্মাৎ ইয়ং রাধা বৈরাগ্যধুরাং ধরতীতি সা। পক্ষে নীরাগত্বাতিশয়োঽধরে যস্যা সা এবং উত্তুঙ্গা বৈরাগ্যেন হেতুনা মুক্তা অতএব আময়ং অশ্লেষাং অবিদ্যা-

---

অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগযুক্ত করিয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে আছে, ধর্ম্মই সিদ্ধ-দশায় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের যোগসাধন ঘটাইয়া থাকে।"

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষে বলিলেন—উঁহাদের সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ফল, ঐ দেখ অবশেষে 'সম্প্রয়োগে * অর্থাৎ নির্জ্জন সুরতোৎসবে পরিণত হইয়াছে ॥৪৪॥

আবার ঐ দেখ সখি! আমাদের যোগিনীমণি আজ 'বৈরাগ্যধুরা-

কাচ-কান্তি-বসনা। সেবা—রঙ্কন্যাস, এবং শ্রীরাধার অভিলষিত" বস্ত্র দানাদি। রূপ—অভিসারিকা। স্বভাব অধিক মৃদ্বী ("অধিকা মৃদবশ্চাত্র চিত্রামধুরিকাদয়ঃ—ইতি উজ্জ্বলে) বিচিত্র চাতুর্য্যে ইনি সকল স্থানেই গমন করেন, নানা দেশের ভাষা বুঝেন এবং নিজেও কহিতে পারেন। ইনি প্রিয়ংবদা ও মৃদুভাষিণী। অখিল কর্ম্মপটু ও ইঙ্গিতজ্ঞা। চিত্রার যূথ—যথা,—রসালিকা, তিলকিনী সৌরিসেনী, সুগন্ধিকা, বামিনী, কামনগরী, নাগরী ও নাগবালিকা। পূর্ব্বদলে বিচিত্র কিঞ্জল্ক কুঞ্জে স্থিতি, পিতা—চতুর গোপ, মাতা-চর্চ্চিকা, পতি—পীঠর। গৃহ—যাবট। ধ্যান,—

"কাশ্মীরকান্তি-কমনীয় কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধ কাঞ্চনময়প্রভ চারু চেলাম্।
শ্রীরাধিকে তব মনোরথবস্ত্রদানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং বরদাং প্রপদ্যে॥"

প্রকারান্তর,—"কাশ্মীর-গৌরবর্ণাভাং শ্বেতরক্তাম্বরাবৃতাম্।
কিশোরী বয়সীক্ষৈব সখীমধ্যে সুশর্ম্মদাম্।
জয়ন্তি মালারচিতাং নানা চাতুর্য্যে পণ্ডিতাম্।
সর্ব্বরসপ্রমোদেন সুচিত্রাং তামহং ভজে॥"

* নির্জ্জন-সম্ভোগ দুই প্রকার, সম্প্রয়োগ ও লীলা-বিলাস। সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাস শ্রেষ্ঠ। রসিকগণ বলেন,—বিদগ্ধদিগের পরস্পর লীলা-বিলাস-আস্বাদনে যেরূপ সুখ হয়, সেরূপ সম্প্রয়োগে হয় না।

যথা—"বিদগ্ধানাং মিথো লীলা-বিলাসেন যথা সুখং।
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেব রসিকা বিদুঃ॥" উজ্জ্বলে।

পূর্ণাত্মভূ-তত্ত্ব-সুখানুভূত্যৈ স্বাধীন মায়াশ্রিত-যোগনিদ্রঃ।
চকাস্ত্যসাবপ্যগুণাতিমুক্ত-মালাঞ্চিত-শ্রী-রতিসিদ্ধিমাপ্তঃ॥৪৬॥

রোগং দর্শনাদিনা হর্তুং শীলং যস্যাঃ। পক্ষে উভৈর্গুণ্যং যস্য তথাভূতো মুক্তাময়ো হারোঽস্তি যস্যা এবং নিরঞ্জনা উপাধিরহিতা উদারং দৃগ্‌জ্ঞানং যস্যাঃ সা। পক্ষে খঞ্জনরহিতা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা. তত্তস্মাৎ এষা রাধা সত্যমেব চ্যুতিরহিতা যোগসিদ্ধির্যস্যাঃ তথাভূতা। পক্ষে অচ্যুতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ যোগঃ সংযোগস্তেন সিদ্ধা॥৪৫॥

পূর্ণাত্মভূতত্ত্বেন যঃ সুখস্যানুভব স্তদর্থং যোগাভ্যাসেন স্বাধীনা বশীকৃতা যা মায়া বিদ্যাশক্তি স্তয়া আশ্রিত যোগনিদ্রোঽসৌ কৃষ্ণোঽপি তদ্বৎ চকাস্তি। কীদৃশঃ? অগুণা গুণাতীতা যা অতিমুক্তমালা অত্যন্তমুক্তশ্রেণী তয়া অঞ্চিতা পূজিতা শ্রীর্মোক্ষসম্পদ্‌ যস্য সঃ। অতএব অতিশয় সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। পক্ষে আত্মভূঃ কন্দর্প

ধরা' অর্থাৎ বৈরাগ্য-ভার-বাহিনী 'বৈগুণ্য মুক্তাময়হারিণী' অর্থাৎ গুণ-রহিতা বলিয়া মুক্তা ও আময়হারিণী বা অন্যের অবিদ্যা-ব্যাধিনাশিনী এবং 'নিরঞ্জনোদারদৃক' অর্থাৎ নিরুপাধি-মহাজ্ঞানশালিনী-রূপে কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন দেখ! এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, সত্য সত্যই ইনি সত্য "অচ্যুত-যোগসিদ্ধা" হইয়াছেন অর্থাৎ সত্যই অখণ্ড-যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে এই শ্লেষোক্তি দ্বারা বিশাখা শ্রীরাধার সম্ভোগ-যজ্ঞেরই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। চিত্রাকে দেখাইলেন—"সখি! ঐ দেখ, আমাদের নাগরিণীমণি আজ কেমন 'বৈরাগ্যধুরাধরা' হইয়াছেন, অর্থাৎ উঁহার অধরের তাম্বূলরাগ বিলুপ্ত হইয়াছে, মুক্তাময় হার 'নির্গুণত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ হারের গ্রন্থন-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং নয়ন-কমলের অঞ্জনরেখা মুছিয়া গিয়াছে, সত্য সত্যই এগুলি অচ্যুত-যোগসিদ্ধিরই লক্ষণ বটে?—আজ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনঙ্গ-যজ্ঞে যথার্থই সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে॥৪৫॥

আবার ঐ নবীন ব্রহ্মচারিটীর প্রতিও চাহিয়া দেখ, উনি পূর্ণ আত্মভূ-তত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বের সুখানুভবের নিমিত্তই মায়া বা বিদ্যা-

অস্যাস্তু পশ্যালি হৃদম্বরান্তরে, স্বানন্দসম্বিৎ-প্রবরেন্দুলেখয়া।
যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং মনোভবোত্তাপশমশ্চ বুদ্ধ্যতাং ॥৪৭॥

তত্ত্বসুখং যথার্থসুখং, তদনুভবার্থং স্বাধীন', অতএব মায়য়া কপটেনাশ্রিতঃ স্বেন সহ যোগো যস্যা এবম্ভূতা নিদ্রা যস্য সঃ। কীদৃশঃ? অগুণা সম্ভোগাতিশয়াদ্ গুণরহিতা যা অতিমুক্তামালা তয়া অঙ্কিতা শ্রীঃ শোভা যস্য, অতএব মালায়াঃ সূত্রত্রোটনাদ্ধেতো রসৌ সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষয়া অস্যা যোগসিদ্ধ্যতিশয়মাহ। অস্যা রাধায়াস্তু তদপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যং পশ্যত, তদেবাহ। অস্যা হৃদয়াকাশে যৎ স্বানন্দ-সম্বিৎ, স্বানন্দানুভব স্তদেবজ্ঞানরূপ তমোনাশকত্বাৎ, প্রবরেন্দুলেখা তয়া কর্ত্র্যা যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং মোক্ষং এবং মনোজন্মোত্তাপশমশ্চ বুধ্যতাং। পক্ষে হৃদম্বরান্তরে হৃদিস্থিত বস্ত্রমধ্যে যা স্বানন্দস্য সম্বিৎ উপলব্ধির্যস্যাঃ, এবম্ভূতা ইন্দুলেখা অতিশয়োক্ত্যা নখচিহ্নং তয়া কর্ত্র্যা যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং নখক্ষতং এবং কন্দর্পজন্মোত্তাপশমশ্চ বুদ্ধ্যতাং। তথা চ নখক্ষতানাং বস্ত্রাচ্ছন্নত্বেঽপি তেষাং বস্ত্রস্যাবকাশদ্বারা প্রকটিতয়া কান্ত্যা হেতুনা নখক্ষতনোমনুমানং জায়ত ইতি ভাবঃ। পুনর্ভব কররুহো নখো ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

শক্তিকে বশীভূতা করিয়া যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং অগুণ-অতিমুক্ত-মালা অর্থাৎ গুণাতীত অতিমুক্ত পুরুষগণও যে মুক্তিশ্রীর পূজা করিয়া থাকেন উনি যখন সেই মোক্ষ-সম্পদের অধিকারী হইয়া মহাযোগাসনে বিরাজ করিতেছেন, তখন ঐ যোগীরাজ অতিসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বিশাখার এই শ্লেষময় বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে; শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মভূ-তত্ত্বসুখ' অর্থাৎ যথার্থ কন্দর্প-সুখ পূর্ণভাবে অনুভব করিবার নিমিত্তই কপটভাবে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া এবং "অগুণ-অতিমুক্তমালা" অর্থাৎ সম্ভোগাতিশয়-জন্য ছিন্ন মাধবীপুষ্পমালা ধারণ করিয়া কেলিতল্পে কেমন শোভা পাইতেছে দেখ, অতএব উনিও যে অতিসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ॥৪৬॥

উভয়ে যোগসিদ্ধি লাভ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারই

তদা নিরোধা সহ রোমহর্ষ-স্বেদাম্বুবর্ষ স্তিমিতাঙ্গযষ্টেঃ।
ব্যক্তং হরে রুদ্গিদ্বুর-স্মিতাস্য-পিধানচাতুর্য্য মপাস্তমাসীৎ ॥৪৮॥

তাসাং পরীহাসবাণীং শ্রুত্বা নিরোধং ন সংস্কে যে রোমহর্ষাদয় স্তৈ স্তিমিতং অঙ্গং যস্য এবম্ভূতস্য হরেঃ উদ্বোধনশীলং স্মিতং যস্য এবম্ভূতাস্য পিধানে কৃতং যৎ চাতুর্য্যং তৎ ব্যক্তং সৎ অপাস্তমাসীৎ ॥৪৮॥

যোগসিদ্ধিটা যেন কিছু বেশী বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, সখি! শ্রীরাধার হৃদম্বরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে স্বানন্দানুভূতি, কেমন অজ্ঞান-তম-নাশিনী ইন্দুলেখার ন্যায় উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে, ইহাতে যেন উহার 'পুনর্ভব-ক্ষত' অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মযাতনা ও 'মনোভবোত্তাপ' অর্থাৎ মনের সন্তাপ প্রশমিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"সখি! ঐ দেখ, শ্রীরাধার 'হৃদম্বরে' অর্থাৎ বক্ষঃস্থিত বসনের অবকাশ দিয়া চন্দ্রকলার ন্যায় সম্ভোগচিহ্নসকল কেমন শোভা পাইতেছে দেখ, উহাতেই শ্রীরাধার আনন্দের উপলব্ধি হইতেছে এবং উহা দ্বারা পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ নখক্ষত ও মনোভবোত্তাপ অর্থাৎ কন্দর্প-জ্বালার শান্তি হইয়াছে কিনা বুঝিয়াই দেখ না ॥৪৭॥

পরীহাস-রসিকা সখিগণের এইরূপ সরস মধুরালাপ শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমময়ের প্রেম-সিন্ধু উছলিয়া উঠিল—তিনি হৃদয়ের সেই বিপুল আনন্দ-প্রবাহ চাপিয়া রাখিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না—তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বেদাম্বু-বর্ষণে স্তিমিত ও পুলকাকুল হইয়া উঠিল। অন্তরে অন্তরে উল্লাস-তরঙ্গে হাসির উৎস খেলিতেছে—কপট নিদ্রাবেশে তাহা চাপিয়া রাখিবার জন্য যতই চাতুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন ততই ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে হাসির অবাধ-উৎস খুলিয়া দিলেন ॥৪৮॥

উত্থায় সদ্যঃ স জগাদ বক্ষঃ স্বং দর্শয়ংস্তা অতিসম্ভ্রমেণ।
হংহো মমাপি স্বসুখৈকসম্বিচ্চিত্রেন্দুলেখা হৃদি পশ্যতাস্তে ॥৪৯॥
আবৃত্য চৈলেন নমন্মুখং পুনর্বিভুগ্নচিল্লীতট মুস্মময্য সা।
ভ্রূতে স্ম কিঞ্চিৎ স্বকরাম্বুজেন তদ্বক্ষঃ স্পৃশন্তী পিদধে চ লক্ষ্ম তৎ ॥৫০॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ পূর্ব্বোক্ত রাধাবক্ষঃস্থলেন্দুলেখা দর্শনাধীনং তস্যা যোগাতিশয়মসহমান ইব তাঃ সখীরাহ। হংহো! অত্যন্ত সংরম্ভে, ব্রহ্মসুখরূপং যৎ একং মুখ্যং চৈতন্যং তদেবাশ্চর্য্যেন্দুলেখা অজ্ঞানমোহনাশকত্বাৎ। পক্ষে সম্ভোগসুখ সম্বেদনী বিচিত্র নখরেখা মম হৃত্যপ্যাস্তে। তথা চ তদ্দর্শনদ্বারা রাধায়াঃ পুরুষায়িতত্বং সূচিতম্ ॥৪৯॥

সা রাধিকা কিঞ্চিৎ ভ্রূতেস্ম; আবৃত্যেতি স্বভাবোক্তিঃ। স্বকরাম্বুজেন শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলং স্পৃশন্তী সা তৎ লক্ষ্ম চিহ্নং পিদধে চ ॥৫০॥

বিদগ্ধরাজ হাসিতে হাসিতে তখনই শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং অতিসম্ভ্রমের সহিত সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন—"আহা হা! তোমাদের প্রিয়সখীরই বুঝি যোগসিদ্ধিটা বেশীরকম দেখ্‌ছ! এই দেখ দেখি, আমার হৃদয়েও কত ব্রহ্মসুখানুলব্ধিসূচক চিত্রলেখা অর্থাৎ অজ্ঞানমোহনাশক চন্দ্রলেখা কেমন শোভা পাইতেছে।" এই বলিয়া সখীদিগকে সম্ভোগসুখজ্ঞাপক শ্রীরাধা-কৃত নখাঙ্কসমূহ এমন অপূর্ব্বভঙ্গীতে দেখাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সখিগণ আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। শ্রীরাধাও হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া ঈষৎ অবনত-মুখী হইলেন! আজ শ্রীরাধা বিপরীত সম্ভোগে নায়িকাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নায়কের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কান্ত-বক্ষে নখ-চিত্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন—নির্লজ্জ তাহা সখীসমাজে দেখাইয়া তাঁহাকে বড় লজ্জায় ফেলিয়াছেন। তাই, শ্রীরাধা তখন কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গীর সহিত

চিত্রেন্দুলেখে ইহ তে যদি স্তঃ স্যাতাং ন কস্মাল্ললিতা-বিশাখে।
পশ্য ত্বদীয়ান্ পরিগৃহ্য তেন্দুঃ স্বীয়ান্নখাঙ্কাং স্ত্রিগুণীকৃতান্ বা ॥৫১॥
তমাহুরাল্যঃ স্বপতোঽখিলাং নিশাং
বক্ষঃ কয়া তে নখরৈর্বিচিত্রিতম্।
ইয়ং তু সাধ্বীকুলচক্রবর্ত্তিনী
স্বেনৈব পুণ্যেন বিরাজতেঽবিতা ॥৫২॥

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেনোক্তস্য চিত্রেন্দুলেখা পদস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য স্বস্য লজ্জা-সম্বরণ প্রকারমাহ। হে কৃষ্ণ! তে তব হৃদি যদি চিত্রেন্দুলেখে মে সখ্যোস্তঃ তদা পরমযোগ্যে ললিতা-বিশাখে কথং ন স্যাতাং। তাঃ চিত্রাস্তাঃ সখ্য স্বদীয়ান্ নখাঙ্কান্ পরিগৃহ্য তদপেক্ষয়া ত্রিগুণীকৃতান্ স্বীয়ান্নখাঙ্কান্ তে তুভ্যং অদুঃ। তথা চ সর্ব্বাসাং প্রত্যুপকারস্য সাম্যাত্তব বৈষম্যমনুচিত মিতিভাবঃ ॥৫১॥

নিশাং ব্যাপ্য স্বপত স্তে তব বক্ষ্যস্থলং কয়া নখরৈর্বিচিত্রিতং রাধিকায়াস্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন এবং নিজের লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কথিত 'চিত্রেন্দুলেখা' বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা পূর্ব্বক স্বীয় কর-পল্লব দ্বারা কৃত কান্ত-বক্ষঃস্থিত নখাঙ্কগুলি আচ্ছাদনের প্রয়াস করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ॥৪৯-৫০॥

"ধূর্ত্ত! তোমার এই বক্ষঃস্থলে যদি 'চিত্রা ও ইন্দুলেখাই * রহিয়াছে, তবে সুযোগ্য ললিতা-বিশাখাই বা স্থান পাইল না কেন? তাহা হইলে তাহারা তোমার নখাঙ্কে ভূষিত হইয়া, তৎবিনিময়ে তোমাকেও ত্রিগুণ নখাঙ্ক প্রতিদান করিত। সুতরাং তাহারা সকলেই যখন সমভাবে প্রত্যুপকার করিতেছে, তখন তাহাদের প্রতি তোমার বৈষম্য প্রকাশ অনুচিত ॥৫১॥

শ্রীরাধাশ্যামের সরস বাগ্বৈদগ্ধি শ্রবণ করিয়া সখিগণের হৃদয়

* ইন্দুলেখা—ইনি প্রধানা অষ্টসখীর অন্যতমা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অমৃতাশন প্রস্তুত করেন, শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে থাকিয়া চামর ব্যজন করেন। ইঁহার অঙ্গ হইতে স্বভাবতঃ চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই ইঁহার

আহৈষ আং পুণ্যবলৈব সাধ্বী, ভবেদ্ যদদ্যাতনু-সংপ্রহারে।
জিগায় মা ময্যবলাপি বালাবলেপবত্যক্ষুণদপ্যুরো মে ॥৫৩॥

চিত্র-কর্ত্তৃত্ব-সম্ভাবনাপি নাস্তীত্যাহ। ইয়ং রাধিকা স্বপুণ্যৈনৈব অবিতা সতী বিরাজতে ॥৫২॥

এষ কৃষ্ণ আহ। আং জ্ঞাতং ইয়ং সাধ্বী স্বপুণ্যবলা এব যদ্ যস্মাদদ্য অতনু-

প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; তাঁহারা সহাস্যমুখে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"প্রিয়তম ! আমরা এইমাত্র প্রিয়সখী মুখে শুনিলাম, তুমি আজ সমস্ত রজনী ঘুমাইয়া কাটাইয়াছ, তবে কেন [illegible] ॥৫২॥

[illegible]

[illegible] তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদিনী ও মদনালসা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীইন্দুলেখার যূথ। ইন্দুলেখা অলঙ্কার ও বেশবিধান সামগ্রীর কোষাধ্যক্ষা, দাসী ও সখিগণের এবং বৃন্দাবনের স্থলাধিকারিণী দেবীগণের অধ্যক্ষা। স্বভাব—বামপ্রখরা। বয়স—১৩ বৎসর ১১ মাস ২৭ দিন। কোন মতে ১৪ বৎসর ৩ মাস। বর্ণ—হরিতালোজ্জ্বল, বেশ—দাড়িম্ব-পুষ্পারুণ, অগ্নিকোণের দলে স্বর্ণবর্ণ পূর্ণেন্দু বা চন্দ্রকুঞ্জে স্থিতি। পিতা—সাগর, মাতা—বেলা, পতি—দুর্ব্বল। ইন্দুলেখার ধ্যান—

"হরিতালোজ্জ্বলবর্ণাং রক্তাম্বরপরাং বরাং।
সখীপ্রণয়িনীং শ্রেষ্ঠাং নানানৃত্যবিশারদাম্।
কিশোরবয়সীং রম্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
নিকুঞ্জমণিবেদিস্থাং ইন্দুলেখাং সখীং ভজে॥"

প্রকারান্তর—

"নৃত্যোৎসবাং হি হরিতাল-সমুজ্জ্বলাভাং, সদাড়িমী-কুসুমকান্তি-মনোজ্ঞ চেলাম্।
বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত-চন্দ্রলেখাং, শ্রীরাধিকে সখীমহমিন্দুরেখাম্॥"

কীদৃক্‌কৃতদেবেতি তদা তদালিভিঃ পৃষ্টঃ স তাসামধরান্ পয়োধরান্।
রদৈর্নখৈরাশু বলাদ্বিখণ্ডয়ন্নেবং সখী বো ব্যধিতেত্যভাষত ॥৫৪॥
ইত্থং প্রগে তং পরিফুল্লপদ্মিনী শ্রেণীমুখামন্দমরন্দমাদিতং।
বিলোক্য বৃন্দা মধুসূদনং বনে মুদং ভিয়ং চানু মমজ্জ বেপিতা ॥৫৫॥

সংপ্রহারে অতনুর্মহান্ যঃ সংপ্রহার স্তস্মিন্। পক্ষে কন্দর্পযুদ্ধে রাধা বালাপি অবলাপি অতিশয় বলিষ্ঠং মামপি জিগায় অতএবাবলেপবতী অহংকারবতী মে মম [illegible] ॥

[illegible]

[illegible] এই [illegible]
[illegible] এই [illegible] হইয়া
আজ আমার ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও "অতনু সংপ্রহারে অর্থাৎ মহা-যুদ্ধে (শ্লেষার্থে কন্দর্পযুদ্ধে) পরাজিত করিয়া অহঙ্কার বশতঃ, নখাস্ত্র দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল কিরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে দেখ ॥"৫৩॥

এই কথা শুনিয়া রস-রঙ্গিণী সখিগণ প্রেমকৌতুকভরে কহিলেন— "নাগরবর! আমাদের নাগরিণী কেমন করিয়া তোমার হৃদয় ক্ষুণ্ণ করিল?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বিদগ্ধ-শিরোমণি সহসা সখী মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া দশন দ্বারা কাহার অধর-দংশন, নখদ্বারা কাহারও বা পয়োধর-খণ্ডন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন— "ওগো! তোমাদের প্রিয়সখী এমনি করিয়াই আমার অধর-খণ্ডন ও বক্ষ-খনন করিয়াছে ॥৫৪॥

সখী সমাজে প্রেমোল্লাসের তরঙ্গ ছুটিল। তাঁহারা তখন সরমে

কান্তাঃ উদীয়ুর্বিকসন্মুখেন্দবো, রাত্রির্গতা চাস্ত মপাস্ত চন্দ্রিকা ।
বিলাসভঙ্গঃ কথমস্তু নাস্তু বা, ক্ষণং হৃদৈবেতি পরামমর্শ সা ।৫৬॥

মুদং চ মমজ্জ, আনন্দময়া চ বভূবেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে পদ্মিনী সুন্দরী স্ত্রী ।৫৫।

বিকসন্মুখাম্বেবেন্দবো যাসাং এবম্ভূতা রাধাদ্যাঃ কান্তা উদীয়ুঃ, এবং অপাস্ত-চন্দ্রিকা যত এবম্ভূতা রাত্রিশ্চ অস্তংগতা অতএব বিলাসভঙ্গ-কারণস্য বিকসচ্চন্দ্র মুখীনাং উদয়স্য সত্বাৎ এবং বিলাসসুখভঙ্গকারণস্য চন্দ্রিকা-রহিত রাত্রিগমনস্য চ সত্বাৎ বিলাসভঙ্গঃ কথং ভবিষ্যতি ন বেতি সংশয়াক্রান্তহৃদয়া বৃন্দা ক্ষণং পরামমর্শ ।৫ ।

সম্ভ্রমে পরস্পরের পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন,—আর রসিকশেখর ধরিয়া ধরিয়া তাঁহাদের উরজে ইন্দুলেখা ও মুখাম্বুজে চুম্বনরেখা অঙ্কন করিয়া দিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রভাতে মধুসূদন (ভ্রমর) প্রফুল্ল পদ্মিনীকুলের মুখ-মকরন্দ-পানে প্রমত্ত হইয়াছেন। এই রমণীয় লীলা-মাধুরী অবলোকন করিয়া বৃন্দাদেবী যেমন একদিকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন, এ দিকে প্রভাত-সমাগম দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন ॥৫৫॥

দেখিলেন—একদিকে কোটি কোটি গোপাঙ্গনাকুলের প্রফুল্ল মুখচন্দ্র পূর্ণ প্রকাশমান,—অন্যদিকে বিগত-জ্যোৎস্না বিলাস-রজনীর ক্রম-অবসান!—একদিকে কোটি-চন্দ্রোদয়ে বিলাসসুখের পূর্ণোৎসব বিরাজিত,—হায়! হায়! এ দিকে নিশাবসানে বিলাসসুখ-ভঙ্গের সম্পূর্ণ কারণ উপস্থিত! এখন কর্ত্তব্য কি? ইহাঁদের এই বিলাসোৎসব ভঙ্গ হইবে, কি হইবে না?”—এইরূপ সংশয়াক্রান্তা হইয়া বৃন্দাদেবী-ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মনেমনে নানা উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, শেষে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইলেন ।৫৬॥

তমাংস্যনশ্যন্নভিতো যথাযথা, তদা প্রকাশশ্চ যথা যথৈধত।
তথাতথা হৃদ্রুজমেব সাম্বভূৎ ব্রজস্থরীতিং শ্রুতয়োঽপি নো বিদুঃ
॥৫৭॥

ততো বলাদ্বাচয়তিস্ম কক্খটীং, তদ্ভীষণং কিঞ্চন কক্খটং বচঃ।
প্রাতস্তয়োঃ কেলিবিলাসশান্তয়ে, যুক্ত্যন্তরং হন্ত ন জাঘটীতি যৎ
॥৫৮॥

যথাযথা তমাংসি অভিতোঽনশ্যন্নেবং অন্ধকার-নাশ-তারতম্যেন যথা যথা প্রকাশশ্চ এধত তথা তথা সা বৃন্দা হৃদ্রুজং অম্বভূৎ, নন্বন্ধকার-স্বরূপাজ্ঞানস্য নাশ-তারতম্যাদ্ধেতোঃ সত্ত্বগুণকার্য্য প্রকাশো বর্দ্ধতে। তস্মাচ্চ হৃদ্রোগো নশ্যতীতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধে স্তৎকথং বৃন্দা হৃদ্রোগমম্বভূৎ তত্রাহ আহ ব্রজস্যেতি ॥৫৭॥

ততো রাধাকৃষ্ণয়ো ভীষণং কক্খটং কঠোরং বচঃ কক্খটীং তন্নাম্নী বানরীং বৃন্দা বলাদ্বাচয়তিস্ম যৎ যস্মাৎ কেলিশান্তয়ে যুক্ত্যন্তরং ন জাঘটীতি ন অতিশয়েন ঘটতে ॥৫৮॥

শ্রুতি বলেন—যে পরিমাণে অজ্ঞান-তিমির নাশ পায়, সেই পরিমাণেই সত্ত্বগুণের কার্য্যপ্রকাশ হইয়া থাকে এবং সেই প্রকাশ অনুসারেই দুর্ব্বাসনারূপ হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আজ ব্রজবনদেবী বৃন্দার উক্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইল। আহা! ব্রজের রীতি যে শ্রুতিগণেরও অধিগম্য নহে। ঐ দেখ, যতই রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হইতেছে এবং উষার অরুণ প্রভা প্রকাশ পাইতছে—বৃন্দাদেবীর হৃদ্রোগ অর্থাৎ শ্রীযুগল-বিলাসভঙ্গ-জন্য হৃদয়-ব্যথা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে ॥৫৭॥

অনন্তর বহুচিন্তা করিয়াও বৃন্দাদেবী যখন শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-বিলাস শান্তির আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না, হায়! তখন কক্খটী নাম্নী বৃদ্ধা বানরীকে সহসা শ্রীরাধাশ্যামের পক্ষে অতিভীষণ কঠোর বাক্য বলিবার জন্য আদেশ করিলেন ।৫৮।

সতী রিমাঃ কৃষ্ণকলঙ্কপঙ্কিলাঃ করোষি নোষস্যপি যজ্জিহাসসি।
ফলং তদস্যাচিরমেবদিৎসতি ব্রজাদিহৈষা জটিলোপসেদুষী ॥৫৯॥
আকর্ণ্য তানি জটিলেতিবর্ণত্রয়ীং বিবর্ণত্ব মধারি সখ্যঃ।
বিলাস-রত্নাকর মুদ্ভবন্তী শঙ্কেব তাসাং চুলুকী চকার ॥৬০॥
হা হন্ত সখ্যঃ করবামহে কিং, কথং নিকেতং নিভৃতং ব্রজেম।
ইত্যালপন্ত্য ত্বরয়া স্খলন্ত্যঃ কুঞ্জালয়াদঙ্গণমীয়ুরেতাঃ ॥৬১॥

হে কৃষ্ণ! রাধাদ্যা ইমাঃ সতীস্তং কলঙ্কপঙ্কিলাঃ করোষি যতঃ উষস্যপি ন জহাসি তত্তস্মাৎ অচিরমেবাস্য ফলং ব্রজাৎ ইহ নিকটে উপসেদুষী উপসন্না জটিলা দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি ॥৫৯॥

বিবর্ণত্বং শঙ্কয়া বৈবর্ণ্যং, বিলাসরূপসমুদ্রং তাসাং সখীনাং শঙ্কৈব চুলুকী চকার, এতেন শঙ্কায়া অগস্ত্যত্বমারোপিতং ॥৬০॥৬১॥

বানরী তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনাধিদেবীর আদেশ প্রতিপালন করিল— উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হে কৃষ্ণ! তুমি এই যে শ্রীরাধাদি সতী-লক্ষ্মীদিগকে কলঙ্ক-পঙ্কিলা করিতেছ এবং এই প্রভাতকালেও উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ না; ঐ দেখ অচিরেই ইহার প্রতিফল দিবার জন্য "জটিলা" ব্রজধাম হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥৫৯॥*

হায়! হায়! কক্‌খটি! করিলে কি? পাষাণি! মিথ্যা বাগ্‌-বজ্র-নাদে এমন নয়ানন্দ বিলাসোৎসব কেন ভঙ্গ করিলে! হৃদয়ে কি স্নেহ-সারস্যের লেশ মাত্রও নাই! ঐ দেখ দেখি, "জটিলা" এই বর্ণত্রয়

---

* তথাহি পদ—"নিশি অবশেষে, সকল সখিগণ, রাই কানু সঙ্গে ভোর। নিরমল নয়ন, কমলহি অবিরত, গলয়ে আনন্দ লোর॥ দেখ সখি! অপরূপ কাজ। বিছুরল গেহ গমন, সব বুড়ল মোহ-সরোবর মাঝ॥ বৃন্দাদেবী সঙ্কেত, বচনহি কক্‌খটি হোই উনমাদ। জটিলা শবদ শুনাওত উচস্বরে, শুনতহি ভেল পরমাদ। সচকিত নয়নে, অনো অনো মুখ হেরি, কুঞ্জসে নিকসে বাহার। দাস যদুনন্দন, ঝুরিতহি লেওল, তঁহি যত ছিল উপহার॥" পঃ সঃ

রাত্রির্গতাত্যল্পতরা সুখপ্রসূঃ, হা কালরাত্রিঃ পুনরাগতাত্র যা।
বর্ষীয়সী দুঃখততি প্রসূর্বলা দাশাঃ ফলন্তীঃ কবলীকরোতি নঃ ॥৬২

সুখং প্রসূতে ইতি সুখপ্রসূরতএবাত্যল্পতরা রাত্রির্গতা, কিন্তু কালরাত্রি-স্বরূপা জটিলা আগতা। কথম্ভূতা দুঃখভয়স্য প্রসূর্মাতা পক্ষে দুঃখততিং অতিশয় দুঃখং প্রসূতে, অতএব বর্ষীয়সী অতিবৃদ্ধা এবম্ভুতা সানোঽস্মাকং আশা পক্ষে দিশঃ ॥৬২॥

শুনিবামাত্র অঘ-নাশন শ্রীকৃষ্ণ আতঙ্কে বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণের দারুণ শঙ্কা উদ্ভূত হইয়া অগস্ত্যমুনির সমুদ্র-শোষণের ন্যায় এই বিলাস-সমুদ্রকে যেন গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিল ॥ ৬০ ॥

তখন সকলেই ভীতি-বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—"হায়! হায়! সখি! আমরা করি কি? কেমন করিয়া নিভৃতে গৃহে গমন করিব!"—এইরূপ বলিতে বলিতে স্খলিত চরণে—চকিত নয়নে—কুঞ্জালয় হইতে ত্বরায় প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬১ ॥

বিলাসোৎসব-ভঙ্গে সকলেই বিষণ্ণ,—আসন্ন-বিচ্ছেদ আশঙ্কায় শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েরই হৃদয় উৎকণ্ঠাকুল। শ্রীরাধা আবেগময়ী ভাষায় কহিলেন—"অহো! সুখের রজনী শীঘ্রই প্রভাত হয়, কিন্তু কালরাত্রি শীঘ্র ফুরাইতে চায় না—বরং ক্রমশঃ দীর্ঘতমা ও দুঃখপ্রদই

† তথাহি পদ।—"দুহুঁ রূপ লাবণি, মনমথ মোহিনী, নিরখি নয়ন ভুলি যায়। রজনী-জনিত রতি-বিশেষ আলাপনে আলস দুহুঁ গায় ॥ চাচর কুন্তল, তাহে কুসুম দল, লোলত আনহি ভাঁতি। দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ, হৃদয়ে বাঢ়য়ে সুখ, বোলত ভূতল পাতি ॥ নিজ নিজ মন্দির, নাগরী নাগর, চলইতে করু অনুবন্ধ। বিচ্ছেদ-বিষানলে, দুহুঁ তনু জারল, লোচনে লাগল ধন্ধ ॥ ভীতক চিত্রপুতলী প্রায়, দুহুঁ জন রহলি, বিদায়ক বেলা। প্রেম-পয়োনিধি, উছলি পড়ু, চেতন, অচেতন ভেলা ॥ দুহুঁ জন চিত্রনীত হেরি সহচরী, ঘন ঘন গগনহি চায়। রজনী পোহায়ল, সব জন জাগল, সে ডর কি অধিক ডরায় ॥ শেখর বুঝি তব, করি কত অনুভব, দুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গব রায়। নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ, গুরুজন ভেদ নাহি পায় ॥ পঃ কঃ

দাস্যশ্চ সখ্যশ্চ তদৈব কাশ্চন, প্রবিশ্য কেলী-নিলয়ং পুনস্তয়োঃ।
স্রগ্‌ধে ফেলামৃতং মণ্ডনাদীন্যাহু র্দধুশ্চাপি মুদা পরস্পরং ॥৬৩॥
মিথোঽঙ্গসঙ্গস্য তদাপি কান্তয়োর্জ্জিহাসু তাদিৎসু তয়োরভূদ্রণঃ।
আদ্যা যদা প্রাপ মনাক্ পরাভবং, রাধাংশগঃ কৃষ্ণভুজস্তদা বভৌ ৬৪

অঙ্গণাৎ পুনস্তয়োঃ কেলিনিলয়ং প্রবিশ্য ফেলামৃতং ভুক্তাবশিষ্টং চর্ব্বিতাদিকং আহু র্জগৃহুঃ ॥৬৩॥

কান্তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ তদা পরস্পরাঙ্গসঙ্গস্য জিহাসুতাদিৎসু তয়োরণোঽভূৎ। তথা চ একস্মিন্নেব সময়ে শঙ্কাহেতুকা অঙ্গস্পর্শস্য জিহাসুতা ত্যক্তুমিচ্ছুতা ঔৎসুক্য-হেতুকা জিঘৃক্ষুতা ইত্যর্থঃ। আদ্যাশঙ্কাহেতুকা জিহাসুতা, যদা মনাক্ পরাভবং প্রাপ। জটিলায়াঃ পরিতো দর্শনাভাবাৎ কিঞ্চিৎ শঙ্কানিবৃত্তেরিতিভাবঃ। তদা রাধায়াঃ স্কন্ধগতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজৌ বভৌ ॥৬৪॥

হয়। এই দেখ, আজ আমাদের সুখের রজনী শীঘ্রই চলিয়া গেল। কিন্তু অতিশয় দুঃখভয়-প্রসূ অতিবৃদ্ধা জটিলারূপা কালরাত্রি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদের ফলবতী আশা-লতাকে সহসা কবলিত করিল ॥ ৬২ ॥

এই সময় কতকগুলি দাসী ও সখী কুঞ্জাঙ্গণ হইতে পুনরায় কেলি-ভবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের ছিন্ন পুষ্পমালা, ভুক্তাবশেষ চর্ব্বিত-তাম্বূল ও ভূষণাদি পরস্পর পরমানন্দে আদান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

এদিকে শ্রীরাধাশ্যামের হৃদয়ে শঙ্কা ও ঔৎসুক্য যুগপৎ উদিত হইয়া যেন তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কা বলিতেছে—এখন পরস্পর অঙ্গ-সঙ্গ-বাসনাকে একেবারে পরিত্যাগ করাই ভাল। আবার ঔৎসুক্য বলিতেছে—তা, কি হয় ? অঙ্গ-সঙ্গত্যাগের যখন কোন কারণই আপাততঃ নাই, তখন আবার পরস্পর অঙ্গ-সঙ্গ হউক।" অতঃপর কোনদিকেই জটিলার দর্শন না পাওয়ায়, শঙ্কার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইল—যেন শঙ্কা, ঔৎসুক্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল এবং ঔৎসুক্য-

বিদ্যুল্লতালিঙ্গিত বারিদাগমঃ ক্ষিতাবিতো জঙ্গমতামবাপ কিং।
ইত্যুল্লসন্তশ্চ কুকুবুঃ শিখণ্ডিন স্তেনাপি তা ভ্রান্তদৃশঃ শশঙ্কিরে ॥৬৫॥
প্রিয়াস্য মন্বেকতরাং তৃষাতুরাং হরিৎসু সত্রাসমথাপরাং দৃশং।
মুহুঃ কিরন্তৌ ব্রজতঃ স্ম তৌ ব্রজং প্রত্যেকদোঃ শ্লেষবিশেষ-ভাসিনৌ ॥৬৬॥

বিদ্যুল্লতয়ালিঙ্গিতো মেঘাগমঃ আকাশস্থোঽপি ক্ষিতৌ কিং জঙ্গমতাং আপ, পক্ষে বিদ্যুল্লতয়ালিঙ্গিতো মেঘতুল্যোঽগমঃ বৃক্ষঃ স্থাবরঃ কিং ক্ষিতৌ জঙ্গমতা মাপ। "দ্রুদ্রুমাগমা" ইত্যমরঃ। ইতি মেঘজ্ঞানাৎ উল্লসন্তঃ শিখণ্ডিন শ্চুকুবুঃ, তেন ময়ূরশব্দেনাপি তাঃ সখ্যঃ ভ্রান্তদৃশঃ সত্যঃ শশঙ্কিরে ॥৬৫॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ প্রিয়াস্তং প্রিয়া চ প্রিয়শ্চ প্রিয়ৌ তয়োরাস্য মনু আস্যে তৃষাতুরাং একতরাং দৃশমেবং হরিৎসু দিক্ষু সত্রাসং যথাস্যাত্তথা অপরাং দৃশং মুহুঃ কিরন্তৌ ব্রজং ব্রজতঃ। কথম্ভূতৌ প্রত্যেক হস্তাশ্লেষবিশেষেণ ভাসিনৌ দীপ্তিমন্তৌ ॥৬৬॥

রই জয় হইল,—অমনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-বল্লরী শ্রীরাধার স্কন্ধগত হইয়া যেন সেই ঔৎসুক্যের বিজয়-মাল্য স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৪॥

শ্রীরাধারও অবাধ্য বাহুলতা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোপিত হইল,—মরি! মরি! কি অপূর্ব্বমাধুরী! এ কি কনকলতা-জড়িত তমালতরু!—অথবা দামিনী-লতা-জড়িত নবজলধর—তরুরূপে ভূতলে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, কলাপীকুল উহাদের যথার্থ জলদ ভাবিয়া উল্লাসভরে কেকারব করিতেছে। এই কেকা-রব শুনিয়া কিঙ্করী ও সখীগণেরও দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হইল—তাঁহারা শ্রীরাধাশ্যামকে তখন বিদ্যুল্লতা-জড়িত চলন্ত জলদ তরু মনে করিয়া যেন কিছু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৫ ॥

প্রেমের আবেশে উভয়েই বাহুলতা-পাশে পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ব্রজের পথে মন্দ মন্দ পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন—আমরি! সে যুগলরূপমাধুরী কি সুন্দর! কি নয়ন-প্রাণারাম!! ভক্ত প্রেমিক

রাজ্ঞ প্রলীনেঽরুণ-দস্যুদাণ্ডতৈ স্তাসাং সুহৃদ্ভিস্তিমিরৈঃ পলায়িতে।
দূরস্থিত স্থাণু বিলোকনাকুলা,অগংসতৈতা জরতীময়ং জগৎ॥ ৬৭॥

রাজ্ঞি চন্দ্রে প্রলীনে সতি অরুণরূপ দস্যুনা দণ্ডিতৈ স্তাসাং রাধাদীনাং সুহৃদ্ভি স্তিমিরৈঃ পলায়িতে সতি দূরস্থিতস্থাণুবিলোকনাকুলাঃ দূরে স্থিতো যঃ স্থাণুঃ শাখাপল্লবাদিরহিতঃ শুষ্কবৃক্ষ স্তস্য বিলোকনেন জরতীয়মিতি জ্ঞানাদাকুলা এতা জগৎ-জটিলাময় মমংসত। "রাজা মৃগাঙ্কে ক্ষত্রিয়ে নৃপে" ইত্যমরঃ ॥৬৭॥

প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিতনয়নে এই যুগলরূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া ধন্য হউন! ঐ দেখুন, শ্রীরাধার পিপাসু নয়ন-চকোর একটী, শ্রীকৃষ্ণের বদনবিধুর মাধুর্য্য-সুধাপানে কেমন বিভোর! এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পিপাসিত নয়ন-মধুপ একটি, শ্রীরাধামুখ-কমলের মাধুর্য্যমধুপানে কেমন আবিষ্ট রহিয়াছে। আবার উভয়েরই এক একটী নয়ন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাছে ইঁহারা কাহারও দৃষ্টিপথের পথিক হন, এই আশঙ্কায় মুহুর্মুহুঃ চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে, কি সুন্দর!!॥ ৬৬ ॥*

রাজার অভাবে নিরীহ প্রজাকুল যেমন দস্যুভয়ে আকুল হইয়া পলায়ন করে, দেখ দেখ, সেইরূপ নিশানাথ চন্দ্রের অভাবে শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণের পরম সুহৃদ্ নৈশ অন্ধকাররাশিও অরুণপ্রভায় প্রপীড়িত হইয়া দূরে পলায়ন করিতেছে, তাহাতে যেমন দূরস্থিত কোন শাখা-পল্লব-শূন্য-শুষ্ক তরুকাণ্ড নয়নগোচর হইতেছে, অমনি ব্রজরামাগণ তাহাকে জটিলা ভাবিয়া শঙ্কাকুলা হইয়া পড়িতেছেন, এইরূপে তাঁহারা তখন সমস্ত জগৎই যেন জটিলাময় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

* তথাহি পদ।--নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃ পুন, দুহুঁ মুখচাঁদ নেহারি। অন্তরে উথল, প্রেম পয়োনিধি, নয়নে গলয়ে ঘনবারি॥ মাধব হামারি বিদায় পায় তোর। তোহারি প্রেম সঞে, পুন চলি আওব, অব দরশন নাহি মোর॥ কাতর নয়নে, নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁ, উথলল প্রেম-তরঙ্গ। মুরছল রাই, মুরছি পড় মাধব, কবে হবে তা'কর সঙ্গ। ললিতা সুমুখি করি ফুকরত, রাইকো কোরে আগোর। সহচরী কানু কানু করি ফুকরত, চরকত লোচন লোর॥ কতি গেও অরুণকিরণ, ভয় বারণ, কতি গেও লোক কি রীতি। মাধব ঘোষ, এতহুঁ নাহি সমুঝল উনত মুগধ চরিত। পঃ কঃ

উদেষ্যতৈবোষসি পদ্মবন্ধুনাপ্যবাধ্যতৈষা যত পদ্মিনীততিঃ।
ইতি স্মরন্ কিং নু বিষীদতি স্ম স স্মরঃশরং নো সমাধিংদুন্মনাঃ॥ ৬৮
দৈবাত্তদৌৎসুক্যভটং বিজিত্য সা, শঙ্কা বলিষ্ঠা ব্রজবর্ত্ম সীমনি।
প্রেয়োভুজাশ্লেষনিধিং ব্যপানুদ-দ্বলেন মন্যে সুদৃশোংসদেশতঃ॥ ৬৯॥

উষসি উদেষ্যতা উদয়ং প্রাপ্স্যতা সূর্য্যেণ পদ্মবন্ধুনাপি এষা রাধাদ্যা পদ্মিনীততিঃ অবাধ্যত ইতি স্মরন্ স্মরঃ কিং বিষীদতিস্ম অতএব তয়োর্দুঃখদর্শনেন উন্মনাঃ সন্ শরং নো সমাধিৎস, তথা চ তদানীং সূর্য্যোদয়-জটিলাদ্যাগমনশঙ্কয়া পরস্পরাশ্লিষ্টয়োরপি কন্দর্পাবেশং ন জাত ইতিভাবঃ ॥৬৮॥

ব্রজসীমনি বলিষ্ঠা সা শঙ্কা নিকুঞ্জসীমনি প্রাপ্তাধিকার মৌৎসুক্যভটং বিজিত্য প্রেয়সঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজাশ্লেষনিধিং সুদৃশো রাধায়া অংসদেশতঃ বলাদ্ব্যপানুদৎ দূরাচকার ॥৬৯॥

আবার পদ্মবন্ধু সূর্য্যের উদয়ে পদ্মিনীসমূহই প্রফুল্ল হইয়া থাকে, ইহাই স্বভাবের রীতি। কিন্তু আজ প্রভাতে পদ্মিনীবন্ধু সূর্য্যের উদয় দেখিয়া শ্রীরাধাদি ব্রজ-পদ্মিনীগণ ক্রমশই বিষাদিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং তখন শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গিত হইয়া থাকিলেও, সূর্য্যোদয় ও জটিলাদির আগমন আশঙ্কায় তাঁহাদের মদনাবেশ উপস্থিত হইল না,—যেন কন্দর্পদেব তাঁহাদের দুঃখদর্শনে উন্মনা হইয়াই শর-সন্ধান করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

এইরূপে সকলেই যখন নিকুঞ্জসীমা অতিক্রম করিয়া ব্রজসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন শঙ্কাবশতঃ শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ হইতে সহসা বাহু সরাইয়া লইলেন—কণ্ঠালিঙ্গনের বন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেল, বোধ হইল যেন নিকুঞ্জসীমা পর্য্যন্তই ঔৎসুক্যের অধিকার শেষ, এবং ব্রজসীমা হইতেই শঙ্কার অধিকার আরম্ভ; তাই, এতক্ষণ ঔৎসুক্য-সেনানীর সাহায্যে শ্রীরাধা যে কৃষ্ণভুজাশ্লেষরূপ মহানিধি লাভ করিয়াছেন, এখন ব্রজসীমায় আসিবা মাত্র বলবতী শঙ্কা যেন সহসা

একাধ্বগামিত্বমপি স্ফুটং তয়া, তৌ তর্জ্জয়ন্ত্যেব যদান্বষিধ্যত।
তদা দৃশাং কাতরতা মিথস্তয়োঃ পুরস্থিতা প্রাণসখী ররোদয়ৎ৭০
পৃথক্‌ পদব্যাং পদমেব ধাস্যতো বিধূয়মানস্য যুগস্য কান্তয়োঃ।
ভবদ্বিয়োগপ্রভয়াপি দভ্রয়া বিধূয়মানারুচয়োঽভবন্‌ ক্ষণাৎ ॥৭১॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তর্জ্জয়ন্ত্যা তয়া শঙ্কয়া যদা তয়োরেকাধ্বগামিত্বমপি ন্যষিধ্যত তদা তয়োর্ম্মিথো দৃশাং কাতরতা অগ্রস্থিতাঃ সখীররোদয়ৎ।৭০॥

পৃথক্‌ পদব্যাং পদমেব ধাস্যতোঃ কান্তয়োর্বিধূয়মানস্য যুগস্য বিধোরিবাচরতো মুখদ্বয়স্য রুচয়স্তদানীং প্রাদুর্ভবন্ত্যাঃ। পক্ষে ভবৎ নক্ষত্রস্যেবয়া তয়োর্বিয়োগপ্রভায়া দভ্রয়া অল্পয়াপি করণভূতয়া বিধূয়মানা খণ্ড্যমানা অভবন্‌। নক্ষত্রস্য প্রভয়া দ্বৌ চন্দ্রৌ পরাভূতা বিত্যাশ্চর্য্যম্‌ ॥৭১॥

ঔৎসুক্য-সেনানীকে পরাজিত করিয়া সুলোচনা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ হইতে সেই মহানিধিকে বুঝি বলপূর্ব্বকই বিদূরিত করিয়া দিল ॥ ৬৯ ॥

হায়! হায়! এ বিয়োগ-দৃশ্য দেখিলে যে পাষাণপ্রাণও বিগলিত হয়। নির্ম্মম শঙ্কে! করিলে কি? কেন তমাল-কণ্ঠ হইতে কনক-লতা সরাইলে! চাঁদে চাঁদে এমন অপূর্ব্ব মিলনমাধুরী সহসা কেন ঘুচাইলে—বল বল শঙ্কে! প্রেমিকের নয়নোৎসব কেন ভঙ্গ করিলে? আহা হা! কি মর্ম্মদাহী দৃশ্য! ঐ দেখ বলবতী পাষাণী শঙ্কা, পুনরায় শ্রীরাধাশ্যামকে যেন তর্জ্জন করিয়াই উভয়কে একপথে যাইতেও নিষেধ করিল। উভয়েরই নয়ন-কমল অশ্রুভরাকুল, বিয়োগ-ব্যথায় উভয়েরই প্রাণ ব্যাকুল। তাঁহারা পরস্পর বিষাদমাখা মলিনমুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন—আহা! সে করুণ-দৃষ্টি প্রাণসখীগণকেও কাঁদাইয়া আকুল করিল ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথে পদবিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহাদের বদনচন্দ্র যুগল, বিরহের অল্পমাত্র প্রভায় বিমলিন

যথা মিথঃ স্বান্তমণিপ্রদান-পাত্রীভবন্তাবপি জগ্লতু স্তৌ।
তদা পুনর্যোগবিধৌ তয়োঃ স, প্রেমৈব সাক্ষাৎ প্রতিভূ র্ব্বভূব॥৭২॥
তয়া বিযুক্তং নিভৃতং ব্রজন্তং ব্রজন্তমালিঙ্গ্য তরুণ্যরৌৎসীৎ।
অপাররুক্কাপি যয়াশ্রুপূরে তস্যোক্ষতাধায়ি ধিয়ং ধয়ন্ত্যা ॥৭৩॥

তৌ পরস্পরমনোরূপমণিপ্রদানস্য পাত্রী ভবন্তৌ হর্ষকারণস্য মণিপ্রতিগ্রহস্য উভয়ত্র সত্ত্বেপি যদা জগ্লতুঃ তৌ গ্লানি প্রাপতুস্তদা তয়োঃ পুনর্যোগবিধৌ প্রেমৈব সাক্ষাৎ 'জামিন' ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রতিভূর্ব্বভূব ॥৭২॥

তয়া রাধয়া বিযুক্তমথ চ ব্রজং নিভৃতং যথা স্যাত্তথা ব্রজন্তং গচ্ছন্তং কৃষ্ণমালিঙ্গ্য কাপি অপূর্ব্বা তরুণী যুবতিঃ অরৌৎসীৎ রুদ্ধং চকার। কীদৃশী, অপারা রুক্ কান্তির্যস্যাঃ সা। পক্ষে অপাররুক্ অপারা পীড়া সা এব তরুণী অবলা। তথা চ

হইল। কি আশ্চর্য্য! যেন নক্ষত্রের ক্ষীণপ্রভায় সুনির্ম্মল শারদশশী দু'টি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল ॥ ৭১ ॥ *

তাঁহারা মিলনে পরস্পর হৃদয়মণি লাভ করিয়া যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন, আবার পরস্পর বিরহে—মিলন-সুখ-ভঙ্গে সেইরূপ বিশেষ গ্লানিযুক্ত হইলেন। এই বিষাদভাব দেখিয়াই যেন প্রেম তাঁহাদের পরস্পর পুনরায় মিলন-বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রতিভূ অর্থাৎ জামিনস্বরূপ হইয়া রহিল ॥ ৭২ ॥

শ্রীরাধা-সঙ্গ-হারা হইয়া বিরহ-কাতর শ্যামসুন্দর একাকী ব্রজ-পথে গমন করিতেছেন—নয়নে বিরহের উষ্ণ-অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে—পদে পদে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া পড়িতেছেন, দেখিয়া বোধ হইল

* তথাহিপদ।—"কতহুঁ যতনে দুহুঁ, নিজ নিজ মন্দিরে, বিমনহি করত পয়ান। দুহুঁক নয়ন গল, প্রেমবিচ্ছেদজল, দারুণ দৈব বিহান॥ দেখ রাধামাধব প্রেম। ঐছন ঘটন, কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে, যৈছন লাখবান হেম॥ পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত, কাতর নেহারই মুখ। একই পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, অতএ সো মানিয়ে দুখ॥ তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই, গাওই ও পরসঙ্গ। ভণ রাধামোহন, ঐছে গুণগান, যতনেহ সো রস ভঙ্গ॥ ১২॥

প্রেয়োবিয়োগাতিবলদ্ ব্রণব্রজৈঃ স্বাঙ্গং বিদন্ত্যা নখকেশমাবৃতং।
জগাম চ প্রাহ চ সা স্খলৎপদং, বিলম্বমানালি-করাবলম্বিনী ॥৭৪॥

বিচ্ছেদজন্যপীড়াক্রান্তঃ স কৃষ্ণো গন্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। যয়া পীড়য়া তস্য কৃষ্ণস্য অশ্রুপ্রবাহে উষ্ণতা যথাপি আনন্দাশ্রূণি শীতত্বং পীড়াজন্যে অশ্রূণি উষ্ণত্বমিতি প্রসিদ্ধিঃ। পীড়য়া কীদৃশ্যা, তস্য ধিয়ং বুদ্ধিং ধয়ন্ত্যা পতন্মুখং কুর্ব্বন্ত্যা ইত্যন্য তরুণ্যাপেক্ষয়া অপূর্ব্বত্বম্ ॥৭৩॥

প্রেয়সঃ কৃষ্ণস্য বিয়োগস্বরূপৈর্বা তবলবদ্ব্রণসমূহৈর্বৃতং নখকেশপর্য্যন্তং স্বাঙ্গং বিদন্তি। সা রাধা স্খলৎপদং চরণং যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা জগাম এবং স্খলৎ সুপতিতং পদং যথা স্যাত্তথা প্রাহ চ কথম্ভূতা যূথেশ্বর্য্যা মন্দগমনানুরোধেন যা বিলম্বমানা আলী তস্যাঃ করাবলম্বিনী ॥৭৪॥

যেন বিরহপীড়ারূপা এক অপূর্ব্ব কান্তিময়ী রমণী তাঁহাকে পথিমধ্যে একাকী পাইয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার নয়নের অশ্রুপ্রবাহে উষ্ণতা জন্মাইয়া দৃষ্টিরোধ করিতেছে ও বুদ্ধিকেও ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখ করিতেছে; এই জন্যই যেন তিনি ব্রজপথে ভাল চলিতে পারিতেছেন না ॥ ৭৩ ॥

এদিকে শ্রীরাধাও কৃষ্ণসঙ্গ-হারা হইয়া উৎকট বিরহ-ব্রণে যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—এমন কি কেশ-নখ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অনৈক প্রিয়সখীর বিলম্বমান করাবলম্বন করিয়া পুনঃপুন স্খলিতচরণে গমন করিতে করিতে কহিলেন॥৭৪॥†

---

† তথাহি পদ।—বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ। গর গর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥ দুহু মনে মন্মথজ জাগে রহ। তিল বিচরণ নহে কেহ কাহ॥ নিশবদে শুতল নিন্দ নাহি ভায়। বিয়োগ-বিয়াধি বিথারল গায়॥ দুহুঁক দুলহ লেহ দুহু ভাল জান। দুহু জন মিলনে মধ্যস্থ পাঁচ-বাণ॥ রায় শেখর জানে ইহ রসরঙ্গ। পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ॥ পঃ কঃ

সখ্যোঽঞ্জসা কিং কুরুথা সমঞ্জসং যস্মাং বিপন্নাং নয়থব্রজান্তিকং।
শ্বশ্রূনিকে তান্ধতমানুরোধন-দ্রোহাতুরাং হন্ত পুনর্বিধাস্যথ ॥৭৫॥
নিঃসার্য্য গেহাল্ললিতেঽধুনৈব মাং প্রবেশয়স্যপ্যধুনৈব তৎ পুনঃ।
কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গামৃতসিন্ধুমজ্জন-প্রলোভনৈর্দ্য বৃথা কৃতা ত্বয়া ॥৭৬॥

হে সখ্যঃ! যূয়ং কিং অসমঞ্জসং কুরুথ, যস্মাৎ বিপদ্গ্রস্তাং মাং ব্রজান্তিকং নয়থ, শ্বশ্রূগ্রহরূপো যোঽন্ধতমান্ধঃ নিবিড়ান্ধকারযুক্তঃ কূপস্তত্ররোধনরূপদ্রোহেণ পুনর্মাং আতুরাং বিধাস্যথ করিষ্যথ ॥৭৫॥

হে ললিতে! অধুনৈব গেহান্নিঃসার্য্য পুনরধুনৈব মাং প্রবেশয়সি ॥৭৬॥

সখীগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? আমি কান্ত-বিরহে এখন কিরূপ বিপন্না, তাহা ত বুঝিতেছ, এরূপ অবস্থায় আমাকে ব্রজে লইয়া যাওয়া কি তোমাদের ভাল কায হইতেছে? একে ত বিধাতা কান্ত-সুখসঙ্গ ভঙ্গ করিয়া আমাকে মহাবিপদ্গ্রস্তা করিয়াছেন। হায়! তোমরা আমার প্রিয়সখী হইয়া কেন এক্ষণে আবার শ্বশ্রূ-গৃহরূপ নিবিড় অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া আমার দ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? ॥ ৭৫ ॥

শ্রীরাধার আবেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। বিরহের তীব্র উত্তেজনায় রজনীর সমস্ত বিলাস-কৌতুক বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া গেল, যেন রসিকেন্দ্রের সহিত তাঁহার আদৌ মিলন-সংঘটন হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীরাধা ভাব-গদগদকণ্ঠে কহিলেন—"সখি! ললিতে! তুমি আমাকে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অমৃত-সাগরে অবগাহনের প্রলোভন দেখাইয়া * এই মাত্র গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিলে, হায়! আবার এখনই আমায় গৃহে লইয়া যাইতেছে কেন? কই সখি! আমায় সে অমৃত-সাগরে অবগাহন করাইলে কই! তোমার ঐ প্রলোভনবাক্য যে আজ বৃথা হইয়া গেল" ॥ ৭৬ ॥

* তথাহি পদ। "চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী। হেরই হরিমুখ অলস-বিলোচনে, চেতন রতন চোরাওলি গোরী॥ ধ্রু॥ শ্যামর বদন, শ্যাম ঘন চুম্বনে, প্রাতর মধুর শশধর কাঁতি।

অস্তাচলং যন্নধুনা ব্যলোকি যঃ স তিগ্মরশ্মিঃ সখি পূর্ব্বপর্ব্বতং।
আরোঢুমাকাঙ্ক্ষতি কিং বিভাবরী খপুষ্পতামদ্যতনী জগাম কিং৭৭
ধিঙ্মে শ্রুতিং ধিগ্রসনাং দৃশঞ্চ ধিক্ সদাতনৌৎকণ্ঠ্যভরজ্বরাতুরাং।
প্রাপুর্ন পাতুং লবমপ্যমুষ্য যাঃ সৌন্দর্য্যসৌরস্য স্বরূপতামৃতম্৭৮।

সন্ধ্যাসময়ে অস্তাচলগতং সূর্য্যং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বমভিসারং কৃতবত্যা রাধায়া অনুরাগাতিশয়েন রাত্রিং বিস্মৃত্যাধুনা প্রাতঃ সময়ে উদয়পর্ব্বতগতং সূর্য্যমবলোক্য সন্দেহমাহ। হে সখি! অস্তাচলং যদ্‌গচ্ছন্ যত্তিগ্মরশ্মিঃ সূর্য্যং অধুনৈব ময়া ব্যলোকি স এব সূর্য্যঃ কিং অধুনৈব পূর্ব্বপর্ব্বতং আরোঢু মাকাঙ্ক্ষতি? বিভাবরী রাত্রিঃ॥ ৭৭॥

ঔৎকণ্ঠ্যাতিশয়রূপজ্বরেণাতুরাং মম শ্রুতিং রসনাং দৃশঞ্চ ধিক্, যতো যাঃ শ্রুত্যাদয়ঃ অমুষ্য কৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যেত্যাদি॥ ৭৮॥

শ্রীরাধা প্রেমাস্পদের সহিত প্রেম-কৌতুকে সমস্ত রজনী যাপন করিয়াছেন, তথাপি সে রাত্রির কথা যেন এখন কিছুই স্মরণ নাই। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই, পদে পদে ভ্রান্তি ঘটাইয়া নব নব রসলালসায় পিপাসা বাড়ানই উহার কাজ। শ্রীরাধা আকুলপ্রাণে আবার কহিলেন—"সখি! এই না কিছু আগে সন্ধ্যাসময়ে আমি সূর্য্য দেবকে অস্তাচলগত দেখিলাম, দেখ দেখ, সেই কিরণমালী ইতিমধ্যেই আবার পূর্ব্বশৈলে উদিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। তবে কি আজ বিভাবরী আকাশ-কুসুমের মত হইল—রাত্রি কি আদৌ হয় নাই॥ ৭৭॥

হায়! সখি! আজ আমার এই উৎকণ্ঠা জ্বরাকুল পিপাসিত নয়ন যখন সেই শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্যামৃতের লেশমাত্রও পান করিতে পাইল না, তখন এ নয়নে ধিক্! ধিক্ আমার রসনায়, যখন তাঁহার সৌরস্য-

চম্পকমাল, ললিত করে বারই, পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি॥ বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত, নখ-পদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি। পীতবসনে চমকি তনু ঝাঁপই রস আবেশে চলু চলই না পারি॥ লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরী, সচকিত লোচনে দশদিক চাহি। গোবিন্দ দাস কহই, যিনি গুরুজন জানই, চলহ ধাবনে ধন যাই॥ পঃ কঃ

নির্ব্বেদপদ্ধতিমপীপঠদেব পূর্ব্বং
যোগোঽধুনা তু সরলে ভবতীং বিয়োগঃ।
আদ্যোচ্যুতামৃতমদর্শয়দর্থমস্যা
অন্যোঽনুভাবয়তি হা কটুকালকূটম্ ॥ ৭১ ॥

ললিতা প্রত্যুত্তরমাহ। পূর্ব্বরাত্রৌ যোগঃ সম্ভোগঃ ত্বাং নির্ব্বেদপদ্ধতিং ধর্ম্মো-ল্লঙ্ঘনাৎ বেদরহিতাং বীথীং অপীপঠৎ পাঠয়ামাস। অধুনা তু হে সরলে! রাধে। বিয়োগো বিপ্রলম্ভঃ নির্ব্বেদপদ্ধতিং মম শ্রুতিং নেত্রং ধিগিত্যাকারকাত্মধিক্কার-পদ্ধতিং ভবতীং অপীপঠৎ,তয়োর্ম্মধ্যে আদ্যো যোগঃ অস্যাঃ নির্ব্বেদঃ পদ্ধতে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপাত্মমৃতস্বরূপং অর্থং অদর্শয়ৎ, অন্যো বিয়োগঃ তস্যাঃ পদ্ধতেরর্থং কালকূটং বিষং অদর্শয়ৎ। বিপ্রলম্ভস্য কালকূটবদেব পীড়কত্বাৎ। পক্ষে যোগো অষ্টাঙ্গঃ নির্ব্বেদ-পদ্ধতিং বেদবৈমুখ্যপদ্ধতিং। অষ্টাঙ্গযোগপক্ষে চ্যুতিরহিতং মোক্ষং অদ-র্শয়ৎ। যোগভ্রংশপক্ষে কালকূটং মৃত্যুসমূহং। "কালো দণ্ডধর" ইত্যমরঃ ॥৭১॥

সুধার কণামাত্রও আস্বাদন করিতে পাইল না, হায়! আবার যখন তাঁহার বচনামৃতের একটী কণিকারও আস্বাদ পাইবার সুযোগ ঘটিল না, তখন এমন শ্রবণেও শত ধিক!" ॥ ৭৮ ॥

প্রেমময়ীর এই অপূর্ব্ব আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সখীগণ বাস্ত-বিকই বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইলেন। তখন ললিতা শ্রীরাধার সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সরলে! এত শীঘ্র রজনী-বিলাসের কথা ভুলিয়া গেলে? অদ্য রজনীতে প্রথমতঃ যোগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সহ সম্ভোগ তোমাকে নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ ধর্ম্ম-উল্ল-ঙ্ঘনজন্য বেদ-বিরহিতপদ্ধতি পাঠ করাইয়াছে, সুতরাং তুমি সে সময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-বচনামৃত প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছ, সম্প্রতি বিয়োগ বা বিপ্রলম্ভ আবার তোমাকে এই নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ আত্মধিক্কারপদ্ধতি পাঠ করাইতেছে, এই জন্যই তুমি প্রাণে প্রাণে বিরহের মর্ম্মন্তুদ বিষদাহ অনুভব করিয়া ব্যথিত হইতেছ। ফলতঃ অষ্টাঙ্গযোগ যেমন সাধকদিগকে নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ আত্মধিক্কার পদ্ধতি বা বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় ও শেষে অচ্যুতানন্দ

ইত্থং সখী গিরমপি প্রতিবোদ্ধুমেষা
নৈবানুরাগপরভাগবতী শশাক।
তাভির্বৃতা ব্রজজনৈরবিলোকিতৈব
বেশ্ম প্রবিশ্য নিজতল্পমথাধ্যশেতে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে প্রাভাতিক-
চরিতাস্বাদনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

এষা রাধা ইত্থং সখ্যাগিরং বোদ্ধুমপি ন শশাক। যতঃ অনুরাগস্য পরভাগঃ উৎকর্ষঃ তথা চাতিশ্রীকৃষ্ণানুরাগবতীত্যর্থঃ। তল্পমধ্যে শেতে ইতি অধিশীঙ্ স্থাসাং কর্ম ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ অখণ্ড মোক্ষামৃত পান করাইয়া থাকে এবং বিয়োগ বা যোগভ্রংশ যেরূপ বেদ-বৈমুখ্যরীতি শিক্ষা দেয় ও শেষে কালকূট অর্থাৎ মৃত্যু পর্যান্ত ঘটায়, সেইরূপ আজ রজনীতে তুমি প্রথমতঃ যোগে—সম্ভোগে অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণ-সঙ্গে সুখানুভব করিয়াছ এবং সম্প্রতি বিয়োগে বিপ্রলম্ভে এই দারুণ বিষের জ্বালা অনুভব করিতেছ ॥ ৭৯ ॥

ললিতার এই কূট বাগ্বিলাস পরম অনুরাগবতী শ্রীরাধার কর্ণগত হইলেও চিত্তের বিক্ষোভ বশতঃ বোধগম্য হইল না। অনন্তর সখীগণে পরিবৃতা হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্রজবাসিজনের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয্যার উপর রসালসভরে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৮০ ॥ *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে প্রাভাতিক-লীলাস্বাদন নাম দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

---

* তথাহি পদ। নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান। শয়ন করল পুন কোই না জান ॥ অকপট প্রেমক বন্ধ। গুরুজন সকল নয়ন কর অন্ধ ॥ প্রাতর উচিত করণ করু রাই। তেজল বিলাসত বসন তনু নাই ॥ নিজমন্দিরে ধনি বৈঠলি সখী মেলি। কহতহিঁ পিয়াগুণ রজনীক কেলি ॥ ভাবে অবশ ধনি পুলকিত অঙ্গ। গদগদ কহে কত বচন বিভঙ্গ ॥ নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর। সামে হিগুল সব অরুণিম চীর ॥ কত কত ভাব বিথার রাই। কহিতে না পারে ধনি প্রেম অবগাহ ॥ বৈরয ধরি ধনি কহয়ে বিলাস। প্রেম অনুরূপ কহই কানুদাস ॥ পঃ কঃ

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষঃ পুপুষুঃ স্বভা স্ত-
নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণেন দাস্যঃ।
প্রাপ্ত স্ব নাম-মনুরক্তিরতা স্তয়ো র্যাঃ
শ্রীরূপমঞ্জরি-সমান-গুণাভিধানাঃ ॥ ১ ॥

কিঙ্করাণাং পরিচর্য্যাং বর্ণয়িতুমাদৌ তা এব বর্ণয়তি, দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং। স্নাতানুলিপ্ত বপুষো দাস্যঃ তস্যা রাধায়া নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণেন স্বভাসঃ স্বকান্তীঃ পুপুষুঃ, যা দাস্যঃ স্বস্য কামং কামনাং প্রাপ্ত তাভ্যাং তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরনুরক্তৌ রতা, কথম্ভূতা ? যথা আসাং শ্রেয়ো মঞ্জরী রূপস্য মঞ্জরী তথৈব তৎসমানা এব গুণাভিধানানি যাসাং তথা চাসাং শোভারূপানুরূপা এব গুণাস্থা ইত্যর্থঃ। পক্ষে শ্রীরূপমঞ্জরী সমানা গুণা অভিধানানি নামানি যাসাং, নামসাম্যং মঞ্জরীত্যাংশেন ॥ ১ ॥

রসোদ্গার। *

প্রভাত-রবির রক্তিমরাগে পূর্ব্বাকাশ অরুণিম হইয়াছে, বিলাসিনী-মণি শ্রীরাধা তখনও নিজ-মন্দিরে নিদ্রাভিভূতা। এদিকে সেবাপরা

---

* রসোদ্গার।—সম্ভোগলীলার পর কেলিকুঞ্জের বিলাস-বৈভবের বিষয় প্রিয়জনের নিকট অনুরাগের সহিত প্রকটনের নাম রসোদ্গার। সুতরাং ইহাও একটী লীলারস-বিশেষ। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই রসোদ্গার সূচিত হয়। সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ এই চারি প্রকার সম্ভোগের পর রসোদ্গারও ৪ চারি প্রকার। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাস নিত্যাভিনব এবং প্রত্যেক মহাজনই ভিন্ন ভিন্ন দিনের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীগ্রন্থের অষ্টকালীয় লীলারস-বর্ণনার সহিত শ্রীমহাজনী-পদাবলীর অবিকল সামঞ্জস্য থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। তথাপি লীলার প্রসার-পরিপাটীর প্রকারান্তর প্রদর্শন উদ্দেশে মহাজনী পদাবলী উদ্ধৃত করা দোষাবহ না হইয়া, বরং লীলারসলোলুপ পাঠকগণের পরম প্রীতিপ্রদই হইবে। এই লীলার প্রকারান্তর বর্ণনা। যথা—তদুচিত গৌরচন্দ্র—

"আরে মোর গোর কিশোর। রজনীবিলাস-রসে বিভোর ॥

কিঙ্করীগণ [১] শ্রীরাধার জাগরণের পূর্ব্বেই স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্বারা নিজতনু অনুলিপ্ত করিলেন এবং শ্রীরাধার নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য-প্রভাকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ইঁহারা আত্মসুখময়ী সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধাশ্যামের পরিচর্য্যা ব্যাপারেই নিরন্তর অনুরাগবতী। এই প্রিয়কিঙ্করীগণের শ্রী ও রূপের মঞ্জরী অর্থাৎ শোভা-সৌন্দর্য্যের মাধুরী শ্রীরাধার অনুরূপা এবং শ্রীরাধার মাধুরীগুণানুসারেই ইঁহাদের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শোভা ও রূপের অনুরূপ ইহাদের নাম-গুণাদিও বুঝিতে হইবে।

কহইতে গদগদ কহই না পারে। নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমানন্দে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান। কহই সরস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে প্রভু চৌদিকে নেহারে। চতুর ভকতগণ পুছে বারেবারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়। এ রাধামোহন পহুঁ গোরাগুণ গায়॥
(পঃ কঃ)

পুনশ্চ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু।
পুরব প্রেমরস কহত মধু॥ধ্রু॥
ভাবে গদগদ আধ আধ বাণী। অমিয়ার সার ঘন যনু খানি খানি॥
পুলকে পূরল তনু পিরীতি রসে। ঝাঁপই বসন বিবশে পুনঃ খসে॥
আনন্দজলে ডুবে নয়নরাতা। রাধামোহন দাসের শরণদাতা॥

অথ জাগরণ।— তদুচিত গৌরচন্দ্র। যথা—

"ও মোর জীবন, সরবস ধন, সোণার নিমাই চাঁদ।
আধ তিল খণ, ও চাঁদবদন না দেখি পরাণ কাঁদে॥
অরুণ কিরণ, হৈল পরসন্ন, এখনো শয়ন সনে।
বাহির হইয়া মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদগদ কথা, কহি শচীমাতা, হাতবুলাইয়া গায়।
শুনি গৌর হরি, অলস সম্বরি, উঠিয়া দেখয়ে মায়॥
পাখালি বদন, করিলা গমন, সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস, চিরদিনে আশ, দেখিতে ও সব রঙ্গে॥"

১ সখীগণ নিজপুরে করিল সিনান। বেশ ভূষণ সব করি নিরমাণ॥ গৃহ নিজ কাজ সমাপন

তা বিদ্যুদ্দ্যুতি-জয়ি-প্রপদৈকরেখা
বৈদগ্ধ্য এব কিল মূর্ত্তিভৃত স্তথাপি।
যূথেশ্বরীত্বমপি সম্যগরোচয়িত্বা
দাস্যামৃতাব্ধিমনুসস্নুরজস্রমস্যাঃ ॥ ২ ॥

বিদ্যুতাং উৎকৃষ্টদ্যুতিং জেতুং শীলং যস্যা স্তথাভূতা প্রপদস্য পাদাগ্রস্য এক-রেখাপি যাসাং, এবম্ভূতা অথ চ মূর্ত্তা বৈদগ্ধ্য এব তা দাস্যোঽপি যদ্যপি যূথেশ্বরীত্ব এব যোগ্যা স্তথাপি যূথেশ্বরীত্বং সম্যগ্‌রুচিবিষয় মকৃত্বা অস্যা রাধায়াঃ দাস্যা-মৃতাব্ধৌ অজস্রং সস্নুঃ স্নানং চক্রু ॥ ২ ॥

পক্ষান্তরে ইহাঁদের নাম ও গুণাবলী শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী শ্রীরূপ-মঞ্জরীর অনুরূপ। এস্থলে মঞ্জরীয়াংশেই নামের সাম্য কথিত হইয়াছে ॥১॥

অতএব এই প্রিয়কিঙ্করীগণের সীমাহীন শোভাসৌন্দর্য্য বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয়। তাঁহাদের পাদাগ্রের একএকটী রেখা বিদ্যুতের উৎকৃষ্ট দ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহারা মুর্ত্তিমতী বৈদগ্ধ্যস্বরূ-পিণী এবং যদিও প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী হইবার উপযুক্তা, তথাপি তাঁহারা কেহই সেই যূথেশ্বরীত্ব লাভের জন্য ক্ষণমাত্রও রুচি প্রকাশ করেন না। এইরূপ সখ্যাভিমানে সম্যক্ অরুচিবশতঃই তাঁহারা শ্রীরাধার দাস্যামৃত সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন ॥২॥

কেল। রাইকো মন্দিরে তুরিতহিঁ গেল॥ হেরল শশিমুখী শয়নক মাঝ। তুরিতহিঁ লেয়ল শয়নক সাজ॥ আনন্দমন্দিরে আনলি রাই। মুখশোধন লই দাসী যোগাই॥ রতন পীঠোপরি বৈঠল যাই। হাসি হাসি মুখখানি পাখালয়ে তাই॥ মাজল দশন সুরঙ্গিম কাঁতি। উজোরল কুন্দ মুকোরক পাঁতি॥ শোধন রসনা-শোধনী করি হাত। উজলিত জনু দল কমলক পাত॥ শীতল সুবাসিক কজ্জল করে নেল। গণ্ডদে পুনঃ পুন শোধন কেল॥ মুখানি মুছিয়া পুন েজলি বাস। সখী সঙ্গে বৈঠল আনন্দে ভাষ॥ কত কত কৌতুক হাস পরিহাস। মাধব আনন্দ-সাগরে ভাস। (পঃ কঃ)

শ্বশ্রূ-পুরান্তরগতোত্তর-পার্শ্ববর্ত্তি-
ভ্রাজিষ্ণুধাম বরশিল্পকলৈকধাম ।
তাতেন বৎসলতয়া বৃষভানুনৈব
নির্ম্মাপিতং তদুপমাপি তদেব নান্যৎ ॥ ৩ ॥

কিঙ্করী বর্ণয়িত্বা অধুনা তাসাং সর্ব্বোপযোগি-রাধাগৃহাদিকং বর্ণয়তি। শ্বশ্রূ জটিলা তস্যা অন্তঃপুরগতং অথ চান্তঃপুরস্থোত্তরপার্শ্ববর্ত্তি যৎ ভ্রাজিষ্ণুধাম, রাধায়াঃ শ্বশুরবাসস্থানং তৎ বৃষভানুনা তাতেন বৎসলতয়া হেতুভূতয়া নির্ম্মাপিতং। কীদৃশং ? শ্রেষ্ঠশিল্পঃ বৈদগ্ধ্যস্যৈকাস্পদম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধার সুরম্য প্রাসাদ এই সেবাপরা কিঙ্করীগণের (ক) সকল বিষয়েই উপযোগী। এক্ষণে সেই প্রাসাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিবৃত হইতেছে। শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলার অন্তঃপুরের উত্তর পার্শ্বে যে এক দীপ্তিশালিনী অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, উহাই শ্রীরাধার বাস

(ক) এই সেবাপরা কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী। ইঁহারা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা হইয়া সখ্যাভিমান পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহাদের অপর নাম মঞ্জরীযূথ বা সেবাপরা সখী। (৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সাধনামৃতচন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে, যথা—

"শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রসকথা-চাতুরী-চিত্রদক্ষা,
সেবা-সন্তর্পিতাশাঃ স্বসুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণ করুণাপূর্ণ মাধ্বীকসারাঃ।
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়াঃ ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরায়াঃ ॥

পুনশ্চ—

"তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভিঃ
বৃন্দারণ্যমহেশ্বরী প্রিয়তয়া যাঃ সন্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কুচিতা ভূমিকাঃ
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখা স্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥"

আবার "বৈষ্ণবাচার দর্পণেও" কথিত হইয়াছে—

"লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী।
ভানুমঞ্জরিকা শ্রেষ্ঠা রসমঞ্জরিকা বরা ॥

স্থূণা প্রঘানা পটলাঙ্গনা তোরণালী
গোপানসী-বিবিধ-কোষ্ঠ-কবাটবেদ্যঃ।
রাজন্তি যত্র মণিদীপততি-প্রদীপ্ত-
বৈচিত্র্য-নির্ম্মিত-জনেক্ষণ-চিত্রভাবাঃ ॥ ৪ ॥

যত্র বাসস্থানে স্থূণাদয়ো রাজন্তে, স্থূণা 'থাম' ইতি প্রসিদ্ধা প্রঘানা পরচ্ছাতি ইতি, 'ছজ্জা' ইতি প্রসিদ্ধা। পটলং ছাতি ইতি প্রসিদ্ধং। অঙ্গনং 'আঙ্গিনা' ইতি প্রসিদ্ধং। তোরণালী বহির্দ্বারশ্রেণী। গোপানসী 'পণ্ড' ইতি প্রসিদ্ধা। কোষ্ঠঃ 'কোঠা' ইতি প্রসিদ্ধঃ। কপাটং 'কবাট' ইতি প্রসিদ্ধং। এতে কথম্ভূতা, মণি-প্রদীপসমূহেন প্রদীপ্তং যদ্বৈচিত্র্যং নানাবিধা চিত্রবত্তাং। তেন নির্ম্মিতো জনানাং ঈক্ষণস্য আশ্চর্য্য ভাবো যাসাং। শ্লেষেণ চিত্রভাবো বিচিত্রাত্মকতা নারায়ণস্য ভজনাদেব সারূপ্য প্রাপ্তেঃ স্বনিষ্ঠ অস্য তু দর্শনাদেব জড়তারূপ চিত্রভাব-প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। অতো নারায়ণাদপি গৃহস্থিত-বৈচিত্র্যস্যোৎকর্ষং সিদ্ধঃ ॥ ৪ ॥

ভবন *। উহাতে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্প-চাতুর্য্যের সমাবেশ আছে। শ্রীরাধার পিতা শ্রীবৃষভানুরাজ অতিশয় স্নেহবশতঃ কন্যার স্বতন্ত্রভাবে বাসের নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই নিরুপম অট্টালিকার উপমা জগতে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৩ ॥

এই অট্টালিকার মধ্যে বহুতর স্তম্ভ, অলিন্দ, ছাদ, অঙ্গন, বহির্দ্বার-শ্রেণী, গোপানসী (বালককাঠ) বিবিধ প্রকোষ্ঠ, কপাট ও বেদী

মঞ্জুলালি মঞ্জরী চ বিলাসমঞ্জরী তথা।
কস্তুরী মঞ্জরাকাদ্যা রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ ॥"

* যাবটে শ্বশুরালয়ে শ্রীরাধার গৃহের নাম "কন্দর্প-কৌতুক কুঞ্জ।" উদ্যানের নাম "কন্দর্প কুহলী"। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এই সুন্দর সৌধ নির্ম্মিত। যথা—

কন্দর্পকৌতুকং কুঞ্জং গৃহমস্যাস্তু যাবটে।"

বৈষ্ণবাচার দর্পণং।

"কন্দর্পকুহলী" নাম বাটিকা পুষ্পভূষিতা।"

কৃষ্ণগণোদ্দেশঃ।

যত্রেন্দ্রনীলমণিভূর্বলভী ঘনাভা
হংসালিরপ্যুপরি রাজতি রাজতী সা।
যে বীক্ষ্য বন্ধুরিপু-ভাগভৃতো বিতত্য
সঙ্কোচয়ন্তি শিখিনঃ স্ব-শিখণ্ড-পংক্তীঃ ॥ ৫ ॥

যত্র বাসস্থানে ইন্দ্রনীলমণিনা উৎপত্তির্যস্যা এবম্ভূতা কোষ্ঠাদীনাং সর্বোপরি দেশে রাজতী রজতনির্ম্মিতা হংসশ্রেণী রাজতি। যে বলভী হংসশ্রেণ্যৌ বীক্ষ্য বন্ধু-রিপু-ভাগভৃতঃ শিখণ্ডিনঃ ময়ূরাঃ শিখণ্ডস্য পুচ্ছস্য পংক্তোঃ আদৌ মেঘতুল্য বলভীরূপা বন্ধুদর্শনেন হর্ষাদিতত্যা বিস্তার্য্য পশ্চাত্তদানীমেব স্বশত্রোর্হংসস্য দর্শনেন ভয়াৎ সঙ্কোচয়ন্তি ॥ ৫ ॥

বিরাজিত আছে, তাহাতে মণিদীপাবলীর উজ্জ্বলপ্রভা প্রতিবিম্বিত হইয়া এমন নানাবিধ চিত্র-বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়াছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে কেহই আর নয়ন ফিরাইতে সমর্থ হয় না। নয়ন যেন বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পটাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীনারায়ণের ভজনায় যদি সারূপ্য লাভ ঘটে, তবেই লোকের এই বৈচিত্র্যভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রীরাধার অট্টালিকা দর্শনমাত্রেই জড়তারূপ বৈচিত্র্যভাব উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধার বাসভবনস্থিত বৈচিত্র্যের উৎকর্ষ ধ্বনিত হইল ॥৪॥

এই সুরম্য-ভবনোপরি ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত যে চূড়াগৃহ বিদ্যমান আছে, তাহার শিখরদেশে রজত-নির্ম্মিত হংসশ্রেণী শোভা পাইতেছে, মরি মরি! দেখিলে মনে হয়, শ্যামশোভন নবঘনের কোলে শুভ্র বলাকাপংক্তি বিরাজিত রহিয়াছে। তাই, ময়ুর সকল সেই চূড়াগৃহকে স্বীয়বন্ধু নবজলধর বোধে হর্ষভরে একবার পুচ্ছ বিস্তার করিতেছে, আবার পরক্ষণেই তদুপরিস্থ সেই রজতময় হংসশ্রেণী দেখিয়া নিজ শত্রুবোধে শঙ্কায় পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! ॥ ৫ ॥

তত্রোপবেশ-শয়নাশনভূষণাদি-
বেদীর্বিমৃজ্য পরিলিপ্য বিশোষ্য তা স্তাঃ।
আস্তীর্য্য রাঙ্কবমুপর্য্যুপযুক্তমুক্ত-
মুল্লোচমুন্নতমুদো মিলিতা ববন্ধুঃ॥ ৬॥

তাসাং কিঙ্করীণাং সেবামাহ। তত্র গৃহমধ্যে বিশোষ্যেতি বস্ত্রেণ। রাঙ্কবং মৃগলোমনির্ম্মিতকোমলাসনম্ আস্তীর্য্য তস্থ উপরিদেশ উপযুক্তা মুক্তা যত্র এবম্ভূতং উল্লোচ 'চান্দোয়া' ইতি প্রসিদ্ধং চন্দ্রাতপং। উন্নতমুদঃ তা দাস্যঃ মিলিতাঃ সত্যঃ ববন্ধুঃ তদ্বন্ধনৈকাপেক্ষয়া মিলিতাঃ॥ ৬॥

এই রমণীয় প্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠে তখন শ্রীরাধার প্রিয়-কিঙ্করীগণ প্রভাতকালোচিত স্ব স্ব সেবা কার্য্যে (†) ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা শ্রীরাধার উপবেশন, শয়ন, ভোজন ও ভূষণাদির বেদী সকল মার্জ্জন পূর্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা পরিলিপ্ত করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা তাহার জলশোষণ করিয়া তদুপরি রাঙ্কব নামক মৃগলোমজাত সুকোমল আসন বিছাইয়া দিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই আসনের ঊর্দ্ধদেশে মুক্তার ঝালরযুক্ত বিচিত্র চন্দ্রাতপ বন্ধন করিলেন॥ ৬॥

(†) তথাহি পদ।—নিশি অবসানে, সব দাসীগণে, সত্বরে করয়ে কাজ। বেশের মন্দির, মাজল সুন্দর, রাখল বেশের সাজ। কি না সে দাসীর রীত। জানিয়া মরম, করয়ে করম, যাহাতে আপন জিত॥ দশন মাজনী, রসনা-শোধনী, থুইল থালিতে ভরি। মুখ পাখালিতে সিনান করিতে, বেদিক উপরে ধরি॥ গামছা কাচিয়া, নির্জ্জল করিয়া, রাখল পৃথক্ করি। এ তৈল আমলা, আনল শ্যামলা, বিনিয়া বিনিয়া ভরি॥ উবটন করি, কণকমঞ্জরী, আনল রাইর তরে। মঞ্জরী রতন, করিয়া যতন, আনল সিনান চারে॥ গুণবতী তাথ, কর্পূর মালতী, সুগন্ধি সলিল করি। বিবি অগোচর, নানা উপহার, থালিতে থালিতে ভরি॥ বিচিত্র বসন তাহাতে ঢাকনি, করল পরম হেলে। রাইয়ের পাত্রেতে, রাখল গোপতে, যেন আন নাহি দেখে॥ কর্পূর তাম্বুল, আদি শীত জল, শেষের শয়ন করে। সে পীতবসন, জানিয়া তখন, আপন আশ্রমে ধরে॥ (পদক:)

একা মমার্জ্জ মণিকাঞ্চনভাজনানি
কাচিৎ পয়ঃ সময়যোগ্যমুপানিনায়।
চিত্রাংশুকা-পিহিতরত্ন-চতুষ্কিকায়া-
মালম্বনীয় মদধাদপরোপবর্হম্ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বেদ্যুরংশুক মণিময়ভূষণানি
মৃষ্টানি যত্র নিহিতান্যথ সম্পুটং তৎ।
উচ্চৈঝণদ্বলয়রাজি সমুদ্ঘটয্য
কাচিজ্জঘর্ষ বিধু-কুঙ্কুম-চন্দনানি ॥ ৮ ॥

সময়যোগ্যঞ্চ পয় ইতি গ্রীষ্মে শীতলং শীতে উষ্ণজলমিত্যর্থঃ। চিত্রবস্ত্রেণাচ্ছাদিতরত্ন-চতুষ্কিকায়াং 'তাকিয়া' ইতি প্রসিদ্ধং আলম্বনীয়োপবর্হং অপরা কিঙ্করী অদধাৎ ॥ ৭ ॥

কাচিৎ পূর্ব্বদিবসে মৃষ্টানি বস্ত্র-মণিময়ভূষণানি নিহিতানি যত্র, এবম্ভূতং তৎ সম্পুটং উদ্ঘটয্য ঝণন্তী বলয়শ্রেণী যত্র এবম্ভূতং যথাস্যাত্তথেতি উদ্ঘটনক্রিয়াবিশেষণং কুঙ্কুমাদীনি জঘর্ষ। সর্ব্বাদৌ পেটিকোদ্ঘটনঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারাদি দর্শনার্থং। তাসাং স্বভাব এব ॥ ৮ ॥

তারপর একজন কিঙ্করী মণি-কাঞ্চনের পাত্র সকল লইয়া মার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর একজন গ্রীষ্মে শীতল,— শীতে উষ্ণ— এরূপ সময়োপযোগী সুনির্ম্মল সলিল আনয়ন করিলেন। আর একজন কিঙ্করী বিচিত্র-বসনাবৃত রত্ন-চৌকীর উপর সুকোমল পৃষ্ঠোপাধান (তাকিয়া) বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর আর একজন কিঙ্করী পূর্ব্ব দিবসে দিব্য বসন ও মণিময়-ভূষণনিচয় সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া যে সম্পুট মধ্যে রাখিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে সেই রত্ন-সম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া বসন-ভূষণগুলি দেখিলেন। পরে কর্পূর-কুঙ্কুম ও চন্দন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন তৎকালে তাঁহাদের বাহুবল্লরী-শোভিত-বলয়রাজি সশব্দে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে

অন্যা ব্যধত্ত সুমনাঃ সুমনোভিরেব
চিত্রৈঃ কিরীট-কটকাঙ্গদ-হার-কাঞ্চীঃ।
জাতী-লবঙ্গ-খদিরাদিভিরজ্যমানাঃ
কাশ্চিদ্ববন্ধ সুরসাঃ ফণিবাল্লবীটীঃ ॥ ৯ ॥
অত্রান্তরে প্রতিদিশং দধিমন্থনোত্থ-
রাবৈ রবায়িত মহোসুরবেদ-ঘোষৈঃ।
হম্বা ধ্বনি ব্যতিবিধান মিথোঽববধায়ি
ধেন্বালিতর্ণকঘণং বলদন্তরায়ৈঃ ॥ ১০ ॥

শোভনমনা অন্যা চিত্রৈঃ সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ কিরীটবলয়াদীন্ ব্যধত্ত। অঙ্গদ 'বাজুবন্ধ' ইতি প্রসিদ্ধঃ। ফণীবল্লীবীটীঃ পর্ণনির্মিতবীটিকাঃ ॥ ৯ ॥

অত্রান্তরে প্রাতঃকালরূপাবসরে প্রতিদিশং দধিমন্থনোত্থশব্দৈরবারিতোঽনভিভূতঃ অতএব তাদৃশমন্থনশব্দাপেক্ষয়া মহান্ যো মহোসুরস্য ব্রাহ্মণস্য বেদঘোষস্তৈর্জাগ্রতৎসু লোকনিচয়েষু এবং বক্ষ্যমাণা-বিহারাদিষু চ সৎসু শ্যামলা তত্র রাধিকা নিকটে এত্য আস্ত ইতি নবম শ্লোকেন সহান্বয়ঃ। বেদঘোষৈঃ কীদৃশৈঃ হম্বাধ্বনেঃ পরস্পর-কৃতশব্দে পরস্পরাবধানঞ্চ যেষাং তেষাং ধেনুশ্রেণীবৎসঘটানাং বলবদন্তরায়ো যতস্তৈঃ। ধেনুবৎসয়োর্দোহনসময়ে পরস্পরশব্দশ্রবণং অবান্তরবেদশব্দেন প্রতিবন্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পেটিকা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বসন-ভূষণগুলি পরীক্ষা করাই তাঁহাদের স্বভাব ॥ ৮ ॥

অপর একজন শোভনা কিঙ্করী বিচিত্র কুসুম স্তবক চয়ন করিয়া উষ্ণীষ, বলয়, বাজুবন্ধ, হার ও কাঞ্চী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আর একজন কিঙ্করী জায়ফল, লবঙ্গ ও খদিরাদি দ্বারা প্রীতিকর ও সুরস তাম্বূলের বাটিকা নির্মাণ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই সময়ে—এই সুখময় প্রভাত-সমাগমে দধিমন্থনোত্থ মধুর ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণগণ সুস্বরে বেদধ্বনি

বৃন্দিষ্ট-বন্দি-জনবৃন্দ বিতায়মান
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তি-বিরুদালি সুধাতরঙ্গৈঃ।
শারিশুকব্রজকলৈঃ কলবিঙ্ক-কেকি-
কোলাহলৈঃ ক্রমত এব সমেধমানৈঃ॥ ১১॥

লোকানাং জাগরণে কারণান্তরাণ্যাহ। বৃন্দিষ্টোঽতিশয়শ্রেষ্ঠো যো বন্দিজন-সমূহস্তেন বিতায়মানৈস্তাদৃশসুধাতরঙ্গৈঃ কলবিঙ্ক 'চিরিয়া' ইতি প্রসিদ্ধঃ। এতৈঃ শব্দৈঃ ক্রমতঃ উত্তরোত্তরক্ষণে এব সমেধমানৈঃ। তথা চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং একদা জাগরণং ন সম্ভবতি অতএব জাগরণ ক্রমত এব শব্দানাং বৃদ্ধিক্রমো বোধ্যঃ॥ ১০॥

করিতে লাগিলেন। দধি-মন্থনধ্বনি অপেক্ষা এই বেদধ্বনি অতি উচ্চতর; তাই, এই উচ্চ বেদগান শুনিয়া ক্রমশঃ সকল লোকই জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং যূথে যূথে ধেনুগণের হম্বা ধ্বনিও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।—দোহন-সময়ে ধেনুগণ হম্বাধ্বনি করিয়া বৎসগণকে আহ্বান করে, বৎসগণও জননীর সেই স্নেহময় আহ্বান শুনিয়া সানন্দে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিয়া থাকে। কিন্তু এই ধেনু-বৎসগণের ধ্বনি অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি উচ্চতর হওয়ায়, ধেনু-বৎসের মধ্যে পরস্পর শব্দ-শ্রবণ পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল॥ ১০॥

এই উচ্চ বেদগান ব্যতীত লোক-জাগরণের অন্যবিধ কারণও আছে। এই সময়ে শ্রেষ্ঠতম বন্দিজনবৃন্দ মধুরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-বিরুদাবলী† গান করিতে লাগিলেন। আহা! এই স্তুতিময় সঙ্গীতের সুধালহরী ঝলকে ঝলকে দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। শারীশুক সমূহও কলধ্বনি করিতে লাগিল; চটক ও ময়ূরনিচয়ও কোলাহল

† বিরুদাবলী।—ভক্তকবিদের দ্বারা রচিত গদ্যপদ্যময়-কাব্যবিশেষের নাম বিরুদাবলী। 'স্তবমালা' গ্রন্থে 'গোপালবিরুদাবলী' নামক নবম স্তবের টীকায় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার [illegible] করিয়াছেন।

জাগ্রৎসু লোকনিচয়েম্বথ বাসরেতি
কর্ত্তব্য-ভাবনপরেষ্বধিশয্যমেব।
কৃষ্ণেক্ষণ-ক্ষণ-সতৃষ্ণতয়া পুরন্ধ্রী
বৃন্দেষু নন্দগৃহ-সন্দিত-মানসেষু ॥ ১২ ॥
নপ্ত্রী-মুখাম্বুজ-বিলোকন জীবিতায়াং
তত্রোপসৃত্য সহসা মুখরাভিধায়ম্।
বাৎসল্য-রত্নপটলী-ভৃতপেটিকায়াং
রাধে! ক্ব পুত্রি ভবসীতি সমাহ্বয়ন্ত্যাম্ ॥ ১৩ ॥

এবমধিশয্যমেব দিবস-সম্বন্ধি ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবনাপরেষু জনেষু সৎসু এবং শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণে ক্ষণেন জাতং যৎ সতৃষ্ণত্বং তেন হেতুনা পুরন্ধ্রীবৃন্দেষু নন্দগৃহে বদ্ধমানসেষু সৎসু ॥ ১২ ॥

তত্র রাধিকামন্দিরনিকটে মুখরাভিধায়াং উপসৃত্যাগত্য হে রাধে! পুত্রি! ত্বং কুত্র ভবসি ইতি সমাহ্বয়ন্ত্যাং সত্যাম্ ॥ ১৩ ॥

করিয়া উঠিল। আবার সকল ব্রাহ্মণই যে এক সময়ে জাগরিত হইয়া বেদগান করেন, তাহা নহে, সুতরাং তাঁহারাও যেমন ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া বেদগান করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ-তরঙ্গও এইরূপ বিভিন্ন শব্দপ্রবাহ-সম্মিলনে উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

এই মঙ্গলময় শব্দ-তরঙ্গ, শ্রবণে প্রবেশ মাত্র নগরের সকল লোকই জাগরিত হইয়া শয্যার উপর উপবেশন পূর্ব্বক দিবসের ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পতিপুত্রবতী পুরনারীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নন্দালয়ে গমনের জন্য উৎসুক হইলেন ॥১২॥

এমন সময়ে শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা * সহসা শ্রীরাধার শয়ন-

* মুখরা—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী পাটলার একজন প্রিয় সহচরী। ইনি সখী পাটলার স্নেহভরে

'এষাস্মি কিং কথয়তীতি তয়া প্রবুধ্য
সদ্যঃ সজৃম্ভণ-সঘূর্ণ-দৃশেক্ষিতায়ম্ ।
শ্রীকৃষ্ণ পীতবসনং তদুরস্যবেক্ষ্য
তস্যা ন বেক্ষণমথাপ্যভিনীতবত্যাম্ ॥ ১৪ ॥

এবং এষা রাধাহমস্মি, ত্বং কিং কথয়সি ? ইতি তয়া সদ্যঃ প্রবুদ্ধা জাগরিত্বা জৃম্ভাঘূর্ণাসহিতদৃশা ঈক্ষিতায়াং মুখরায়াং সত্যাং । তস্যা রাধায়া বক্ষঃস্থলে পীত-বসনং বীক্ষ্যাপি রাধা লজ্জিতা ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া তস্য অনবেক্ষণং অভিনীতবত্যাং মুখরায়াং সত্যাং ॥ ১৪ ॥

মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। মুখরা, বাৎসল্যরস-রত্নের পেটিকা স্বরূপা। নপ্ত্রী শ্রীরাধার মুখকমলই তাঁহার একমাত্র জীবাতু। তাই, বৃদ্ধা শ্রীরাধার চাঁদমুখখানি দেখিবার নিমিত্ত প্রভাতে জাগরিত হইয়াই তাঁহার শয়নকক্ষদ্বারে আগমন করিলেন এবং স্নেহ-সিক্ত জড়িত স্বরে—"ও রাধে! ও বাছা! কোথায় গো!" বলিয়া পুনঃপুন আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

মুখরার মধুর আহ্বানে শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া "আর্য্যে!

ব্রজেশ্বরী যশোদাকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতেন। এই বাৎসল্য বন্ধনের নিমিত্তই মুখরা নিত্য নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। স্বামীর নাম—অর্থাৎ শ্রীরাধার মাতামহের নাম বিন্দু-গোপ। ব্রজবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"প্রথম রসবিলাসে হস্ত রোষেণ তাবৎ
প্রকটমিব বিরোধং সন্দধানাপি ভঙ্গ্যা।
প্রবসয়তি সুখং যা নব্যযূনোঃ স্বনপ্ত্রোঃ
পরমিহ মুখরাং তাং মূর্দ্ধ্নি বৃদ্ধাং বহামি ॥"

যিনি এই ব্রজধামে নবীনযুবক ও নবীনা যুবতী শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ নপ্তৃদ্বয়ের শৃঙ্গাররস বিষয়ে ব্যঙ্গভাষণ যেন বিরোধ উৎপাদন করিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন সেই শ্রীরাধিকার মাতামহী বৃদ্ধা মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি। এ স্থলে মুখরা শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী সমতুল্যা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মুখরার 'নাতী'। যথা দীপিকা—

প্রতিবর্ভূব তদপি স্বপিষি ত্বমদ্য
নোদ্যন্তমম্বরমণিং কিমিহাবধৎসে।
স্নাত্বা তদেতমভিপূজ্য কিমপ্যশান
হা তে তনুঃ প্রতিদিনং তনুতামুপৈতি ॥ ১৫ ॥

উদ্যন্তং অম্বরমণিং সূর্য্যং কিং ন অবধৎসে, তৎ তস্মাৎ স্নাত্বা এবং সূর্য্যং অভি-পূজ্য কিমপি বস্তু অশান ভুঙ্‌ক্ষ্, হা কষ্টং প্রতিদিনং ব্যাপ্য তনুতাং ক্ষীণতাম ॥১৫॥

এই যে আমি এখানে আছি। আপনি কি বলিতেছেন?" এই কথা বলিতে বলিতে জৃম্ভা-বিজড়িত ঘূর্ণিত নয়নে মুখরার দিকে চাহিলেন। মুখরা দেখিলেন—শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে পীতবসন শোভা পাইতেছে। এই পীতবাস যে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়,এ কথা মুখরার বুঝিতে বাকী রহিল না। সুতরাং দেখিতে পাইলে, পাছে শ্রীরাধা লজ্জিতা হন এই ভাবিয়া মুখরা তাহা না দেখার মত অভিনয় করিলেন ॥ ১৪ ॥

তার পর পুনরায় কহিলেন—"রাধে! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তথাপি তুমি আজ কেন এখনও নিদ্রা যাইতেছ? সূর্য্যদেব উদিত হইয়া-ছেন, তুমি তাহা জানিতে পার নাই কি? এখন উঠ, উঠিয়া স্নান করিয়া সূর্য্যপূজা কর এবং পূজান্তে কিছু আহার কর। আহা! বাছার আমার দেহখানি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে॥ ১৫ ॥ (১)

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করলা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা মাতামহী সমা॥"

(১) মূলগ্রন্থে মুখরা কর্তৃক শ্রীরাধার জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মহাজনী পদাবলীতে ভগবতী পৌর্ণমাসী কর্তৃক শ্রীরাধার জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনের লীলা বর্ণনার কারণই এইরূপ অসামঞ্জস্য বুঝিতে হইবে। তথাহি পদ।—

"ভগবতী দেবী সময় সে জানি। রাইক মন্দিরে করল পয়ানি॥

ইত্যশ্রুবিন্দুভিরিমামভিষিচ্য পাণি-
মৃষ্টাঙ্গ-মঙ্ক-নিহিতামভিলাল্য তস্যাম্।
গোপেন্দ্র-মন্দির মতিত্বরয়া গতায়াং
কৃষ্ণেক্ষণোৎকলিকয়া কলিতান্তরায়াম্॥ ১৬॥

অঙ্ক-নিহিতাং এতাং রাধাং অশ্রুবিন্দুভিরভিষিচ্য পাণিনা মৃষ্টং অঙ্গমভিলাল্য চ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থং গোপেন্দ্রমন্দিরং অতিত্বরয়া গতায়াং তস্যাং মুখরায়াং সত্যাম্॥১৬-১৭॥

এই বলিয়া মুখরা শ্রীরাধাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে কর-পল্লব দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিবিধ প্রকারে শ্রীরাধাকে আদর করিয়া মুখরা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে নন্দরাজভবনে দ্রুতপদে গমন করিলেন॥১৬॥

শুতলি দেখলি অতি বিপরীত। গুরুজন বচনে না মানয়ে ভীত॥
তপস্বিনী করলহি কত অনুমান। কর-পরশন করি রাই জাগান॥
চমকি উঠল ধনি থরহরি কাঁপি। পীতবসনে সবহু তনু ঝাঁপি॥
রতি বিপরীত চিহ্ন করতহিঁ গোই। রাগে বেকত তনু অবেকত হোই॥
করজোড়ি রাই প্রণত করি দেবী। আজু সফল দিন তুয়া পদসেবি॥
কামিনী কাহিনী করু কত বন্দে। দেবতি মঙ্গল দেই স্বচ্ছন্দে॥
কহ কবি শেখর শুন সুকুমারী। পীতবসন তুহুঁ রাখহ সামারি॥

ভগবতী উক্তি।—আজু বিপরীত ধনি পেখলু তোয়। সমঝি না পারিয়ে সংশয় মোয়॥ তুয়া মুখমণ্ডল পূনমিকা চাঁদ। কাহে লাগি ভৈগেল ঐছন ছাঁদ॥ নয়নযুগল ভেল কাজর বিথার। অধর নীরস কর কোন গোঙার॥ পীন পয়োধরে নখরেখ দেল। কনককুম্ভজনু ভগণ ভেল॥ অঙ্গাবলেপন কুঙ্কুম ভার। পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার॥ সুজন রমণী তুহু কুলবতী বাদ। কা সঙ্গে দুয়ালি মনমথ সাধ॥ কামিনী কাহিনী দেবী সম্বাদ। কহ কবিশেখর নহ পরমাদ॥

রাগ বৈদগ্ধী সংকারে শ্রীবিশাখার প্রত্যুত্তর। যথা—"শুনিয়া বিশাখা কহয়ে বাণী। কি দেখি কি কহ ঠাকুরাণী॥ সখী মোর কুলবর জিনি। নিজপতি বিনে নাহি জানি॥ কালি কুহু বরতি

একৈকশোঽথ মিলিতাসু সখীষু সর্ব্ব-
স্বন্যোন্য-হাস-পরিহাস-পরাসু তাসু।
সুশ্লিষ্টমণ্ডলতয়ৈব কৃতোপবেশা-
স্বারূঢ়-রত্ন মণি-হেম-চতুষ্কিকাসু ॥ ১৭ ॥
শ্রীরাধিকামিলনমেব সমস্ত হর্ষ-
শস্যৈকবর্ষামতি যদ্ধৃদি নিশ্চকায়।

তদা প্রাতঃকালে সময়াভিজ্ঞা শ্যামা সময়া রাধিকানিকটে তয়া রাধয়া সুশ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা সতী তত্র আস উপাবিবেশ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সুখময়া ইব আলিঙ্গিতা। নতু শ্যামলা তাবৎ স্বতন্ত্রযূথেশ্বরা ভবতীতি কথং তস্যা রাধা-নিকটাগমনং সম্ভবেৎ।

অনন্তর শ্রীরাধা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বিবিধ মণিরত্নমণ্ডিত সুবর্ণ-চৌকীর উপর পৃষ্ঠোপাধান অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। সখীগণও একে একে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সেই চৌকীর আশে পাশে সংশ্লিষ্ট ভাবে বসিলেন। আমরি! যেন একটী অনুপম পূর্ণচন্দ্রকে বেড়িয়া শত শত অকলঙ্ক চাঁদ শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই তখন পরস্পর প্রফুল্লচিত্তে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

এমন সময় সময়াভিজ্ঞা শ্যামলা * আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা হর্ষভরে তাঁহাকে স্নেহলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া আপনার অতি

সকলে॥ তাহে দিল হরদির জলে॥ তেঞি পীত হইল বসন। তুঁহু তাহে কাহে আন মন॥ ব্রজ-লম্পট শঠ কীরে। বিম্ব ভাণে দংশল অধরে॥ পুন সে দাড়িম্ব ভাণ করি। পদনখে হৃদয় বিদারি॥ তুহু সব অন্তরযামিনী। জানি কাহে কহ হেন বাণী॥ এত কহি পরণাম কেল। শুনি হাসি ভগবতী গেল॥ মাধব আনন্দ ভেল। পীত বসন তঁহি নেল॥ (পঃ কঃ)

* শ্যামা বা শ্যামলা যদ্যপি স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী হইলেও শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষা সখী। পরন্তু শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রিয়সখী হইয়াও সৌহার্দ্য বশতঃ শ্রীরাধাতেই সমধিক প্রীতি বহন করেন। "সুহৃদ্গণেষ্বেকা হরিপ্রিয়ৈব যথা বা বিদেশেষ্টসাধকত্বাদিকং জ্ঞেয়ম্।" সুতরাং সে যাহার ইষ্ট সাধন করে এবং অনিষ্ট

তৎ শ্যামলৈত্য সময়া সময়াভিবিজ্ঞা
শ্লিষ্টা তয়া সুষময়েব তদাঽস তত্র ॥ ১৮ ॥
নবভিঃ কুলকম্।

অত্রত্র কারণমাহ। যদ্ যস্মাৎ রাধিকা-মিলনমেব সমস্তহর্ষরূপশস্যস্য এবং অসাধারণং বর্ষা স্বরূপং সমস্তশস্যানি যথা বর্ষাং প্রাপ্য প্রফুল্লীভবন্তি। তথা সমস্তহর্ষা অপি রাধিকা-মিলনং প্রাপ্য প্রফুল্লীভবন্তীতি। হৃদি নিশ্চিকায় য তত্তস্মাদিত্যাদি ॥ ১৮ ॥

নিকটে বসাইলেন। মরি! মরি! তখন শ্যামলা যেন মূর্ত্তিমতী সুষমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভাময়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি বল, শ্যামলা যখন স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী তখন প্রভাত হইবামাত্র শ্রীরাধার নিকট আগমন তাঁহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার কারণ এই যে, শ্যামলা শ্রীরাধার সহিত মিলনানন্দকেই নিখিল হর্ষ-শস্যের অসাধারণ অমৃত-বর্ষণ স্বরূপ বলিয়া হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়াছেন। বর্ষণ প্রাপ্ত হইলে যেমন সমস্ত শস্যই প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার

নিবারণ করে সে তাহার সুহৃৎপক্ষ। এ লক্ষণটী স্বপক্ষাগণের মধ্যে সাধারণ হইলেও বিপক্ষাগণের কেবল এই লক্ষণেই সুহৃৎপক্ষত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বপক্ষগণের একমতি একধর্ম্ম ভিন্ন আরও বহুতর অসাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১ম, শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদজীব ব্রজ-গোপীদিগকে অবরমুখ্যা, মধ্যম মুখ্যা ও পরম মুখ্যা ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে অবরমুখ্যা তারকা ও পালী, মধ্যমমুখ্যা শ্যামলা ও ললিতা এবং পরমমুখ্যা শ্রীরাধা স্বয়ং। যথা—"অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ।" কৃষ্ণগণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—"সুহৃৎপক্ষতয়া খ্যাতা শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ। "শ্যামলা ও মঙ্গলাদি সখীগণ সুহৃৎপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। শ্যামলার ধ্যান। যথা—

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুললিতাং কৃষ্ণাম্বরং বিভ্রতীং
নানাভূষণ মঞ্জুলাঙ্গ সুদতীং মার্দ্দঙ্গিকীং সুন্দরীম্।
শ্রীবৃন্দাং বিপিনেশ্বরীং প্রিয়সখীং ভব্যাং শশাঙ্কাননাং।
বেণীচারসুমাল্লিকাস্রজমমুং নিত্যং ভজে শ্যামলম্॥

শ্যামে ত্বমেব মধুনৈব বিচিন্ত্যমানা
মন্নেত্রবর্ত্ম-গমিতা বিধিনা যথৈব।
তদ্বৎ স তর্ষবিটপী ফলয়িষ্যতে চে-
দদ্যৈব তর্হি গণয়াম্যপি সুপ্রভাতম্॥ ১৯ ॥

অধুনা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণেন সহ রাত্রি-সম্বন্ধিবিলাসং অনুরাগবশাদ্বিস্মৃত্য স্বমনো-দুঃখং শ্যামলাং জ্ঞাপয়িতুং কথাং রচয়তি। হে শ্যামে! ত্বং অধুনৈব বিচিন্ত্যমানা যথা অনুকূলেন বিধিনা ত্বং মন্নেত্রবর্ত্ম গমিতা প্রাপিতা, তথা স বক্তুমনর্হ তর্ষবিটপী-তৃষ্ণারূপবৃক্ষঃ ফলয়িষ্যতে। চেত্তর্হি অদ্যৈব সুপ্রভাতং গণয়ামি ॥ ১৯ ॥

সহিত সম্মিলনে তাঁহার নিখিল আনন্দ প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। এমন কি স্বয়ং যূথেশ্বরী (১) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গে যে অপার আনন্দলাভ করেন, তদপেক্ষাও শ্রীরাধার সহিত মিলনে অধিক আনন্দলাভ করেন ॥১৮॥

তাই শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের সুধাময়ী কথা শুনিবার জন্য প্রভাতেই শ্রীরাধার নিকট আসিয়া মিলিতা হইলেন। শ্রীরাধাও শ্যামলাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের অমৃত-উৎস উথলিয়া উঠিল—শ্রীকৃষ্ণের সহ রাত্রি-বিলাসের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে শ্যামলাকে মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।—"শ্যামে! এই আমি তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম। বিধির অনুকূলতায় তুমি যেমন সহসা আমার নেত্রপথে উদিত হইলে, সেইরূপ আমার এই অব্যক্ত-তৃষ্ণাতরু যদি ফলিত হয়, তবেই আজ আমি সুপ্রভাত মনে করিব ॥ ১৯ ॥

(১) যূথেশ্বরী।—দ্বিবিধ পরিজনের মহতী সমষ্টির নাম যূথ। "যূথঃ পরিজনানাং স্যাৎ দ্বিবিধানাং মহোচ্চয়ঃ।" গণোদ্দেশ। প্রত্যেক যূথে লক্ষসংখ্যক গুণবতী রমণী বিদ্যমান থাকেন। এক একটা যূথেশ্বরীর এইরূপ শত শত যূথ আছে। যথা—

"আসাং যূথানি শতশঃ খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং।
লক্ষসংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ॥

হন্তৈষ সন্ততমতীব সমেধমানঃ
শশ্বৎ সখীভিরপি সুন্দরি সিচ্যমানঃ।
নাদ্যাপি যৎফলমধাদয়ি কোঽত্র হেতু-
র্হা তৎকদাতিরভসাদবলোকয়িষ্যে ॥ ২০ ॥
রাধে! স তে ন ফলিতো যদি তৎ ফলিষ্য-
ত্যাশ্চর্য্যমস্ত ফলমপ্যলসাঙ্গি বুদ্ধে।

হে সুন্দরি! শ্যামে! এষ তর্ষ-বিটপী নিরন্তরমেধমান এবং নিরন্তরং সখীভিঃ সিচ্যমানশ্চ অদ্যাপি যদ্‌যস্মাৎ ফলং ন অধাৎ, অত্র কো হেতুঃ। হা কষ্টং। তৎ ফলম্ ॥ ২০ ॥

ইত্থং রাধিকায়াঃ তাদৃশবাক্যমবেত্য শ্যামলা ভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণেন সহ সম্ভোগ-

---

সুন্দরি! দুঃখের কথা বলিব কি? † আমার এই তৃষ্ণা-তরু প্রতিনিয়তই অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে—আবার সখীগণও তাহাতে সতত বারিধারা সেচন করিতেছে, তথাপি বল দেখি, শ্যামে! তাহা অদ্যাপি ফলিত হইল না কেন? হায়! হায়! কবে আমি কৌতুক-সহকারে তাহার ফল অবলোকন করিব? ॥ ২০ ॥

প্রীতি-বিহ্বলা শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্যামলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন এবং মধুর বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীরাধার মানস-পটে

---

† তথাহি পদ।—শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা, অবলা, আইলা রাইর পাশে। যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে, পরাণ অধিক বাসে ॥ দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি, মিলল গলায় ধরি। কত না যতনে, রতন আসনে, বৈসয়ে আদর করি ॥ রাইমুখ দেখি, হই মহা সুখী, কহয়ে কৌতুক কথা। রজনী বিলাস, শুনিতে উল্লাস অমিয় অধিক গাথা ॥ হাস পরিহাসে, রসের আবেশে মগন হইলা রাধা। চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী, শুনিতে লাগয়ে সুধা ॥

† তথাহি পদ।—"শুন শুন পরাণের সই! তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই ॥ সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া। সদাই সঙরে প্রাণ গরগর হিয়া ॥ সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল। তিল আধ না দেখিলে পরাণ বিকল ॥ হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল। দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিক্ষ হইল ॥ ফলফুলকালে এবে বাড়িল বিপত্তি। জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি ॥

আস্বাদ্যমানমপি সৌরভসাদিতালি
প্রত্যায়য়ত্যনমুভূতমিব স্বমুচ্চৈঃ ॥ ২১ ॥
পক্ষ্মাবলী বত যদীয় রসেন শোণে-
নারঞ্জি কঞ্জমুখি। তন্ন তদপ্যপশ্যঃ।
যৎস্বাদন-ব্যতিকরাদধরো ব্রণিত্ব-
মাগাত্তথাপি তদহো ন কদাপ্যভুংক্থাঃ ॥ ২২ ॥

ব্যঞ্জকং প্রত্যুত্তরমাহ। হে রাধে! তে তব স তর্ষ-বিটপী ন ফলিতো যদি তদা। ফলিষ্যতি। কিন্তু তস্য বিটপিনঃ ফলমপি আশ্চর্য্যমহং বুদ্ধো। হে অলসাঙ্গি! ইতি রাত্রিকৃতং বিলাসং ব্যঞ্জয়তি। আশ্চর্য্যমেবাহ, সৌরভেণ মাদিতোঽলির্ভ্রমরঃ পক্ষে আলিঃ সখী যেন, এবম্ভূতং আস্বাদ্যমানমপি তৎফলং স্বং অনমুভূতমিব প্রত্যায়য়তি। এতেন অনুরাগস্থায়িভাবো ধ্বনিতঃ ॥ ২১ ॥

আশ্চর্য্যান্তরমাহ। হে কঞ্জমুখি! রাধে! যৎফলসম্বন্ধিশোণেন রসেন তব নেত্রস্থপক্ষ্মাবলি ররঞ্জি রাগযুক্তীকৃতা, তদপি তৎফলং ত্বং অপশ্যঃ। এবং যৎ ফল-স্যাস্বাদনব্যতিকরাৎ পৌনঃপুন্যাৎ তব অধরো ব্রণিত্বং অগাৎ। অহো আশ্চর্য্যং তৎ ফলং ত্বং কদাপি ন অভুক্‌থা ন ভুক্তবতী ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-লীলার মধুময়ী স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কহিলেন—"রাধে! তোমার তৃষ্ণা-তরু যদিও এখন ফলিত হয় নাই, তাহার জন্য চিন্তা কি? তাহা অবশ্যই ফলিত হইবে। হে অলসাঙ্গি! সেই তরুর ফল যে অতীব আশ্চর্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই ফলের সৌরভে কেবল অলিগণই যে প্রমত্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে, আলিগণও (সখীগণও) উন্মাদিত হইয়া থাকে। আরও এই ফলের আশ্চর্য্য গুণ দেখ, ইহা পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইলেও যেন কখন তাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই, এইরূপ অননুভূতের ন্যায় আপনাকে স্পষ্ট প্রতীত করাইয়া থাকে ॥ ২১ ।

কি আশ্চর্য্য! কমলমুখি! ঐ যে সেই অদ্ভুত ফলের রসে তোমার চক্ষুর রোমাবলী পর্য্যন্ত অরুণিম হইয়াছে, তথাপি বলিতেছ, সে ফল

শ্যামে ত্বমপ্যলমলক্ষিত-মন্বিতান্ত
স্বান্তব্রণা হসসি মাং যদতো ব্রবীমি ।
বিদ্যুদ্বিহন্তি তিমিরং নিশি যদ্দৃশোস্তৎ
সদ্যঃ পুনর্দ্বিগুণয়েদিতি ভোঃ প্রতীহি ॥ ২৩ ॥

অধরনেত্রাদৌ চিহ্নং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহাঙ্গসঙ্গং নিশ্চিন্বন্তী শ্যামলাং প্রতি স্বমনোত্তঃখং ব্যঞ্জয়তি। হে শ্যামে! অলক্ষিতো মদীয়-নিরন্তর মনোব্রণো যয়া এবম্ভূতা ত্বং। যৎ যস্মাৎ মাং হসসি, অতো অহং ত্বাং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি। নিশি বিদ্যুৎ দৃশোর্ষত্তিমিরং হন্তি, সদ্য এব তত্তিমিরং পুনঃ দ্বিগুণয়েৎ, হে শ্যামে! এতত্ত্বমেব তেন সহাঙ্গসঙ্গং প্রতীহি। এতদপেক্ষয়া বরমসঙ্গমেব সম্যক্ ॥২৩॥

তোমার নয়নগোচর হয় নাই ? ঐ যে সেই ফল পুনঃপুনঃ আস্বাদন করিয়া তোমার অধরপুটেও ব্রণোৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি বলিতেছ কি না, আমি কখন সে ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি নাই ; ধন্য !!

এ স্থলে রাত্রীকৃত বিলাস-রসের তরঙ্গাবেশে শ্রীরাধার দেহ-লতা অলসাবিষ্ট বলিয়াই সুরসিকা শ্যামলা তাঁহাকে "অলসাঙ্গি !" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাম্বূলরাগে নয়নরোমের অরুণিমা ও অধর-পুটে দশনচিহ্ন যে এখনও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, শ্যামলা সরস বাগ্‌ভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥২২

অনুরাগ-স্থায়িভাবের (১) প্রবল আতিশয্যে প্রেমময়ী রজনীর

(১) স্থায়ীভাব। যথা—স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ। উজ্জ্বলে। শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়ীভাব বলে। চিত্তের রঞ্জনকারী ধর্মবিশেষকে রতি কহে (রতিশ্চেতোরঞ্জকতা-সুখভোগানুকূল্যকৃৎ। (অলঙ্কারকৌস্তুভঃ)। ইহাতে স্থায়ী ভাবের এইরূপ লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

'আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্য পৃথক্ তয়া ॥"

অর্থাৎ রজতমশূন্য অর্থাৎ অবিদ্যারহিত এবং শুদ্ধসত্ত্বময় বা চিদ্রূপে অবস্থিত চিত্তের এমন এক অনির্বচনীয় ধর্ম উপস্থিত হয়, যাহা রসাস্বাদরূপে কার্য্যের কারণ স্বরূপ, বিজ্ঞজন সেই হ্লাদিনী শক্তির আনন্দাত্মক বৃত্তিকেই স্থায়িভাব কহিয়া থাকেন।

রাধে! কলানিধিরয়ং বিধিনোপনীত
স্ত্বাং সন্ততামৃতময়ৈরধিনোৎকরাগ্রৈঃ।
যত্তৎকলাঃ স্ময়মহো! কুচয়োর্বিভর্ষি
বিদ্যুদ্বিভঙ্গপরিবাদমথাপি দংশে ॥ ২৪ ॥

অনুরাগাতিশয়েন রাধয়া জ্ঞাতং শ্রীকৃষ্ণং শ্যামলা তমোনাশক পূর্ণচন্দ্রত্বেন বর্ণয়তি। হে রাধে! অয়ং ন বিদ্যুৎ, কিন্তু সমস্তকলানাং নিধিঃ পূর্ণচন্দ্রঃ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণঃ বিধিনা উপনীতঃ প্রাপিতঃ সন্ নিরন্তরামৃতময়ৈঃ করাগ্রৈঃ পক্ষে হস্তাগ্রৈঃ

বিলাস-ব্যাপার একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রিয়সখী শ্যামলার কথায় তাঁহার হৃদয়-দর্পণে সেই বিলাস-লীলার বিচিত্র চিত্র উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তিনি বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—"শ্যামলে! আমার হৃদয়মাঝে কি যে দারুণ ব্যথা নিরন্তর জাগরূক আছে, তাহা জাননা বলিয়াই তুমি আমাকে এরূপ পরিহাস করিতেছ! আমি সে দুঃখের কথা তোমাকে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শুন! মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময়ী রজনীতে যেরূপ বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া ক্ষণমাত্র অন্ধকার নাশ করিয়া পরক্ষণেই সেই অন্ধকাররাশিকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলে, সেইরূপ, হে সখি! দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ আমার হৃদয়-ব্যথা অতি অল্পক্ষণের জন্য বিদূরিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অদর্শনে আমার সে ব্যথা এক্ষণে দ্বিগুণ দুঃখপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। বলিব কি সখি! বরং ইহা অপেক্ষা তেমন প্রিয়-সঙ্গ না হওয়া ছিল ভাল! ॥২৩॥

সহাস্যমুখে শ্যামলা পুনরায় শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"রাধে!

এক্ষণে অনুরাগ নামক স্থায়িভাবে কাহাকে বলে কথিত হইতেছে। যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবং নবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।"

অর্থাৎ যে রাগ বা তৃষ্ণাবিশেষ স্বয়ং নব নব হইয়া প্রিয়জনের রূপগুণমাধুর্য্যাদি পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইলেও তাহাকে অনাস্বাদনীয়রূপে প্রতীত করায় অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে নবীন নবীনরূপে নিত্যাস্বাদ্যমান বোধ করায় তাহার নাম অনুরাগ।

শ্যামে! স মে সখি! দদৌ নু কলঙ্কমেব
সত্যং কলানিধি রসাবিতি বঃ প্রতীতঃ।
দত্তে কদাপি মম দৃষ্টি-চকোরিকায়ৈ
জ্যোৎস্নাকণং যদপি তন্ন পুনর্নিকামং ॥ ২৫ ॥

...ং অধিনোং স্থগয়ামাস। যৎ যস্মাৎ তস্য কলাঃ স্বয়মেব কুচদ্বয়ে বিভর্ষি, তথাপি শতহ্রদাভত্বরূপং পরিবাদং দংসে দদসে ॥ ২৪ ॥

সুহৃদ্বাক্যস্য প্রামাণ্যাত্তস্য চন্দ্রত্বমভ্যুপগম্যোবাহ। হে সখি! যদ্ যস্মাৎ স মে মহ্যং ত্বয়া বাঞ্ছিতং কলঙ্কমেব দদৌ। যস্মাৎ স্ব নিজং কলঙ্কং মহ্যং দত্ত্বা সত্যং বো যুষ্মাকং অসৌ কলানিধিরিতি প্রতীতঃ ইতি এবম্প্রকারেণাসৌ কলানিধিঃ প্রতীতঃ খ্যাতঃ, কর্ত্তরি ক্তঃ। কিন্তু কদাচিৎ মম উপকারকর্তৃত্বমপি তস্য নাস্তীত্যাহ। যদ্যপি জ্যোৎস্নাকণং দত্তে তথাপি ন নিকামং যথেষ্টং তথা চ ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে মম নেত্রস্যাপি ন সম্পূর্ণসুখদায়কত্বং তস্যেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অনুরাগের মহাতরঙ্গে মজ্জিয়া তুমি যাঁহাকে বিদ্যুৎ মনে করিতেছ, বাস্তবিক তিনি বিদ্যুৎ নহেন,—নিখিল তমোরাশিনাশী কলানিধি পূর্ণচন্দ্র। অনুকূল বিধির বিধানে সেই নিখিল কলানিধি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার পার্শ্বে উদিত হইয়া স্বায় অমৃতময় করাগ্র দ্বারা (উত্তম কিরণ; পক্ষে নখ দ্বারা) তোমাকে নিরন্তর প্রীতি-প্রফুল্লা করিয়াছেন। আমরি! ঐ যে তাঁহার কলা সকল এখনও তুমি স্বীয় বক্ষোজদ্বয়ের উপর বহন করিতেছ; কি আশ্চর্য্য! তথাপি তুমি তাঁহাকে বিদ্যুৎসদৃশ বলিয়া তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছ কেন? ॥২৪॥

প্রিয়সখী শ্যামলার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ব্রীড়াব্যঞ্জক দৃষ্টিতে স্বীয় বক্ষের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—বাস্তবিকই সেই নিখিল কলা-কুশল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস-দীপ্ত করাগ্র-কলা অর্থাৎ নখাঙ্কনিচয় তখনও তাঁহার স্তনমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শ্রীরাধা শ্যামলার বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ''শ্যামলে! তোমরা তাঁহাকে যে কলানিধি বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে! তিনি

রাধে স্ফুটং বদ ভবন্মুখপঙ্কজোত্থ
নক্তং তনেহিত-সুধা-দ্যুধুনী বিধূয়।
তাপং নিমজ্জয়তু মাং স্বমনুপ্রভাতে
কৃত্যান্তরং মম কথং তদৃতে সুসিধ্যেৎ ॥২৬॥

হে রাধে! অবহিত্থাং মা কুরু, স্ফুটং বদ। ভবন্মুখপঙ্কজোত্থা যা রাত্রি-সম্বন্ধি-বিলাসরূপা সুধাময়গঙ্গা সা মম তাপং বিধূয় দূরীকৃত্য মাং স্বমনু স্বস্মিন্ নিমজ্জয়তু, অতএব তদৃতে তাদৃশ গঙ্গামজ্জনং বিনা প্রভাতে মম কৃত্যান্তরং কথং সিধ্যেৎ? সদাচারজনানাং প্রাতঃস্নানস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ বাস্তবার্থস্তু তব বিলাসবার্ত্তা শ্রবণং বিনা মম কৃত্যান্তরং ন রোচিষ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

আমাকে কলাদানের পরিবর্ত্তে কেবল নিজের কলঙ্কই প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তোমাদের নিকট 'কলানিধি' বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কখনও আমার বিশেষ কোন উপকার করিয়াছেন, বোধ হয় না। যদিও তিনি কোন সময়ে আমার নয়ন-চকোরাকে কিরণ-কণা দান করিয়া থাকেন, তাহাও যথেষ্ট নহে, তাহাতে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় ত দূরের কথা, কেবল এই এক নয়নেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সুখোদ্রেক হইলেও, সার্থক মনে করিতাম ॥২৫॥

শ্যামলা কহিলেন—"রাধে! অবহিত্থা† ছাড়, মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মুখ-কমল-নিঃসৃতা রজনী-বিলাসরূপা সুধাসুরধুনীতে অবগাহন করিয়া সকল তাপ দূরীভূত করিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাকে সে সুধা-সরিতে শীঘ্র নিমজ্জিত কর। সখি! জান ত, সদাচারী ব্যক্তিগণের, যেমন প্রাতঃস্নান না করিলে কোন কৃত্যই সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ প্রভাতে তোমার এই সুধা-সরিতে অবগাহন না করিলে কিরূপে আমার

† অবহিত্থা।—আকারগুপ্তিঃ অর্থাৎ আকার গোপনের নাম অবহিত্থা। কাপট্য, লজ্জা, ভয়, গৌরব ও দাক্ষিণ্য হেতু এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

শ্যামেঽধিকুঞ্জনিলয়ং নবনীলকান্তি-
ধারা যদা স্নপয়িতুং নিশি মাং প্রবৃত্তা।
তর্হ্যেব পঞ্চশর-সঞ্চয়-নাট্যরঙ্গ-
ভূমিঞ্চ কেন চ কাঞ্চন যাপিতাঽহসম্ ॥২৭॥

শ্যামলয়া প্রার্থিতং বিহারশ্রবণং জ্ঞাত্বা তং বিহারং বক্তুং প্রবৃত্তাপি অনুরাগবশাৎ পর্য্যবসানে তস্য বিদ্যুন্নিভত্বমেব ব্যবস্থাপয়িষ্যন্তী রাধা আহ। হে শ্যামে! অধি-কুঞ্জনিলয়ং কুঞ্জগৃহে নবাননীলকান্তিধারা যদা মাং স্নপয়িতুং প্রবৃত্তা তদৈব পঞ্চ-শর-সঞ্চয়স্য কন্দর্প-সমূহস্য নাট্যসম্বন্ধিনীং কাঞ্চনরঙ্গভূমিং কেন যাপিতা প্রাপিতা অহং আসং, অহং রঙ্গভূমিং কেনাপি প্রাপিতা বভূবেত্যর্থঃ। কেনেতি পদেন তৎ-স্বকেনেতি সূচ্যতে। তথাচ তদানীং নখাশিখরপর্য্যন্তং কন্দর্পসমূহেন পরিপূর্ণা সতী ব্যাকুলৈবাভবমিতি ভাবঃ ॥২৭॥

অন্যান্য কৃত্য সিদ্ধ হইবে? বাস্তবিকই তোমার বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ-ব্যতিরেকে আমার কোন কার্য্যই ভাল লাগিতেছে না ॥২৬॥ *

এইরূপে শ্যামা বিহার-বার্ত্তা শ্রবণের নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, শ্রীরাধা প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একান্ত অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বিদ্যুৎ-সদৃশ প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"শ্যামলে! রজনীতে নিকুঞ্জ-নিলয়ে আমি যখন শ্যাম-সৌদামিনীর নবনীলকান্তিধারায় অভিষিক্ত হইতেছিলাম, তখন মনে হইল, কে যেন আমাকে অসংখ্য কন্দর্পের নাট্যরঙ্গভূমিতে লইয়া গেল, সেই সময় আমার মস্তকের কেশাগ্র

* তথাহি পদ। —"কহ কহ সখি! নিকুঞ্জ-মন্দিরে আজু কি হোয়ল দ্বন্দ্ব। চপলে শ্যামলে মন্তু জলধর নীল উতপল চন্দ। ফণী মণিবর, ডগরে নিরখি, শিখিনী আনত গেল। সুমেরু শিখরে, সুরতরঙ্গিণী কেবল তরল ভেল॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ কর কলরব, নূপুর অধিক তাহে। বিকশিত নয়নে ছবি নিরখত, মদন সকল মোহে॥ না কর গোপন, নিজ পরিজন, ইহ পুনি অনু-মান। [illegible] তাহারি কোন ভাল ইহ জান॥

তেভ্য স্তুতঃ কিমপি সভ্যতয়া নটেভ্যো
ধন্যাস্ত্ব্যাদাং স্বনিখিলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমুদ্রাঃ।
কিং বাহমপ্যনটমত্র বিচিত্রমেতৎ
স্মর্ত্তুং ন সম্প্রতি সখি প্রভবামি কিঞ্চিৎ ॥২৮॥
রাধে! স পঞ্চশর-কোটি নটানপি স্বৈ-
র্নাট্যৈর্বিলক্ষয়তি কোঽপি বিলাস-সিন্ধুঃ।

ততস্তদনন্তরং কিং সভ্যতয়া হেতুনা নৃত্যদর্শনাদ্ধৃষ্টাস্মি অহং তেভ্যঃ কন্দর্পস্বরূপঃ নটেভ্যঃ স্বকীয়নিখিলেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপাঃ 'রুপেয়া' ইতি প্রসিদ্ধা মুদ্রাঃ অদাৎ, কিম্বা অহমপি তত্র বিচিত্রমনটং, তৎসর্ব্বং স্মর্ত্তুং ন প্রভবামি। অনটমিতি পদেন সম্ভোগোঽপি সন্দেহো ধ্বনিতঃ ॥ ২৮ ॥

হে রাধে! কোঽপি শ্রীকৃষ্ণরূপঃ বিলাসসিন্ধুঃ স্বৈর্নাট্যৈঃ করণৈঃ কন্দর্পস্বরূপ-

হইতে পদের নখশিখর পর্য্যন্ত কন্দর্পরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি প্রবল ঔৎসুক্যভরে অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া পড়িলাম ॥২৭॥ *

তারপর সখি! বড়ই আশ্চর্য্য-ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি সেই রঙ্গভূমির সভ্যরূপে সেই অনঙ্গ-নট-নিচয়ের নৃত্যকলা দেখিতে দেখিতে এমনই হর্ষ-বিহ্বলা হইলাম, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপা 'রুপেয়া' (মুদ্রা) সেই নটগণের করে সমর্পণ করিলাম। ইহার পর তথায় যে কি বিচিত্র নৃত্য-রঙ্গ আরম্ভ হইল, সখি! আমি এখন বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না ॥২৮॥

শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃই যেন এইরূপে সম্ভোগে সংশয় কল্পনা করি-

* তথাহি পদ।— "তড়িত লতাতলে, জলদ সঞ্চারল, আঁতরে সুরধুনী ধারা। তরলতিমির শশীসুর গরাসল, চৌদিশে খসি পড় তারা॥ সখি হে! কি কহব নাহিক ওরে। স্বপন কি পরতেক কহিতে না পারিয়ে কি অতি নিকট কি দূরে॥ ধ্রু॥ অম্বর খসল, ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগ ডোলে। খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু, চঞ্চরীগণ করু রোলে॥ প্রলয়-পয়োধি-জলে জনু ঝাঁপল, ইহ নহে যুগ অবসানে। কো বিপরীত কথা পাতিয়াব কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

ত্বং চাপ্যনর্ত্তয়দহো ভবতী স্মরাজৌ
তৎসূত্রধার-পদবীমপি ভো! ত্বদাগাৎ ॥২৯॥
শ্যামে! ব্রবীষি যদিদং যদবোচমস্মা
যাশ্চানুভূতি-ততয়ঃ কতি বানিরুক্তাঃ।

কোটিনটাং বিলক্ষয়তি বিস্মাপয়তি। অহো! আশ্চর্য্যং ত্বং চাপি বিলাসসিন্ধুং স্মরাজৌ কন্দর্পযুদ্ধে ভবতী অনর্ত্তয়ৎ। ততস্মাৎ ত্বদা নৃত্যকারয়িত্রীরূপাং সূত্রধারপদবীমপি অগাৎ, কথং সভাতয়েতি কথেষে কিন্তু বৈপরীত্যাচরণমপি অশিক্ষয়দিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

হে শ্যামে! ত্বং যদ্ ব্রবীষি এবং অহমপি যদবোচং এবং ত্বয়া ময়া বা অনিরুক্তা অস্মাঃ কতি বা অনুভূতিততয়ঃ সন্তি এতৎসর্ব্বং কিং ইন্দ্রজালং বা মম মনসঃ ভ্রমো

লেন। সুচতুরা শ্যামলা তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে! যিনি নিজ নাট্য-কলা দ্বারা কন্দর্প-কোটি-নটকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া থাকেন, তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সিন্ধুকেও যখন কন্দর্প-রণে নাচাইয়াছ, তখন হে সখি! তুমি ত সূত্রধার * পদবী লাভ করিয়াছ? তবে কেন তুমি 'সভারূপে নৃত্য দর্শন করিয়াছি', এরূপ মিথ্যা কথা কহিলে? ইহাতে বৈপরিত্যাচরণ শিক্ষা দেওয়া হইল না কি? ॥২৯॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"শ্যামলে! তুমি যাহা কহিলে এবং আমিও যাহা কহিলাম, তদ্ব্যতীত তোমার বা আমার অজ্ঞাত আরও যে কতশত অনুভূতি আমার হৃদয়মাঝে বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। বল বল সখি! এ সকল কি? ইন্দ্রজাল! না স্বপ্ন! অথবা আমার চিত্ত-বিভ্রম মাত্র। এখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই

* সূত্রধার।—নান্দ্যন্তর-সকারী। স তু রঙ্গভূমিং পরিক্রম্য নাটকীয় কথা সূত্র সূচকঃ। অর্থাৎ নান্দী বা মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠের পর যে ব্যক্তি রঙ্গভূমি পরিক্রমা করিয়া নাটকীয় কথা সূত্ররূপে সূচনা করেন তাঁহাকে সূত্রধার কহে।

তৎসর্ব্বমেতদপি হন্ত কিমিন্দ্রজালং
স্বপ্নো নু বা ভ্রমভরো মনসোঽথবা মে ॥৩০॥
রাধে! যদাস্য-সরসীরুহ-গন্ধ এব
মন্ধীকরোতি কুলজা-কুল-মালি! দূরাৎ।

বা যথা অত্যন্তৃষ্ণা আতুরস্যজনস্য স্বপ্নাদৌ পানকাদিভোজনে জাতেঽপি নিদ্রাভঙ্গে সতি তস্য জনস্য পূর্ব্ববৎ তৃষ্ণাতুরত্বাৎ তৃপ্ত্যভাবাচ্চ তদ্ভোজনস্য মিথ্যাত্বং কল্প্যতে তথা মমাপি তাদৃশবিলাসস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অধুনা রাধয়া সন্দিগ্ধত্বেন উত্থাপিতং মনসো ভ্রমরূপং তৃতীয়পক্ষং শ্যামলা যথার্থত্বেন নিশ্চিনোতি। হে সখি! রাধে! যস্য মুখপদ্ম-সম্বন্ধি গন্ধ এব কুলজাকুলং

স্থির করিতে পারিতেছি না। অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি স্বপ্নে স্নিগ্ধ পানীয় গ্রহণ করিলেও নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন তাহার পূর্ব্ববৎ তৃষ্ণাতুরতাই বিদ্যমান থাকে, এবং স্বপ্ন-কল্পিত পান-ভোজনে তৃপ্তি না হওয়ায় যেমন সে পানভোজন মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহ আমার রজনী-বিলাসও তৃপ্তির অভাবে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বোধ হইতেছে ॥৩০॥ (ক)

আহা! ভাবগোপনের নিমিত্ত শ্রীরাধার কি অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতা! শ্রীরাধা কথার ভাবে প্রকাশ করিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার আদৌ সম্ভোগ সংঘটিত হয় নাই—হইলেও তাহা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা! তখন শ্যামলা হাসিতে হাসিতে পরীহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—সখি! রাধে! উহা ইন্দ্রজাল নহে, যথার্থই তোমার চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছে!

(ক) তথাহি পদ।—"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম-পহরি রহ জাগি। গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ, ভেল, দূরহি দূরে রহ ভাগি॥ সজনি! এতদিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব। কানু অনুরাগ-ভুজগে, গরাসল কুল-দাদুরী মতিমন্দ॥ধ্রু॥ আপনক রীত, আপে নাহি সমুঝিয়ে, আন কহিতে কাহ আন। ভাবে ভরল তনু, পরিজন বাঁচিতে, গৃহপতি শপথক ঠাম॥ নিন্দউ নিন্দ আন, নাহি হেরিয়ে না জানিয়ে কি ভেল আঁখি। যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে গোবিন্দ দাস একু শাখী॥"(পঃ সঃ)

তন্মধ্বতীব স্থরসং সরসং পিবন্ত্যা
শ্চিত্তভ্রম স্তব মদাদিতি নৈব চিত্রম্‌ ॥৩১॥
অত্রান্তরে মধুরিকা মিলিতাথ পৃষ্টা
তাভির্জগাদ মধুরং শৃণুতৈতদালাঃ।
কস্মৈচিদেব কৃতয়ে ব্রজরাজ-বেশ্ম
প্রাপ্তাদ্য কৌতুকমহো যদ্রষস্থ পশ্যাম্‌ ॥৩২॥

দূরাদেবান্ধাকরোতি তস্য মুখপদ্মস্য অতীবস্থরসং মধু সরসং যথা স্যাত্তথা পিবন্ত্যা স্তব তাদৃশমধুপানজন্যমদাৎ চিত্তভ্রমো নৈব চিত্রম্‌ ॥৩১॥

অত্রাবসরে মধুরিকা নাম্নী সখী মিলিতা তাভিঃ রাধাদিভি পৃষ্টা সতী মধুরং জগাদ ॥৩২॥

যাঁহার বদন-কমলের মনোহর গন্ধ দূর হইতেই কুলাঙ্গনা-কুলকে অন্ধ করিয়া থাকে, তুমি সেই মুখ-কমলের অতি স্থরস মধু যখন অমুরাগের সহিত অতিমাত্রায় পান করিয়াছ, তখন তাদৃশ মধুপান-জন্য মত্ততায় তোমার চিত্ত-বিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে ॥৩১॥

শ্যামার সহিত শ্রীরাধার এইরূপ সরস বাক্যালাপ হইতেছে এমন সময় মধুরিকা (১) নাম্নী এক প্রিয়সখী আসিয়া তথায় মিলিতা হইলেন। সখীগণ সাগ্রহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি! এখন কোথা হইতে আসিতেছ?”—মধুরিকা কহিলেন—“আমি ব্রজরাজ-ভবন হইতে আসিতেছি। কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমি আজ প্রত্যুষেই তথায় গিয়াছিলাম। আহা! তথায় যে কৌতুক দর্শন করিলাম, তাহা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই মনোহর! হে সখিগণ! সে কৌতুকের বিষয় তোমাদিগকে বলিতেছি, শুন ॥৩২॥

(১) মধুরা বা মধুরিকা।—শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ। সুতরাং ৬৪ চতুঃষষ্টী প্রিয়সখীর মধ্যে ইনিও একজন। এই সকল প্রিয়সখী নিজ নিজ যূথেশ্বরী পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের প্রায় সমস্নেহা। বয়স ১২শ, বৎসর। প্রিয়সখী যূথে পরিগণিতা হইলেও সর্ব্বদা দাসী অভিমানা

ভোঃ কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! নলিনেক্ষণ ! জাগৃহীতি
গোষ্ঠেশ্বরী সুতমুচ্চৈস্তনজমাহ্বয়ন্তী।
তস্মাস্তমেত্য রভসেন বিলোক্য কৃষ্ণ-
মানন্দ-বাষ্পপৃষতৈরিমমভ্যষিঞ্চৎ ॥৩৩॥

বাষ্প-পৃষতৈর্বাষ্পবিন্দুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রভাতে গোষ্ঠেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-কক্ষস্থ শয্যাপ্রান্তে উপনীত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে নিদ্রা-মগ্ন শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে—"ও কৃষ্ণ ! ও বাপ্ নলিনাক্ষ ! উঠ, জাগরিত হও"—এই রূপ স্নেহ-পূরিত বাক্যে পুত্রকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে সময় স্নেহাতিশয়বশতঃ তাঁহার স্তনযুগল-নিঃসৃত দুগ্ধ-ধারায় এবং নয়ন-নির্গলিত আনন্দাশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণের অলসাবিষ্ট শ্যামতনুখানি অভিষিক্ত হইয়া উঠিল ॥৩৩॥ †

† তথাহি পদ।—"সবারে সকল, কাজে নিয়োজিয়া, আনন্দে নন্দের রাণী। কানুর শয়ন-ভবনে আসিয়া, কহয়ে মধুর বাণী॥ উঠহ বাছনি, মুছাও নিছনি, আলস করহ দূর। তোর সখাগণে, ভরিল ভবনে, উদয় করিল সূর॥ রামের বসন পরিলা কখন, কে নিল বসন তোর। রাতা উতপল, নয়ন যুগল, কি লাগি দেখিয়ে জোর। নীল নলিন, আতপে মলিন, কেন বা এমন দেহ। উনমত হৈয়া, বুলহ ধাইয়া, কে দিঠি দিলে বা কেহ॥ হিয়ার উপর কণ্টকে আঁচোড়, গিয়াছিলা কোন বনে। আমার কপালে, না জানি কি ফলে, পরাণে মরিব মেনে। দেবতা কতেক দানব যতেক ফিরয়ে গহন বনে। সে সব দোসর, তাহা না হইল, হেনই বাসিয়ে মনে॥ দেবের কারণে, মঙ্গলাচরণে পূজিব নিদান করি। এ দধি ওদন, করিয়া যতন ভুঞ্জাব উদর ভরি॥ মায়ের বচনে, জাগিয়া তখনে, হাসয়ে গোকুল রায়। দেবতা সেবনা, আইলা তখনি, যশোদা বন্দিল পায়॥ রাণীর নন্দন, গৌরীর ভবন, যতনে পূজন করে। শেখর সুকৃত, হৈল যশোমতী, কি কহ তাহার তরে॥

শয্যোত্থিতস্য দরঘূর্ণদৃশোঽথ তস্য
জৃম্ভা বিসর্পদুরুসৌরভ-মাদিতালেঃ।
সম্মোটনাতিভর তির্য্যগুদঞ্চদাস্য-
পদ্মৈক-পার্শ্ব-চলিত স্খলিতালকালেঃ॥ ৩৪॥
আপাদশীর্ষমথ পাণিতলাভিমর্শৈ
'অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি' মিতি মন্ত্রমুদাহরন্তী।

শয্যোত্থিতস্য কৃষ্ণস্য অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মিতি মন্ত্রমুদাহরন্তী ব্রজরাজ্ঞী, অখিলাঙ্গং সংস্পৃশ্য উর্দ্ধদৃষ্ট্যা নারায়ণস্থানে কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ।

অনন্তর জননীর স্নেহময়-আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন। শয্যা হইতে উত্থিত হইবার কালে, তাঁহার নয়ন-কমল ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং জৃম্ভাত্যাগকালে তাঁহার বদনকমলের মধুর সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, মধুকরনিকর প্রমত্ত হইয়া উঠিল। আবার তিনি যখন আলস্যভরে অঙ্গ-মোটন করিলেন, তখন তাঁহার বদনখানি বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে অবস্থিত হওয়ায়, বোধ হইল; যেন একটী ঢল ঢল প্রভাত-কমল উর্দ্ধদিকে ফুটিয়া উঠিল। সেই বদন-কমলের একপার্শ্বে বলিত এবং অপরপার্শ্বে বন্ধন স্খলিত অলকাবলী, তখন পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল॥ ৩৪॥

তারপর ব্রজরাজ-মহিষী শ্রীকৃষ্ণের আপাদমস্তক করতল দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে "অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি" (১) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ

১। "অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি"।—এই মন্ত্রটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম, স্ক, ৬ষ্ঠ অ. ২২ শ্লোক। যথা—

"অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্॥"

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্যদ্বারা রক্ষাবন্ধন করিয়া থাকেন। যথা, [illegible] তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, [illegible] তোমার

সংরক্ষ্য তূর্ণমখিলাঙ্গমথোর্দ্ধদৃষ্ট্যা
কিঞ্চিৎ সকাকুভরমর্থয়তে স্ম রাজ্ঞী ॥ ৩৫ ॥

যুগ্মকম্ ।

দেবাধিদেব ভবতৈব চিরাৎ সুতোঽয়ং
দত্তঃ স্ববন্ধুজনজীবনতামুপেতঃ ।
সংলাল্যতে নাথ ভবতৈব কৃপাভরেণ
স্বেনৈব কামপচিতিং তব বেদ্মি কর্ত্তুম্ ॥ ৩৬ ॥

কথম্ভূতা উচ্চ তাদৃশানুকম্পমানা একপার্শ্বে চলিতা অপরপার্শ্বে বসনাৎ স্খলিতা অলকশ্রেণী যস্যাঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অয়ং কৃষ্ণঃ উপেতঃ প্রাপ্তঃ স্বেনৈব কৃপাভরেণ পাল্যঃ তবকামপচিতিং পূজাং কর্ত্তুং বেদ্মি, অপিতু ন কামপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া সমস্ত অঙ্গের রক্ষাবিধান করিলেন। পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাতরবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

"হে দেবাধিদেব! তুমি কৃপা করিয়া বহু কালের পর নিজের ও বন্ধুজনের জীবনস্বরূপ এই পুত্ররত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তোমারই অসীম-করুণায় ইহাকে লালনপালন করিতেছি। হে নাথ! আমি তোমার পূজাই বা কি জানি? পরন্তু কিছুই জানি না। অতএব দেখো দয়াময়! বাছার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে" ॥ ৩৬ ॥

উরুদ্বয়, অচ্যুত তোমার কটিদেশ, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ তোমার উদর, ইন অর্থাৎ সূর্য্যদেব তোমার কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

সা রোহিণী-ভগবতী-মুখরা-কিলিম্বাঃ
কৃষ্ণেক্ষণোৎক-মনসঃ সহসা মিলন্তীঃ।
দৃষ্ট্বা যথার্হমভিবাদন-ভাষণাদ্যৈঃ
সম্মান্য পুত্রমপি বন্দয়তে স্ম হৃষ্টা ॥ ৩৭ ॥

সা যশোদা মিলন্তীঃ রোহিণ্যাদ্যা দৃষ্ট্বা অভিবাদনাদ্যৈঃ সম্মান্য শ্রীকৃষ্ণমপি বন্দয়তে স্ম নমস্কারং কারয়তি স্ম ॥ ৩৭ ॥

ইত্যবসরে রোহিণীদেবী (১), ভগবতী পৌর্ণমাসী (২), মুখরা এবং ধাত্রী কিলিম্বা (৩), শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গোষ্ঠেশ্বরী স্বয়ং সহর্ষে অভিবাদন সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সম্মাননা করিয়া পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাও তাঁহাদের বন্দনা করাইলেন ॥ ৩৭ ॥

(১) রোহিণী দেবী—বলদেবের মাতা এবং বসুদেবের ভার্য্যা। কশ্যপপত্নী সুরভির অংশে জাত। যথা—হরিবংশে—

"দেবকী রোহিণী চেমে বসুদেবস্য ধীমতঃ।
রোহিণী সুরভির্দেবী অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ॥"

ইনি আনন্দময়ী ও কৃষ্ণের 'বড় মা' বলিয়া খ্যাত। ইনি বলরাম অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ করেন। যথা—

"রোহিণী সুহৃদস্যাস্য প্রহসা রোহিণী সদা।
স্নেহং যা কুরুতে রাম স্নেহাৎ কোটিগুণোত্তরম্" ॥—গণোদ্দেশ।

(২) তথাহি পদ।—দেবী ভগবতী, পৌর্ণমাসী খ্যাতি, প্রভাতে সিনান করি। কানুর দরশে, চলিলা হরষে, আইলা নন্দের বাড়ী॥ শিরে শুভ্র কেশ, তপস্বীর বেশ, অরুণ বসন পরি। বেদময় কথা, ঘন হেলে মাথা, করেতে লগুড় ধরি॥ দেখে নন্দরাণী, বাড়ীয়া অমনি পড়িলা চরণ তলে। তারে কোলে লৈয়া, শির পরশিয়া আশিস বচন বলে॥ সতী-শিরোমণি, অখিলজননী, পরাণ বাছনি মোর। পতিপুত্র সহ, ধেনু বৎস সব, কুশলে থাকহ তোর॥ রাণী তারে লৈয়া, ত্বরিতে আসিয়া, দেখয়ে পুত্রের মুখ। গায়ে হাত দিয়া, উঠায় ধরিয়া স্নেহে দরদর বুক॥ নয়নের নীরে পুন ক্ষীরধারে ভিগায় বুকের বাস। বনিতার পাশে, দেখি মনে হাসে, এ যদুনন্দন দাস।

গান্ধর্ব্বিকে শৃণু যদন্যদভূদ্বিচিত্রং
নীলাংশুকং স্বতনয়োরসি বীক্ষ্যমাণাম্।
তামাহ সৈব ভগবত্যয়ি! গোষ্ঠরাজ্ঞি!
রামাম্বরেণ পরিবর্ত্তিতমস্য বাসঃ ॥ ৩৮ ॥

বীক্ষ্যমাণাং তাং যশোদাং সা ভগবতী পৌর্ণমাসী আহ। রামস্য বলদেবস্য পট্টাম্বরং চ রামায়া অম্বরেণ ॥ ৩৮ ॥

মধুরিকার এই মধুময়ী কথা সখীগণের কর্ণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রবোধন-কাহিনী শুনিবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিতা হইলেন। মধুরিকা সানন্দে শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—গান্ধর্ব্বিকে! তারপর তথায় আরও যে সকল বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শুন, সে সময়ে রাজ্ঞী যশোদা পুত্রের বক্ষোদেশে পীতাম্বরের পরিবর্ত্তে তোমার নীলাম্বর দেখিয়া বড়ই সন্দিগ্ধমনা হইলেন—তাই ত কৃষ্ণের অঙ্গে এ নীলাম্বর কোথা হইতে আসিল—শ্রীরাধার বসন হবে না ত? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর সেই নীলাম্বর খানি অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী যশোদার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ও গোষ্ঠেশ্বরি! রামাম্বরের সহিতই তোমার পুত্রের এই বসন বপর্য্যয় ঘটিয়াছে জানিবে।"

লীলা-সহায়িনী পৌর্ণমাসীদেবী (২) যদিও "রামাম্বর"বাক্যে

(১) কিলিম্বা ও অম্বিকা শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িনী, এই দুইজনের মধ্যে অম্বিকা শ্রেষ্ঠা এবং ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী। যথা—

"অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদায়িকে।
অম্বিকেয়ং তয়োর্মুখ্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়া সখী॥"

(২) পৌর্ণমাসী।—যোগমায়া পরাখ্যা মহাশক্তিঃ। ভাঃ ১০ম, ২৯ অ, ১ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জবিলাস ও রাসবিলাসাদি সাধনার্থই বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীর বিদ্যমানতা। কিন্তু গোষ্ঠে ও বনে লীলার সার্ব্বাঙ্গিকতা সম্পাদনই যোগমায়ার কার্য্য। যোগমায়াই সমষ্টি-

'রামা + অম্বর' অর্থাৎ ব্রজরামা শ্রীরাধার নীলাম্বরের সহিত ইঁহার বসন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরী 'রাম + অম্বর' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের বসনের সহিতই বসন-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এইরূপ অর্থবোধ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন ॥৩৮॥

৮০। স্বরূপশক্তিস্বরূপা। তাঁহার লীলাবতাররূপা ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী। বৃন্দাদি নিখিল শক্তিপরিকর তাঁহারই আজ্ঞাধীন ও আত্মাধীন। গোপালচম্পূতে উক্ত হইয়াছে—

"অথ যা খলু সিদ্ধানাং পরিষদি যোগমায়েতি প্রসিদ্ধা, ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্ভাবরতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইত্যাদিনা ভগবল্লীলাধিকারিতয়া প্রসিদ্ধা স্বরূপশক্তিঃ, সাভিব্যক্তিময়রূপেণ তাপসীতি ব্যবসীয়তে। যস্যাঃ পৌর্ণমাসীতি নাম ব্যাহার ব্যবহার আসীৎ।"

পূর্ব্বচম্পূঃ ২য়, পূরণ

অর্থাৎ যিনি নিশ্চয় সিদ্ধগণের সভায় যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা এবং ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ সদ্ভাবরত শ্রীমদ্ভাগবতেও "যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া" ইত্যাদি বাক্য উল্লিখিত হওয়ায় ভগবল্লীলার অধিকারিণী স্বরূপশক্তি নামে প্রসিদ্ধা, কিন্তু তাদৃশ চিন্ময় অচিন্ত্যস্বরূপের অপ্রকাশ বশতঃ যিনি তপস্বিনীরূপে বৃন্দাবন মধ্যে বাস করেন, তিনি পৌর্ণমাসী নামে অভিহিতা। তথাহি ব্রজবিলাসে—

"রাধামাধবয়োঃ সুখাদ্ভুতরসং যেবোপভুক্তে মুহুর্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে।" যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মান ও অভিসারোৎসব পরিপুষ্ট করিয়া উদ্ভূত সুখরূপা অদ্ভুতরস পুনঃপুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিনি ব্রজবাসের নিরত কল্যাণসাধন করিতেছেন সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজনা করি।

ভগবানের ও নিত্যলীলাপরিকরগণের স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদন অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি সংঘটন যোগমায়ার কার্য্য। যিনি লীলার্থ সঙ্কর্ষণকে এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে স্থাপন করেন তাঁহার পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব নহে। কৃষ্ণগণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—

"পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশীদরায়তা ॥
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা ॥
সান্দীপনিঃ সুতঃ সেয়ং হিত্বাবন্তীপুরীমপি।
স্বাভীষ্টদৈবত প্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা ॥"

ভগবতী পৌর্ণমাসী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী, ইঁহার বসন কষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌর, কেশ কাশকুসুমবৎ শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ব্রজেশ্বরাদির মাননীয়া, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, এবং সান্দীপনি মুনির জননী। ইনি নারদের উপদেশে অবন্তীপুর হইতে নিজের অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবশতঃ গোকুলে বাস করিতেছেন।

তাটঙ্কগারুণ-মণি-প্রতিবিম্ব এব
গণ্ডে বিভাতি তব মাধব শোণশোচিঃ।
ইত্যুক্ত এব স তয়া নিজপাণিনা তং
সদ্যো জঘর্ষ ভবদাধর-রাগভাগম্ ॥ ৩৯ ॥

নারোচয়ৎ যদশনীয়মধিপ্রদোষং
ঘূর্ণাবশাদয়মতঃ কৃশিমানমগাৎ।
তৎ সাম্প্রতং কিমপি ভোজয় রোহিণীত্যা-
দিষ্টা তয়া তদুপনেতুমসৌ জগাম ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য গণ্ডস্থং তাম্বূলরাগং বীক্ষ্য সশঙ্কা পৌর্ণমাসী তং কুণ্ডলস্থ বক্রমণি-প্রতিবিম্বিতত্বেন বর্ণয়তি, হে মাধব! শোণশোচিঃ কান্তির্যস্য এবম্ভূতঃ কুণ্ডল-গতারুণ-মণিপ্রতিবিম্ব এব তব গণ্ডে বিভাতীতি। তয়া পৌর্ণমাস্যা উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ "হে রাধে! ভবদধরসম্বন্ধিরাগখণ্ডং স্বপাণিনা জঘর্ষ ॥ ৩৯ ॥

যৎ যস্মাৎ ঘূর্ণা বশাৎ অধিপ্রদোষং প্রদোষে অশনীয়ং ভোজনীয়ং বস্তু ন অরোচয়ৎ, অতঃ কৃশিমানমগাৎ, তস্মাৎ হে রোহিণীতি ॥ ৪০ ॥

তারপর হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে তোমার চুম্বন জন্য অধরের তাম্বূলরাগ সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া, পৌর্ণমাসীদেবী বড়ই শঙ্কিতা হইলেন—বুঝি বা ব্রজেশ্বরীর নিকট এইবার নিকুঞ্জ-লীলার সকল রহস্যই ভেদ হইয়া পড়ে! তখন প্রত্যুৎপন্নমতি পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিতাভাসে কহিলেন—"মাধব! তোমার কুণ্ডল-মধ্যগত অরুণমণি-প্রভা প্রতিবিম্বিত হওয়ায়—আমরি! ঐ যে তোমার সুচারু গণ্ডদেশ সুন্দর লোহিতাভা বিশিষ্ট হইয়াছে!" পৌর্ণমাসীর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ লজ্জায় ঈষৎ মস্তকাবনত করিলেন এবং নিজ করতল দ্বারা কপোললগ্ন সেই তাম্বূলরাগ তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বহির্দেশে গমনের কালে শ্রীকৃষ্ণ, বিলাস-বৈবশ্য-নিশা-জাগরণের ফলে ঘন ঘন ঘুরিয়া পড়িতে

দাসোপনীত-মণিপীঠ-কৃতোপবেশ-
স্তৎকারিতস্য সরসীরুহ-ধাবনাদিঃ।
তত্রৈব রাম-বটু-সম্মিলনাশ্রিতশ্রীঃ
রেজে যথেন্দু-তড়িদিন্দুরুচিঃ পয়োদঃ ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ দাসেন উপনীতং যৎ রত্নপীঠং তৎকৃতোপবেশঃ পুনশ্চ তৈর্দাসৈঃ কারিতো মুখপদ্মধাবনাদির্যস্য তথাভূতঃ সন্ তত্রৈব দন্তধাবনসময়ে বলদেব-মধুমঙ্গলাভ্যাং মিলনেন আশ্রিতা শ্রীঃ শোভা যস্য তত্র দৃষ্টান্তঃ ইন্দুবিদ্যুদ্ভ্যাং ইন্দ্বা দীপ্তা রুচির্যস্য এবম্ভূতো মেঘো যথা তথেত্যর্থঃ। তত্র ইন্দুস্থানীয়ঃ বলদেবঃ বিদ্যুৎ-স্থানীয়ো মধুমঙ্গলশ্চ ॥ ৪১ ॥

লাগিলেন। ব্রজেশ্বরী পুত্রের সেই ঘন-ঘূর্ণা দেখিয়া রোহিণীদেবীকে কহিলেন—“গত প্রদোষে কৃষ্ণ আমার ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারে নাই, তাই বাছার দেহখানি অতি কৃশ হইয়াছে বলিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে। অতএব যাও রোহিণি! তুমি এখন কৃষ্ণকে কিছু ভোজন করাও।” আহা! স্নেহের স্বভাব কি মধুর! বাৎসল্যরসে বিচিত্রতা কত সুন্দর! স্নেহ কিছুই চায় না—কাহারও অপেক্ষা করে না—স্নেহের প্রবাহ আপন স্বভাবে আপন গৌরবে তরতর বেগে প্রবাহিত হয়। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ভূরিভূরি সম্ভোগ-চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্নেহের স্বভাবে পৌর্ণমাসীর ছলনাময়ী কথাই সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। ব্রজেশ্বরীর আদেশমাত্র রামজননী রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভোজনসামগ্রীসকল আনিতে তখনই চলিয়া গেলেন ॥ ৪০ ॥

এদিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠে দাসগণ পূর্ব্ব হইতেই মণিপীঠ আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিপীঠে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেবা-কুশল দাসগণ তখনই তাঁহার বদন-কমল প্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি তাৎকালিক স্বস্ব সেবাকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

এমন সময়ে রজতকান্তি বলদেব (১) এবং অরুণপ্রভ মধুমঙ্গল (২) আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের উভয়পার্শ্বে উপবেশন করায় এক অপূর্ব্বশ্রী উল্লাসিত হইয়া উঠিল —আমরি! যেন বর্ষণোন্মুখ নবজলধরের একদিকে পূর্ণচন্দ্র, অপরদিকে সৌদামিনীদাম শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

(১) শ্রীবলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ, —শ্রীবসুদেবের পুত্র। মাতা—শ্রীরোহিণী দেবী। পত্নীর নাম—শ্রীরেবতী। নন্দ মহারাজ ও সাধ্বী যশোমতী এই উভয়েই বসুদেব মহাশয়ের পরম মিত্রস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুভদ্রা ভগিনী, বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর। পরম উজ্জ্বল কৈশোর ভাবপূর্ণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং নানাবিধ লীলারসের আকরস্বরূপ। যথা—

"নন্দো মিত্রং পিতুস্তস্য মাতা সাধ্বী যশোমতী।
ভ্রাতা কনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সুভদ্রা ভগিনী চ সা ॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষক কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো নানা কেলিরসাকরঃ ॥—গণোদ্দেশ।

শ্রীবলরামের ধ্যান। যথা—

"শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥
কুণ্ডলাশ্লিষ্ট সদ্গণ্ডং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্।
মধুপানে সদাসক্তং সদা ঘূর্ণিত-লোচনম্।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরাম সদা স্মরেৎ ॥"

প্রকারান্তর. যথা—

"বলক শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভম্।
কৈলাস শিখরাকারং ফণাবিকট বিস্তরম্ ॥
নীলাম্বরধরকোগ্রং বলং বলমদোজ্জিতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্ ॥
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্ ॥"

প্রণাম মন্ত্র—

"নমস্তেস্তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল ॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ ॥"

(২) মধুমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা ও বিদূষক। স্বভাব দেবর্ষি নারদের ন্যায় এবং সকল বিদ্যায় পারদর্শী। শ্রীগণোদ্দেশে ইঁহার পরিচয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা

মৎস্যণ্ডিকা-সুরস-মৈন্দব-সৌরভাঢ্যং
হৈয়ঙ্গবীনমথ রাজত ভাজনস্থম্ ।
বাৎসল্যমেব কিমু মূর্ত্তমমী জনন্যা
হৃৎ-পুণ্ডরীকগত মৈক্ষিষতাতিহৃষ্টাঃ ॥ ৪২ ॥

'মিশ্রী' ইতি খ্যাতা মৎস্যণ্ডিকাতয়া সুরসং অথ চ ইন্দুঃ কর্পূরস্তত্র খ্যাতিমৈন্দবং সৌরভং তেন চাঢ্যং হৈয়ঙ্গবীনং রজতসম্বন্ধিপাত্রস্থং অমী কৃষ্ণাদয়ঃ এক্ষিষত নব-

---

ইত্যবসরে রোহিণীদেবী সদ্যজাত নবনীত মিশ্রীচূর্ণ দ্বারা সুরস ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া রৌপ্যপাত্রে লইয়া গোষ্ঠেশ্বরীর নিকট

"অয়ং শ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালাবিরাজিতঃ ॥
পিতা সান্দীপনিদেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী ॥"

অর্থাৎ মধুমঙ্গল শ্যামবর্ণ, বস্ত্র গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভূষিত। পিতা—সান্দীপনি মুনি, মাতা—সুমুখী। নান্দীমুখী—ইঁহার ভগিনী এবং পৌর্ণমাসী—পিতামহী। "ব্রজবিলাসে" উক্ত হইয়াছে—

"মূর্ত্তো হাস্যরসঃ সদৈব সুমনাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ
প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যয়োরহরহর্বাগ্দেহভঙ্গ্যাদিকৈঃ।
হাস্যং যো মধুমঙ্গলঃ প্রকটয়ন্ সংলালিতঃ কৌতুকী,
তং বৃন্দাবনচন্দ্র নর্মসচিবং প্রীত্যাভিবন্দামহে ॥"

অর্থাৎ যিনি মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, যিনি অতিশয় বুভুক্ষার পরবশ এবং বাক্‌ভঙ্গী ও দেহভঙ্গী দ্বারা প্রতিদিন প্রাণাধিক বয়স্য রাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৌতুকপ্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুকসহায় মধুমঙ্গলকে প্রীতিসহকারে বন্দনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধুমঙ্গল যে সান্দীপনি মুনিপুত্র তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। "সম্প্রতি প্রামাণিকস্য সান্দীপনি মুনেঃ পুত্রস্য মধুমঙ্গলস্যৈতাদৃশোদ্দিষ্ট্য-মনুচিতমিত্যাহ।" "গোপালচম্পূ" গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

[illegible] শ্রীকৃষ্ণস্য [illegible] [illegible] বিদূষকতামপি বিভূষয়ন্তস্য, ন [illegible]

রাজ্ঞ্যাথ তে প্রতিমুহুঃ পরিবেশিতেন
তেনৈব তৃপ্তিমগমন্মধুমঙ্গলস্তু।
ঊচে ততঃ কিমপি ভোক্তুমপারয়ন্ন-
প্যাস্মি ক্ষুধার্ত্ত ইতি সা তদদাদমুষ্মৈঃ ॥ ৪৩ ॥

নীতমুৎপ্রেক্ষতে। জনন্যা যশোদায়া হৃদয়পদ্মগতঃ বাৎসল্যং কিং মূর্তিমদেব সৎ ঘৃত-
রূপম ॥ ৪২ ॥

রাজ্ঞা যশোদয়া প্রতিমুহুঃ প্রতিবারং পরিবেশিতেন তেন হৈয়ঙ্গবীনেন কর-
ণেন তে রামাদয়ঃ তৃপ্তিমগমন্ মধুমঙ্গলস্তু ভোক্তুং অপারয়ন্নপি অহং ক্ষুধার্ত্তো-
ঽস্মীতি ঊচে ততস্তদনন্তরং যশোদা তং হৈয়ঙ্গবীনং অমুষ্মৈঃ মধুমঙ্গলায় প্রাচুর্য্যেণ
পুনরদাৎ ॥ ৪৩ ॥

উপস্থাপিত করিলেন। তখন রামকৃষ্ণ, বিশেষতঃ মধুমঙ্গল অতীব উল্লাস-সহকারে তাহা দেখিতে দেখিতে মনে করিতে লাগিলেন— 'অহো! জননীর হৃদয়-পদ্মস্থিত বাৎসল্যরসই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া নবনীতরূপে এই রজতপাত্রে আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী সেই নবনীত লইয়া রামকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গলকে মুহুর্মুহুঃ পরিবেশন করিতে লাগিলেন, তাহাতে রামকৃষ্ণ পরম-পরিতৃপ্তি লাভ করিলেও, ঔদরিক মধুমঙ্গলের আর তৃপ্তি হয় না। ভূরি-ভোজনে উদর স্ফীত হইয়াছে, আর কণামাত্র গলাধঃকরণেরও সামর্থ্য নাই, তথাপি তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন—"মা আমার পেট ভরিল কৈ? আমি যে ক্ষুধিতই রহিলাম!" ইহা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী হাসিতে হাসিতে সেই পেটুক-চূড়ামণি বটুকে প্রচুর পরিমাণে নবনীত প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ (খ)

(খ) তথাহি পদ।—"আওল রাম শুনহ উতরোল। চরণ-বিলম্বিত নীলনিচোল॥ শ্রমযুত গলিত কিয়ে কান্তি। রে রে নয়নকমল কত ভাঁতি॥ অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়। গোদোহন দাম-বেত্র ধরু তায়॥"

"আওত রে মধুমঙ্গল ভালি। হেরি সখাগণ দেয় করতালি॥ চলইতে চরণ পড়য়ে ছিন

গা-দোগ্ধু মুদ্ধ রবিয়োঽপি বৃথোদ্যমাস্তে
গোপা বভূবরথ তর্ণকমণ্ডলাশ্চ।
চুষন্ত এব ন পয়ঃ কণমাত্রমাসা
মাপীনতোঽদ্য যদবাপুরতো বিষেদুঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ শ্রীযশোদাকৃতলালনসময়ে কেনাপি গোপেনাগত্য কিমপ্যুক্তমিত্যাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। কেনচিৎ গোপেন উপেত্য নিকটমাগত্য স শ্রীকৃষ্ণ উক্তঃ কথিতঃ ততশ্চাসৌ শ্রীকৃষ্ণ উদস্থাৎ উত্থিতবান্, অসৌ কিম্ভূতঃ নিজাস্য দরহাস্য-সুধাভিষেকৈর্মাতৃঃ শ্রীযশোদাপ্রভৃতীঃ নিজমুখস্য ঈষদ্ধাস্যরূপো যঃ সুধাভিষেকস্তৈঃ সুখনন কিন্তু তৈরভিষেকৈঃ স্বানন্দং স্বসুখং কথয়িতুং শীলং যেষাং তৈঃ। পুনশ্চ মুখকমলং তাম্বুলরঞ্জিতমলং কলয়ন্ অলং কুর্ব্বন্ গোদুহা উপেত্য কিমুক্তমিত্যাপেক্ষয়া আহ। তে প্রসিদ্ধা গোপা গা-দোগ্ধুং উদ্ধরধিয়োঽপি নিপুণবুদ্ধয়োঽপি বৃথোদ্যমা বভূবুঃ। এবং যৎ যস্মাত্তর্ণকমণ্ডলাশ্চ বৎসসমূহাশ্চ চুষন্ত এব স্থিতাঃ ন ত্বাসাং শিশবঃ আপীনতঃ স্তনেভ্যঃ পয়ঃকণমাত্রম্ আপুঃ। অতো হেতোর্গোপাঃ সর্ব্বে বিষেদুঃ বিষণ্ণা বভূবুরিতি ॥ ৪৪ ॥

বাৎসল্যরসের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি রাজ্ঞী যশোমতী যখন রাম-কৃষ্ণকে এইরূপ ভোজন করাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে একজন গো-দোহনকারী গোপ তাঁহাদের নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"গোষ্ঠি-যুবরাজ! গোষ্ঠের সংবাদ বড়ই আশ্চর্য্যজনক! দোহন-দক্ষ প্রসিদ্ধ গোপগণও গো-দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আজ বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন—বিন্দুমাত্রও দুগ্ধ দোহন করিতে পারেন নাই। এমন কি বৎসসকল স্তন আচুষণ করিয়াও স্বীয় জননীর আপীন (পালান) হইতে কণামাত্রও দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় নাই। এ জন্য গোপগণ বড়ই বিষণ্ণ হইয়াছে ॥৪৪

বঙ্গ। ভালে কলঙ্কিত কালিন্দীপঙ্ক ॥ কহই বদনে করত কত ভঙ্গ। নাচত সঘনে বাজায়ত অঙ্গ। ভোজন-সরবস সব অনুবন্ধ। অবিরত হাতে লাগায়ত দ্বন্দ্ব ॥ মধুগুড়লোভিত বাউল চিত। বন্ধক দেওই গজমোতিহার ॥ কতিহু না পেখিয়ে ঐছন চালি। করইতে প্রতি দেই দশ গালি ॥ গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণগান। দ্বিজ পায়ে করল লাখ পরণাম ॥ (পঃ কঃ)

গাবস্তবাধ্বনি ধৃতাশ্রুভৃতাক্ষিযুগ্মা
ন প্রস্রবন্ত্যপগতাম লিহন্তি বৎসান্।
হুম্বা-ধ্বনি-ধ্বনিত দিগ্বলয়া বিলম্বং
সোঢ়ুং দরাপি ন হি সম্প্রতি শক্নুবন্তি ॥ ৪৫ ॥
ইত্যেব কেনচিদুপেত্য স গোদুহোক্তো
মাতুর্নিজাস্য-দরহাস্য-সুধাভিষেকৈঃ।
স্বানন্দশংসিভিরদো সুখয়ন্ মুখাব্জং
তাম্বূলরঞ্জিতমলং কলয়ন্ নদস্থাৎ ॥ ৪৬ ॥

সন্দানিতকম্।

দোহং সমাপ্য বলভদ্র সহানুজস্ত্বং
মল্লাজিরং ব্রজসি চেৎ কুরু মা বিলম্বম্।

তব অধ্বনি পথিধৃতানি দিগ্বলয়ানি যাভিস্তেবস্তু তাস্তা গাবঃ সম্প্রতি ক্ষণমপি তব বিলম্বম্ সোঢ়ুং ন শক্নুবন্তি ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

হে বলভদ্র! দোহং সমাপ্য সহানুজস্ত্বং যদি মল্লক্রীড়াস্থানং ব্রজসি তদা বিলম্বং মা কুরু ॥ ৪৭ ॥

অহো! ধেনুবৃন্দ, তোমার পথের পানে অশ্রুপূরিত-নয়নে, অনিমেষ চাহিয়া আছে। বৎসবতী গাভীগণ স্বস্ব বৎস, নিকটে আসিলেও স্নেহভরে তাহাদের গাত্রলেহন করিতেছে না, তোমার অদর্শনে মুহু-মুহুঃ হম্বাধ্বনি করিয়া দিগ্বলয় মুখরিত করিতেছে। এক্ষণে তোমার ক্ষণমাত্র বিলম্বও আর তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৫ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে জননীর মুখের দিকে চাহিলেন। সেই মধুর হাস্যামৃত-অভিষেকে যশোদা যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখ-কমল সুগন্ধি-তাম্বূলরাগে সুরঞ্জিত করিয়া গোষ্ঠে গো-দোহন করিতে যাইবার নিমিত্ত তখনই গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

নির্ম্মঞ্ছনং তব ভজে ক্ষণমাত্রমেব
সার্দ্ধং বিহৃত্য সখিভির্দ্রুতমেহি ভোক্তুম্ ॥ ৪৭ ॥
শ্রুত্বেতি মাতৃগিরমাহ হরির্ন মাতঃ
প্রত্যেষি মাং যদমুমেব স্মন্যথেবম্।
শিষ্টোঽগ্রণীঃ পুনরমীষ্বহমেক এব,
নো চেদমুষ্য বশতাং কিমুরীকরিষ্যে ॥ ৪৮ ॥
শিষ্টো যথা ত্বমসি বৎস নিজাতিবাল্য
মারভ্য তৎ খলু বিদন্ত্যখিলাঃ পুরন্ধ্র্যঃ।

বলদেবং প্রত্যুক্তং ন তু স্বং প্রতীত্যবগত্য শ্রীকৃষ্ণো মাতরং প্রত্যাহ। হে মাতঃ! মাং প্রতি ন প্রত্যেষি প্রতীতিং ন করোষি যৎ যস্মাৎ অমুং বলদেবমেব বদসি, অমীষু বালকেষু মধ্যে অহমেক এব শিষ্টোঽগ্রণীশ্চ অহং শিষ্টো ন ইতি বেৎসি জানাসি। অমুষ্য জ্যেষ্ঠস্যাপি কিং বশতাং উরীকরিষ্যে ॥ ৪৮ ॥

হে বৎস! বাল্যমারভ্য যথা ত্বং শিষ্টোঽসি, তৎ খলু অখিলা ব্রজপুরন্ধ্র্যো

যশোদা পুত্রের এই উত্তম দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলরামকে কহিলেন—"বৎস! বলভদ্র! তুমি গোদোহন সমাপন করিয়া যদি তুমি অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লক্রীড়া স্থানে যাও, তাহা হইলে বিলম্ব করিও না, আমি তোমার নির্ম্মঞ্ছন করিতেছি, তোমরা অল্পক্ষণ মাত্র সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া শীঘ্র ভোজন করিতে আসিও ॥ ৪৭ ॥

জননীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—"মা! তুমি আমাকে কিছু বলিলে না যে? তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না বুঝি; তাই, আমাকে কিছু না বলিয়া দাদাকে ঐ কথা বলিলে। মা! বালকদের মধ্যে আমিই যে শিষ্টাগ্রগণ্য তুমি বোধ হয় জান না। যদি আমি শিষ্টই না হইব, তাহা হইলে কেন অগ্রজের বশ্যতা স্বীকার করিব? ॥ ৪৮ ॥

শ্রীযশোদা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন—"বৎস! বাল্যকাল

যাঃ স্বালয়াপচয়বেদনয়া পুরাসাং
ফুৎকর্তুমাপুরিহ নো কতিধেতি সোচে ॥ ৪৯ ॥
সৌদামিনীততিবিভা-জয়ি-দামিনীদ্যু-
দ্বিভ্রাজি সব্যকর-কোরকিতারবিন্দঃ।
স গ্রাহিতপ্রমিত কানকদোহনীকো
মাত্রা তয়া সখি স্যাদধিকং বিরেজে ॥ ৫০ ॥

বিদগ্ধে, যাঃ পুরন্ধ্র্যঃ স্বালয়াপচয়বেদনয়া স্বগৃহস্থিতদধ্যাপচয়-জ্ঞাপনায়াপুরা সাং ফুৎকর্তুং কতিবারান্ ন আপুঃ, অপি তু আপুরিতি সা যশোদা ঊচে ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ পুত্রস্য গোদোহনবিষয়ে আনন্দজ্ঞানেন যশোদয়া স্বয়মেব স প্রেষিত ইত্যাহ। হে সখি! রাধে! রয়াৎ বেগাৎ তয়া মাত্রা গ্রাহিতা প্রমিতা অল্পপ্রমাণযুক্তা কনকস্য দোহনীয়ম্। এবম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অধিকং রেজে। কিম্ভূতঃ সৌদামিনী ততিবিদ্যুৎশ্রেণী তস্যা যা বিভা বিশিষ্টা শোভা তাং জেতুং শীলং যস্যা এবম্ভূতা যা দামিনী তস্যা যা দ্যুৎকান্তিস্তয়া বিভ্রাজী বিভ্রাজনশীলো যঃ সব্যকরঃ বামপাণিঃ স এব কোরকিতম্ অরবিন্দং যস্য সঃ। 'পশুরজ্জুস্তু দামনী'ত্যমরঃ ॥৫০॥

হইতেই তুমি যে কেমন শিষ্ট, তাহা ব্রজপুরাঙ্গণাগণ ভালরূপই অবগত আছে। কিছু দিন আগে তুমি তাহাদের ঘরে ঘরে দধি দুগ্ধাদি অপচয় করিয়া বেড়াইতে, তাহারা তোমা কর্তৃক সেই অপচয়ের কথা আমাকে জানাইয়া কলহ করিবার নিমিত্ত কত শতবার আসিয়াছে, কোন কোন বার নাও আসিয়াছে" ॥ ৪৯ ॥

পুত্রের গো-দোহন কার্য্যে বিশেষ আনন্দলাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে প্রেরণ করিতে স্বয়ংই অভিলাষিণী হইলেন। হে সখি! রাধে! তখন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করে নাতিক্ষুদ্র সুবর্ণের দোহন-ভাণ্ড এবং বামকর-কমলে সৌদামিনীপ্রভা-জয়ি দামনা (ছাঁদন দাড়ি) সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জননীর প্রদত্ত সেই দোহন-ভাণ্ড ও পশু-বন্ধন-রজ্জু গ্রহণ করিয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

স্তম্বেরমব্রজ-বিড়ম্বি-বিলম্বিপাদ-
বিন্যাস ঝঞ্ঝণ-ঝণৎকৃত-কিঙ্কিণীকঃ।
লোলালকালি মণিকুণ্ডলকান্তিবেণী
বীচীভরস্নপিত-বক্ত্র-সুধাংশুবিম্বঃ॥ ৫১॥
পীতোত্তরীয়-চপলেলিত-কেলিনৃত্য-
রাজদ্ঘনাঙ্গ-কিরণোচ্ছলনোচ্ছ্রিত-শ্রীঃ।

তদনন্তরং তস্য তৎকালিক-গমন-শোভামাহ শ্লোকত্রয়েণ। শ্রীকৃষ্ণঃ রম্য-পুরতো নিষ্ক্রম্য পুরতোঽগ্রেঽভিগচ্ছন্ সন্ গোপুরাগ্রং বহির্দ্বারাগ্রিমস্থানং। কিম্ভূতঃ স্তম্বেরমো মত্তহস্তী তস্য ব্রজঃ সমূহঃ তং বিড়ম্বিতুং শীলং যস্য তথাভূতো যো বিলম্বী মন্দপাদবিন্যাসঃ পাদবিক্ষেপঃ তেন ঝঞ্ঝণ ঝণৎকারবতী কিঙ্কিণী যস্য স, পুনশ্চ লোলা চঞ্চলা যা অলকশ্রেণী তস্যাঃ এবং মণিকুণ্ডলয়োশ্চ যাঃ কান্তয়স্তা এব বেণী তস্যা যা বীচী তরঙ্গস্তস্যা ভরেণাতিশয়েন স্নাপিতো বক্ত্র-সুধাংশুবিম্বো যস্য সঃ॥ ৫১॥

পুনঃ কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ পীতোত্তরীয়মেব চপলা বিদ্যুত্তস্যা ঈলিতং প্রশস্তং কেলিনৃত্যং তেন রাজন্মেঘতুল্যো যোঽঙ্গকিরণস্তস্য উচ্ছলনেন উচ্ছ্রিতা ঊর্দ্ধমুখিতা শ্রীঃ

অনন্তর মত্তমাতঙ্গের গমনবিড়ম্বি-মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোদোহনার্থ গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার কটীদেশে কিঙ্কিণী রুণু ঝুনু শব্দে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। চঞ্চল অলকাবলীর কান্তি ও কর্ণশোভি মণিকুণ্ডলের কান্তি একত্র মিলিত হইয়া যেন ত্রিবেণীর তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুধাংশু বিম্ব অভিষিক্ত হইতে লাগিল॥৫১॥ (১)

(১) তথাহি পদ।— শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর। রঙ্গিণী মোহন ভঙ্গী নটবর॥ সজল জলদ তনু ঘন রসময় তনু। রূপে জিতল কত কোটী কুসুমধনু॥ নবকমলদল, অরুণ চরণতল নখমণিরাজিত মঞ্জু মঞ্জীর কল॥ প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর। অধরে মুরলীধ্বনি মনমথ [illegible]॥ [illegible] গোবিন্দদাস চিতে রত নিতি আগর॥

প্রেঙ্খোল-হার-পরিধি-শ্রিত-কৌস্তুভোদ্য-
দ্ভানুঃ স্বনচ্চরণ-ভূষণ-চুম্বিদামা ॥ ৫২ ॥
নিষ্ক্রম্য রম্যপুরতঃ পুরতোঽভিগচ্ছন্
যচ্ছন্ মুদং স্বজননী-জনলোচনেভ্যঃ।
দাসৈঃ প্রধারিতমবারিত রোচিরশ্মং-
তাম্বূলপূলকমবাপ স গোপুরাগ্রম্ ॥ ৫৩ ॥

শোভা যস্য, পক্ষে পীতোত্তরীয়স্য যৎ কেলি-নৃত্যং তেন রাজন্ ঘনো নিবিড়োঽঙ্গ-কিরণং, নৃত্যং তাদৃশং চপলং চঞ্চলং ইলিতঞ্চ। "ইলিতশস্তপাণিত পণায়িতেতি" বিশেষ্য নিম্নঃ। পুনশ্চ প্রেঙ্খোল চঞ্চলো যো হারঃ স এব পরিধির্মণ্ডলং তেন শ্রিত আশ্রিতো যঃ কৌস্তুভঃ স এব উদ্যদ্ভানুর্যস্য সঃ, পুনশ্চ স্বনচ্চরণভূষণং তচ্চু-ম্বিতং শীলং যস্য তথাভূতং দাম বনমালা যস্য সঃ, চরণস্পর্শী মালা বনমালো-চ্যতে ॥ ৫২ ॥

পুনশ্চ দাসৈঃ প্রধারিতং তাম্বূলপূলকং তাম্বূলবীটিকাং অশ্নন্ কিম্ভূতং তাম্বূল-পূলকম্ অবারিতরোচিরবারিতকান্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের নবনীরদ নিন্দি নিবিড় শ্রীঅঙ্গকান্তির উচ্ছ্বসিত শোভার উপর সুচঞ্চল পীতবর্ণের উত্তরীয় এরূপ সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিল, দেখিলে মনে হয়, যেন মেঘের উপর চপলার চঞ্চল কেলি-নৃত্য আরম্ভ হইল এবং বক্ষঃস্থলে দোলায়মান মুক্তাহার-পরিবৃত কৌস্তুভমণি যেন পরিধি-মণ্ডল-মণ্ডিত উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, গলদেশস্থ বনমালা, শব্দায়মান পাদভূষণকে স্ব-সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া যেন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল ॥৫২ ॥

এইরূপ মনোহর গমনভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুরম্য পুরপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জননী ও পুরজনবর্গের নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দাসগণ কর্তৃক প্রদত্ত মনোজ্ঞ

তদ্বাহ্যকুট্টিম-তটীমবলম্বমানঃ
কা কুত্র কিং কুরুত ইত্যনুসন্দধানঃ।
ব্যাপারয়ন্নয়ন-মট্টঘটাসু নর্ম্ম-
প্রেষ্ঠৈর্মিলদ্ভিরভিতঃ স ররাজ মিত্রৈঃ ॥৫৪॥
তন্নির্ম্মিতানুপদকর্ণকথা-রসজ্ঞ-
স্যাস্যাম্বুজে কিমপি যৎস্মিতমুদ্বভূব।

তস্য গোপুরস্য বাহ্যে বহিঃপ্রদেশে 'চবুতরা' ইতি খ্যাতং কুট্টিমং অবলম্বমানঃ অর্থাৎ তত্র গতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ দৌত্যার্থং প্রেষিতৈঃ অথচ তত আগতা অভিতো মিলদ্ভিঃ সুবলাদিনর্ম্মপ্রেষ্ঠমিত্রৈঃ সহ ররাজ। কীদৃশঃ কা ব্রজসুন্দরী কুত্র কিং করোতি ইত্যনুসন্দধানঃ, পুনশ্চ 'অটারী' সমূহ ইতি প্রসিদ্ধাসু অট্টঘটাসু তাসাং দর্শনার্থং নয়নং ব্যাপারয়ন্ ॥ ৫৪ ॥

তৈ মিত্রৈর্নির্ম্মিতা অনুপদং অনুক্ষণং যা কর্ণকথা তস্যা রসজ্ঞস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আস্য-পদ্মে কিমপি যৎস্মিতমুদ্বভূব তস্যার্থজাতং বিবরিতং কিমহমীশে সমর্থা ভবামি।

তাম্বূলবীটী চর্ব্বণ করিতে করিতে অবশেষে গোপুরাগ্রে অর্থাৎ পুর-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বারের বহিঃপ্রদেশে 'চবুতরা' নামক কুট্টিমের তটোপরে উপবেশন করিয়া যেন দৌত্যার্থ প্রেরিত সখাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অবাধ্য নয়নযুগল তখন কোন্ ব্রজ-সুন্দরী কোথায় কি করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত অট্টালিকা সমূহের উপর ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পরে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্মসখাগণ একে একে তথায় আসিয়া মিলিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই সখাগণ-পরিবৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করি-লেন ॥ ৫৪ ॥

তখন সখাগণ ক্ষণে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহার রসাস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে এমন

তস্যার্থ জাতমপি কিং বিবরীতুমীশে
চেতোলিরেব তব সরব্য শু সংদধাতু ॥ ৫৫ ॥
উষ্ণীষ-বক্রিম-মহামধুরিম্নি তস্য
তাৎকালিকে কিল ন কস্য মনো ন্যমাঙ্ক্ষীৎ।
তত্রৈব শেখরিত-কানকসূত্রজাল-
রাজন্মণিদ্যুতিভরাঃ কিমু বর্ণনীয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

সখি! অবশ্যমেব বক্তব্যমিত্যাগ্রহে কৃতে সতি তত্রাহ, হে সখি! রাধে! তব চেতোঽলিরেব তস্যার্থজাতং অনুসন্ধায় জানাতু তেন তবৈবাখিলবার্ত্তেতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্য কৃষ্ণস্য তাৎকালিকে কর্ণকথা সময়োৎপন্নে উষ্ণীষস্য বক্রিমমহামধুরিম্নি কস্য মনো ন ন্যমাকাঙ্ক্ষীৎ ন মগ্নমাসীৎ। গচ্ছতস্তস্য তাম্বূলং চর্ব্বয়তস্তত্তৎকথাঃ এবং হর্ষাবেশেন ঈষদ্ধাস্যবিশিষ্টস্য হস্তেন উষ্ণীষস্য কিঞ্চিৎ বক্রিমাণং কুর্ব্বতস্তস্য তদানীন্তন মাধুরীষু মগ্নানাং সর্ব্বাসামেব মোহাদিনেতরেষু বিস্মৃতিরেব জাতেতি ধ্বনিঃ। কিঞ্চিৎ তত্রৈব উষ্ণীষে শেখরীকৃতঃ কানকসূত্রজালঃ 'তোররা' ইতি খ্যাতঃ সুবর্ণনির্ম্মিতসূত্রসমূহঃ তত্র রাজন্তঃ বিরাজমানা যে মণয়স্তেষাং দ্যুতিভরাঃ কিং বর্ণনীয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

চমৎকার মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার মর্ম্ম আমি আর কি বলিব?—তাহার বৃত্তান্ত অবশ্য তোমারই ব্যক্ত করা উচিত। সুতরাং তোমারই চিত্ত-ভ্রমর তাহা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হউক? হে সখি! সে ত আর অন্য কথা নহে?—তোমারই সহিত বিলাসের কথা ॥ ৫৫ ॥

আহা! এই কর্ণ-কথা শুনিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে হর্ষাবেশে হাসি হাসি মুখে হস্তদ্বারা মস্তকের উষ্ণীষ এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে বাঁকাইতে লাগিলেন, আমরি! তাহার সেই মহামাধুর্য্যে কাহার মন না মজিয়াছিল? অর্থাৎ সেই

তৈঃ সৌরভৈঃ প্রসমরৈরণু নূপুরাদি-
ধ্বানৈর্বলেন বলভীমধিরোহিতাভিঃ।
গোশাল-বর্ত্মনি চলল্ললনাবলীভি-
র্নেত্রাম্বুজৈঃ স কতিধা নহি পূজ্যতে স্ম ॥ ৫৭ ॥
তত্তদ্বিলাস-বলিতা সুষমা-রসালা
প্রেষ্ঠস্য সা মধুরিকা পরিবেশ্যমানা।

তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ প্রসরণশীলৈঃ সৌরভৈঃ এবমনুপশ্চান্নূপুরাদিধ্বানৈশ্চ বলেন 'অটারা' ইতি প্রসিদ্ধাং বলভীমধিরোহিতাভির্ললনাশ্রেণীভিঃ নেত্রাম্বুজৈঃ করণৈঃ গোশালবর্ত্মনি চলন্ স শ্রীকৃষ্ণঃ কতিধা ন পূজ্যতে স্ম ॥ ৫৭ ॥

বয়স্যৈঃ সহ তত্তদ্বিলাসেন বলিতা বলবত্তরা প্রেষ্ঠস্য সুষমা শোভারূপা রসালা মধুরিকা পরিবেশ্যমানা সতী অস্যা রাধায়া বৈশ্লেষিকজ্বরমশীশমৎ শান্তং চকার।

মহামাধুরী-দর্শনে ব্রজসুন্দরী মাত্রেরই চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইল—তাঁহারা সব ভুলিলেন। তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত বস্তু যেন বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবিয়া গেল। মরি! মরি! বলিব কি সখি! তাঁহার সেই উষ্ণীষের উপর "তোররা" নামক শেখরিত স্বর্ণ-সূত্রজালে যে মণিনিচয় বিরাজিত আছে, তাহার প্রভারাশির বিষয় আর কি বর্ণনা করিব? শতমুখেও তাহার বর্ণনা করা যায় না ॥৫৬॥

অনন্তর তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গো-শালার পথে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ ও শ্রীচরণের নূপুরধ্বনি ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া গৃহকর্ম্মরতা কুলবধূকুলকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অট্টালিকার চূড়ার উপর অধিরোহণ করাইল; তখন তাঁহারাও স্ব স্ব নয়নাম্বুজ দ্বারা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বলিতা সুষমারূপা

বৈশ্লেষিক জ্বরমশীশমদপ্যথাস্যা
স্তেনে চ তং শতগুণং তৃষমেধয়ন্তী ॥ ৫৮ ॥
হর্ষোন্নতিস্তিমিত তাং শ্রবসোর্ব্যতানীৎ
তর্ষোত্থ-সংজ্বর ভরস্তু দৃশোর্বিবেশ।
আকস্মিকা নিরুপমা প্রতিবেশিসম্প-
ত্তাপং তনোতি সহবাসভৃতাং সদৈব ॥ ৫৯ ॥

অথ তচ্ছান্ত্যনন্তরমসৌ তৃষং তৃষ্ণাং দর্শনোৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়ন্তী শতগুণং তং জ্বরং তেনে ॥ ৫৮ ॥

তত্র তাপস্য শমনে বর্দ্ধনে চ দৃষ্টান্ত-পরিপাট্যাস্বাদনকৌশল্যমাহ। হর্ষোন্নতিঃ রাধায়াঃ শ্রবসো স্তিমিততাং ব্যতানীৎ। তর্ষোত্থসংজ্বরভরস্তু দৃশোর্নেত্রদ্বয়ে বিবেশ প্রবিষ্টবান্। অহো শ্রবণেন্দ্রিয়স্য স্নিগ্ধত্বে চক্ষুরিন্দ্রিয়স্যাপি স্নিগ্ধত্বং কথং নাভূৎ তত্রাহ। আকস্মিকী সহসোদ্ভূতা এবং নিরুপমা প্রতিবেশিনাং সম্পৎ-সহবাসভৃতামেকত্র সন্নিধাবেব বসতাং তাপং তনোতীত্যুৎপ্রেক্ষা বোধ্যা ॥৫৯॥

রসালা (দধি, মরীচ, শর্করাদি দ্বারা প্রস্তুত পানীয় বিশেষ) পরিবেশন করিয়া মধুরিকা, শ্রীরাধার বিরহ-জ্বর আপাততঃ প্রশমিত করিলেন, কিন্তু ইহার কিছুক্ষণ পরেই আবার তৃষ্ণা বা দর্শনোৎকণ্ঠা সহসা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জ্বর শতগুণ প্রবল করিয়া তুলিল ॥ ৫৮ ॥

অহো! একই বস্তু দ্বারা তাপের প্রশমন ও বর্দ্ধন বিচিত্র বটে? শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস এক দিকে শ্রীরাধার শ্রবণযুগলে স্নিগ্ধতা বিস্তার করিল, আবার অপর দিকে তৃষ্ণা বা দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত প্রবল জ্বর তাঁহার নয়ন কমলে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে সন্তাপিত করিতে লাগিল। যদি বল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতা উপস্থিত হইল না কেন? ইহা না হইবারই কথা! যেহেতু কোন প্রতিবেশীর সহসা অতুল সম্পত্তিলাভ

প্রাহানুরাগপরভাগবতী ততঃ সা
তা এব চারুমুখী ধন্যতমা রমণ্যঃ।
যাঃ খেলয়ন্তি সততং সুদৃশস্ত্বদীয়
লাবণ্য-কেলিজলধৌ কলধৌতগাত্র্যঃ ॥ ৬০ ॥
জন্মৈব হন্ত কিমভূন্মম গোকুলেঽস্মিং
স্তন্মাধুরীং ন যদুরীকুরুতে কদাপি।

অনুরাগস্য পরভাগঃ পরমোৎকর্ষস্তদ্বতী রাধিকা প্রাহ। হে চারুমুখি! মধুরিকে! তা রমণ্যো ধন্যতমাঃ যা সুদৃশঃ ত্বদীয় লাবণ্য কেলি-জলধৌ কলধৌতং স্বর্ণং তদ্বদ্গাত্র্যঃ তেন যথা তাসাং রূপং তথৈব ভাগ্যমপি কলিতমিত্যর্থঃ। চারু সুন্দরং তবেদং মুখং যেন তদ্গুণান্ কথয়সি। রমণ্য ইতি তা এব রমন্তে বয়ং তু সদৈব দুঃখিন্য ইতি ধ্বনিঃ ॥৬০॥

রাধিকা সন্দেহমাহ। অস্মিন্ গোকুলে মজ্জন্মৈব কিং কথমভূৎ। যতস্তস্য কৃষ্ণস্য মাধুরী কর্ত্রী যজ্জন্ম কদাপি ন উরীকুরুতে তৎ তস্মাৎ হে শ্যামলে! ইহ

ঘটিলে সেই সম্পত্তি, নিকটবর্ত্তী সহবাসিগণের হর্ষের কারণ না হইয়া বরং নিরন্তরই তাপপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর পরম অনুরাগবতী শ্রীরাধা মধুরিকাকে কহিলেন—"চারুমুখি! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য ও কেলি-জলধি মধ্যে স্ব স্ব নয়ন-সফরাকে নিরন্তর ক্রীড়া করাইয়া থাকে, সেই হেমাঙ্গিনী রমণীগণই ধন্যতমা। আহা! তাঁহাদের যেমন সোণার রূপ, ভাগ্যের ফলও তেমনই সুন্দর! সখি! তুমি তাঁহাদের সুন্দর গুণের কথা বলিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে "চারুমুখি!" বলিয়া সম্বোধন করিলাম এবং আমরা সর্ব্বদা দুঃখের পাথারে ডুবিয়া আছি, আর তাঁহারা নিরন্তর সুখ-সাগরে সাঁতার দিতেছে, তাই মধুরিকে! তাঁহাদিগকে 'রমণী' বলিয়া অভিহিত করিলাম ॥ ৬০ ॥

বলিতে বলিতে শ্রীরাধার হৃদয় উৎকণ্ঠার আকুল-আবেগে উদ্বে-

তৎ শ্যামলেঽতিচপলে হৃদিলেশমাত্রী
নো সম্ভবেদিহ ভবে ধৃতিরিত্যবেহি ॥ ৬১ ॥
শ্যামাহ যামি ললিতে শৃণু যামি গেহং
সম্প্রত্যমুং প্রতিমমাস্তু গিরাং বিরামঃ।
ত্বং পদ্মিনীং ব্রজপুরন্দরসদ্মনীমাম্
কৃষ্ণেক্ষণালিনি সমর্পয় বদ্ধতৃষ্ণে ॥ ৬২ ॥

তবে জন্মনি অতিচপলে মম হৃদি লেশমাত্রী ধৃতিরপি ন সম্ভবেদিতি ত্বং অবেহি জানীহি ॥ ৬১ ॥

রাধায়া অনুরাগস্য পরমকাষ্ঠাং দৃষ্ট্বা শ্যামলা আহ। হে যামি! ভগিনি! ললিতে! ত্বং শৃণু, অহং সম্প্রতি গৃহং যামি। "যামা স্বসৃকুলস্ত্রিয়ো"রিত্যমরঃ। অমুং রাধাং প্রতি মম গিরাং বিরামোঽস্তু কিন্তু ত্বং ইমাং পদ্মিনীং রাধাং ব্রজ-পুরন্দর-সদ্মনি শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণরূপে অলিনি ভ্রমরে সমর্প্য। কথম্ভূতে বদ্ধা তৃষ্ণা যেন তথাভূতে তেন এতস্যা দর্শনার্থং কৃষ্ণস্যাপি তৃষ্ণা বৃদ্ধা ইতি ধ্বনিঃ ॥৬২॥

লিত হইয়া উঠিল, নয়ন-কমল হইতে অশ্রুধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল, শ্যামলার কর ধারণ করিয়া শ্রীরাধা অতীব সকাতরে কহিলেন—"শ্যামলে! আমার জন্ম গোকুলে হইল কেন? হায়! হায়! গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমি সেই গোকুল-সুন্দরের মাধুরীর লেশমাত্রও কোন দিন আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইলাম না। অতএব হে সখি! এ জন্মে আমার এই চপল-হৃদয়ে সেই মাধুরীর লেশমাত্র ধারণা করিবারও সম্ভাবনা নাই, জানিও ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধার অনুরাগের সীমা যে পরাবধি লাভ করিয়াছে, শ্যামলা তাহা অবগত হইয়া অতীব উৎফুল্লা হইলেন। হাসিহাসিমুখে ললিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভগিনি! আমি এখন ঘরে চলিলাম, শ্রীরাধার সহিত আমার বাক্যালাপ আজ এইখানেই বিরাম লাভ করুক। তুমি এই পদ্মিনীকে ব্রজরাজভবনে তৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষ্ণ-নয়ন

প্রিয়-বিরহবিহস্তা স্রস্তধীঃ সা তদানীং
ক্ষণমপি যুগকল্পং কল্পয়ন্তী বভূব।
যদখিলমপি কৃত্যং কারিতা কিঙ্করীভিঃ
সময়বিহিতমেকোঽভ্যাস এবাত্র হেতুঃ ॥ ৬৩ ॥
অথ নিখিলসখীনাং স্বালিভিঃ স্নাপিতানাং
ধৃতসমুচিতবস্ত্রালঙ্কৃতীনাং ততিঃ সা।

সা রাধিকা তদানীং ক্ষণমপি যুগতুল্যং কল্পয়ন্তী প্রিয়-বিরহেণ বিহস্তা ব্যাকুলা অতএব স্রস্তা দীর্ঘস্থা এবম্ভূতা বভূব তর্হি কিং দন্তধাবনস্নানাদি ন চকার ইতি চেত্তত্রাহ তথাপি কিঙ্করীভিঃ সময়োচিতমখিলমেব কৃত্যং কারিতা তত্র অভ্যাস এব একো হেতুর্ন তু দেহানুসন্ধানাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥

ইদানীং সখীনাং পরিচর্য্যাং বর্ণয়িতুং প্রথমতস্তাঃ সখীরেব বর্ণয়তি। স্বালিভিঃ স্নাপিতানাং ললিতাদি নিখিলসখীনাং ততিঃ সঙ্ঘীভূয় শরৎকালীননির্ম্মলচন্দ্রিকায়া

মধুকরে সমর্পণ করিও,—যে হেতু, এই শ্রীরাধা-কমলিনীর দর্শনাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের নয়নভৃঙ্গ অনুক্ষণ উৎকণ্ঠাকুল হইতেছে ॥ ৬২ ॥

এই বলিয়া শ্যামলা নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রিয়-বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণমাত্রকালকেও যুগতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সেবাপরা কিঙ্করীগণ সময়োচিত সকলকৃত্যই সম্পন্ন করাইলেন, শ্রীরাধা তাদৃশ দেহানুসন্ধানরহিত অবস্থায় কেবল অভ্যাস বশতঃই দন্তধাবন, স্নানাদি তাৎকালিক কৃত্য সকল স্বীকার করিলেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধার স্নানের পর ললিতাদি সখীগণও স্বস্ব পরিচর্য্যাপরা সখীগণ কর্ত্তৃক পরিস্নাতা হইয়া সময়োপযোগী সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইলেন। মরি! মরি! তাহাতে তাঁহাদের এমন শোভন সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়া উঠিল, তাহা যেমন বিচিত্র তেমনই অনুপম! যদি শারদায় নির্ম্মলচন্দ্রিকার সিন্ধু অর্থাৎ অমৃতময় সমুদ্র-মথনে

মথিত শরদুদঞ্চচ্চন্দ্রিকা-সিন্ধুজাতাং
শ্রিয়মপি নিজপাদাম্ভোজভাসা বিজিগ্যে ॥ ৬৪ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে রসোদ্গারকথাস্বা-
দনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

সিন্ধুঃ অর্থাদমৃতময়সমুদ্রস্তজ্জাতোৎপন্নাং শ্রিয়ং লক্ষ্মীমপি নিজপাদাম্ভোজকান্ত্যা বিজিগ্যে তথা চৈতাদৃশসমুদ্রস্যাসম্ভবাৎ তদুৎপন্নায়া লক্ষ্ম্যা অপ্যসম্ভবাৎ অসম্ভবেতি তাং জিগ্যে ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে নিজপাদাম্বুজ-প্রভা দ্বারা সেই অভিনব লক্ষ্মীকেও জয় করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের শোভামাধুরীতে অসম্ভবও পরাজয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥ *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে রসোদ্গার-লীলাস্বাদন নাম
তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

---

* তথাহি পদ। শুনে সব সখীগণে থির করি মন। কত না কহিয়ে শ্যাম বঁধুর বচন। সুবদনী ধনী থেনে থির করি হিয়া। রতন পীঠে পুন বসিল আসিয়া ॥ কি কহব সে না শোভা কহনে না যায়। দাসীগণ আসি অঙ্গ-ভূষণ ধরায় ॥ (পঃ কঃ)

চতুর্থঃ সর্গঃ।

পরিজনৈরথধাবয়িতুং মুখম্
পুরটঝর্ঝরিকা-পরিসারিতৈঃ।
সমুচিতৈরুদকৈর্দ্রুতমাবৃতা
সুবদনা সদনাগ্রত আবভৌ ॥১॥
করতলাদসকৃচ্চলুকীকৃতম্
সলিলমারদতাম্বনুচালিতম্।
চল-কপোলযুগোন্নতি-মঞ্জুল-
ধ্বনিভৃতং নিভৃতং ক্ষিপতিস্ম সা ॥২॥

পরিজনৈরখিলমেব কৃত্যং কারয়ামাসেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। পুরট ঝর্ঝরিকয়া স্বর্ণনির্ম্মিতজলপাত্রেণ অপসারিতৈরথচ সমুচিতৈঃ শীতোষ্ণাদাবুপযুক্তৈরুদকৈঃ করণৈঃ পরিজনৈর্মুখং ধাবয়িতুং দ্রুতম্ আবৃতা সুবদনা রাধিকা সদনস্যাগ্রে বভৌ শোভিতবতী। দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ ॥১॥

মুখধাবনপ্রকারমাহ। সা রাধিকা করতলাদসকৃৎ চলুকীকৃতং সলিলং নিভৃতং একান্তং যথা স্যাত্তথা ক্ষিপতি স্ম। নিভৃতমিতি জলকণায়াঃ সর্ব্বত্রগমনাভাবার্থ-

---

স্নানাদিলীলা।

অনন্তর পরিচর্য্যা-পরা পরিজনবর্গ শ্রীরাধার স্নানভূষণাদি সেবা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সুমুখী শ্রীরাধা গৃহের সম্মুখভাগে রত্নবেদিকার উপর উপবিষ্টা; সখীগণ তাঁহার শ্রীমুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত শীতে উষ্ণ—গ্রীষ্মে শীতল, এরূপ সময়োচিত জলপূর্ণ সুবর্ণের ঝারি লইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। আহা! সখীগণ-পরিবৃতা শ্রীরাধার শোভামাধুরী তখন অনির্ব্বচনীয়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥১॥

তারপর অনেকা সখী স্বর্ণঝারি হইতে শ্রীরাধার কর-কমলে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে লাগিলেন, আর শ্রীরাধা সেই জল করপুটে লইয়া

বিস্ংমরানলকান্ কিরতীশির-
স্যুপরিসব্যকরাঙ্গুলি-ঘটনৈঃ।
অলিকগণ্ডদৃগাদ্যথ সামিত,
দ্যুতিমিতং তিমিতং ত্রিরদীধবৎ ॥৩॥
বিটপিকাং দ্যুতরো স্তুতরোচিষম্
রদহিতাং নিহিতাং স্ব-বয়স্যয়া।

মিতি ভাবঃ। জলং কথম্ভূতং দন্তমারভ্য তালুপর্য্যন্তং চালিতং পুনশ্চ চঞ্চলং যৎ কপোলযুগং গণ্ডদ্বয়ং, তস্য উন্নতিরুচ্চোভাবো যস্মাৎ। পুনশ্চ মঞ্জুলধ্বনিনা ভৃতং পূর্ণম্ ॥২॥

অধুনা মুখস্য বহির্ধাবনপ্রকারমাহ। সা রাধিকা ললাটগণ্ডচক্ষুরাদিকং বারত্রয়ম্ অদীধবৎ ধাবিতং কৃতবতীত্যর্থঃ। সা কথম্ভূতা সব্যকরস্য বামহস্তস্যাঙ্গুলিচালনৈঃ করণৈঃ বিস্ংমরান্ ইতস্ততোগতান্ অলকান্ শিরস্যুপরিকিরতী নিঃক্ষিপতী, দৃগাদি কিম্ভূতং তিমিতং স্বতঃস্নিগ্ধং পুনশ্চ অমিতা যা দ্যুতিস্তামিতং প্রাপ্তম্ ॥৩॥

পুনঃ পুনঃ শ্রীমুখমধ্যে দন্ত হইতে তালু পর্য্যন্ত চালিত করিতে লাগিলেন এবং কুল্লী করিবার কালে তাঁহার আরক্ত গণ্ডযুগল ঈষৎ উন্নত ও সুচঞ্চল হইয়া উঠিল এবং মুখমধ্যে মন্দমধুর শব্দ হইতে লাগিল। পরে শ্রীরাধা, সেই কুল্লীজলকণা পাছে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এই উদ্দেশে একান্তে নিক্ষেপ করিলেন ॥২॥

শ্রীরাধা এইরূপে শ্রীমুখাভ্যন্তর ধৌত করিয়া পুনরায় বহির্মুখমণ্ডল ধৌত করিবার অভিলাষে, প্রথমতঃ বামকরাঙ্গুলিনিচয় সঞ্চালনে শ্রীমুখের উপর ইতস্ততঃ বিস্রস্ত অলকাবলী মস্তকের উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বিন্যস্ত করিলেন। অতঃপর অনুপমকান্তিবিশিষ্ট স্বতঃস্নিগ্ধ ললাট গণ্ড-নয়নাদি বারত্রয় ধৌত করিলেন ॥৩॥

মুকুলিতাম্বুজতাং ভজতাঞ্জসা
মৃদুতরেণ করেণ সুদৃগ্দধে ॥৪॥
প্রতি-সরোদিত-দোলনমস্বন-
দ্বলয়মুচ্চল-কুণ্ডলমেতয়া।
ব্যধিত সা মৃজতী রদনাংশ্ছবিং
কণবদুচ্ছলিতাং ললিতাং শ্রিতান্ ॥৫॥

সুদৃক্ রাধা মৃদুতরেণ করেণ দ্যুতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য দন্তকাষ্ঠরূপং বিটপিকাং দধে। কিং ভূতাং বিটপিকাং? ততং বিস্তৃতং রোচির্যস্যাস্তাং, পুনশ্চ দন্তস্য হিতাং। করেণ কথম্ভূতেন মুকুলিতং কোরকরূপং যদম্বুজং তৎস্বরূপতাং ভজত ॥৪॥

দন্তকাষ্ঠেন দন্তমার্জ্জনমাহ। এতয়া বিটপিকয়া রদনান্ দন্তান্ মৃজতী সা রাধা তৎচ্ছবিং শ্রিতান্ কান্তিবিশেষযুক্তান্ ব্যধিত চকার। ছবিং কিম্ভূতাং কণবদুচ্ছলিতাং জলাদীনাং কণিকা যথা উচ্ছলন্তি তথেত্যর্থঃ। অতএব ললিতাং মনোহরাং মার্জ্জনসময়েঽন্যশোভাং চাহ। প্রতিসরোহস্তসূত্রং "পহুচীতি" খ্যাতং তস্য উদিতং প্রকটীভূতং দোলনং যত্র তদ্ যথা স্যাৎ এবং ন স্বনন্তি শব্দং ন কুর্ব্বন্তি বলয়ানি যত্র তদ্ যথা স্যাৎ, এবং উচ্চলং চঞ্চলং কুণ্ডলং যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ স্বভাবোক্তিরেব সর্ব্বত্র জ্ঞেয়া ॥৫॥

তদনন্তর অন্য এক সখী দন্ত-হিত-সাধনী অতিসুন্দর কল্পতরুর ক্ষুদ্র শাখা দন্তকাষ্ঠরূপে অর্পণ করিলে সুলোচনা শ্রীরাধা তাহা মুকুলিত কর-কমলে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে দন্তধাবন করিতে লাগিলেন ॥৪॥ *

আমরি! সেই দন্তমার্জ্জন সময়ে শ্রীরাধার ভুজবল্লরী-শোভি

* তথাহি পদ,—"আনন্দমন্দিরে আনলি রাই। মুখ শোধন লেই দাসী যোগাই॥ রতন পীঠোপরি বৈঠল যাই। হাসি হাসি মুখানি পাখালয়ে তাই॥ মাজল দশন সুরঙ্গমি কাতি। উজরোল কুন্দ-সুকোরক পাঁতি॥ শোধন রসনা-শোধনি করি হাত। উজলিত জনু থল কমলক পাত॥ শীতল সুগন্ধি কজ্জল করে নেল। গণ্ডূষে পুনঃ পুনঃ শোধন কেল॥ মুখানি মুছিয়া পুন তেজল বাস। সখী সঙ্গে বৈঠল আনন্দে ভাব॥ কত কত কৌতুক হাস পরিহাস। মাধব আনন্দ সাগরে ভাস॥

অথ দধে সুদতী ধনুরাকৃতিম্
মণিময়ীং রসনা-পরিণেজিনীম্।
মৃদুলপাণিযুগালঙ্গুলিযুগ্মগাম্
সহচরীকরতোঽদরতোষতঃ ॥৬॥
নবদলোপমিতাং রসনাং মৃজ-
ত্যথ তয়া নতকম্পিত-মস্তকম্।
মুখমিয়ং স্খলিতৈরলকৈর্বৃতম্
বিদধতী-দধতী স্মিতমাবভৌ ॥৭॥

দন্তমার্জ্জনং কৃত্বা জিহ্বা-মার্জ্জনং কৃতবতীত্যাহ। সুদতী শ্রীরাধা সহচরীকরতঃ রসনা-পরিণেজিনী জিহ্বা-মার্জ্জনীং দধে। কিন্তুতাং ধনুরাকৃতিং বক্রামিতি যাবৎ। পুনশ্চ কোমলকরদ্বয়স্য অঙ্গুলিদ্বয়গতাং করদ্বয়স্য দ্বাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং ধৃতবতীত্যর্থঃ, অদরতোষতঃ অত্যন্তসন্তোষাৎ ॥৬॥

জিহ্বামার্জ্জনীং গৃহীত্বা তয়া জিহ্বাং মার্জ্জিতবতীত্যাহ। তয়া পরিণেজিন্যা নবপল্লবোপমিতাং রসনাং নতকম্পিতমস্তকং যথা স্যাত্তথা মৃজতী রাধা আবভৌ শোভিতা বভূব। রাধা কথন্তুতা? স্খলিতৈরলকৈর্মুখং বৃতং বিদধতী, মার্জ্জনসময়ে

প্রতিসর অর্থাৎ 'পঁহুচী'নামক অলঙ্কার-সংলগ্ন সূত্রখণ্ড মন্দ মন্দ দুলিতে লাগিল, অথচ হস্তের চাঞ্চল্য সত্ত্বেও বলয়-নিচয় শব্দিত হইল না। কিন্তু কর্ণের কুণ্ডল সমধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইরূপে মৃদুমন্দ মার্জ্জন করিতে করিতে শ্রীরাধা, উচ্ছলিত জলকণিকার ন্যায় স্বীয় দশনাবলীকে মনোহর কান্তিবিশিষ্ট করিয়া তুলিলেন ॥৫॥

তারপর অত্যন্ত সন্তোষ সহকারে অন্য এক সহচরীর করপুট হইতে মণিময়ী ধনুরাকৃতি জিহ্বা-মাজ্জনী লইয়া সুদশনা শ্রীরাধা দুই কোমল কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা তাহার দুইটী প্রান্ত ধারণ করিলেন ॥৬॥

পরে তদ্দ্বারা নব রসাল-পল্লব-সন্নিভা রসনা মাজ্জন করিতে লাগি-

নিরণিজদ্বহিরন্তরমপ্যরম্
মুখবিধোরথধৌতকরদ্বয়া।
পরিজনার্পিতমঞ্জুলবাসসা
জলকণাপনয়ং সনয়ং ব্যধাৎ ॥৮॥

সহচরীবিধৃতে মণিদর্পণে
তদভিনন্দন-সাক্ষিণি বীক্ষ্য সা।
স্মিতসুধাভিরধাবয়দাননম্
প্রিয়তম-ক্ষণ-লক্ষণ-লক্ষকম্ ॥৯॥

অলকাঃ খলিতা ভূত্বা মুখমাবৃণ্বতেত্যর্থঃ। পুনশ্চ স্মিতং দধতী ইতস্ততোঽলক-স্খলনমবলোকয়ন্তীনাং সখীনাং স্মিতদর্শনাৎ স্বয়ং স্মিতং চকারেত্যর্থঃ ॥৭॥

জিহ্বাং মার্জ্জয়িত্বা মুখং প্রোক্ষিতবতীত্যাহ। রাধিকামুখচন্দ্রস্য বহিরন্তরম্ অরম্ অলম্ অতিশয়েন নিরণিজং প্রক্ষালিতবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা ধৌতং ক্ষালিতং করদ্বয়ং যয়া সা ॥৮॥

স্ব মুখং দৃষ্টবতীত্যাহ। সা রাধা সহচরী-বিধৃতে মণিদর্পণে মুখং বীক্ষ্য পুনঃ স্মিতসুধাভিরধাবয়ৎ ধৌতবতীত্যর্থঃ। দর্পণে কথম্ভূতে? তাসাং সখীনাং অভি-

---

লেন। সেই সময় তাঁহার মস্তক পুনঃ পুনঃ আনত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অলকাবলী ইতস্ততঃ বিগলিত হইয়া শ্রীমুখমণ্ডল আবরিত করিল। মরি! মরি!! রসময়ী শ্রীরাধার সেই মনোহর শোভারাশি দেখিয়া সখীগণ রমণীয় কেলিবিলাসের অবস্থা-বিশেষ স্মরণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সখীগণের সেই মৃদু হাস্য দেখিয়া স্বয়ং শ্রীরাধারও অধরপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল ॥৭॥

এইরূপে শ্রীরাধা বদন-বিধুর বহিরন্তরভাগ বিশেষরূপ প্রক্ষালিত করিয়া করযুগল ধৌত করিলেন। তারপর এক সখী সুচারু সূক্ষ্মবাস প্রদান করিলে তদ্দ্বারা শ্রীমুখ ও শ্রীকরকমলসংলগ্ন জলকণানিচয় যথারীতি অপনয়ন করিলেন ॥৮॥

পরিজনৈঃ প্রমদাদবতারিতৈ
সমুচিতাভরণপ্রকারহপ্যভাৎ।
তদভিলক্ষ্মভিরঙ্গধৃতৈরিয়ম্
বিগতদূষণভূষণতাং গতৈঃ ॥১০॥

নন্দনস্য মুখমার্জ্জন-সময়ে দন্তাদিলগ্নং তাম্বূলরাগাদিকং সম্যক্ তয়া গতমিত্যভি-নন্দনস্য সাক্ষিণি, আননং কীদৃশং প্রিয়তমস্য কৃষ্ণস্য যঃ ক্ষণ উৎসবস্তস্য লক্ষণং কারণং মুখসুশোভাদি তস্য লক্ষকং জ্ঞাপকম্ ॥৯॥

ততশ্চ স্নানার্থমুদ্যমং কৃতবতীত্যাহ। পরিজনৈঃ প্রমদাৎ হর্ষাৎ অঙ্গাদবতা-রিতৈ সমুচিতাভরণসমূহেহপি ইয়ং রাধা অভাৎ শোভিতবতী। সমুচিতং স্নানসময়ে রক্ষিতুমযোগ্যং কৈরভাত্তত্রাহ। তেষাং ভূষণানাং অঙ্গধৃতৈঃ অভিলক্ষ্মভিশ্চিহ্নৈঃ লক্ষ্মভিঃ কাদৃশৈঃ বিগতং দূষণং যত্র তথাভূতং যদ্ভূষণং তস্য ভাবস্তত্তাতামাপ্তৈরি-ত্যনেন মণিময়-মণ্ডনে মার্জ্জনাভাবেন বৈবর্ণ্যাদিদোষাস্তিষ্ঠতি ॥১০॥

মুখমার্জ্জন সময়ে দন্তাদিসংলগ্ন তাম্বূলাদির রাগ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে সখীগণের এই অভিনন্দনের সাক্ষিস্বরূপ মণি-দর্পণ অন্য এক সখী সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার শোভন শ্রীমুখকমল প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধাপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎসব লক্ষণব্যঞ্জক স্বীয় বদনমাধুরী দেখিয়া পুনরায় মৃদু হাস্য-সুধায় বদন বিধৌত করিলেন ॥৯॥

অনন্তর সখীগণ স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্নানকালে যে যে ভূষণ অঙ্গে থাকা একান্ত অনুচিত, সখীগণ পরমানন্দে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ হইতে সেই সকল আভরণ ধীরে ধীরে উন্মোচন করিতে লাগি-লেন। আমরি! ভূষণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কমনীয় সৌন্দ-র্য্যের কোন ব্যত্যয় হওয়া দূরে থাক্, বরং সেই মণিময় ভূষণ, মার্জ্জনা-দির অভাবে বৈবর্ণ্যাদি দোষসংযুক্ত থাকায়, সেই ভূষণ ধারণের স্থানে যে চিহ্ন বা দাগ লক্ষিত হইতেছে, তাহাই যেন নির্দ্দোষ ভূষণ স্বরূপ

ধবলমাপ্লবনোচিতমংশুকং
পরিদধত্যুদগাচ্চকিতেক্ষণা।
রুচিরচন্দ্রিকয়া বৃততাগগা-
দচপলা চপলা লতিকোন্নতা ॥১১॥
পুনরিয়ং মৃদুলাসন আসিতা
বিরুরুচে বিধুবৎ পরিবেষ্টিতা।
পরিজনৈঃ পরিধিত্বমিতৈঃ সদা
ন পচিতাপচিতাবতি শেপলৈঃ ॥১২॥

স্নানযোগ্যং শ্বেতবস্ত্রং পরিহিতবত্যাহ। আপ্লবনোচিতং স্নানযোগ্যং শ্বেতবস্ত্রং পরিদধতী পরিধানং কর্তুম্ অন্যলোকদর্শনাশঙ্কয়া চকিতেক্ষণা সতী উদগাৎ উত্থিতবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমিত্যাহ। উন্নতা ঊর্দ্ধং স্থিতা অচপলা স্থিরা চপলা-লতিকা বিদ্যুদত্র রুচিরচন্দ্রিকয়া আবৃততাং বেষ্টিতত্বং অগাৎ প্রাপ্তা।১১॥

উপবিষ্টায়াস্তস্যাঃ পুনঃ শোভান্তরমাহ। ইয়ং রাধা কোমলাসনে আসিতা উপবিষ্টা সতী বিরুরুচে বিশেষেণ শোভিতবতীত্যর্থঃ। তত্র উপমামাহ। বিধু-

হইয়া শ্রীরাধার ভূষণহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে আরও সুষমাশালী করিল ॥১০॥ ।

তারপর পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় চকিত নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধা উত্থিত হইয়া স্নানযোগ্য সুচিকণ শুভ্র বাস পরিধান করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন ঊর্দ্ধ-স্থিতা অচপলা দামিনী-লতা সুরুচির শারদচন্দ্রিকা-জালে সুবেষ্টিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১১॥

তথাহি পদ।—পাইয়া অবসরে, রাই সে সত্বরে আইল সখীগণ মাঝ। সব সখীগণ, খসায়ে ভূষণ, পরাণ সিনান-সাজ ॥ সখি! দেখনা রাইক রঙ্গ। রতিপতি কতি, বিদ্ধিয়া যুবতী, অভরণে দিল ভঙ্গ ॥ হাস-পরিহাসে, বসিয়া আবাসে, মুখানি মাজল নীরে। মাজল যতনে, রসনা দশনে শোধল মরিচ চূরে ॥ তৈল আমলকী, দিল সব সখী, উবটনে তুলি মালা। সুগন্ধি সলিলে, সিনান করিয়া, শীতল হইল বালা ॥ গা খানি মুছিতে, গামছা আনিতে কহয়ে ভয়া যে বাণী। পরম হরিষে, মনের উল্লাসে, শেখর যোগায় আনি ॥

ক-পটনোদনতো রতি-মঞ্জরী
কৃতচরপ্রতিকর্ম্মজ-বন্ধনাৎ।
সপদি বালততীর্যাদমূমুচ-
দ্বরতনো রতনোত্তদতি ত্বিষম্ ॥১৩॥

শ্চন্দ্রস্তদ্বৎ স যথা পরিধানমণ্ডলেন বেষ্টিতস্তথা পরিধিত্বং মণ্ডলীভূতত্বম্ ইতৈঃ প্রাপ্তৈঃ পরিজনৈর্বেষ্টিতা রাধা ইত্যর্থঃ। পরিজনৈঃ কাদৃশৈঃ নিরুপাধিত্বাৎ ন বিদ্যতে অপচিতমপচয়ো যস্যাস্তস্যামপচিতৌ পরিচর্য্যায়ামতিচতুরৈঃ ॥১২॥

কিঙ্করীণাং পরিচর্য্যামাহ। রতিমঞ্জরী বরতনোঃ শ্রীরাধায়াঃ কস্য মস্তকস্য পটনোদনতঃ বস্ত্রদূরীকরণাৎ যৎ বালততীঃ কেশান্ অমূমুচৎ কুতঃ তত্রাহ, কৃতচরঃ পূর্ব্বং কৃতঃ প্রতিকর্ম্মবেশঃ তজ্জন্যং যদ্বন্ধনং তস্মাৎ "আকল্পবেশো নৈপথ্যং প্রতি-কর্ম্মপ্রসাধন"মিত্যমরঃ। শ্লেষেণ রতিঃ প্রেমাঙ্কুরং তস্য মঞ্জরী নবীনোৎপত্তিরেব কপটমবিদ্যা তস্যা দূরীকরণাৎ বালততীরজ্ঞানাং শ্রেণীঃ যৎ অমূমুচৎ তদ্বরতনো শ্চিন্ময়শরীরস্য অতিত্বিষম্ অতনোৎ, কুতঃ অমমুচৎ তত্রাহ কৃতচরং পূর্ব্বকৃতং প্রতিকর্ম্ম কর্ম্মানুরূপঃ যদ্বন্ধনং তৎ ॥১৩॥

আহা! শ্রীরাধার উত্থানে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হয়, উপবেশনেও সেইরূপ অনন্ত শোভার উৎস খেলে। শ্রীরাধা সুকোমল আসনোপরে উপবেশন করিলে, অপচয়-বিহীন প্রেমময় পরিচর্য্যা-ব্যাপারে অতি সুচতুরা সখীগণ, পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত মণ্ডলীবদ্ধা হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। মরি! মরি! বোধ হইল, যেন পরিধি-মণ্ডল-মণ্ডিত পূর্ণ শশধর অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন ॥১২॥

রতিমঞ্জরী অর্থাৎ নবজাত-প্রেমাঙ্কুর যেরূপ বালততি অর্থাৎ অজ্ঞ জীবকুলকে কপট বা অবিদ্যাপাশ হইতে পরিমুক্ত করিয়া এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুরূপ বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদের চিন্ময়শরীরের অতিশয় কান্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীরতিমঞ্জরী নাম্নী শ্রীরাধার অতি

বিরলিতাঙ্গুলিকীর্ণতমা ইমাঃ
সুরভি তৈলরসৈরভিষিঞ্চতী।
করভঘট্টন-ঘর্ষণতোঽন্তর
স্তিমিততা মিততা মকরোদিয়ম্ ॥১৪॥
অধিশিরঃ করকুট্মল-কলিতৈ
রথ রণদ্বলয়ং মৃদুমর্দনৈঃ।
অকৃত তাং দরমীলিতলোচনা-
মনুকং তনুকম্পনমাশ্রিতাম্ ॥১৫॥

ইয়ং মঞ্জরী করভঘট্টনঘর্ষণতো হেতোঃ অন্তরস্থ কেশশ্রেণ্যা অভ্যন্তরস্থ যা স্তিমিততা স্নিগ্ধতা তস্যা যা অমিততা অপরিমিতত্বং, তাং অতনোৎ, "করস্য করভো বহি"রিত্যমরঃ। কথম্ভূতা সুরভিতৈলরসৈঃ ইমাঃ কেশশ্রেণীরভিষিঞ্চতী, ইমাঃ কিম্ভূতাঃ গ্রন্থিমোচনার্থং ব্যাকীর্ণাঃ ॥১৪॥

অধিশিরঃ শিরসি করয়োঃ কুট্মলাভ্যাং কমলকলিকাবৎ মুষ্টিকৃতাভ্যাং কলিতৈঃ মৃদুমর্দনৈঃ রণদ্বলয়ং যথা স্যাত্তথা ইতি মর্দনক্রিয়াবিশেষণম্, তাং রাধাং দরমীলিত-

প্রিয় কিঙ্করী এই সময়ে শোভনাঙ্গী শ্রীরাধার ক-পট অর্থাৎ মস্তকের বসন অপসারিত করিয়া প্রতিকর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত বেণীবন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক কেশকলাপের অতিশয় শোভা-সংবর্দ্ধন করিলেন ॥১৩॥

অনন্তর অঙ্গুলিনিচয় বিরলিত করিয়া কেশপাশের গ্রন্থি-বিমোচনের নিমিত্ত মূলদেশ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত অতি ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে কেশ-কলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তারপর সুরভি তৈল-রসে তাহা অভিষিঞ্চিত করিয়া এবং করভঘট্টন অর্থাৎ মণিবন্ধাবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত করের বহির্ভাগ দ্বারা পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিয়া কেশপাশের অভ্যন্তরভাগের অপরিমিত স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অতঃপর কমল-কলিকার ন্যায় করদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শ্রীরাধার

মুখবিধুং কচসন্তমসব্রজোঽহ-
রুণদতো মণিকঙ্কতিকাস্ত্রতঃ।
লঘু বিকৃষ্য নিবধ্য ফলং তদু-
থিতমলং তমলম্ভয়দেব সা ॥১৬॥
কুচভুজাদিষু তৈল-নিষেচনে
বসনমুদ্ঘটয়ন্ত্যবিভঃ স্মিতম্।

লোচনাং অকুত, কথম্ভূতাং অতনু অনল্পং কং সুখং যস্মাদেবম্ভূতং তনুকম্পনমাশ্রিতাম্ ॥১৫॥

ততশ্চ কঙ্কতিকয়া সংস্কৃত্য কেশানাং বন্ধনং কৃতবতীতি যথা শোভামুৎপ্রেক্ষয়নাহ। রাধায়া মুখরূপবিধুং কচসন্তমসব্রজঃ কেশস্বরূপান্ধকারসমূহঃ অরুণৎ রুদ্ধং চকার। অতঃ হেতোঃ সা রতিমঞ্জরী মণিনির্ম্মিতকঙ্কতিকারূপাস্ত্রেণ লঘু শীঘ্রং বিকৃষ্য বিশেষেণ কৃষ্ট্বা নিবধ্য চ তং কচসন্তমসব্রজং তদুত্থিতং বিধুরোধন কর্ম্মজনিতং ফলং অলং অতিশয়েন অলম্ভয়ৎ প্রাপয়ামাস ॥১৬॥

কিঙ্করিকালিঃ কিঙ্করীশ্রেণী কুচভুজাদিষু তৈলনিষেচনে বসনং উদ্ঘটয়ন্তী সতী

মস্তক মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে করস্থিত রত্ন-বলয় রুণু ঝুনু শব্দিত হইতে লাগিল এবং অতনু অর্থাৎ অনল্প সুখময় তনু-কম্প উপস্থিত হওয়ায় শ্রীরাধার নয়নকমল দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর রতিমঞ্জরী মণিকঙ্কতিকা দ্বারা কেশ-সংস্কার পূর্ব্বক শ্রীরাধার কেশ-বন্ধন করিলেন, তাহাতে মনে হইল, নিবিড় কেশ-পাশ-রূপ অন্ধকার রাশি শ্রীরাধার বদন-বিধুকে আবরিত করিয়াছিল বলিয়াই যেন রতিমঞ্জরী রোষভরে কঙ্কতিকা-অস্ত্র দ্বারা সেই কেশপাশকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া তাহার বিধু-রোধন-কর্ম্মের প্রতিফল বিশেষরূপে প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

তারপর শ্রীরাধার বক্ষদেশে ও ভুজবল্লী প্রভৃতি স্থানে তৈল-

রহসি কিঙ্করিকালি রথাপ্যধা-
চ্চকিতলোচনতাং চ নতাঙ্গ্যসৌ ॥১৭॥
ঘুসৃণ-সীত-করাম্বুজরেণবঃ
সমুদিতাঃ স্তিমিতাঃ কুসুমাম্বুভিঃ।
মলয়জদ্রব-মিশ্রণমেকয়া
চতুরয়া তু রয়াদুপনিন্যিরে ॥১৮॥

স্মিতং অবিভঃ ধৃতবতী তথা চ কুচাদিষু স্থিতং বস্ত্রং দূরীকৃত্য তত্র তত্র নখক্ষতাদি-দর্শনেন স্মিতযুক্তা বভূবেত্যর্থঃ। অসৌ রাধা তথাচ রহস্যস্থানে কোঽপি বা পশ্য-তীতি ভয়যুক্তা বভূবেত্যর্থঃ। নতাঙ্গীতি কিঙ্করীণাং স্মিতদর্শনেন লজ্জা জাতেতি ধ্বনিঃ ॥১৭॥

অথ উদ্বর্তন-সামগ্রী সমাধানমাহ। চতুরয়া একয়া কিঙ্কর্য্যা ঘুসৃণ সীতকরা-ম্বুজরেণবঃ মলয়জদ্রবমিশ্রণম্ উপনিন্যিরে প্রাপুরিত্যর্থঃ। তথাচ কর্পূর-পদ্মরাগ-

---

নিষেচনের নিমিত্ত কিঙ্করীগণ বক্ষবাস উদঘাটন করিয়া দেখিলেন—তখনও তাঁহার স্তন-মণ্ডলাদিতে কান্তকৃত নখাঙ্ক-নিচয় শোভা পাইতেছে; তাহাতে সখীগণের অধর-প্রান্তে মৃদুহাসির তরঙ্গ খেলিল। সখীগণকে হাসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বড়ই উন্মনা হইলেন—ভাবিলেন কেহ নিভৃতে থাকিয়া আমার এই নগ্ন-মাধুরী দেখিতেছে না কি? নতুবা সখীগণ এমন ভাবে অধর টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে কেন?"—এই ভাবিয়া শঙ্কাকুল নয়নে শ্রীরাধা ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জা-বশতঃ ঈষৎ নতাঙ্গী হইলেন ॥ ১৭ ॥

এমন সময়ে এক সুচতুরা কিঙ্করী, কর্পূর-কুঙ্কুম-পদ্মরাগচূর্ণ ও সুগন্ধি চন্দনদ্রবমিশ্র একত্র মিশাইয়া এবং "গোলাবজল"নামক প্রসিদ্ধ কুসুমাম্বু দ্বারা তাহার স্নিগ্ধতা সম্পাদন পূর্ব্বক এক অনুপম উদ্বর্ত্তন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র তথায় উপস্থাপিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

দ্যুতিভিরুল্লসত বিদ্যুত এব তৈ
র্বর্ণিমামৃতবর্ষিতয়া ঘনান্।
অপঘনানপরা উদবর্ত্তয়ন্
স্বনয়নৈর্ণয়-নৈপুণ্যতোঽধয়ন্ ॥১৯॥

চূর্ণানি-চন্দনদ্রবযুক্তানি কৃতানীত্যর্থঃ। হুহাদিস্থাৎ কর্ম্মদ্বয়ং রেণবঃ কথম্ভূতাঃ সমুদিতা একত্রমিলিতাঃ পুনশ্চ "গুলাব" ইতি প্রসিদ্ধ কুসুমাম্বুভিঃ স্তিমিতাঃ ॥১৮॥

উদ্বর্ত্তনপ্রক্রিয়ামাহ। অপরাঃ কিঙ্কর্য্যঃ তৈঃ কুসুমাম্বুভিঃ স্তিমিতৈঃ রেণুভিঃ অপঘনান্ শরীরাবয়বান্ উদবর্ত্তয়ন্, কথম্ভূতান্ দ্যুতিভিরুদয়ং প্রাপ্তা যা বিদ্যুতঃ তত্তুল্যান্, পুনশ্চ লাবণ্যরূপামৃতবর্ষিতয়া মেঘতুল্যান্ য এব মেঘা স্ত এব বিদ্যুত ইত্যর্থ বিরোধঃ। এবং ঘনানেব অপঘনানিতি শব্দবিরোধশ্চ। মেঘৈঃ সহসা দৃষ্টান্তরমাহ। স্বনয়নৈরিতি নয়নৈপুণ্যেন স্বনয়নৈরধয়ন্, উদ্বর্ত্তনং কুর্ব্বত্য এব স্বয়ং চক্ষুষা রূপামৃতানি অপঘনতঃ পপুরিত্যর্থঃ। নীতিনৈপুণ্যং চ সর্ব্বা উদ্বর্ত্তন-ক্রিয়া সম্যক্ জাতা ন বেতি, সংশয়নিরাসার্থং সম্যক্ নিভালনরূপং অধয়ন্নিত্যনেন নয়নানাং চাতকত্বং স্থোতিতম ॥১৯॥

এবং অন্য আর এক কিঙ্করী সেই কুসুমাম্বু-স্তিমিত উদ্বর্ত্তন দ্রব্য দ্বারা, কান্তিমালায় উদ্ভাসিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় এবং লাবণ্যামৃতবর্ষি-মেঘের ন্যায় শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্বর্ত্তন করিতে লাগি-লেন। মেঘের দৃশ্য যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সেইরূপ শ্রীরাধার অঙ্গকান্তির লাবণ্যরাশিও তখন ক্ষণে ক্ষণে সখীগণের দৃষ্টি-বৈচিত্র্য জন্মাইতে লাগিল। সেবাপরা কিঙ্করী উদ্বর্ত্তন করিতেছেন আর তাঁহার পিপাসিত নয়ন-চকোর তন্ময়ভাবে সেই অপঘনের রূপামৃত-ধারা প্রাণ ভরিয়া অনিমেষে পান করিতেছে। তারপর উদ্বর্ত্তনক্রিয়া সম্যক্ সম্পন্ন হইল কিনা এই সংশয়-নিরসনার্থ স্বীয় নয়নের নীতি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

সুরভিতামলকীদ্রব-লেপনৈ-
র্মৃদুলপাণিতলালঘু-ঘর্ষণৈঃ।
ব্যধিতকাচন তচ্চিকুরাং স্তদা
রুচির-মার্জ্জন-মার্জ্জনমেদুরান্ ॥২০॥
অথ পুরঃ স্ফটিকাপ্লব-বেদিকাম্
রভিগতী সভিতঃ পরিবাহিণীম্।
ইভগতির্বিশতী-কুরুতে স্ম তাং
স্ব সুষমাঞ্চন কাঞ্চনকান্তিকাম্ ॥২১॥

কেশসম্মার্জ্জনমাহ। কাচিৎ কিঙ্করী তস্যা রাধায়া শিচকুরান্ রুচিরমার্জ্জনেন যা যা শোভা তস্যা অর্জ্জনং যেষু, তথাভূতাশ্চ তে মেদুরাঃ স্নিগ্ধাশ্চ তান্ ব্যধিত চকার। কৈঃ প্রকারৈস্তত্রাহ। সুগন্ধদ্রব্যান্তরেণ আমলকী সুরভয়তীতি, কর্ম্মণি ক্তঃ। সুরভিতা যা আমলকী তস্যা দ্রবলেপনৈঃ এবং কোমলকরতল বহুতর ঘর্ষণৈশ্চ ॥২০॥

স্নানার্থং বেদ্যারোহণমাহ। ইভগতিঃ শ্রীরাধিকা তাং স্ফটিকাপ্লববেদিকাং বিশতী প্রবিশতী স্বস্যা শোভায়া অঞ্চনেন প্রাপণেন কাঞ্চনস্য সুবর্ণস্যেব কান্তির্যস্যাঃ এবম্ভূতাং কুরুতে স্ম। আসনাদুত্থায় স্নানসময়ে শিরসি জলদানার্থং তস্যাঃ সকা-

অনন্তর আর এক সখী আমলকীদ্রব, অন্য সুগন্ধিদ্রব্য-সংমিশ্রণে সুরভিত করিয়া, কোমল করতল দ্বারা শ্রীরাধার কেশকলাপ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুন্দর মার্জ্জন দ্বারা সেই সুচিকণ কেশকলাপ তখন অতীব স্নিগ্ধ ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল ॥২০॥

তারপর শ্রীরাধা গজেন্দ্র-গমনে স্ফটিকমণিনির্ম্মিত স্নান-বেদিকায় গিয়া আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার অনাবৃত শ্রীঅঙ্গের কাঞ্চনকান্তি উচ্ছলিত হওয়ায় সেই স্বচ্ছ স্ফটিক বেদিকা সুরম্য কাঞ্চন বেদীর ন্যায়

উপরিতচ্ছিরসোঽম্বভিরেকয়া
ঘটমুখাল্লঘু-ধারতয়ার্পিতৈঃ।
করতলদ্বয়তো মমৃজে মুহুঃ
কচততিঃ পরয়া পরয়া মুদা ॥২২॥

ঘনরসোক্ষণতো দর-কুঞ্চিত-
প্রসর-লম্বিতং নীল-পতাকিকঃ।

শাং কিঙ্করীণাং কিঞ্চিদুচ্চপ্রদেশোঽপেক্ষিতোঽস্ত তদর্থং বেদিকাং বিশিনষ্টি। বৃতিমতীং বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু কিঞ্চিদুচ্চভিত্তিস্বরূপাবরণযুক্তাং পুনশ্চ অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু জলনির্গমার্থং প্রণালিকা ইতি প্রসিদ্ধপরিবাহযুক্তাম্ ॥২১॥

জলেন গাত্রাভিষেকমাহ। একয়া কিঙ্কর্য্যা ঘটমুখাল্লঘুধারয়াতয়া তস্যা রাধায়া শিরসঃ উপরি অর্পিতৈর্জলৈঃ পরয়া কিঙ্কর্য্যা কচততিঃ কেশশ্রেণী করতলদ্বয়তঃ মমৃজে পরয়া মুদা পরমানন্দেন ॥২২॥

জলাভিষেক-সময়ে শোভাবিশেষমুৎপ্রেক্ষতে। তস্যা রাধায়া শুদ্ধচ্ছলেন অতনোঃ কন্দর্পস্য স্বর্ণনির্ম্মিতো যো ধ্বজঃ স এব স্তম্ভোঃ। কিং ভ্রান্তিভরং

প্রতীত হইতে লাগিল। স্নান-সময়ে আসন হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকে জলধারা অভিষেক করিবার নিমিত্ত কিঙ্করীগণের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে অবস্থান কর্ত্তব্য,—এই উদ্দেশে বেদীর চারিদিক্ কিঞ্চিৎ উচ্চ ভিত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জলনিগমনের নিমিত্ত তাহার চারিদিকেই পয়ঃ-প্রণালী বিরাজিত আছে ॥ ২১ ॥

বেদীমধ্যে উপবেশন করিলে জনৈকা কিঙ্করী শ্রীরাধার মস্তকের উপর ঘটমুখে লঘু ধারায় সুগন্ধি জল ঢালিতে লাগিলেন, আর এক জন কিঙ্করী পরমানন্দ সহকারে কোমল করতলদ্বয় দ্বারা তাঁহার কেশ-কলাপ মুহুর্ম্মুহুঃ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

জলাভিষেচনে তখন শ্রীরাধার নিবিড়কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ঈষৎ কুঞ্চিত, প্রসারিত ও লম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

দ্যুতিভরং পুরটধ্বজ এব ত-
স্তনুমিষাদতনোদতনোর্স্ম কিম্ ॥২৩॥
কৃতমৃজেষ্বখিলাবয়বেষু তাং
সমুচিতাম্বুভিরুন্নত সৌরভৈঃ।
স্নপয়িতুং মুহুরেব তদালিভিঃ
প্রববৃতে ববৃতে চ জয়স্বনঃ ॥২৪॥
হারমণিগয়তাং চিকুরোর্দ্ধগম্।
বদনসন্নিহিতং বহুরত্নতাম্।

কান্তিসমূহম্ অতনোঃ, শরীর-স্বরূপ-ধ্বজং কীদৃশং ঘনরসস্য জলস্য উক্ষণতঃ উক্ষ সেচনে, জলসেচনাৎ দর ঈষৎ কুঞ্চিতঃ পুনশ্চ সমরা প্রসরণশীলা লম্বিতা কেশরূপা নীলপতাকিকা যস্য সঃ ॥২৩॥

ততশ্চাঙ্গমার্জ্জনার্থমবান্তর স্নানানন্তর মহাস্নপনসময়ে সখানাং ব্যবহারমাহ। কৃতা মৃজা মার্জ্জনং যেষাং এবম্ভূতেষু নিখিলাবয়বেষু সৎসু তদা উন্নত সৌরভৈ রম্ভুভিঃ স্নপয়িতুং আলিভিঃ প্রববৃতে সখীভিঃ প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ। এবং স্নানসময়ে জয়শব্দশ্য প্রববৃতে প্রবৃত্তোঽভূদিত্যর্থঃ ॥২৪॥

আমরি! বোধ হইল যেন শ্রীরাধার তনু-যষ্টিরূপ অনঙ্গের সুবর্ণধ্বজ-দণ্ডে কেশ-কলাপরূপ লম্বিত নীলপতাকা ঘনরস* সেচনে বারংবার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

এইরূপে কিঙ্করীগণ কর্তৃক শ্রীরাধার নিখিলাঙ্গ মার্জ্জন ও অবান্তর স্নানক্রিয়া সমাধা হইলে ললিতাদি প্রিয়সখিগণ সময়োচিত অতি সুগন্ধ সলিল দ্বারা মহাস্নান করাইতে আরম্ভ করিলে চারিদিকে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

আহা! সেই স্নানকালের শোভা কি অনির্ব্বচনীয়, সখীগণ

---

* ঘনরস—নিবিড় রস—পক্ষে—মেঘাম্বু ধারা ॥

করতলোপরি বৈদ্রুমতাং কুচ-
দ্বয়মহো যদহো নবহৈমতাম্ ॥২৫॥
জঘন-বাসসি পুষ্কর-পিণ্ডতাং
ভজদিব স্ফটিকোদক-ভাজনম্।
বিবিধ-রূপকমেকমপি শ্রিয়া
তনু-সভাজন-ভাজনতাং যুকং যযৌ ॥২৬॥
(যুগ্মকং)

স্নান সময়ে শোভাবিশেষমাহ। স্ফটিকনির্ম্মিত জল-ভাজনম্ একমপি বিবিধ রূপকং বিবিধাকারং শ্লেষেণ হরিমণিত্বাদিনা বিবিধা রূপকালঙ্কারা যত্র তথাবিধং সৎশ্রিয়া অতনোরনঙ্গস্য সভাজনস্য উৎকৃষ্টস্য ভাজনত্বং আস্পদত্বং শ্লেষেণ তনোঃ রাধিকাদেহস্য স্তুতি-ব্যঞ্জকত্বং যযৌ প্রাপ্য। ধন্যোঽয়ংদেহঃ যস্য সান্নিধ্যাৎ অল্পমপীদং হরিমণ্যাদি ময়ত্বেন বহুমূল্যং বভূব ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। স্ফটিক নির্ম্মিত জল-পাত্রস্য নানাবিধাকারত্বমেবাহ, তাদৃশং ভাজনং চিকুরোদ্ধিগং সৎ হরিমণি-ময়তাং ভজৎ ইন্দ্রনীলমণিকৃত মিবজাতামিত্যর্থঃ। যৎ পুনশ্চ কুচদ্বয়মহো সৎ নব-হৈমতাং ভজৎ কুচদ্বয়স্য মহঃকান্তি যাতি প্রাপ্নোতি, তথাভূতং সৎ নবীন-স্বর্ণ-কৃতমিবজাতমিত্যর্থঃ, অহো আশ্চর্য্যম্ ॥২৫॥

পুনশ্চ জঘন নিতম্বাদি নিকটে স্থিতং সৎ পুষ্কর-পিণ্ডতাং জলপিণ্ডমিব জাত মিত্যর্থঃ। স্ফটিক-বস্ত্রয়োঃ শ্বেতত্বেন জলপিণ্ডাকারমিব প্রত্যয়াৎ ॥২৬॥

স্ফটিক নির্ম্মিত জলপাত্র হইতে শ্রীরাধার মস্তকের উপর জলধারা ঢালিতে আরম্ভ করিলে, কেশ-কলাপের কমনীয় কান্তি দ্বারা সেই স্ফটিক-কলস, ইন্দ্রনীলমণিবৎ প্রতীত হইল এবং শ্রীমুখের সন্নিধানে অধর-দন্ত-নাসিকা-নয়নাদির কান্তি দ্বারা বিবিধ রত্নময় রূপে উদ্ভাসিত হইল, জল-সেচন কালে জলধারা পাছে শ্রবণ-নয়নাদি পথে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় করতলদ্বয় উত্তান ভাবে শ্রীমুখের উপর ধারণ করিলে, সেই করতলের কান্তি দ্বারা বিদ্রুমময় বোধ হইল এবং সুপীন পয়োধর যুগলের প্রভাপুঞ্জে স্ফটিক-কলস নবকাঞ্চনময় প্রতিভাত হইল ॥২৫॥

স্থির-তড়িল্লতিকা-ধৃত মৌক্তিকা
ন্যুদচিনোৎ পৃষদম্বুমৃজামিষাৎ।
বরতনোঃ শরদভ্র-নিভাংশুকৈঃ
করধৃতৈঃ প্রমদাৎ প্রমদাবলিঃ ॥২৭॥
নিরুদকীকৃতয়েঽংশুক-বেষ্টনম্
কচততির্গমিতাপি কয়াপ্যভাৎ।

স্নানান্তরং গাত্রপ্রোঞ্ছনশোভামাহ। প্রমদাবলিঃ স্ত্রীসমূহ বরতনোঃ শ্রীরাধায়াঃ পৃষদম্বুমৃজা-মিষাৎ বিন্দুজলমার্জ্জনচ্ছলেন স্থিরীভূতা যা বিদ্যুল্লতিকা তয়া ধৃতানি মৌক্তিকানি উদচিনোৎ উত্থাপ্য নীতবতীত্যর্থঃ। প্রমদাদানন্দতঃ কেন প্রকারেণ তত্রাহ। শরৎকালান শ্বেতাভ্রতুল্যৈরংশুকৈঃ ॥২৭॥

কেশস্থ জলদূরীকরণমাহ। নিরুদকীকৃতয়ে জলদূরীকরণায় কয়াপি কিঙ্কর্য্যা কচততিঃ কেশসমূহঃ অংশুকবেষ্টনং গমিতা বস্ত্রেণ বেষ্টিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি অভাৎ শোভিতবতীত্যর্থঃ। তত্র উৎপ্রেক্ষমাহ। রবিজয়া যমুনয়া সুরনদ্যা গঙ্গয়া স্তুতয়া

এবং শুভ্র-বসনাবৃত নিতম্ব-সন্নিধানে স্ফটিক ও বস্ত্রের সমান শুভ্রতা হেতু জলপিণ্ডবৎ প্রতীত হইল। এইরূপে স্ফটিক-কলস স্বভাবতঃ এইরূপ শুভ্রবর্ণ হইয়াও শ্রীরাধার তনু-সান্নিধ্য লাভে বিবিধ রত্নময় রূপে শোভা পাইল; অতএব ধন্য শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ! কি আশ্চর্য্য, তুচ্ছ স্ফটিক-কলসও শ্রীরাধার তনুসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া মহামূল্য মণিরত্নের ভাজনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল ॥২৬॥

স্নানের পর সেই কিঙ্করী সকল শারদ-শুভ্র মেঘের ন্যায় বস্ত্র-খণ্ড লইয়া পরমানন্দে বরতনু শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ-সংলগ্ন জলবিন্দু-নিচয় মুছাইতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন স্থির-তড়িৎ-লতিকায় ফলিত মুক্তাফল-নিকর শারদীয় শুভ্র মেঘখণ্ড দ্বারা ধীরে ধীরে তুলিয়া লওয়া হইতেছে ॥২৭॥

তার পর অন্য একজন কিঙ্করী কেশপাশের জল মুছাইবার জন্য শুভ্র বসন-খণ্ডের দ্বারা কেশগুচ্ছকে বেষ্টন করিলেন। তখন বস্ত্রের

সুরনদী স্তৃতয়াপি কিমু ত্বিষো
রবিজয়া বিজয়ায় বিতেনিরে ॥২৮॥
অথ তয়া নিরপীড্যত সা লঘু
ভ্রমিবশাদপ উদ্গিরতী মুহুঃ।

আচ্ছাদিতয়া সত্যাঽপি বিজয়ায় গঙ্গাং জেতুং ত্বিষঃ কান্তীঃ কিং বিতেনিরে ॥২৮॥

নিষ্পীড়ন শোভামাহ। তয়া কিঙ্কর্য্যা সা কচততিঃ লঘু অল্পমেব নিরপীড্যত, সা

অভ্যন্তর হইতে এমনই মনোহর আভা স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন সুরধুনী দ্বারা শ্রীযমুনা আচ্ছাদিত হইয়াও রবি-নন্দিনী যমুনা সেই জাহ্নবীকে জয় করিবার অভিলাষেই অভ্যন্তর হইতে এই-রূপ কান্তি-মালা বিস্তার করিতেছেন ॥২৮॥ *

অনন্তর সেই কিঙ্করী কেশপাশকে অল্পে অল্পে নিপীড়িত করায়,

* তথাহি পদ।—

"গামছা আনিয়া, গা'খানি মুছিয়া,
পরাল নীলিম বাস।
বেশের মন্দিরে, পশিল সত্বরে
সখীগণ চারিপাশ ॥
সেকালে বিস্তার, ষোড়শ শৃঙ্গার,
করিয়া হেরয়ে মুখ।
কৃষ্ণ-অবশেষ, করিয়া পরশ,
পাওল পরম সুখ ॥
কহে রঙ্গলতা, আর এক কথা,
শুনহ রাজার ঝি।
কুন্দলতা ধনী, আসিছে এখনি,
হেনই বাসিতেছি ॥
দেখ একজন, বুঝহ কারণ,
জটিলা নিকটে যাই।
বুঝিতে সত্বর, হইলা শেখর
রাইর ইঙ্গিত পাই ॥"

গ্রসনতঃ কিমু চন্দ্রিকয়াঽরুদ-
দ্ঘনতমো বিসরো বিষরোচিষা ॥২৯॥
পরিজহৌ রুচিরাংশুক-বেষ্টিতা-
ধরতনুঃ সুদৃগা প্লবনাম্বরম্।
মম গুণঃ সুরভি স্তনুমানসা
বিতিরসা তিরসা দিদমাদদে ॥৩০॥

কথম্ভূতা ভ্রমিবশাদপ উদ্গিরতা তত্রোৎপেক্ষমাহ। বিষরোচিষা মৃণালবৎ শ্বেত-কান্তিমত্যা চন্দ্রিকয়া গ্রসনাদ্ধেতোঃ ঘনতমো বিসরঃ নিবিড়ান্ধকারসমূহঃ কিমু অরুদৎ। বিষরোচিষেত্যবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষো যমকানুরোধেন সোঢ়ব্যঃ ॥২৯॥

বস্ত্রান্তরং পরিধায় পূর্ব্বং পরিহিতবস্ত্রং ত্যক্তবতীত্যাহ। সুদৃক্ শ্রীরাধা রুচিরাংশুকেন বেষ্টিতা অধরতনুঃ অধঃ শরীরং যস্যা এবম্ভূতা সতী অর্থাৎ শোভিত-বস্ত্রম্ অধঃ শরীরে পরিধায় আপ্লবনাম্বরং স্নানীয়বস্ত্রং পরিজহৌ তস্য সৌগন্ধ্যমাহ। রসা পৃথ্বী ইদং আপ্লবনাম্বরং অতিরসাদাদে অনুরাগবিশেষেণ গৃহীতবতীত্যর্থঃ। অতিরস স্তস্যাঃ কুতো জাত স্তত্রাহ। অসৌ সুরভিঃসৌগন্ধ্যরূপো মম গুণস্তনুমান্ ইদানীং মম ভাগ্যেন মূর্ত্তিমান্ জাত ইতি মননাৎ শ্রীরাধাঙ্গ-স্পর্শাৎ এবং নানাবিধ সুগন্ধ-তৈল-স্পর্শাচ্চ বস্ত্রস্য তথা সৌগন্ধ্যং জাতং যথা গন্ধগুণা পৃথ্বী অপি পরমাদরেণ গৃহীতবতী, বস্তুতস্তু অতিরসেন অতিজলেন সিক্তং তদ্বস্ত্রং ভূমিমপি সুগন্ধীচকার ॥৩০॥

যেন কেশপাশ ভ্রমি বশতঃ জল উদ্গীরণ করিতে লাগিল, বোধ হইল, নিবিড় অন্ধকাররাশি যেন মৃণাল-শুভ্র * চন্দ্রিকা-গ্রস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে ॥২৯॥

সুলোচনা শ্রীরাধা আগুল্ফ-প্রসারিত করিয়া সুন্দর শুদ্ধ বসন পরিধান করিলেন এবং স্নানীয় আর্দ্র-বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই পতিত আর্দ্র বাস ধরাতলকেও সুরভি করিয়া তুলিল। শ্রীরাধার

* এস্থলে বিষরোচি' অর্থাৎ মৃণালশুভ্র বাক্যে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ দৃষ্ট হইলেও যমকানুরোধে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। অগ্রে অনুবাদ (জ্ঞাতবিষয়) না বলিয়া অগ্রেই বিধেয় অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহাকে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ কহে।

অধিবিতর্দ্দিতলং ললনামণি
শ্চকিতদৃক্ দরকুঞ্চিত-বিগ্রহা।
ব্যাকিরদঙ্গুলি-চম্পক-কোরকৈঃ
শিরসিজান্ মুখসম্মুখ-সংনতান্ ॥৩১॥
করযুগা কলিতান্ততটদ্বয়া-
ম্বর বরাহতি-নির্ধুত-কুন্তলা।

অধিবিতর্দ্দিতলং বেদিকায়াং স্থিত্বা ললনামণিঃ শ্রীরাধা অঙ্গুলি-চম্পক-কোরকৈঃ মুখস্য সম্মুখে নতান্ নম্রীকৃতান্ শিরসিজান্ কেশান্। "স্যাদ্বিতর্দ্দিস্তু বেদিকে-ই"ত্যমরঃ। কথম্ভূতা, চকিতদৃক্ সভয়-নয়না তেন কোঽপি বা পশ্যতীতি শঙ্কাকুলে-তি ভাবঃ, অতএব দরকুঞ্চিত-বিগ্রহা ॥৩১॥

পুনঃ কেশানাং জলকণামাত্রস্যাপি রাহিত্যমাহ। করেতি সা শ্রীরাধা নভ আকাশং ধনরসো জলং তস্য ত্রসরেণবোঽত্যন্তসূক্ষ্মকণাঃ তন্ময়ং কৃতবতীত্যর্থঃ।

শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে ও বিবিধ সুবাসিত তৈলাদির সংস্পর্শে সেই বসন এমনই সৌগন্ধময় হইয়াছিল যে, গন্ধগুণ বিশিষ্টা ধরণীও "আমার গন্ধগুণই যেন সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রীরাধাম্বররূপে সম্প্রতি মূর্ত্তিমান হইয়াছে'—এই মনে করিয়া সেই আর্দ্র-বাসকে সাদরে স্বীয়বক্ষে গ্রহণ করিলেন ॥৩০॥

তারপর ললনামণি শ্রীরাধা সেই স্নান-বেদিকার তলদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় চকিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে স্বীয় তনুলতাখানি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া চম্পক-কলিকা-নিন্দি-করাঙ্গুলি-নিচয় দ্বারা শ্রীমুখের সম্মুখভাগে সংনত কেশপাশকে ধীরে ধীরে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

পরে কেশ সম্পৃক্ত সামান্য জল কণাসমূহকেও বিদূরিত করিবার নিমিত্ত রমণীয় গাত্র-মার্জ্জনি-বসনের প্রান্ত তটদ্বয় উভয় করে ধারণ পূর্ব্বক পুনঃপুন আঘাত করিয়া সেই সুচিকন কেশগুচ্ছকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সেই আঘাত জন্য কেশপাশ হইতে যে অতি-

ঘনরস-ত্রসরেণুময়ং নভো
ব্যধিত সাধিত সার-রুচশ্চ তাঃ ॥৩২॥
স্থিরতড়িদ্ব্রততি নিজশাখয়ো
বিমল চন্দ্রিকয়া কৃতসখ্যয়োঃ।
যুগমুদস্য মুহুঃ প্রজহার কিং
ঘনতমো ন তমো জসিতূন্নতম্ ॥৩৩॥

সা কিন্তু তা করদ্বয়েন কলিতং অন্ততটদ্বয়ং যস্য তথাভূতং যদম্বরং বস্ত্রং তস্য যা আহতিঃ আঘাতস্তয়া নিধূ'তাঃ কুন্তলা যয়া সা, কিঞ্চ সা রাধা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ সার-রুচঃ সারভূতাঃ শোভাং অধিতবতী, তাদৃশকেশাঘাতসময়ে তস্যাঃ অতিসুন্দর-কান্তয়ঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা ইতি স্বভাবোক্তিঃ ॥৩২॥

শ্রীরাধায়াঃ কেশাঘাতমুৎপ্রেক্ষতে। স্থির-বিদ্যুল্লতিকা কর্ত্রী বিমলচন্দ্রিকয়া সহ কৃতসখ্যয়োঃ নিজশাখয়োর্যুগং উদস্য উত্থাপ্য ঘনীভূতকেশস্বরূপম্ অন্ধকারং কর্ম্ম কিং প্রজহার, কথম্ভূতং নতং নম্রীভূতং কিন্তু ওজসি উন্নতম্ উচ্চীভূতং অস্তেন প্রহারৈস্তৎ পরিভবাভাবশ্চ সূচিতঃ দৃষ্টং চৈতদ্ভগবদ্ভক্তেষু অন্যকৃত তিরস্কারেঽপি সমস্তত্তেজোবুদ্ধি জ'ায়তে ॥৩৩॥

সূক্ষ্ম জলকণা-নিচয় বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, শ্রীরাধা যেন সম্মুখস্থ আকাশ-মণ্ডলকে মেঘাম্বুর ত্রসরেণুময় করিয়া তুলিলেন। আহা! সেই কেশরাশির উপর আঘাত করিবার সময়ে শ্রীরাধার অনুপম সৌন্দর্য্য-মাধুরী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥৩২॥

মরি! মরি! শ্রীরাধার সেই কেশাঘাত-চাতুর্য্য কি চমৎকার! যেন স্থিরা সৌদামিনী-লতা বিমল চন্দ্রিকার সহিত নিজ শাখাদ্বয়ের সখ্য-বিধান পূর্ব্বক সেই শাখাদ্বয়কে উপরে তুলিয়া নিবিড় অন্ধকার রাশির উপর মুহুর্মুহু প্রহার করিতেছে। তাহাতে সেই নিবিড় কুন্তল-তিমির নম্রীভূত হইলেও শেষে উজ্জ্বল কান্তিতে পরম উৎকর্ষ প্রাপ্তই হইতেছে। ফলতঃ প্রহারের দ্বারা যেন তাহার পরাভবের অভাবই সূচিত হইতেছে। এইরূপ ভাব ভগবদ্ভক্তেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রুচির-কুঞ্চন সংবৃত-মূর্দ্ধত
স্ততমধঃ প্রপদাবধিলম্বি সা।
পরিদধেঽরুণ-সূত্র-সিতান্তরং
প্রবরমম্বর মঞ্চিত-চিত্রবৎ ॥৩৪॥
কনকবিন্দুমতী নবশাটিকা
ঘনরুচিস্তদুপর্য্যতিদিদ্যুতে।

সা রাধা "লহঙ্গা" ইতি প্রসিদ্ধং প্রবরমম্বরং পরিদধে। কিম্ভূতং ঊর্দ্ধত উপরি ভাগে রুচির কুঞ্চনেন সংবৃতং, পুনশ্চ প্রপদাবধি পাদাগ্র পর্য্যন্তং লম্বি পুন 'ডোরী' ইতি খ্যাতেন অরুণ সূত্রেণ সিতং বদ্ধম্ অন্তরং যস্য তৎ,তেনান্তঃ প্রবিষ্টেনৈব সূত্রেণ বদ্ধমিতি যাবৎ। পুনশ্চ অঞ্চিতং পুজিতং প্রশস্তং যচ্চিত্রম্ তদ্‌যুক্তম্ ॥৩৪॥

তস্য পরিহিত-বস্ত্রস্য উপরি "ডাওিয়া" ইতি প্রসিদ্ধা নবশাটিকা দিদ্যুতে শুশুভে। কথম্ভূতা সুবর্ণরসময়বস্তুনা নির্ম্মিতা যে বিন্দবঃ বিন্দুময়চিহ্নানি তৈর্যুক্তা, পুনশ্চ মেঘস্যেব রুচির্যস্যাঃ সা। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকদর্শনজন্য লজ্জয়া যস্যাঃ শাটিকায়াঃ সম্যক্‌তয়া বেষ্টনং। দর্শনমাত্রেণৈব কৃষ্ণস্য নেত্রং রুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৫॥

ভক্তগণকে কেহ তিরস্কার বা প্রহার করিলে তাঁহারা তাহাতে উত্তেজিত বা কুপিত না হইয়া স্বাভাবিক রূপেই অবস্থান করেন, বরং আরও নম্রতা প্রকাশই করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহাদের প্রভাব বা গৌরবের হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ॥৩৩॥

অনন্তর শ্রীরাধা যে শোভন চিত্র-মণ্ডিত আপাদ-বিলম্বি লহঙ্গা (ঘাগ্‌রা) নামক বরাম্বর পরিধান করিলেন, তাহার উপরিভাগ সুন্দর কুঞ্চন সংবৃত এবং সেই কুঞ্চনের অভ্যন্তরে 'ডোরী' নামক অরুণ সূত্র নিবদ্ধ ॥৩৪॥

সেই পরিহিত বসনের উপর 'ডাওিয়া' নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণরস-রচিত বিন্দু-বিশিষ্ট নবঘন-কান্তি নবীন শাটী বেষ্টন করায় এক অপূর্ব্ব সুষমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরি! সেই শাটীর সুচারু বেষ্টন

যদভিবেষ্টনমেব মুকুন্দদৃঙ্
নিরনুরোধন রোধন মুচ্যতে ॥৩৫॥
অগুরুধূমকুলং গুরু-কেশভাক্
তদবশেষরসং লিহদুদ্যযৌ।
স্বরতি-ঋদ্ধিভবেন্নহি কস্য বা
সমহতা মহতা মনুসেবয়া ॥৩৬॥

পুনঃ কেশস্য বিশেষণমাহ। অগুরু-কৃত-ধূমসমূহঃ তেষাং কেশানাম্ অবশিষ্ট-তয়া স্থিতো যো রসো জলং তৎলিহৎ সৎ স্বঃ স্বর্গপর্য্যন্তং উদ্যযৌ; কীদৃশং ধূম-কুলং গুরুদীর্ঘো যঃ কেশস্তৎ ভজতে। শ্লেষেণ অগুরুং গুরুরহিতং যদ্ধূমকুলং মলিনং কুলং গুরুস্বরূপং কেশং ঈশ্বরং ভজৎ সৎ অবশেষরসং লিহৎ আস্বাদিতং কুর্ব্বৎ; অত্যন্তং ঋদ্ধিঃ সম্পত্তি র্যত্র তাদৃশং স্বঃ বৈকুণ্ঠমপি উদ্যযৌ, তত্রার্থান্তর-ন্যাসমাহ। মহতাং অনুসেবয়া কস্য নীচস্যাপি জনস্য সমহতা সোৎসবত্বং ন হি ভবেৎ ॥৩৬॥

দর্শন করিবামাত্র নাগরেন্দ্রের নয়ন-যুগল সহজেই সংরুদ্ধ হইয়া থাকে, যেন সেই নীলাম্বরের সুষমা-জালে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কুরঙ্গ বিনা অনু-রোধেই জড়িত হইয়া পড়ে ॥৩৫॥

অগুরু অর্থাৎ গুরুরহিত ধূমকুল অর্থাৎ মলিনচিত্ত জীবগণ যেরূপ গুরু স্বরূপ 'কেশ' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া অশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন, সেই-রূপ তখন অগুরুধূমনিচয় শ্রীরাধার সুদীর্ঘ কেশপাশকে ভজনাপূর্ব্বক সেই আর্দ্র কেশ-কলাপের জলীয়াংশ পরিশোষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গমন করিল। মহৎ সেবা দ্বারা কোন্ ব্যক্তি না উৎসব প্রাপ্ত হয়? অর্থাৎ মহৎ-সেবার ফলে অতি নীচজনও পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৬॥

বিধুমুখীং ভৃশমুচ্ছলিতৈর্বৃতাম্
দ্যুতিভটৈঃ পুরটাসনমাশ্রিতাম্ ।
পরিচরত্যুপগম্য সুদেব্যধাৎ
সকলয়া কলয়া মহিতা মুদম্ ॥৩৭॥
অধিশিরোঽধি-সমর্পিত সঙ্কুচ-
দ্বিকসদুন্মুখ সব্য-করোদরে ।

কেশসংস্কারার্থং সুদেবী সমাগতেত্যাহ। সুদেবী সুমুখীং শ্রীরাধাং পরিচরন্তী পরিচরিতুম্ উপগম্য নিকটমাগত্য মুদং আনন্দং অধাৎ ধৃতবতী। কথম্ভূতাং ভৃশমুচ্ছলিতা দ্যুতিরূপাভটাঃ সেনাঃ তৈশ্চতুর্দিক্ষু বৃতাং। সুদেবী কথম্ভূতা সকলয়া সর্ব্বয়া কলয়া বৈদগ্ধ্যা মহিতা পূজিতা ॥৩৭॥

কেশসংস্কারমাহ। অধিশিরোঽধি কন্ধরায়াং সমর্পিতো যঃ সঙ্কুচন্ অথ চ বিকসন্ এবমুন্মুখ উত্তানতা স্থিতো যো বামকর স্তস্য উদরে মধ্যে দক্ষিণপাণিগতকঙ্ক-

বিধুমুখী শ্রীরাধা কনকাসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিধারা তখন ঝলকে ঝলকে চারিদিকে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন সেই উচ্ছলিত প্রভারাশি সুদৃশ্য সৈন্যশ্রেণী-রূপে তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিল। এই সময় নিখিল-কলা-কুশলা সুদেবী কেশসংস্কাররূপ পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন ॥৩৭॥

সুদেবী * শ্রীরাধার কন্ধরার উপর স্বীয় বামকর উত্তানভাবে বিন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধার সেই অগুরু-ধূপিত কেশগুচ্ছকে দক্ষিণ হস্ত-

* শ্রীসুদেবী—সুদেবী রঙ্গদেব্যাস্তু যমজা মৃদুরষ্টমী। রূপাদিভিঃ স্বসুঃ সাম্যাত্তদ্ভ্রান্তিভরকারিণী ॥ ভ্রাত্রা রক্তেক্ষণস্তেয়ং পরিণীতা কনিয়সা। সুদেবী কেশ-সংস্কারং প্রিয়সখ্যাস্তথাঞ্জনং। অঙ্গসম্বাহনং চাস্যাঃ কুর্ব্বন্তী পার্শ্বদা সদা। শারিকা শুকশিক্ষায়াং লাব-কুক্কুট যোধনে। ভূরি শাকুনশাস্ত্রেচ খগাদিরুত-বোধনে। চন্দ্রোদয়াভ্র-পুষ্পাদি বহ্নিবিদ্যাবিধাবপি। উদ্বর্ত্তন-বিশেষেচ সুষ্ঠু-কৌশল-মাগতা ॥ গণ্ডুষক্ষেপ-পাত্রেচ গেণ্ডুকে শয়নেঽপি চ। আসনে চাধিকারং যাঃ সখ্যোদাস্তশ্চ কুর্ব্বতে ॥ প্রতিপক্ষাদি-ভাবানাং যা জ্ঞানায় চরন্তি চ। ধূর্ত্তাঃ প্রণিধিরূপেণ নানা বেশধরাঃ স্ত্রিয়ঃ। যাশ্চ পক্ষিবরণ্যেষু ছেকেষ্বধিকৃতস্তথা। সখ্যশ্চ বনদেব্যশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাং গতা ॥ যাঃ

ইতর পাণিগ-কঙ্কতিকাঽগ্রতো
দর বিকৃষ্য বিকৃষ্য কচান্যধাৎ ॥৩৮॥

তিকাগ্রেণ করণেন অদরবিকৃষ্য বিকৃষ্য অতিশয়াকর্ষণং কৃত্বা কচান্যধাৎ তথা চ শ্রীরাধায়াঃ কন্ধরায়াং উত্তানতয়া স্থিতে বামহস্তমধ্যে কচাং যদা কঙ্কতিকাগ্রেণ আনয়তি তদা করঃ প্রসারিতঃ স্যাৎ অন্যদাকুঞ্চিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

স্থিত কনক-কঙ্কতিকার অগ্রভাগ দ্বারা যখন ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া সেই হস্তমধ্যে রাখিতে রাখিলেন, তখন তাঁহার হস্ত একবার প্রসারিত ও একবার আকুঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥

কাবেরীমুখাঃ সখ্যস্তা অস্যাঃ প্রত্যনন্তরাঃ।" অর্থাৎ সুদেবী, রঙ্গদেবীর যমজ ভগিনী, কেবল ৮দণ্ডের কনিষ্ঠা। বয়স ১৮বৎসর ২মাস ২৩দিন। কোনমতে ১৩বৎসর ১১মাস ২৩দিন। রূপ-গুণ-বয়ো বেশাদি সম বলিয়া ইঁহাকে রঙ্গদেবী বলিয়া ভ্রম হয়। পিতা—রঙ্গসার,—মাতা—করুণা, পতি—বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠভ্রাতা। নিবাস যাবট, স্থিতি—যোগপীঠ সহস্রদল কমলের বায়ব্যদলে হরিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণ বসন্তসুখদ কুঞ্জে। প্রিয়সখী শ্রীরাধার কেশসংস্কার, অঞ্জন-প্রদান, পার্শ্বে থাকিয়া অঙ্গ-সম্বাহন, ইঁহার সেবা। ইনি শারীশুকের শিক্ষাদানে, লাব-কুক্কুট পক্ষীর ক্রীড়া-যুদ্ধ প্রদর্শনে, বহু প্রকার শাকুনশাস্ত্রে অর্থাৎ কাকচরিত্রাদি পক্ষীদ্বারা শুভাশুভ নিরূপক শাস্ত্রে, ও পক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞানে বিচক্ষণা এবং আকাশে চন্দ্রোদয়, আকাশে পুষ্পাদি প্রদর্শন, বহ্নিবিদ্যা (আতস বাজী) ও বিশেষ বিশেষ উদ্বর্ত্তন প্রস্তুত-বিষয়ে সুন্দর কৌশল অবগত। ইঁহার অধীনা অষ্ট প্রিয়সখী। যথা—কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী, ও মনোহরা। এই অষ্ট সখী শ্রীসুদেবীর যূথ। গণ্ডূষক্ষেপ-পাত্রধারণ, গেণ্ডুক, শয্যা ও আসনাদি সেবা-সংস্কারে ইঁহাদের অধিকার। সকলেরই দাস্যাভিমান। ইঁহারা শ্রীসুদেবীর সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তিনী। যে সকল ধূর্ত্তা অনুচরীরূপে নানাবেশ ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষগণের ভাব জানিবার জন্য বিচরণ করেন, এবং অরণ্য ও গৃহপালিত পক্ষিনিচয় যাঁহাদের অধিকৃত ও ছেক নামক চিত্রকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্তা সেই দাসী, সখী ও বনদেবীগণের মধ্যে সুদেবীই সর্ব্বাধ্যক্ষা। কলহান্তরিতা রসে ইঁহার স্বাভাবিকী রতি।

শ্রীসুদেবীর ধ্যান—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শোণপুষ্পাম্বরাবৃতাম্।
সর্ব্বাসাং সুখদাং রম্যাং সখীমধ্যে সমাস্থিতাম্॥
কৈশোরবয়সীং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
গন্ধচন্দনসংযুক্তাং বচনেন সুপণ্ডিতাম্॥
নিকুঞ্জমণিমধ্যস্থাং সুদেবীং তামহং ভজে।

অথ প্রকারান্তর—

কনকজাল-বিকীর্ণ-যমানুজা-
সলিলপূরবরো বিততোঽপি কিম্।
মুকুলিত-স্ফুটিতাব্জমুখে পতন্
কবলিতো বলিতোদয়বত্যভূৎ ॥৩৯॥
সুভগ কঙ্কতিকা-কলিতালিকা-
দুপরিতঃ প্রভয়ৈধত-রেখিকা।

কেশান্ সংস্কুর্ব্বত্যাঃ সুদেব্যা বামকরে ধৃতং রাধায়াঃ কেশসমূহম্ উৎপ্রেক্ষতে। কনক-রচিতজালরূপয়া কঙ্কতিকয়া বিকীর্ণ আকৃষ্টো যো যমুনাজল-প্রবাহবরঃ বিততঃ বিস্তৃয়তোঽপি মুকুলিত স্ফুটিতাব্জমুখে পতন্ সন্ কবলিতোগ্রস্তোঽভূৎ। কথম্ভূতে অব্জমুখে বলিতা বলবত্তা তস্যা উদয়যুক্তে অতএব মহাপ্রবাহমপি গ্রাসী-করোতীতি ॥৩৯॥

কেশেষু রচনাবিশেষমাহ। সুভগয়া কঙ্কতিকয়া কলিতা কৃতা "সীথীতি" খ্যাতা রেখিকা প্রভয়া অলিকাৎ ললাটাদুপরি ঐধত। কিম্ভূতা সময়াশিরঃ শিরো-

আহা! তখন কেশসংস্কারকারিণী সুদেবার বাম-কর-ধৃত শ্রীরাধার সেই কেশকলাপ দেখিয়া বোধ হইল, যেন শ্রীযমুনার জল-প্রবাহ সুবর্ণ-জালে সমাকৃষ্ট হইয়া কখন বিস্তারিত হইতেছে, কখনও বা বলোদ্দীপ্ত, মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত কমলমুখে পতিত হইয়া কবলিত হইতেছে। ফলতঃ সুদেবী বামকরে কেশকলাপ যখন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতেছেন, তখন তাঁহার বামকর-কমল মুকুলিত বোধ হইতেছে, এবং যখন উন্মুক্ত করতলের উপর কেশগুচ্ছ স্থাপন করিয়া তদুপরি কঙ্কতিকা সঞ্চালন করিতেছেন তখন কর-কমল যেন প্রস্ফুটিত বোধ হইতেছে। আর শ্রীযমুনার মহাপ্রবাহকেও যেন গ্রাস করিতেছে বলিয়াই সেই কমলকে বলোদ্দীপ্ত বলা হইয়াছে ॥৩৯॥

"প্রোত্তপ্ত শুদ্ধকনকচ্ছবিচারুদেহাং
প্রোদ্যৎ-প্রবালনিচয়-প্রভা চারুবেলাম্।
সর্ব্বানুজীবন গুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং,
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং॥

ললিত পুচ্ছযুগা সময়াশির
স্তনুতমা নুতমার্গনিভা-তনোঃ ॥৪০॥
সপদি মূর্ত্তিমতী কিমু মাধুরা-
স্বরনদী হরি-হৃৎ-করি-কেলয়ে।
পরিজনাক্ষি-তরি স্ত্রিপথোদয়া
স্মরদমীব-হৃতির্বহতিস্ম সা ॥৪১॥
ললিতয়াথ পুরঃস্থিতয়া শিরো-
মণি রিহোপরি সাধুতয়াঽর্পিতঃ।

মধ্যে ললিতং সুন্দরং পুচ্ছদ্বয়ং যস্যাঃ। পুনঃ কথম্ভূতা তনুতমা সূক্ষ্মা; পুনশ্চ নুতঃ স্তববিষয়ীকৃতো যঃ কন্দর্পস্য মার্গ স্তত্তুল্য নুত ইতি। অর্থাৎ কন্দর্পেণেতি বোধ্যম্ ॥৪০॥

রেখিকায়া উৎপ্রেক্ষামাহ। শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়-হস্তিনঃ কেলয়ে মাধুরা-স্বরনদী মূর্ত্তিমতী সপদি শীঘ্রং কিমু বহতি স্ম। প্রবাহরূপেণ চলিতবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা? পরিজনানাং চক্ষুরেব তরি নৌকা, যত্র সা পুনশ্চ ত্রয়াণাং পথাং উদয়ো যস্যাঃ এতেন গঙ্গা সাধর্ম্মমুক্তম্। পুনশ্চ স্মরতাং জনানাং অমাবস্য পাপস্য হৃতি নাশো যতঃ ॥৪১॥

সুদেবী শোভন কঙ্কতিকার সাহায্যে শ্রীরাধার ললাটের উপরি-ভাগ হইতে মস্তকের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত কেশগুচ্ছকে সুন্দর পুচ্ছদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া উজ্জ্বল প্রভাময়ী অতিসূক্ষ্ম এক রেখা রচনা করিলেন। মরি! এই রেখা বা সিঁথিই কি কন্দর্পের প্রশস্ত সরণী? ॥৪০॥

না, এই রেখা মূর্ত্তিমতী মাধুরী-সুরধুনী? যাঁহার স্মরণে নিখিলজনের পাপরাশি ধ্বংস হয়, সেই ত্রিপথগামিনী জাহ্নবীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-কুঞ্জরের কেলি-বিলাসের নিমিত্তই কি প্রবাহ-রূপে দ্রুত প্রবাহিত হইতেছেন? আহা! ঐ যে পরিজন সহচরীবৃন্দের নয়ন-তরি যেন উহার মাধুরী-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে ॥৪১॥

বিরুরুচে কচসন্তমসাবলা-
বিন ইবোদয়িতো দয়িতো যথা ॥৪২॥
তমভিতঃ স্পৃশতী নব মৌক্তিকা-
বলিরভাদধিরেখমপি স্থিতা।
উড়ুততি রবিমাপ বিহায় কিম্
হিমরুচিং পরিতোঽপরিতোষতঃ ॥৪৩॥

কেশেষু বেশমাহ। পুরঃ স্থিতয়া ললিতয়া শিরস উপরি "শীষফুল" ইতি প্রসিদ্ধঃ শিরোমণিঃ সাধুতয়া অর্পিতঃ সন্ বিরুরুচে। তত্র দৃষ্টান্তঃ কেশরূপান্ধকার-শ্রেণ্যাং ইনঃ উদয়কালীনো রক্তসূর্য্য ইব, ননু সূর্য্যো যথা অন্ধকারং নাশয়তি তথা অয়মপি কেশরূপান্ধকারং কথং ন নাশয়তি? তত্রাহ, দয়িতো যথা তথা অন্ধকার-শ্রেণ্যাঃ প্রিয়ত্বাৎ। অস্য চ প্রিয়ত্বাদদ্ভুত সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥৪২॥

শিরোমণে শ্চতুর্দ্দিক্ষু রচনা বিশেষমাহ। তং শিরোমণিং অভিতঃ স্পৃশতী নবমৌক্তিকশ্রেণী অধিরেখং রেখায়ামপি স্থিতা সতী অভাৎ। তত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। উড়ুততিঃ নক্ষত্রশ্রেণী অপরিতোষাৎ হিমরুচিং চন্দ্রং বিহায় কিং অভিতঃ রবিং সূর্য্যং আপ শীতার্ত্তিদূরীকরণায়েতি ভাবঃ ॥৪৩॥

অনন্তর ললিতা সম্মুখে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধার মস্তকের উপর 'শীষফুল' নামক প্রসিদ্ধ শিরোমণি অতীব প্রীতিসহকারে পরাইয়া দিলেন। আমরি! যেন কুন্তল-তিমির–শিরে অরুণ-প্রভ প্রভাত-রবি প্রিয়তমের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সূর্য্য স্বভাবতঃ তিমির নাশ করেন, কিন্তু এই চূড়ামণি-সূর্য্য কুন্তল-তিমির নাশ করিল না কেন? তাহার কারণ, এই মণি-সূর্য্য,অন্ধকারের প্রিয়তম—প্রিয়তম বলিয়াই যেন কুন্তল-তিমির এই মণি-সূর্য্যকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥৪২॥

আহা! তখন এই শিরোমণির চারিদিকে বেষ্টিত নব-মৌক্তিক-দাম সেই সিঁথি-রেখার উপর বিন্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিকাশ করিল—যেন উজ্জ্বল তারকা-মালা হিমাংশু-সংস্পর্শে শীতার্ত্ত হইয়া সম্প্রতি বিষাদ-ভরে সেই হিমরুচি চন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতার্ত্তি নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে এই তরুণ-তপনের শরণাপন্ন হইয়াছে ॥৪৩॥

বিনিহিতালক-চুম্বিত-মৌক্তিকা-
তনু-ধনুঃ সদৃশী ন ললাটিকা।
সচল-শৈবল-বুদ্বুদ-পাল্যসৌ
মুখ-সুধা-সরসঃ সরসচ্ছবেঃ ॥৪৪॥
মিলিত তত্তদুপান্তিম সূত্রব-
ত্যথ সুদেব্যুত-পুষ্প-বিচিত্রিতা।

ললাট-স্থিতাভরণান্তরমাহ। ললাটে বিনিহিতা অথ চালক-চুম্বিতা মৌক্তিকা মুক্তা যত্র তথাভূতা যা ললাটিকা ললাটোর্দ্ধ-স্থিতভূষণং "পত্রপাশ্যাখ্যং" ন, তর্হি কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ, অসৌ ললাটিকা মুখরূপ সুধাসরোবরস্য চঞ্চল শৈবাল সাহিতা যা বুদ্বুদপালী জলবিম্বশ্রেণী তদ্রূপাত্রবেতি। ননু সরোবরমধ্যোৎপন্নানাং শৈবালাদীনাং কথং ললাটরূপ তটবৃত্তিত্বং সম্ভবতি, তত্র আহ, সরসেতি সরসঃ কথম্ভূতস্য রসসহিতা ছবিঃ তরঙ্গরূপা কান্তির্যস্য। অত্র ছবিপদস্য তরঙ্গে আরোপঃ তথা চ ছবিরূপ তরঙ্গ নৈব তেষাং তটবৃত্তিত্বং বোধ্যম্। অলকস্থানীয়ঃ শৈবালঃ। একারবানপি শৈবলশব্দোঽস্তি। "সকল শেবল শেবলমালিক" ইতি যমকদর্শনাদিতি অমর টীকা ॥৪৪॥

বেণীরচনামাহ। মিলিতানাং তেষাং শিরোমণিলগ্নমুক্তামালা ললাটিকাদীনাং যেঽন্তিমভাগা স্তেষাং নিকটবর্ত্তি-সূত্রাণি তদ্বতি সুদৃশো রাধায়াঃ কচততিঃ বরবেণী

আবার ঐ দেখুন, শোভাময়ীর ললাট-ফলকে অলকা-চুম্বিত এক অভিনব-মৌক্তিক-ভূষণ সুবিন্যস্ত হইয়া কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে! আমরি! উহা কি পত্রপাশ্যা বা 'সিঁথি' নামে প্রসিদ্ধ ললাটিকা? না, মন্মথের ফুলধনু? কিম্বা বদন-সুধাসরোবরের তটপ্রান্তে সরস-কান্তি-লহরী-চালিত সুচঞ্চল শৈবাল-চুম্বি-জলবুদ্‌বুদ-মালা? কি সুন্দর! ॥৪৪॥

তারপর সুদেবী শিরোমণি-সংলগ্ন মুক্তামালার ও ললাটিকার সূত্রের মুক্তারহিত প্রান্তভাগ সুলোচনা শ্রীরাধার কেশগুচ্ছের সহিত মিলিত করিয়া এমন সুকৌশলে সুন্দর বেণী রচনা করিলেন যে, তাহার সকল অংশই বেণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল—বাহির হইতে কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হইল

কচততিঃ সুদৃশো বরবেণ্যভূৎ
মধুরমাপ্রসৃতং প্রসৃতং যয়া ॥৪৫॥
বিধুরগান্মুখতাং তপসা বম-
ন্নিজ-কলঙ্ক-কলাঙ্কি মিহোর্দ্ধতঃ।
ইয়মপীলিত-বেণিরভূদ্‌গতা
চরণলম্বিততাং বিততাংশুভিঃ ॥৪৬॥

অভূৎ। অন্তে ভবোহস্তিম শ্চরমদেশ স্তস্য নিকটে বর্ত্ততে অনেন মুক্তারহিতানি সূত্রস্য সর্ব্বাবয়বান্যেব বেণীমধ্যে প্রবিষ্টানীতি জ্ঞেয়ং। কথম্ভূতা সুদেব্যা গ্রথিতৈঃ পুষ্পৈ বিচিত্রিতা। যয়া বেণ্যা আপ্রসৃতি জঙ্ঘা তৎপর্য্যন্তং মধুরং যথা স্যাত্তথা প্রসৃতং ব্যাপ্তম্ ॥৪৫॥

বেণীশোভা মুৎপ্রেক্ষামাহ। বিধুশ্চন্দ্রঃ তপসা করণেন নিজাং কলঙ্ক-কলাং কিং উর্দ্ধতো বমন্ সন্ রাধায়া মুখতাং অগাৎ প্রাপ্তবান্? নবকেশরূপা সা কলঙ্ককলা রাধায়াঃ শিরসি কথং স্থাপিতা, তত্রাহ ইয়মপি কলঙ্ককলা চরণালম্বিতত্বং গতা সতী ঈলিতা স্তবযোগ্যা বেণিরভূদিতি। চরণে পতিতা সান্ত্বেনাঙ্গীকৃতেতিভাবঃ। কলঙ্ক-কলাবেণিঃ কথম্ভূতা অংশুভিঃ কিরণৈ বিততা বিস্তৃতা। অতএব কিরণদ্বারা চরণপর্য্যন্তমপি তস্যাগমনং সম্ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

না। অনন্তর সেই বরবেণী, সুদেবীর স্বকর-কল্পিত কুসুম-স্তবকে বিচিত্রিত হইয়া শ্রীরাধার জঙ্ঘা পর্য্যন্ত রমণীয়রূপে বিলম্বিত হইল ॥৪৫॥

মরি! মরি! সেই বর-বিনোদিয়া বেণীর কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন শারদ-শশধর তপ-প্রভাবে স্বীয় কলঙ্ককলা ঊর্দ্ধে উদ্গীরণ করিয়াই এই বিনোদিনীমণির অকলঙ্ক-বদনস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই কলঙ্ক-কলাই যেন তাঁহার মস্তকে কেশ-কলাপরূপে শোভা পাইতেছে। যদি বল, শ্রীরাধা এই কলঙ্ক-কলা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন কেন? তদুত্তর এই, কলঙ্ক-কলা স্বীয় কিরণ-কর-প্রসারণপূর্ব্বক চরণ-স্পর্শ করিয়া থাকায় শ্রীরাধা তাহাকে শ্রীচরণাশ্রিতা বোধে যেন করুণাবশেই রমণীয় বেণীরূপে মস্তকে স্থান দিয়াছেন ॥৪৬॥

বিবিধ-রোচি রযোজি তদগ্রতঃ
কনক-হীরক-মৌক্তিক-চিত্রিতা ।
মৃদুলপট্ট-লসচ্চমরীততি
বিকচ সারস-সার-সভা-সভা ॥ ৪৭ ॥
হরি-মনোরথ-কল্পলতোর্দ্ধতো
য মবরোহ মধত্ত তদগ্রতঃ ।
বিজিত মিন্দ্রপুরান্মদনোঽসিনো-
দ্বররুচামরচামর মেব কিম্ ॥ ৪৮ ॥

পুনর্বেণীভূষামাহ। সুদেব্যা তস্যা বেণ্যা অগ্রে মৃদুলপট্টলসচ্চমরীততিঃ অযোজি; কোমল পট্টসূত্রসম্বন্ধিনী অথ চ লসন্তী শোভায়মানা চমরীশ্রেণী তথা চ "ফোন্দনীতি" খ্যাতং পট্টসূত্রং বেণ্যগ্রে দত্তমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতা বিকচ সারসস্য প্রফুল্লপদ্মস্য যা সারসভা শ্রেষ্ঠসদস্তস্য সমানাভাঃ কান্তির্যস্যাঃ ॥ ৪৭ ॥

পুনর্বেণীমুৎপ্রেক্ষতে। রাধারূপায়া হরিমনোরথ-কল্পলতা সা, "নামনা" ইতি 'জটা' ইতি চ খ্যাতং যং বেণীরূপং অবরোহং উর্দ্ধতোঽধত্ত তস্য অবরোহস্যাগ্রে মদনঃ বররুচামর-চামরং কিং অসিনোৎ? বরা শ্রেষ্ঠা রুচা কান্তি র্যস্য তৎ অমরচামরং। রুচা টাবন্তোঽপি দিশা রুচা ইতি যৎ। বটভিন্ন বৃক্ষস্যাবরোহে জাতে তদ্দর্শনজনিতয়া তত্তলে নিধিস্থিতি শঙ্কয়া যথা অন্যো রাজা তদ্রক্ষণায় স্বত্বজ্ঞাপকং চামরং বধ্নাতি তথৈব কন্দর্পরাজোঽপি চকার। ইন্দ্রপুরাদিতি চামরস্য সৌন্দর্যামুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সুদেবা সেই বেণীর অগ্রভাগে যে 'ফোন্দনা' নামক সুকোমল পট্টসূত্র-নির্ম্মিত সুন্দর চামরগুচ্ছ সংযোজনা করিলেন, তাহা প্রফুল্ল-কমলফুলের ন্যায় প্রভাশালা এবং স্বর্ণ-হীরা-মুক্তাবলীর দ্বারা বিবিধ বর্ণে সুচিত্রিত ॥৪৭॥

আমরি! তাহাতে সেই অপূর্ব্ব বেণীর শোভা আরও নয়ন-রঞ্জন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীরাধারূপা কৃষ্ণ-মনোরথ-কল্পলতা শিরোপরে বেণীরূপ জটাধারণ করিয়াছেন, আর সেই জটার অগ্রভাগে যেন কন্দর্পরাজ ইন্দ্রপুর জয় করিয়া তথা হইতে

কিমু সুদেব্যয়ি! দেব্যসি বন্ধদা
দৃঢ়মবধ্যত বালততির্যতঃ।
দ্রুতমিমাং হরিরেব বিমোক্ষতি
স্বরতি-লক্ষণতঃ ক্ষণতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥

সুদেবীমপদিশ্য ললিতা সপরিহাসমাহ। অয়ি! সুদেবি! ত্বং বন্ধদা-দেবী মহামায়া অসি। যতঃ বালততিঃ অবুধশ্রেণী, পক্ষে কেশ-শ্রেণী দৃঢ়ং অবধ্যত। স্বস্মিন্ রতিঃ প্রেমা পক্ষে সম্ভোগা তস্য লক্ষণাৎ যক্ষয়তি জ্ঞায়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা অনুভাবাদিত্যর্থঃ। ক্ষণতঃ উৎসবতঃ ক্ষণাৎ ক্ষণমাত্রেণ মোক্ষতি ॥৪৯॥

শোভনকান্তি সুর-চামর আনিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। এরূপভাবে চামর বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, বটবৃক্ষ ভিন্ন অপর তরু-লতায় জটা উৎপন্ন হইলে, তাহার তলদেশে ধনরত্ন নিহিত আছে অনুমান করিয়া রাজা যেরূপ সেই জটাগ্রে তত্তল—নিহিত ধনরত্নের রক্ষা-বিধানার্থ স্বীয় অধিকার-জ্ঞাপক চামর বন্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ কন্দর্পরাজও এই হরি-মনোরথ-কল্পলতার জটাগ্রে অর্থাৎ শ্রীরাধার সেই বেণীর অগ্রভাগে চামর বন্ধন করিয়া তত্তলে * যে পরমনিধি নিহিত আছে, তাহাতে কেবল আমারই (কন্দর্পেরই) অধিকার, ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৪৮॥

বিনোদিনীর বিনোদ-বেণীবন্ধন শেষ হইল দেখিয়া পরিহাস-রসিকা ললিতা তখন সুদেবীর প্রতি সরস বাগ্ভঙ্গী সহকারে কহিলেন—

* তত্তলে—জটাগ্রতলে অর্থাৎ শ্রীরাধার বেণীর তলে। শ্রীরাধার বেণী জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বিত থাকায় তাহার নিম্নস্থিত শ্রীচরণকেই নিধিস্বরূপ বুঝাইতেছে। এই শ্রীচরণনিধি অতি দুর্লভ—সাধকের বহুসাধনা-সাপেক্ষ। ইহা মঞ্জরীভাব-সিদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণেরই একমাত্র লভ্য। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, শ্রীরাধার চরণনিধিতে সর্ব্বথা তৎসেবিকাগণেরই অধিকার। এস্থলে কন্দর্পের অধিকার বলিবার তাৎপর্য্য কি?—তদুত্তর এই যে, শ্রীরাধিকা নায়িকা-শিরোমণি। ভরতোক্ত কামশাস্ত্র অনুসারে—মন্মথ-মথন-প্রণালীতে নায়িকার পদতলেও মন্মথের অবস্থান সূচিত হয়। যথা স্মর-দীপিকায়—"পদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়াঙ্ক গুল্ফকে।" বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ "সাক্ষান্মন্মথমন্মথ"। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন লীলায় সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত নবীন মদনেরই অধিকার। বৃন্দাবন-

ইদমভাষত সব্যকরং দধ-
ত্যধিশিরো ললিতাস্য মুদস্য সা।
তিলকয়ন্ত্যলিকং ধৃতবর্ত্তিকে-
তর-করারকরাজি মৃগীদৃশঃ ॥ ৫০ ॥

ইদং পূর্ব্বোক্তং ললিতা সুদেবীং অভাষত। অধুনা ললাটং চ ললিতয়া তিলকিতমিত্যাহ। সা ললিতা মৃগীদৃশঃ রাধায়া আস্যং মুখং উদস্য উত্থাপ্য অলকং তিলকয়ন্তী সতী অভাষতেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতা তিলকদানার্থং অধিশিরঃ

"সখি! সুদেবি! তুমিও যে বন্ধদাদেবী হইলে দেখিতেছি? বন্ধদা অর্থাৎ মহামায়া যেরূপ বালততি অর্থাৎ অজ্ঞান জীবগণকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি, আপনাতে রতিলক্ষণ অর্থাৎ প্রেম-লক্ষণযুক্ত উৎসবের ক্ষণমাত্র অনুভবেই তাহাদিগকে মায়াবন্ধন হইতে আশু বিমুক্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও এই যে প্রিয়সখীর বালততি অর্থাৎ কেশপাশকে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে, সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ লীলাময় উৎসবারম্ভেই ইহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিবেন। তবেই দেখ, সখি! তোমার এত সাধের বেণী-বন্ধন তখন বিফল হইবে না কি? ॥৪৯॥

সুদেবীকে এই কথা বলিয়া ললিতা তিলক-রচনা নিমিত্ত মৃগ-লোচনা শ্রীরাধার শিরোপরে বামকর অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র

বিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মান-ভঞ্জনের নিমিত্ত "দেহি পদ-পল্লব মুদারম্" বলিয়া শ্রীরাধার চরণ-পল্লব মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে পরমনিধি স্বরূপ বলা হইয়াছে।

অথবা রসিকরাজ একদা স্বয়ং-দৌত্যের নিমিত্ত নাপিতানী বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার চরণ দুটী অলক্তক রাগে সুরঞ্জিত করিয়া পদতলে নিজের নামটী অঙ্কিত করিয়াছিলেন। নাম—চিন্তামণি স্বরূপ। সুতরাং শ্রীরাধার চরণতলে এই নাম-চিন্তামণিতে কন্দর্পেরই প্রভাব সূচিত। তথাহি পদ—

"ধরি নাপিতানি বেশ, মহলেতে পরবেশ
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণি, খোলে নখ-রঞ্জনি,
খোলে বৈস দিই কামাই ॥

মদ-যুতা-গুরব দ্রবমণ্ডলা-
স্তর লসত্তনুনাগজ-পঙ্কজম্।
ব্যালিখদৈন্দব-চন্দন-বিন্দুযুঙ্
মধুর চিত্রক-চিত্রকমাশু সা ॥ ৫১ ॥

শিরসি বামকরং দধতী ; পুনশ্চ ধৃতা 'তুলীতি' প্রসিদ্ধা বর্ত্তিকা ইতরকরে যয়া, অলিকং কথম্ভূতং অরকেণ অলকেন রাজিতুং শীলং যস্য তং ॥ ৫০ ॥

তিলকরচনা বিশেষমাহ। সা ললিতা মধুরং চিত্রং যত্র তথাভূতং তিলকং

ঈষৎ উত্তোলন করিলেন এবং দক্ষিণকরে অঙ্কন-তুলিকা ধারণ করিয়া চূর্ণ-কুন্তলমণ্ডিত ললাটফলকে অপূর্ব্ব তিলক রচনা করিতে লাগিলেন॥৫০॥

আহা! ললিতার সেই তিলকাঙ্কনের কলা-নৈপুণ্য কি চমৎকার!

বসিল সে রসবতী নারী।
খোলিল কনক বাটি, আনিয়া বিমল ঘটি,
ঢালিল সুবাসিত বারি।
করে নথ-রঞ্জনি, চাছয়ে নখের কণি,
শোভিত করল যেন চান্দে।
নাপিতানি একে শ্যামা, সুনীর পুতলি ঝামা,
বুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘসিয়া ঘসিয়া পায়, আলতা লাগায় তায়,
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লেখে আপনার নাম॥
নাপিতানি বলে ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লিখিলা ওহে,
পরিচয় দেও আপনার॥
নাপিতানি কহে ধনি, শ্যামনাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজচণ্ডিদাস কয়, এই নাপিতানি নয়,
কানাইলা যাহ নিজ ঘরে॥" পঃ কঃ তঃ

অপহৃতাং বিজিতাৎ কিমুমাপতেঃ
শশিকলা মলিকং ব্যধিতাত্মভূঃ।
ইহ পুনঃ কলিতাঙ্গ-বিশেষকং
শুচিরসং চিরসংভৃত মাদধে ॥ ৫২ ॥

ব্যলিখৎ। তিলকং কীদৃশং? মদো মৃগমদ স্তেন যুক্তো য আগুরব-দ্রবঃ অগুরু সম্ভূতো রসঃ 'চোয়া' ইতি প্রসিদ্ধ স্তেন কৃতং যন্মণ্ডলং তস্য অন্তরে মধ্যে লসৎ শোভিতং যত্তনু সূক্ষ্মং নাগজেন সিন্দূরেণ কৃতং পঙ্কজং পদ্মং যত্র, পুনশ্চ ইন্দুঃ কর্পূরঃ ঐন্দবশ্চাসৌ চন্দনবিন্দু শ্চেতি কর্মধারয়ঃ। কর্পূর-সম্বলিত-চন্দনস্য বিন্দুযুক্ ॥৫১॥

ললাটস্য তিলকস্য চ শোভামেকদা আহ। আত্মভূঃ কন্দর্পঃ শ্লেষেণ ব্রহ্মেব স্রষ্টা বিজিতাৎ উমাপতেঃ মহাদেবাৎ সকাশাদপহৃতাং চন্দ্রকলামেব অলিকং ললাটং ব্যধিত চকার, উমায়াঃ পতিত্বমেব তস্য কামবিজিতত্বং সূচয়তি। পুনরিহ অলিকে

কি অনিন্দ্য-সুন্দর! অগুরুদ্রবের সহিত মৃগমদ মিশাইয়া প্রথমে মণ্ডল রচনা করিলেন, তন্মধ্যে সিন্দূরের রেখাদ্বারা সূক্ষ্ম সুন্দর পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে কর্পূর-সংমিশ্র চন্দনবিন্দু দিয়া সুশোভন চিত্রের ন্যায় অবিলম্বেই তিলকাঙ্কন শেষ করিলেন ॥ ৫১ ॥

দেখ, দেখ! আমরি! উহা কি সৌভাগ্য-তিলক! না, আত্মভূ অর্থাৎ বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্ট নবশশিকলা! অথবা আত্মভূ অর্থাৎ কন্দর্পরাজই বুঝি উমাপতিকে * পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার ললাটস্থিত শশিকলা হরণ করিয়া আনিয়া আমাদের এই বিলাসিনীমণির ললাটদেশে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন! কিম্বা চির-সম্পুষ্ট শুচিরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসই মূর্ত্তিমান্ হইয়া ললাটের স্বাভাবিক শোভা মাধুরীকে আরও উদ্ভাসিত করিয়াছে! ঐ যে উহাতে শ্বেতরক্তাদি নানাবর্ণের

* এস্থলে মদন-বিজয়ী মহাদেব উমার পতিত্ব স্বীকার করাতেই তাঁহার মদনের নিকট পরাজয় সূচিত হইয়াছে। শুচিরসকে মূর্ত্তিমান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শৃঙ্গার রসই শুচি ও উজ্জ্বল নামে অভিহিত। নির্ব্বেদ গর্ব্বাদি ও হাস্যাদি ভাব-নিবহ এই শৃঙ্গার রসেরই অঙ্গীভূত। ভাব-প্রকটনের সময় ললাটের বৈচিত্র্য সুন্দররূপে বিকসিত হয়।

পুরট পট্টবরেঽলকমাতৃকা-
ক্ষরবৃতং স্মরযন্ত্রমিদং বভৌ।
কিমুরুবর্ণ মনুশ্রিত সৌভগম্
প্রিয়তমাদরমোদর কার্ম্মণম্ ॥ ৫৩ ॥
সরস মানগথৈন্দব-বর্ত্তিকা-
কলিতয়াঞ্জন-রেখিকয়াক্ষিণী।

চির সংভৃতং চিরকালং ব্যাপ্য ধৃতং শৃঙ্গাররসং আদধে। কীদৃশং ধৃতাঙ্গ-বিশেষকং মূর্ত্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ। গৃহীতা নিৰ্বেদগৰ্বাস্থাহাসাস্থাশ্চ অঙ্গবিশেষা যেনেতি। শ্বেত-রক্তবিন্দুরেখাদিসঙ্গৈঃ কলিতানি রচিতানি বিন্দ্বাদীস্থ-প্তানি যস্য তাদৃশং বিশেষকং তিলকং শুচিশুদ্ধো রসো যত্র তদিতি ত্রয়ধার্থাঃ প্রস্তুতাঃ ॥৫২॥

তিলকমেব পুনরুৎপ্রেক্ষতে। ললাটরূপস্বর্ণপট্টবরে অলকরূপ মাতৃকাক্ষরেণা-বৃতং কন্দর্পস্য যন্ত্রং কিং বভৌ? কথম্ভূতং উরবো বর্ণা অক্ষরাণি যত্র তেন, মমুনা মন্ত্রেণ আশ্রিতং সৌভগং যস্য, তিলকপক্ষে বহু শ্বেতরক্তাদিবর্ণ মিতিচ্ছেদঃ। পুনশ্চ প্রিয়তমস্য আদরঃ অনল্পং মোদং হর্ষং রাতি দদাতি যৎ, কার্ম্মণং বশীকারক বস্তুবিশেষ তৎস্বরূপম্ ॥৫৩॥

রেখা ও বিন্দুনিচয় সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তবে কি উহা বাস্তবিকই শুচি অর্থাৎ পবিত্ররসযুক্ত সৌভাগ্য-তিলকই হইবে ॥ ৫২ ॥

না, উহা প্রিয়তমের উদ্দাম আনন্দপ্রদ কোন বশীকারক বস্তু? সত্যই বটে, ঐ যে ললাটরূপ সুবর্ণপট্টে চূর্ণ-কুন্তলরূপ মাতৃকাক্ষর-পরিবৃত সৌভাগ্যমন্ত্রপুটিত বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র 'কন্দর্পযন্ত্র' শোভা পাইতেছে! ॥ ৫৩ ॥

* তথাহিপদ।—বেশ বনাওত সখীগণ আনন্দ পাই। কোই চিরুণি ধরি চিকুর চিত্র করি, সিন্দুর তিলক বানাই ॥ দেখ ভুবনমনোহর রাই। ও মুখছাঁদে চান্দ মলিন, তভু থির হোই নিরখই তাই ॥ধ্রু॥ কোই কছু আভরণ অঙ্গে চড়ায়ত চতুঃসম কোই লাগাত। সকলক শ্যাম-সুখক লিয়ে অন্তর অনুভব বরণি না যাত॥ যা কর রাগ, চরণযুগরঞ্জন নায়ক-রঞ্জনকারী। ভণ রাধামোহন, দুলহ সো সেবন ভাগি কি ঘটব হামারি ॥পঃ সঃ॥ (চতুঃসম—চন্দন-কুঙ্কুম-কর্পূর মৃগমদ।

সপদিপক্ষ্মনি-কুঞ্চন-মাধুরীং
রসনয়া সনয়া লিহতাং কথম্ ॥ ৫৪ ॥
কিরণমালিনি ন প্রভুতেতি তৎ
প্রিয়তমে নলিনে যদিমে তমঃ।
স্বমহসা বৃণুতৈব তদপ্যহো
রুচিরতা চিরতাবলতৈতয়োঃ ॥ ৫৫ ॥

অথ তিলকানন্তরং ললিতা অঞ্জন-রেখিকয়া রাধায়া অক্ষিণী আনক্ অঞ্জন-যুক্তে কৃতবতীত্যর্থঃ। অঞ্জ ম্রক্ষণে লঙ্। অঞ্জনরেখিকয়া কথম্ভূতয়া ইন্দুঃ কর্পূর স্তত্রভবা যা বর্ত্তিকা 'তূলীতি' খ্যাতা তয়া কৃতয়া। সপদি অঞ্জনদানক্ষণে যা পক্ষ্ম-কুঞ্চনস্য মাধুরী তাং সনয়া নীতিমন্তোঽপি জনা রসনয়া জিহ্বয়া কথং লিহতাং জিহ্বয়া কথং বর্ণয়ন্ত্বিত্যর্থঃ॥৫৪॥

অঞ্জনযুক্তয়ো নেত্রয়োঃ শোভামুৎপ্রেক্ষতে। কিরণমালিনি সূর্য্যে প্রভুতা নাস্তি ইতি মত্বা তস্য সূর্য্যস্য পরমপ্রিয়ে নলিনে পদ্মদ্বয়ং তমোঽন্ধকারঃ স্বমহসা স্বকান্ত্যা আবৃণুত ইব, অহো আশ্চর্য্যং তদপি তথাপি এতয়োর্নলিনয়োঃ রুচিরতা কান্তিমত্তা তস্যা শ্চিরতা বহুকালব্যাপিত্বং অবলত বলিষ্ঠা বভূবেত্যর্থঃ ॥৫৫॥

এইরূপ কান্ত-মনোমোহন তিলকাঙ্কনের পর ললিতা কর্পূর-বর্ত্তিকা নির্ম্মিত অঞ্জন-রেখিকা দ্বারা রসিকামণির নয়ন-কমল দু'টী স্নিগ্ধাঞ্জন-রঞ্জিত করিয়া দিলেন। সেই অঞ্জন-প্রদান সময়ে শ্রীরাধার ভ্রু-কুঞ্চন-মাধুরী এমন রমণীয় রূপে প্রকটিত হইল যে, নীতিনিপুণ জনগণও তাহা রসনায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫৪ ॥

তখন সেই অঞ্জন-রঞ্জিত কঞ্জ-নয়নের শোভা-মাধুরী দেখিলে মনে হয়,— কিরণমালী সূর্য্যে তেমন আর প্রভাব নাই বোধ করিয়াই যেন সূর্য্য-বৈরী সান্দ্র-তিমির স্বীয় কৃষ্ণ-কান্তিজালে সূর্য্য-সোহাগিনী নলিনী দু'টীকে আবৃত করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতে নলিনীদ্বয়ের কমনীয় কান্তি বিমলিন না হইয়া বরং চির-উদ্ভাসিত হইয়াই রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

সতৃষতাবগমাদয় মর্পিতঃ
সপদি কৃষ্ণরুচিদ্রব এব তাম্।
ইতি জগাদ দৃশৌ কুটিল ভ্রুবঃ
স্মিতমুখী ললিতা ললিতাক্ষরম্ ॥ ৫৬ ॥
সফরিকে! রুচিরাঞ্জনরঞ্জিতে
অয়ি ভবিষ্যতি কৃষ্ণঘনোদ্গমে।

নন্থ ভো ললিতে! অঙ্গানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠাভ্যামাবাভ্যাং কথং রত্নাদিকং বিহায় অঞ্জনং দত্তং; তত্রাহ বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরুচিদ্রবে তৃষ্ণাযুক্ততাবগমাৎ কৃষ্ণরুচিদ্রবো ময়া অর্পিতঃ। কৃষ্ণারুচিঃ কান্তির্যস্য তথাভূতো দ্রবঃ অঞ্জনমিতি যাবৎ। পক্ষে কৃষ্ণসম্বন্ধি শ্যামকান্তিরেব দ্রবঃ ইতি কুটিলভ্রুবো রাধায়া দৃশৌ প্রতি স্মিতমুখী ললিতা ললিতং সুন্দরং অক্ষরং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা জগাদ। কুটিল ভ্রুব ইতি শ্লিষ্টার্থ স্মরণেন তস্যা ঈর্ষা ধ্বন্যতে ॥৫৬॥

ললিতা সে মনোহর নয়ন মাধুরী দেখিয়া বড়ই উল্লসিত হইলেন এবং এই অবসরে শ্রীরাধাকে পরিহাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি শ্রীরাধার সেই নয়ন-যুগলের সহিত কথা-প্রসঙ্গের ছল করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নয়ন! তোমরা আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতেছ নয়?—যে, আমরা যখন সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমাদিগকে রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিত না করিয়া কেন অঞ্জন-রঞ্জনে কলঙ্কিত করিলে?" অবোধ নয়ন! তোমরা নিশি-দিন যাহা চাও—আমি তোমাদিগকে তাহাইত দিয়াছি—কৃষ্ণ-রুচি-দ্রবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে তোমাদের একান্ত অনুরাগ জানিয়াইত আমি তোমাদিগকে কৃষ্ণরুচিদ্রবে অর্থাৎ স্নিগ্ধ-অঞ্জন-রসে সুরঞ্জিত করিয়াছি।" ললিতার এই ললিতাক্ষরময়ী রহস্যপূর্ণা কথা শুনিয়া শ্রীরাধার হৃদয়ে উল্লাসের শত শত লহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া-বিনম্র-স্মেরাননে ললিতার মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রু-কুটিল করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সপদি নৃত্যগতিং তনুতং মদা-
ন্মধুর ভাবকলা-বক-লাঘবম্ ॥৫৭ ॥
ইতি তয়া হসিতাহসিতাংশু মু-
খ্যজনি যা মম দৃঙ্ ন হি লাসিকা।
ভবদপাঙ্গ-নট-প্রবরা-দন-
ধ্যয়ন-শালিতয়ালি! তয়াত্র কিম্ ॥ ৫৮ ॥

পুনর্ললিতৈবাহ। অয়ি! সফরিকে! কৃষ্ণঘনোদ্গমে ভবিষ্যতি সতি যুবাং নৃত্যগতিং মদাৎ দর্পাৎ শীঘ্রং তনুতং। কথম্ভূতাং ভাববৈদগ্ধ্যা অবকং রক্ষকং লাঘবং যস্যাং মদাদিতি গুরুজনাদি-ভয়াপেক্ষাপি তদানীং যুবাভ্যাং ন কর্ত্তব্যেতি ধ্বনিঃ ॥৫৭॥

ইতি তয়া ললিতয়া হসিতা সিতাংশুমুখী রাধা তাং প্রতি আহ। যা মমদৃক্ সা লাসিকা নর্ত্তকী ন হি অজনি ন জাতেত্যর্থঃ। ভবদপাঙ্গ-নটপ্রবরাৎ অধ্যয়ন শালিত্বাভাবেন হেতুনা তস্মাৎ হে আলি! তয়া মূর্খদৃষ্ট্যা অত্র কিম্ অত্র। তস্যাঃ শ্লাঘয়া ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ললিতা মধুর হাসিয়া পুনরায় সেই খঞ্জন-গঞ্জন চটুল নয়নের প্রতি পরিহাস-ভঙ্গিতে কহিলেন,—"অয়ি! রুচিরাঞ্জন-রঞ্জিতে! সফরিকে! যখন কৃষ্ণ-মেঘের উদয় হইবে, তখন গুরুজনাদির আশঙ্কা না করিয়াই সদর্পে এমন আশু নৃত্যকলা বিস্তার করিও, তাহাতে যেন মধুর ভাববৈচিত্র সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; ফলতঃ তাহাতে ভাব বৈদগ্ধীর রক্ষকও যেন লঘু হইয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

ললিতার রহস্যজালপূর্ণ কথা শুনিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধা হাস্য-প্রফুল্লমুখে কহিলেন—ললিতে! আমার এই নয়ন-সফরীযুগল আজও নৃত্যকলায় পটুতা লাভ করে নাই। তোমার অপাঙ্গরূপ নট-প্রবরের নিকট নৃত্যনৈপুণ্য শিক্ষা না করিয়াই বা কিরূপে নর্ত্তকী হইতে পারিবে? অতএব সখি! আমার এই অশিক্ষিত নয়ন-যুগলের অযথা প্রশংসা করিয়া তোমার কি লাভ? ॥ ৫৮ ॥

বিবিধরত্নযুজার্চ্যত নাসিকা-
শিখর মাশু তয়া বরমুক্তয়া।
উরসি সাভরণোড়ুরিবেন্দুনা
স্বরমণী রমণীয়তয়া দধে ॥ ৫৯ ॥
দ্যুতি-নৃপঃ স তদাভরণ-চ্ছলাৎ
পুরট-পঙ্কজ-পট্ট-বরাসনঃ।
নিখিল-দুর্ব্বশ-দৃঙ্নগরে হরে
রধিচকার সদা রসদাস্পদে ॥৬০॥

ভূষণেন নাসিকা ভূষিতেত্যাহ। তয়া ললিতয়া বিবিধ রত্নযুজা বরমুক্তয়া নাসিকা-শিখরমর্চ্চ্যত শুভ্রপুষ্পেণ পূজিতবৎ শোভিতং কৃতমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তেন মুখশোভামাহ। ইন্দুনা চন্দ্রেণ স্ব-রমণী উড়ুরিব বক্ষসি দধে। উড়ুঃ কথম্ভূতা আভরণ সহিতা, অতএব তস্যা রমণীয়তয়া হেতুনা হৃদিধৃতা ইত্যর্থঃ। চন্দ্রবিশেষণত্বে রমণী যাতীতি তস্যা লাম্পট্যেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥৫৯॥

মুক্তাভরণমিষাৎ স দ্যুতীনাং রাজা এব অখিলানাং দুর্ব্বশে বহরের্দ্দৃষ্টিরূপ নগরে অধিচকার অধিকারং কৃতবান্। দ্যুতি-নৃপঃ কথম্ভূতঃ সুখস্বরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত

শ্রীরাধার এই মধুর বাগ্বৈদগ্ধ্যে ললিতা যেন ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। তিনি আর সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া নিবিষ্টচিত্তে শ্রীরাধার নাসাগ্রে বিবিধ-রত্ন-মণ্ডিত একটী উৎকৃষ্ট মুক্তাফল সংলগ্ন করিয়া দিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন একটী অনিন্দ্য-সুন্দর শুভ্র কুসুম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করা হইল। আমরি! তাহাতে শ্রীমুখের মধুরিমা এক অভিনব শোভন-সৌন্দর্য্যে আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিলে মনে হয়, শশিপ্রিয়া তারা-সুন্দরী ভূষণ-মণ্ডিতা হইয়া অতীব রমণীয় ভাব ধারণ করায় যেন অকলঙ্ক তারানাথ সোহাগভরে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

অথবা সুখদ—স্বর্ণ-কমলরূপ রাজপাটে বিরাজমান সৌন্দর্য্যভূপই কি মুক্তাভরণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লোক-দুর্ব্বশ সদা-রসময় নয়ন-

লবণিমব্রততে র্নবৰীজমিত্য-
বচিচীযু তয়াক্ষি-বিলাসিনোঃ।
মুহুরিহৈব ভবেৎ কিমঘদ্বিষা
প্রহিতয়ো র্হি তয়ো রতিলোলতা ॥৬১॥
বিচকিলোজ্জ্বল বর্ত্তুল-কোরক-
স্মর-শর-স্তিলপুষ্পং নিষঙ্গতঃ।

কমলরূপং পট্টং রাজপট্টং "রাজপাট" ইতি খ্যাতং তদেবাসনং যস্য সঃ, তাদৃশ-নগরে কথম্ভূতে সুখদাস্পদে ॥৬০॥

নাসাভরণস্যাকর্ষকতাবিশেষমাহ। লাবণ্যরূপ লতায়া ইদং নবীনবীজমিতি মত্বা অবচিচীষুতয়া অবচেতুমিচ্ছয়া কৃষ্ণেন প্রহিতয়ো স্তস্যাক্ষিরূপবিলাসিনোঃ ইহৈব নাসাভরণ এব লোলতা সতৃষ্ণতা কিং মুহুর্ভবেৎ ॥৬১॥

পুনর্নাসাভরণমেব মুৎপ্রেক্ষতে। নাসাস্থানীয়ং যত্তিলপুষ্পং তদেব নিষঙ্গঃ 'তূণ' ইতি প্রসিদ্ধ স্তস্মাৎ মুক্তাস্থানীয় বিচকিলোজ্জ্বল বর্ত্তুল কোরকস্বরূপঃ কন্দর্পশরঃ প্রসৃত এব নির্গতঃ সন্নেব কিমৈষ্ট তথা চ তূণান্নির্গতঃ সন্নেব কিং পরমৈশ্বর্য্যং কৃতবানিত্যর্থঃ। কিমৈশ্বর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ যতঃ মুকুন্দধৃতেঃ পরিপ্লবঃ বৈকল্যং চাঞ্চল্যং বা তং করোতীতি। "পরিপ্লবশ্চাকুলে স্যাচ্চঞ্চলে চ পরাভবে"।

নগরদ্বয়কে অধিকার করিয়াছেন ? ॥ ৬০ ॥

আমরি ! ইহাকে লাবণ্য-লতার নবীন বীজ মনে করিয়া অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ যখন সংগ্রহ করিবার অভিলাষে স্বীয় নয়নরূপ বিলাসীযুগলকে প্রেরণ করিবেন, তখন এই নাসাভরণের প্রতিই তাহাদের মুহুর্মুহুঃ সতৃষ্ণতা উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব ধন্য, এই নাসাভরণের আকর্ষকতা ? ॥ ৬১ ॥

এই মনোহর নাসাভরণ যে শ্রীকৃষ্ণের কেবল নয়ন চকোরের লৌল্য-বর্দ্ধন করিয়াই বিরত হয়, তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়ের ধৈর্য্যসেতু পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। অতএব এই নাসালঙ্কারের কি অনু-পম রমণীয়তা! দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীরাধিকার নাসিকারূপ তিল-

প্রস্থত এব মুকুন্দ ধৃতেঃ পরি-
প্লবকরোঽবকরোজ্‌ঝিত ঐষ্ট কিম্ ॥৬২॥
মধুরিমামৃত যুথড়িশং ত্বম-
স্যয়ি ! বিভূষণ ! দৃক্-শফরং হরেঃ।
ঝটিতি কর্ষ মদাদিতি তত্তয়া
নিজগদে জগদেধিত সৌভগম্ ॥৬৩॥
গ্রসতি যস্ত্বনুরাগ-সমুদ্রভূঃ
কুলভুবাং ধৃতিভীমতি সম্পুটান্।

ইতি মেদিনী। বিচকিলো 'রায়বেল' ইতি প্রসিদ্ধ স্তত্রাপি বর্ত্তুল ইতিপদেন 'মোতিয়া রায়বেল' ইতি কোরকঃ কলিকা অবকরো দোষ স্তেন উজ্‌ঝিতঃ। তথা চ পুষ্পগতম্লানত্বাদি দোষরহিত ইত্যর্থঃ ॥৬২॥

পুনর্নাসাভরণমপাদিশ্য পরিহাসমাহ। অয়িনাসাভরণ! ত্বং মাধুর্য্যামৃতেন যুক্তং বড়িশমসি। অতএব মদাৎ দর্পাৎ হরেদৃ্ষ্টিরূপং সফরং ঝটিতি কর্ষ আকর্ষণং কুরু ইতি তয়া ললিতয়া তদ্‌ভূষণং প্রতি নিজগাদ। কীদৃশং জগন্তি এধিতং বর্দ্ধিতং সৌভগং যস্য ॥৬৩॥

ললিতায়াঃ পরিহাসোক্তিং লক্ষ্যীকৃত্য বিশাখাপ্যুপহসিতবতীত্যাহ। যঃ হরেদৃ্ষ্টিরূপ শফরঃ কুলভুবাং কুলবতীনাং ধৃতি-ভয়-বুদ্ধি সম্পুটান গ্রসতি, স খলু

ফুলের তূণ হইতে মতিয়া-রায়বেলের একটী নির্দ্দোষ সুগোল কলিকা নির্গত হইয়াছে। মরি! মরি! উহা কি কন্দর্পের শর? শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্য-বিপ্লব ঘটাইবার নিমিত্ত এমন ভাবে ঐশ্বর্য্য-প্রকর্ষ প্রকাশ করিতেছে? ॥ ৬২ ॥

অনন্তর ললিতা সেই অপূর্ব্ব নাসাভরণকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় পরিহাসভঙ্গিতে কহিলেন—"অয়ি নাসাভূষণ! তুমি বাস্তবিকই মাধুর্য্যামৃতমণ্ডিত বড়িশ; অতএব শ্যামসুন্দরের নয়ন-সফরযুগলকে তুমি সদর্পে আশু আকর্ষণ কর" ॥ ৬৩ ॥

ললিতার এই পরিহাসোক্তি শুনিয়া বিশাখাও অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে রহস্য-ব্যঞ্জক বাক্যে বলিলেন—"ললিতে! তুমি যাহা

বড়িশমপ্যভিকর্ষতু বা স সা-
স্পদ মদো দমদো. ভুবি তস্য কঃ ॥৬৪॥
ইতি সখীযুগ-বাগমৃতং পিব-
ন্ত্যপি নটদ্ভ্রুকুটিঃ স্ফুটমাহ সা।
অয়ি! কৃষেঃ স. যুবাং চ পরস্পরং
ভবথ কর্ম্মতয়া মতয়া স্থিতাঃ ॥৬৫॥
(বিশেষকম্)

সাস্পদং ভূষণস্যাশ্রয় সহিতং অদঃ তদ্বড়িশমপি অভি সর্ব্বতোভাবেন আকর্ষতু। তথা চ ত্বয়া যদুক্তং তস্য বৈপরীত্যং বা ভবেদিত্যর্থঃ। অহো এবং বৈপরীত্যং কথং সম্ভবেত্তত্রাহ। ভুবি তস্য দমদঃ দমনকর্ত্তা কো ভবেৎ। অনুরাগরূপো যঃ সমুদ্রঃ স এব ভূ রুদ্ধব স্থানং যস্য।।৬৪।

সা রাধিকা, অয়ি! হে সখ্যৌ! স কৃষ্ণঃ যুবাং চ, কৃষধাতোঃ কর্ম্মতয়া পরস্পরং স্থিতা যূয়ং ভবথ ; কথম্ভূতয়া তস্য যুবয়োশ্চ সম্মতয়া ॥৬৫।

বলিলে, তাহা কদাচ সিদ্ধ হইবে না, বরং তাহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাইবে। অনুরাগ-সাগর-বিলাসী কৃষ্ণাক্ষি-সফর-যুগল যখন কুলবতীগণের ধৈর্য্য-ভয়-বুদ্ধির সম্পুট পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া থাকে, তখন এই ক্ষুদ্র বড়িশ যে তাহাকে আকর্ষণ করিবে, তাহা বোধ হয় না। বরং বড়িশকেই সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিবে—শুধু আকর্ষণ করা নয় গো, হয়ত বড়িশের আশ্রয় পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলিবে। যেহেতু, সে হরি-নয়ন-সফরের দমনকর্ত্তা জগতে আর কে আছে ?—কেহই নাই।

বিশাখার উক্ত শ্লেষময় বাক্যের তাৎপর্য্য এই, শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ যত না সম্ভব, বরং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার আকর্ষণই তত স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীরাধা অনুরাগাকৃষ্টা হইয়া অনতিবিলম্বেই নন্দ-নন্দনের নয়ন-গোচরীভূতা হইবেন ॥৬৪॥

প্রিয়সখীযুগলের পরস্পর এইরূপ পরীহাসোক্তি শ্রীরাধার শ্রবণ-

উপরি চক্রিকয়ো স শলাকয়ো
যু'গমধোমণি কুণ্ডলয়োর্দ্বয়ম্ ।
শ্রবণয়োরবতংসিত-কুন্দয়ো
ন'্যধিত শোধিত শোচিরিবাংশুকৈঃ ॥৬৬॥
কিমতনু-দ্রুম-পল্লব-তল্লজা-
ববিভৃতাং বিভৃতান্ দ্যু'তি-শীধুভিঃ ।

কর্ণভূষণং বর্ণয়তি। অবতংসিতকুন্দয়োঃ শ্রবণয়োরুপরিদেশে চক্রিকা-শলাকয়োর্যু'গম্ এবং তয়োরধোদেশে কুণ্ডলয়োর্দ্বয়ং ন্যধাৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। অংশুকে ব'স্ত্রৈঃ শোধিতং ছানিতং শোচিঃ কান্তিরিব ॥৬৬॥

অত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। কন্দর্প-দ্রুমস্য শ্রেষ্ঠপল্লবৌ কিং দ্যুতিরূপ শীধুভি বি'শেষেণ ভৃতান্ পূর্ণান্ পুষ্টান্ বা মণিময় স্তবকান্ অবিভৃতাং, ভৃতে লঙ্। তান্

পুটে অমৃত বর্ষণ করিল। তাঁহার অন্তরে তখন উল্লাসের শতধারা উৎসারিত হইলেও তিনি বাহিরে প্রণয়-কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক ভ্রূ-কুটিল করিয়া কহিলেন "অয়ি! ললিতে! বিশাখে! সেই বিদগ্ধ-রাজ কৃষ্ণ এবং তোমরা দুজন, পরস্পর সম্মতিক্রমে কৃষ্ ধাতুর কর্ম্মরূপে অবস্থিতি কর অর্থাৎ সেই বল্লব-বল্লভ তোমাদের দুইজনকেই আকর্ষণ করুন এবং তোমরাও তাঁহাকে আকর্ষণ কর ॥৬৫॥

রসিকামণি শ্রীরাধার এই সরস শ্লেষময়ী কথা শুনিয়া সখীগণের অধরপ্রান্তে হাসির জ্যোৎস্নারেখা ফুটিয়া উঠিল। এই অবসরে ললিতা শ্রীরাধার কুন্দাবতংসিত কর্ণযুগলের উপরিভাগে চক্র-শলাকা (মাকড়ী) এবং নিম্নভাগে মণি-কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন, উহা বস্ত্র বিশোধিত কান্তি-কলাপের ন্যায় চমৎকার শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৬॥

আমরি! কি সুন্দর! কন্দর্প-তরুর প্রশস্ত পল্লবযুগলে যেন দুইটী মণিময় স্তবক ফুটিয়াছে। উহা কান্তি-মধু-পরিপুষ্ট বলিয়াই বুঝি

মণিময় স্তবকান্ স্তবকার্য্যঘ-
দ্বিষদলি-প্রমদ প্রমদ-প্রদান্ ॥৬৭॥
মকরিকে লিখতী মৃদুগণ্ডয়ো
র্মকরকেতন মাহ্বয়দেব সা।
য মধরারুণ-পল্লব মর্পয়ন্
রসময়ে সময়ে হরি রর্চ্চয়েৎ ॥৬৮॥
শ্রবণ-হীরকণে প্রতিবিম্বিতে
নবকপোল সুধা সরসো রিমে।

কথম্ভূতান্ স্তবকান্ স্তবকারী যোঽঘদ্বিষন্ কৃষ্ণঃ স এব ভ্রমর স্তস্য প্রমদ প্রমদ-প্রদান্ প্রমদঃ প্রকৃষ্ট মত্ততা প্রকৃষ্ট হর্ষশ্চ ॥৬৭॥

সা ললিতা গণ্ডয়োঃ কন্দর্পস্যাসনরূপে মকরিকে লিখতী সতী মকরকেতনং কন্দর্পং আহ্বয়ৎ, যং কন্দর্পং। রসময়ে সময়ে রহস্যকালে ॥৬৮॥

ললিতয়া লিখিতয়ো র্মকর্যো র্মুখমুৎপ্রেক্ষতে। শ্রবণসম্বন্ধি কুণ্ডলস্থ হীরকণে নবানকপোল সুধাসরোবরদ্বয়ে প্রতিবিম্বিতে সতি প্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা স্বভক্ষাণাং 'খই' ইতি প্রসিদ্ধানাং চঞ্চল লাজানাং ধিয়া ইমে মকরিকে কিং

স্তাবক কৃষ্ণভৃঙ্গের সর্ব্বদা আনন্দ-উন্মাদনা জন্মাইয়া থাকে ॥৬৭॥

অনন্তর ললিতা নিপুণকরে তুলিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার ললিত গণ্ডযুগে কন্দর্পের বরাসন-রূপা 'মকরিকা' অঙ্কন করিতে করিতে মকরকেতন কন্দর্পকে আহ্বানছলে কহিলেন—"কন্দর্পরাজ! তুমি এই বরাসনে আসিয়া বিরাজ কর। তাহা হইলে সেই রসময় সময়ে রসিক-প্রবর নিজ অরুণ অধর-পল্লব অর্পণে নিশ্চয়ই তোমার অর্চ্চনা করিবেন" ॥৬৮॥

---

* দুই শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে যুগ্মক, তিন শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে বিশেষক, চারি শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে কলাপক, তারপর যত শ্লোকের সহিত অন্বয় হউক তাহা কুলক নামে অভিহিত।

চটুল লাজ-ধিয়া বিবৃতাননে
কিমুদিতে মুদিতে ভবতুর্জড়ে ॥৬৯॥
মকরয়োর্বর-কুণ্ডলতা ভৃতো
রঘহর-শ্রুতি-সেবি যুগং তয়োঃ।

বিবৃতাননে প্রসারিতাননে সত্যৌ বভূবতুঃ। কথম্ভূতে উদিতে জনাদৃশ্যাতে। নমু স্বভক্ষ্যং দৃষ্ট্বা কথং ন খাদতস্তত্রাহ ? মুদিতে আনন্দযুক্তে অতএব জড়, তস্মাৎ স্বভক্ষ্যং দৃষ্ট্বা আনন্দজাড্যাদেব ভোক্তুং ন সমর্থে ইত্যর্থঃ। কিন্তু জীবন্তৌ এব এতে ইতি ধ্বনিঃ ॥৬৯॥

পুনর্মকরিকা-ব্যপদেশেন রাধিকাং পরিহসতি। হে মকরিকে! তয়োর্মকরয়ো র্যুগং স্বয়মেব পতিষ্যত্ত তয়ো র্দ্বয়ংযুবাং পতিমিচ্ছত কথমিতি চেৎ বাং যুবয়োঃ রসকলা সকলা রস-বৈদগ্ধী সফলা ভবতু। কথম্ভূতয়ো র্বর কুণ্ডলতা

ললিতা এমন কলা-নৈপুণ্যের সহিত মকরীযুগল অঙ্কিত করিলেন যেন তাহারা ঈষৎ মুখ-ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে।—কর্ণশোভি কুণ্ডলের হীরক-কণিকাগুলি সেই নব-কপোলরূপ সুধা-সরোবরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন মকরীযুগল তাহাদিগকে চঞ্চল লাজ অর্থাৎ 'খই' মনে করিয়া ভক্ষণ করিবার অভিলাষেই মুখ-ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে অথবা বুঝি স্বভক্ষ্য দর্শনে বিপুল আনন্দোদয় হেতু জড়িমা দশা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছে না ॥৬৯।

ললিতা তখন সেই মকরিকাদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি মধুর রহস্যব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"মকরিকে! তোমরা সেই অঘহর-শ্রুতিসেবী অর্থাৎ পাপনাশক-বেদাশ্রয়ী মকর-কুণ্ডলকে পতিত্বে বরণ করিও, তাহা হইলে তোমাদের সকল রসকলাই সফল হইবে।" ললিতার এই শ্লেষব্যঞ্জকবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নিভৃত কেলি-বিলাসের সময় অঘ-নাশন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ-শোভি-মকর কুণ্ডল

মকরিকে !-স্বয়মেব পতিষ্যতম্
রসকলা সকলা সফলাস্তু:বাম্ ॥৭০॥
ইতি সখী-গদিতাহ সুদৃঙ্ মম
ত্বচপলে সরসে মৃদুলে ইমে ।
নহি তয়োঃ সদৃশৌ সখি মা তনু
ত্বমিহ তৎসহসা সহসা গিরঃ ॥৭১॥

ভূতো বিলক্ষণ-কুণ্ডল-স্বরূপয়োঃ তয়োর্যুগং বিস্তৃতং অথং পাপং হরতি যা শ্রুতি র্বেদ স্তাং সেবিতুং শীলং যস্য তৎ শ্লেষেণ অঘহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য কর্ণসেবি শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণস্থ মকরদ্বয় পতিকরণেন শ্রীরাধাং প্রত্যেব পরমঃপরিহাসো ধ্বনিতঃ ॥৭০॥

মকরিকা ব্যপদেশেন পরিহাসং শ্রুত্বা শ্রীরাধিকা আহ। সুদৃক্ রাধা ইতি এবং প্রকারেণ সখ্যা ললিতয়া গদিতা সতী আহ। হে সখি! ইমে মকরিকে! অচপলে সরসে মৃদুলে কোমলং অতএব চপল শুষ্ককঠোরয়োঃ সদৃশৌ নহি। তত্তস্মাৎ হে সখি! সহসা হঠাৎ হাস্য সহিতা গিরঃ বচনানি ইহ মম মকরিকয়ো র্বিষয়য়োঃ ত্বং মা তনু মা কুরু ॥৭১॥

যখন শ্রীরাধার মকরাঙ্কিত কপোলদেশের সন্নিহিত হইবে, তখন মকরিকাযুগল স্বয়ং তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিলেই তাহাদের রস-বৈদগ্ধ্যের পূর্ণ সার্থকতা হইবে ॥৭০॥

ললিতার পরিহাস-প্রসঙ্গ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল দেখিয়া সুলোচনা শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"ললিতে! আমার এই মকরিকাযুগল স্বভাবতঃ অচঞ্চল, সরস ও সুকোমল, সুতরাং সেই অঘনাশনের কর্ণ-শোভি-মকর-কুণ্ডলের ন্যায় চঞ্চল, নীরস ও কঠিন নহে। অতএব আমার এই মকরিকা সম্বন্ধে আর বৃথা বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিও না, সেই কঠিন কুণ্ডলের সহিত আমার এই সুকোমল মকরিকার তুলনাই হইতে পারে না—বল দেখি সখি! কঠিনে কোমলে কি কখন প্রীতির মিলন হয়? বরং তোমার বাহু-বল্লরীতে যে অঙ্গদ-কুণ্ডলিকা শোভা পাইতেছে, উহারই উরসে সেই

নিজভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকোরসি
প্রণয়ি শায়য় কুণ্ডলয়ো র্যুগম্ ।
কঠিনয়োঃ কঠিনে ননু লোলতা-
প্যুপরমেৎ পরমেভ্যতয়া তয়োঃ ॥৭২॥
(বিশেষকম্)

চিবুক-মধ্যগভৃন্মদবিন্দুযুক্
স্ব-কর-সংহৃত-বান্ধমেব কিম্ ।

রাধিকা ললিতাং পরিহসন্তী পুনরাহ। হে সখি! নিজ ভুজয়োঃ 'বাজুবন্ধ' ইতি প্রসিদ্ধাঙ্গদরূপ কুণ্ডলিকয়োঃ সর্পস্ত্রিয়োঃ উরসি বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণস্য কুণ্ডলরূপ সর্পযোর্যুগং শায়য়। কথম্ভূতং প্রণয়ি প্রীতিকরণশীলং কুণ্ডলয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ কঠিনয়োঃ কুণ্ডলিকোরসি কথম্ভূতে কঠিনে অতএব তয়োঃ সাম্যাৎ ননু শায়য়িতুং কথং কথয়সীতি চেৎ পরস্পর যোগ্য সঙ্গাৎ দোষবিশেষঃ গুণবিশেষঃ স্যাদিত্যাহ। তয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ পরমেভ্যতয়া স্ত্রীরত্ন প্রাপ্য পরমাঢ্যতয়া লোলতা চঞ্চলতা উপরমেৎ নিবৃত্তা ভবেৎ। "ইভ্য আঢ্যো ধনী স্বামী"ত্যমরঃ ॥৭২॥

ইদানীং চিবুকে রচনাবিশেষমাহ। চিবুকমধ্যং কস্তুরী বিন্দুযুক্ বিন্দুসহিত চিবুক মুৎপ্রেক্ষতে। বিধুশ্চন্দ্রঃ সদয়ত্বস্য উদয়ত্বস্য হেতোঃ অন্ধকারস্য ডিম্ভং

প্রণয়ি-মকর-কুণ্ডলযুগলকে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা কর—সর্পিণীর বক্ষে সর্পের অবস্থান অথবা কঠিনে কঠিনে মিলন মন্দ হইবে না। কারণ যোগ্য যোগ্যে মিলন হইলে, দোষের পরিবর্ত্তে বরং গুণবিশেষই উদিত হইয়া থাকে। অতএব কৃষ্ণের কঠিন কুণ্ডলযুগল তোমার ভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকারূপ রমণীরত্ন লাভে পরমাঢ্য হইলে উহাদের চাঞ্চল্য সহজেই নিবৃত্ত হইবে ॥৭১॥৭২॥

এই সোহাগভরা সরস পরিহাসে ললিতা ঈষৎ লজ্জাকুলিত হাস্য-মুখে শ্রীরাধার চিবুকের মধ্যস্থলে মৃগমদ-বিন্দু বিন্যস্ত করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার বদন-মধুরী এমন সুন্দররূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল,

তিমির-ডিম্ভক মঙ্কতটে স্বয়ং
সদয়তোদয়তো বিধুরগ্রহীৎ ॥৭৩॥
মধুরিমাব্ধিভবাস্য-সুধানিধৌ
যদিহ কৃষ্ণরুচিঃ পৃষতোঽঙ্কিতঃ।
তদবগম্য স কৃষ্ণ ইমং নিজং
সরসয়ন্ রসয়ন্ রময়েন্মুহুঃ ॥৭৪॥

শিশুং স্বয়মেব কিং অঙ্কতটে স্বক্রোড়াস্তে অগ্রহীৎ। ননু বিধোঃ স্বনাশ্যস্য অন্ধকারস্য পুত্রে কথমীদৃশী দয়া উদিতেত্যত আহ। স্বকরেতি ডিম্বকং কীদৃশং স্বকরৈঃ স্বহস্তৈরেব সংহতো নাশিতো বান্ধবো যস্য শ্লেষেণ স্বস্য করৈঃ কিরণৈঃ ॥৭৩॥

পুনশ্চিবুকবিন্দুমপদিশ্য ললিতোক্তিমাহ। ইহ মাধুর্য্যরূপসমুদ্রোৎপন্নে মুখরূপসুধানিধৌ চন্দ্রে যদ্ যস্যাৎ কৃষ্ণবর্ণা রুচির্যস্য এবম্ভূতঃ পৃষতোবিন্দুরঙ্কিতঃ তত্তত এব স কৃষ্ণঃ স্বকীয় "ছাপ ইতি মোহর" ইতি চ প্রসিদ্ধং বিন্দুদৃষ্ট্বা ইমং মুখরূপং সুধানিধিং নিজং অবগম্য সরসয়ন্ রসযুক্তং কুর্ব্বন্ এবং রসয়ন্ স্বয়ঞ্চ রসানুভবং কুর্ব্বন্ সন্ মুহুঃ রময়েৎ। চন্দ্রপক্ষে পৃষতো হরিণা স্তদ্রূপং চিহ্নম্ ॥৭৪॥

আমরি! সুধাকর স্বকরে (শ্লেষার্থে নিজ কিরণরাশি দ্বারা) তিমির বিনাশ করিয়া যেন করুণোদয় হেতু ক্ষুদ্র তিমির-শিশুকে বান্ধবরূপে নিজ অঙ্কতটে গ্রহণ করিলেন ॥৭৩॥

অনন্তর ললিতা চিবুকস্থ কস্তূরীবিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া রহস্যপূর্ণ বাক্যে পুনরায় কহিলেন—"আহা! আমি মাধুর্য্য-সাগর-সম্ভূত বদন-সুধাংশুমণ্ডলে এই যে কৃষ্ণবর্ণ মসীবিন্দু অঙ্কিত করিলাম, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের ছাপ-মোহরাঙ্কিত মনে করিয়া এই শ্রীমুখচন্দ্রকে নিজদ্রব্য জ্ঞানে অবশ্যই সরস করিবেন এবং নিজেও রসানুভব করিয়া উঁহাকে মুহুর্মুহুঃ রমণ করাইবেন ॥৭৪॥

কনক-কেতকপত্র-পুটীকলা-
পিশুন-কোণ-যুগা নববিম্বভৃৎ।
ব্যরচি যাঽত্মভুবাঽত্র কিমাভয়া-
তিশয়িতঃ শয়িতস্তনয়োঽলিনঃ ॥৭৫॥
সিতকরাগুরু চন্দন কুঙ্কুমৈ
স্তনুতর চ্ছদ-পল্লব-বল্লয়ঃ।
বরতনোঃ স্তনয়োরথ চিত্রয়া
রুচিরচিত্রভয়াত্র তয়াঙ্কিতাঃ ॥৭৬॥

পুনশ্চিবুকং তত্রস্থবিন্দুং চোৎপ্রেক্ষতে। আত্মভুবা কন্দর্পেণ পক্ষে বিধাত্রা বা স্বর্ণকেতকীপত্রেণ পুটী ব্যরচি বিরচিতা, অত্র পুট্যাং কিং অলিনো ভ্রমরস্য তনয়ঃ শয়িতঃ। পুটী দ্রোণীতি খ্যাতা। সা কথম্ভূতা, কলাবৈদগ্ধী তাং পিশুনয়তি সূচয়তি। কোণযুগং যস্যাঃ তেন দ্রোণী চতুষ্কোণৈব ভবতি, ইয়ং দ্বিকোণেতি বিশেষঃ। পুনঃ কথম্ভূতা অধররূপং নবীন বিম্বফলং বিভর্ত্তীতি। তনয়ঃ কথম্ভূতঃ আভয়া কান্ত্যা অতিশয়িতঃ অত্যন্ত কান্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৭৫॥

বরতনোঃ রাধায়াঃ স্তনয়োরুপরি কর্পূরাগুরুচন্দনকুঙ্কুমৈঃ করণৈঃ অতি-

বাস্তবিকই তখন শ্রীরাধার সেই চিবুক ও কস্তূরীবিন্দু দেখিয়া মনে হইল, বুঝি বিধাতা বা কন্দর্প কনক-কেতকী পত্রের দ্বিকোণ-পুটিকা বা পুষ্পাধার (ঠোঙ্গা) নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধার চিবুকরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পুটিকা সাধারণতঃ চতুষ্কোণ হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে অপূর্ব্ব কলা-কৌশলে দ্বিকোণরূপে রচিত হওয়ায় উহার সম্পূর্ণ বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। মরি! মরি! আরও সুন্দর! চিবুকের উপরে অরুণাধর যেন সেই পুটিকার উপর নববিম্বফল! আর তাহারই নিম্নদেশে সেই মৃগমদবিন্দু—যেন বিধাতা বা কন্দর্প একটী উজ্জ্বলকান্তি ভ্রমর-শিশুকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন ॥৭৫॥

মদনচক্রবরৌ বিনিমজ্য কিম্
কলিত-শৈবলকৌ সহসোত্থিতৌ।
রসসরস্যুরু খেলয়িতা যয়ো
র্বকরিপুঃ করিপুষ্কর দোর্ভবেৎ ॥৭৭॥
সপদি চম্পক-বল্লিকয়ৈকতঃ
পরত ঐন্দবলেখিকয়া ভুজৌ।

সূক্ষ্মতর পত্র পল্লবলতাঃ তয়া প্রসিদ্ধয়া চিত্রয়া অঙ্কিতাঃ রুচির চিত্রতয়েতি পরম শোভিতং চিত্রং কৃত মিত্যর্থঃ ॥৭৬॥

চিত্রিতস্তনাবুৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্পরাজস্য চক্রবাকৌ রস-সরসি বিনিমজ্য কিং কলিত শৈবলকৌ শৈবালযুক্তৌ সন্তৌ সহসা উত্থিতৌ যয়োঃ, স্তনরূপ চক্রবাকয়োঃ কর্ম্মভূতয়োঃ বকারিপুঃ কৃষ্ণঃ উরু খেলয়িতা ভবেৎ। অত্র তৃচ্ প্রত্যয়যোগে কর্ম্মণি ষষ্ঠী। কথম্ভূতঃ করে হস্তিনঃ পুষ্করৌ শুণ্ডাবিব দোষৌ হস্তৌ যস্য ॥৭৭॥

চম্পকলতিকয়া একত এক হস্তে ইন্দুলেখয়া অন্যতঃ অন্য হস্তে এবংক্রমেণ রাধায়া ভুজৌ মণিময়াঙ্গদযুক্তৌ রচিতৌ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সিতৌ বদ্ধৌ বিধুতা খণ্ডিতৌ

অনন্তর চিত্রা-সখী বরতনু শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলে কর্পূর-অগুরু-চন্দন-কুঙ্কুম দ্বারা সূক্ষ্মতর পত্র-পল্লব-লতা, রমণীয় চিত্র-বিচিত্ররূপে অঙ্কিত করিলেন ॥৭৬॥

কি সুন্দর! যেন কন্দর্পরাজের সাধের চক্রবাক্ দু'টী রস-সরোবরে ডুবিয়া ডুবিয়া শৈবাল-মণ্ডিত হইয়া সহসা উত্থিত হইয়াছে। বক-রিপু শ্রীকৃষ্ণ-মাতঙ্গই স্বীয় কর-পুষ্কর দ্বারা ঐ চক্রবাক্ মিথুনকে উত্তমরূপে ক্রীড়া করাইবে ॥৭৭॥

তারপর শ্রীরাধার এক বাহুতে চম্পকলতা এবং অন্য বাহুতে ইন্দুলেখা মণিময় অঙ্গদ পরাইয়া দিলেন—যেন পূর্ণচন্দ্রকে দুই খণ্ডে

মণিময়াঙ্গদিনৌ রচিতৌ যথা
সিত বিধুত বিধু বিসতল্লজৌ ॥৭৮॥
অনুমিমে স্বভৃতে সুদৃশে দদা-
স্যতুলমঙ্গমিহাঙ্গদ ! কস্যচিৎ।

বিধু চন্দ্রৌ যথা তথাভূতৌ বিসতল্লজৌ মৃণালশ্রেষ্ঠৌ যথা ॥৭৮।

অঙ্গদদ্বয়ং ব্যপদিশ্য রাধিকাং পরিহসতি। হে অঙ্গদ ! স্বভৃতে স্বধারিকায়ৈ সুদৃশে রাধিকায়ৈ কস্যচিৎ অতুলম্ অঙ্গং দদাসি ইতি তবনাম্নোঽবয়ব ব্যুৎপত্তি হেতুনা অহং অনুমিমে। সু ভোঃ ন দদাসি চেৎ অস্মদাদ্যঃ প্রতিসভায়াং ত্বং সদোষতয়া উচ্যসে। জনৈস্ত্বং দোষযুক্ত উচ্যস ইত্যর্থঃ। দোষমেবাহ। ইতরথেতি

বিভক্ত করিয়া দুইটী উৎকৃষ্ট মৃণাল লতিকায় বাঁধিয়া রাখিলেন ॥৭৮॥

তখন চম্পকলতা* সেই অঙ্গদকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"অঙ্গদ ! তোমার নামের ব্যুৎপত্তিতে আমরা অনুমান করিতেছি, এখন যিনি

* চম্পকলতা,—

"তৃতীয়া চম্পকলতা ফুল্লচম্পক দীধিতিঃ।
একেনাহ্না কনিষ্ঠেয়ং চাসপক্ষি-নিভাম্বরা॥
পিতুরারামতো জাতা বাটিকায়াস্তু মাতরি।
ব্যূঢ়া চণ্ডাক্ষনাম্নাসৌ বিশাখা সদৃশীগুণৈঃ॥
অভিজ্ঞা চম্পকলতা দ্যূততন্ত্র প্রবর্ত্তনে।
নিগূঢ়ারম্ভ সম্ভারা বাচোযুক্তিবিশারদা॥
উপায়েন পটিম্না চ প্রতিপক্ষাপকর্ষকৃৎ।
ফল-প্রসূন-কন্দানাং সন্ধান প্রক্রিয়া বিধৌ॥
হস্তচাতুর্য্য মাত্রেণ নানা মৃন্ময়-নির্ম্মিতৌ।
ষড় রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধ শাস্ত্রে চ কোবিদা॥
চিত্রোৎপলাকৃতি-পট্ট-মিষ্টহস্তেতি বিশ্রুতা।
পৌরগবী চ পঠনে যাঃ সখ্যো দাসিকাশ্চ যাঃ॥
কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতয়ঃ সখ্যো যা অষ্টসংখ্যকাঃ।
সকলেষু ক্রমে লতাগুল্মেষধিকৃতাশ্চ যাঃ।
সখী প্রভৃতয়স্তাস্ত সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষতামসৌ॥"

ইতরথাহনৃতমঙ্গথবাগ্যসী-
ত্যনুসদোনু সদোষতয়োচ্যসে ॥৭৯॥

তবাঙ্গদত্বাভাবেন ত্বমনৃতমসি, দোষান্তরমাহ, অথবা অঙ্গ দদাসীতি ব্যুৎপত্তিং বিহায় অঙ্গং দ্যসি খণ্ডয়সীতি দোষবিশিষ্টত্বেন ত্বং উচ্যসে ॥৭৯॥

তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তোমার আশ্রয়-দায়িনী এই সুলোচনাকে তুমি অবশ্যই কাহারও অতুলনীয় অঙ্গ দান করিবে। যদি না কর, তাহা হইলে প্রতি সভায় লোকে তোমাকে দোষী বলিয়া ঘোষণা করিবে। কারণ, তুমি যদি নিজ আশ্রয়-দায়িনীকে তাঁহার প্রিয়জনের অঙ্গদান করিতে না পারিলে তাহা হইলে তোমার 'অঙ্গদ' নাম ধারণই বৃথা। অতএব 'অঙ্গ যে দান করে তাহার নাম অঙ্গদ' এই ব্যুৎপত্তির পরিবর্ত্তে, 'অঙ্গ যে খণ্ডন করে' তাহার নাম অঙ্গদ' এইরূপ নামার্থ-বাদেই তখন তোমার দোষ বিঘোষিত হইবে ॥৭৯॥

অর্থাৎ চম্পকলতা অষ্ট সখীর মধ্যে তৃতীয়া সখী। ইঁহার অঙ্গ-কান্তি বিকসিত চম্পক কুসুমের ন্যায়। ইনি শ্রীরাধা হইতে একদিনের কনিষ্ঠা। চাসপক্ষী অর্থাৎ স্বর্ণচাতক বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ইঁহার বসন। পিতা—আরাম, মাতা—বাটিকা এবং পতির নাম চণ্ডাক্ষ। ইনি বিশাখার ন্যায় গুণ-বিশিষ্টা। রত্নমালা প্রদান ও চামর ব্যজনই ইঁহার সেবা। স্বভাব বাম-মধ্যা। চম্পকলতা দূতীদিগের কার্য্য-কলাপ এবং তাহাতে যে কিছু বাক্যরচনা, তদ্বিষয়ে সুপটু। যে কার্য্য করিতে হইবে সেই কার্য্যের উদ্দেশ্যকে গোপন করেন এবং বাক্যযুক্তি-বিশারদা, কার্য্য-নিপুণা। ইনি প্রতিপক্ষগণের অপকর্ষ করিয়া স্বপক্ষের উৎকর্ষ সাধন করেন, ফলপুষ্প ও কন্দসমূহের সন্ধান ও প্রক্রিয়া ব্যাপারে বিশেষ সুদক্ষা; হস্ত-চাতুর্য্য দ্বারা বিবিধ মৃণ্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্তা। ষড় রসের পরীক্ষায় ও বিশুদ্ধশাস্ত্রে সুনিপুণা, বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুতে সুপটু এবং মিষ্টহস্তা বলিয়া বিখ্যাতা।

কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা (চন্দ্রলতিকা), পঙ্কজাক্ষী, (কন্দুকাক্ষী) ও সুমন্দিরা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীচম্পকলতার যূথ। দুগ্ধাদি পাক, পদার্থ পাকে [illegible] ইহাদের অধিকার। ইহাদের মধ্যে কুরঙ্গাক্ষীই প্রধানা। [illegible] লতা ও গুচ্ছের [illegible] ইহারাও [illegible]।

চম্পকলতার ধ্যান—

"[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।"

হরিদৃশং গত মেতদনঙ্গদম্
সখি! তদঙ্গদমপ্যচিরাদ্ভবেৎ।
অতিবিচিত্রতয়া পরমার্থধৃক্
ভবতি নোঽবতি নো কিমুদারতাম্ ॥৮০॥

চম্পকলতায়া ব্যপদেশ হসিতং অবলোক্য ইন্দুলেখা আহ। হে সখি! চম্পকলতে! তদঙ্গদং হরিদৃশং গতং সত্তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্গদমপি অনঙ্গদং ভবেৎ। অতিবিচিত্র তয়া হেতুনা তস্মাৎ এতদঙ্গদং নোঽস্মাকং পরমার্থধৃক্ পরমার্থরূপ-বস্তুতা পূরকং ভবতি। অতএব উদারতাং কিং ন অবতি? তেন শ্রীকৃষ্ণ

চম্পকলতার এই পরিহাস-প্রসঙ্গে সখিসমাজে একটী মৃদুহাসির কিরণ-সম্পাত হইল। এই অবসরে ইন্দুলেখা সেই রহস্য-প্রবাহে তরঙ্গ উঠাইয়া কহিলেন—"সখি চম্পকলতে! এই অঙ্গদকে অঙ্গ-খণ্ডনকারী কি বৃথা-অঙ্গদনামধারী বলিয়া দোষারোপ করিও না। এই শোভনাঙ্গদ, শ্যামসুন্দরের নয়নগোচর হইবামাত্র অঙ্গদ হইয়াও অচিরেই অনঙ্গদ হইয়া পড়ে এবং অতি বিচিত্ররূপে আমাদের পরমার্থ পূরণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা পরম উদার। এই অঙ্গদ দর্শনমাত্র

অর্থাৎ দক্ষিণদলে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ অত্যন্ত সুখদ কামলতা-কুঞ্জে স্থিতি। বয়স—শ্রীরাধা অপেক্ষা ১ দিনের কম—১৩ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন। কোন কোন মতে ১৪ বৎসর ২ মাস ১২ দিন।

ধ্যান যথা,—

ফুল্লচম্পকবর্ণাভাং চাসপক্ষ্যম্বরাবৃতাম্।
সকলগুণগর্ভাং তাং সর্ব্বসন্ধানকারিণীম্॥
প্রৌঢ়াং সুযৌবনাবস্থাং নানাভাবসমন্বিতাম্।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং চম্পকলতিকাং ভজে॥"

প্রকারান্তর যথা—

"সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভাং
চাসাখ্যপক্ষিরুচিরচ্ছবিচারুচেলাম্।
সর্ব্বান্ গুণাংস্তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধে চ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে॥"

ইতি সখীদ্বয়-নর্ম্ম-দ রস্মিতা
নতদৃগাহ কিমঙ্গদবার্ত্তয়া ।
যদিহ বোঽঙ্গচয়েঽঙ্গদতা হরেঃ
স্ফুটমনঙ্গদতা গদতাপ্যভূৎ ॥৮১॥

দর্শনমাত্রেণ অনঙ্গং কন্দর্পং দদাতি। ততশ্চ তস্য অঙ্গং দদাতি তেন চ সম্ভোগো ভাতি। অনেন অস্মাকং পরমার্থরূপং তদ্দর্শনং দোগ্ধি পূরয়তীতি। ইদমেব মহত্ত্ব মিত্যাস্তাং ন চানূক্তমিতি নবাথগুর্ক মিতি কথনীয়মিতি ধ্বনিঃ ॥৮০॥

লজ্জয়া নতদৃক্ রাধিকা আহ। অঙ্গদস্য মদেকস্মিন্নঙ্গে স্থিতস্য বার্ত্তয়া অলং যদ্যস্মাৎ যুস্মাকং সর্ব্বেষু অঙ্গেষু হরেরেব অঙ্গদত্বম্, অনঙ্গদত্বম্ অগদত্বং চেতি ত্রিরূপত্ব মিতি স্ফুটম্ অভূৎ। অগদং ঔষধং, তেন কন্দর্পরূপগদনিবর্ত্তকঃ সম্ভোগোঽপি জাত ইতি ধ্বনিঃ ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণকে যখন অনঙ্গ অর্থাৎ কন্দর্পের উদ্দীপনা দান করে, এবং অঙ্গদ-ধারিণীকেও দুর্লভ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জলীলা সংঘটিত হয় এবং আমরাও সেই অনির্ব্বচনীয় লীলা-বিলাস দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকি, তখন উহাদের নিন্দা না করিয়া বরং মহত্বের ঘোষণা করাই উচিত ॥৮০॥*

সুরসিকা সখিগণের এইরূপ সরস রহস্যালাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার অধর-কিশলয়ে মৃদুহাসির জ্যোৎস্না রেখা ফুটিয়া উঠিল। লজ্জায় নয়ন-কমল ঈষৎ আনত করিয়া মধুর সম্ভাষে কহিলেন,—"বেশ গো বেশ! তোমরা আমার একটী অঙ্গস্থিত, অঙ্গদের কথা লইয়া রহস্যের মাত্রা যে ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিতেছ দেখিতেছি?—আর কাজ নাই, নিজ নিজ অঙ্গপানে চাহিয়া দেখ।—আহা! ঐ যে

* তথাহি পদ।—সুন্দরি! ন কর পসাহন আন। এতনি নেহারি, মুগধ মধুসূদন, দিবয়রজনী নাহি জান ॥ধ্রু॥ সিন্দুর তরুণ, অরুণ-রুচি-রঞ্জিত, ভালসুধাকর ভাতি। সো ঘন চিকুর, তিমিরচয়-চুম্বিত, এহো অপরূপ পরভাতি। লোচনযুগল, কমল কিয়ে আকুল, তাঁহি ভ্রমই অলিযোড়। তবহুঁ যো হাসি, অধরে দরশায়সি, অরুণিম কৌমুদী কাঁতি। মোহিত জনকি, বিকল পুন মোহন, গোবিন্দদাস নাহি ভাতি। পদামৃত।

নিদধতু র্বলভিন্মণি-কল্পিতাঃ
সবয়সৌ মণিমঞ্জুলচূলিকাঃ।
কনকচিত্রিত-রেখিকয়াঙ্কিতা
অধিকলাবি কলাবিকলাঃ সমাঃ ॥৮২॥
নখ মরালসুতৈরপসারিতা
প্যুপরিগৈরতিলালসয়েব কিম্।

মণিবন্ধোপরি স্থিতাঃ 'চূড়া' ইতি খ্যাতাঃ চূলিকা বর্ণয়তি। সবয়সৌ চম্পকলতেন্দুলেখে। কলাবির্মণিবন্ধঃ তত্র ইন্দ্রনীলমণি-কল্পিতাঃ সূক্ষ্মমনোজ্ঞ চূলিকাঃ নিদধতুঃ। কথম্ভুতাঃ কলেন মধুরাস্ফুটেন স্বনেন অবিকলা উত্তমাঃ সমা একরূপাঃ চূড়া 'চূলা' ইতি ভাষাবৃত্তিঃ ॥৮২॥

চূলিকা উৎপ্রেক্ষতে। হস্তারবিন্দস্থ উপরিগতৈর্নখরূপ মরালসুতৈর্হংসপুত্রৈঃ অপসারিতা ভ্রমরাবলিঃ কিং কমলে লালসয়া হস্তরূপ কমলস্থ কণ্ঠং নিকটদেশং

তোমাদের নিখিল অঙ্গেই সেই নাগরবরের অঙ্গদ-চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি যে কেবল তোমাদের নিখিল অঙ্গ, অঙ্গদ-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াই নিশ্চিন্ত, তাহা নহে। নাগরেন্দ্র তোমাদের অঙ্গে, অঙ্গ, অনঙ্গ ও অগদ এই তিনই প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ তোমাদের নিখিলাঙ্গে অঙ্গার্পণ করিয়া তোমাদের অনঙ্গোদ্দীপন করিয়াছেন এবং সম্ভোগ-ঔষধ দ্বারা তোমাদের সেই অনঙ্গ-ব্যাধি নিবর্ত্তিত করিয়াছেন; সুতরাং অঙ্গদের গুণ কেবল সেই শ্যামসুন্দর ও তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতেছি ॥৮১॥

প্রেমময়ীর এই সরস পরিহাসে সখীগণ প্রাণে প্রাণে বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর চম্পকলতা ও ইন্দুলেখা সখীদ্বয় শ্রীরাধার মণিবন্ধদ্বয়ে ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম সুন্দর চুড়ি পরাইয়া দিলেন। সেই চুড়িগুলি সুবর্ণ-চিত্রিত-রেখান্বিত, মধুরাস্ফুট রুণু রুণু শব্দে অতুলিত এবং সকলগুলিই সমান আকারবিশিষ্ট ॥৮২॥

কমলকণ্ঠ মুপাশ্রয়তা-সিতোৎ-
পলদলভ্রমরা ভ্রমরাবলিঃ ॥৮৩॥
বলয়-কঙ্কণ দম্ভত এব সা
প্রিয়বপুর্বসন-দ্যুতিমালিকাঃ ।
স্বমণিবন্ধগতা অকরোদিয়ং
জপকৃতাং প্রকৃতিঃ প্রকৃতিস্তুতা ॥৮৪॥

উপাশ্রয়ত। কথম্ভূতা নীলোৎপলান্যেবৈতানি ইতি ভ্রমং, মরালসুতেভ্যো রাতি দদাতি অন্যথা মরালসুতৈঃ সুতোঽপি সা অপসার্য্যেতৈবেতি ভাবঃ ॥৮৩॥

কঙ্কণাদি শোভা মুৎপ্রেক্ষতে। সা রাধিকা বলয়-কঙ্কণচ্ছলাৎ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরবস্ত্রদ্যুতীনাং মালিকাশ্রেণী পক্ষে তাদৃশ দ্যুতিরেব জপমালা চ স্বমণিবন্ধে গতা অকরোৎ। জপকৃতাং জপকরণশীলানামিয়ং প্রকৃতিরয়ং স্বভাবঃ। ইয়ং কিংভূতা? প্রকৃষ্টৈবেন কৃতিভিঃ বিজ্ঞৈঃ স্তুতা। তেন যথা জপশীলৈ র্মালা

আমরি! তখন সেই মণিবন্ধ-শোভিত চুড়িগুলির কি অপূর্ব্ব সুষমা! যেন কর-কমলের উপরস্থিত নখরূপ মরাল-শিশুনিচয় কমল-প্রিয় অলিকুলকে বিতাড়িত করায়, সেই অলিকুলই আকুল লালসা-বশতঃ এই কর-কমলের কণ্ঠাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই মরাল-শিশুগুলির এমন ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে—তাহারা যেন মনে করিতেছে, "না, এগুলি ভ্রমরাবলী নয়—নিশ্চয় নীলোৎপলশ্রেণীই হইবে।"—মরাল-শিশুগুলি এরূপ ভ্রান্তি-জালে পতিত না হইলে নিশ্চয় তাহাদিগকে এস্থান হইতে বিদূরিত করিত ॥৮৩॥

তারপর শ্রীরাধার মণিবন্ধে বলয়-কঙ্কণ পরাইয়া দিলে বোধ হইল, যেন শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ও বসনের কান্তিরূপ জপমালা স্বীয় মণিবন্ধে ধারণ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রশংসা করেন যে, জপকারিদিগের স্বভাব এই, তাঁহারা পরমাসক্তি বশতঃ জপ-মালা স্বীয় মণিবন্ধে ধারণ করেন, আহা! এইজন্যই বুঝি শ্রীরাধা প্রাণ-

হরি-চকোরক-বন্ধন-হেতবে
মদন-শাকুনিকা-সিতপাশতাম্ ।
অমৃত-বল্লরি-পল্লব-মূলগঃ
প্রতিসরোঽতিসরোচি রসাবগাৎ ॥৮৫॥
করদলেষু ধৃতা বভুরূর্ম্মিকা
স্ত্রয়মৃতে বরমত্র তু দক্ষিণম্ ।

পরমাসক্ত্যা মণিবন্ধে স্থাপ্যতে তথৈব কৃষ্ণস্য দেহ-বসন-কান্তি রনয়া ধৃতা ন তু বলয়-কঙ্কণাদয় এতা ইত্যপহ্নুতিঃ ॥৮৪॥

ইদানীং "পঁহচি" ইতি খ্যাতং হস্তসূত্রমুৎপ্রেক্ষতে। অসৌ প্রতিসরঃ হস্তসূত্রং শ্রীকৃষ্ণরূপচকোরস্য বন্ধনার্থং মদনঃ কন্দর্পঃ স এব শাকুনিকঃ পক্ষিহিংসক-ব্যাধ-বিশেষ স্তস্য অসিতপাশতাং অগাৎ। শ্যামরজ্জুরভূদিত্যর্থঃ। অসৌ কিম্ভূতঃ অতি সরোচিঃ অতিক্রান্ত-সকান্তিকঃ। অমৃতরূপা কাচিৎ রাধিকা রূপালতা তস্যাঃ পল্লবস্য মূলেস্থিতঃ তেন ব্যাধেন চকোরবন্ধনার্থং যথা পল্লবমূলে জালরজ্জুঃ স্থাপ্যতে তথৈবেত্যর্থঃ ॥৮৫॥

করয়োর্দলেষু অঙ্গুলীষু ধৃতা উর্ম্মিকা অঙ্গুলীয়কানি বভুঃ। অত্র করদলেষু মধ্যে দক্ষিণং দক্ষিণহস্তস্থং ত্রয়ং শ্রেষ্ঠং ঋতে দক্ষিণ-হস্তস্যাঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমং বিনেত্যর্থঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। নখরূপৈ বিন্দুভিঃ কিং হস্তদ্বয়রূপাব্জযুগে

কান্তের শ্রীঅঙ্গ ও বসনের কান্তিমালা বলয়-কঙ্কণছলে স্বীয় কর-কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ॥৮৪॥

অনন্তর প্রতিসর অর্থাৎ 'পহুঁচি' নামক হস্তসূত্রে শ্রীরাধার মৃণাল-ভুজ-লতায় বন্ধন করিয়া দিলেন। কি সুন্দর! শাকুনিক অর্থাৎ পক্ষি-হিংস্রক ব্যাধ যেরূপ চকোর-পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত তরুলতার পল্লবমূলে জাল-রজ্জু পাতিয়া থাকে, সেইরূপ মদন-শাকুনিক বুঝি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-চকোরকে বন্ধন করিবার নিমিত্তই এই শ্রীরাধা-কল্পলতিকার কর-পল্লব মূলে শোভনকান্তি শ্যামসূত্র-নির্ম্মিত জালরজ্জু স্থাপন করিয়াছে ॥৮৫॥

দক্ষিণ কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি ব্যতীত শ্রীরাধা উভয় কর-কমলের সকল অঙ্গুলীদলেই রত্নাঙ্গুরীয়ক সমূহ ধারণ করি-

কিমু নখেন্দুভি রক্তযুগে শ্রিতে,
নববলে ববলেপ্যুড়ুমণ্ডলী ॥ ৮৬ ॥

আশ্রিতে। ননু চন্দ্র স্বাবৎ কমল বিপক্ষো ভবতি অতো বিপক্ষরূপং কমলং কথআশ্রিতং তত্রাহ। অক্তযুগে কথম্ভূতে নববলে নখপেক্ষয়া শ্রীরাধয়া দত্তং সৌভগরূপং নবং বলং যয়োঃ তথাভূতে এতে তেন কমলানাং বিলক্ষণা শ্রয়লাভাদ্বল বৈলক্ষণ্যেনৈব চন্দ্রা অপি ভয়েন আশ্রিতা বভূবুঃ। তৎ দৃষ্ট্বা তেষাং স্ত্রীরূপা নক্ষত্র-মণ্ডলী অপি ববলে করদলানি বেষ্টিতবতীত্যর্থঃ। অঙ্গুলীয়কস্থানীয়া উড়ুমণ্ডলী বোধ্যা অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারাৎ ॥ ৮৬ ॥

লেন—আমরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন চাঁদের মালা দুটী ফুটন্ত কমলদলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। যদি বল, চাঁদে কমলে বিরোধভাব চির-প্রসিদ্ধ। তবে এস্থলে নখ-চন্দ্র কেন কর-কমলের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন? ইহার কারণ এইযে, সর্ব্বশোভাময়ী শ্রীরাধা, নখচন্দ্রাপেক্ষা কর-কমলে অধিক সৌভাগ্যরূপ নব-শক্তি প্রদান করায় কমলযুগল বিলক্ষণ বলশালী হইয়াছে এবং প্রাকৃত কমল-কুল অপেক্ষা বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই কর-কমলের বল-বৈশিষ্ট্যের নিমিত্তই যেন নখ-চন্দ্রমণ্ডলী ভয় বশতঃ কর-কমলের আশ্রয় লইয়াছে, তাই, তাহাদের প্রেয়সী তারামণ্ডলী যেন অঙ্গুরীয়করূপে কর-কমলের অঙ্গুলী-দলকে বেষ্টন করিয়া অতীব রমণীয়রূপে শোভা পাইতেছে ॥৮৬॥*

* বিধাতার সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই প্রাকৃত, কিন্তু শ্রীরাধার বসনভূষণ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই অপ্রাকৃত। চিন্ময় বিগ্রহের লীলোপযোগী সকল দ্রব্যই চিন্ময় ও নিত্য। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবটীতে এবিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্ত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই স্তবরাজটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাং।
সখী প্রণয়-সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং॥
কারুণ্যামৃতবীচীভি স্তারুণ্যামৃত ধারয়া।
লাবণ্যামৃত বন্যাভিঃ স্নাপিতং গ্লপিতেন্দিরাং॥

উপরিপর্য্যত মঞ্জুল-মৌক্তিকং
মৃদুতমং কুচয়োরপিধায়কম্ ।

"কাঁচুলীতি" প্রসিদ্ধা কঞ্চুলিকা পরিধানমাহ। বিশাখয়া কুচয়োঃ অপিধায়কং আচ্ছাদকং অরুণকঞ্চুকং নিহিতং অর্পিতং। কীদৃশং উপরি পরি উতানি গ্রথি-

---

অতঃপর বিশাখাদেবী মৃগলোচনা শ্রীরাধার বক্ষোজ-কমলদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া যে অরুণ-কঞ্চুলিকা আশু অর্পণ করিলেন, তাহার

হ্রী পট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাং ।
শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী বিচিত্রিত-কলেবরাং ॥
কম্পাশ্রু পুলকস্তম্ভ স্বেদ গদ-গদরক্ততা ।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈঃ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥
ক্লৃপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালী পুষ্পমালিনীং ।
ধীরাধীরত্ব সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥
প্রচ্ছন্নমান-ধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং ।
কৃষ্ণনাম যশঃশ্রাব বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাং ॥
রাগতাম্বূল রক্তোষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাং ।
নর্ম্মভাষিতং নিঃস্যন্দ স্মিত-কর্পূর-বাসিতাং ॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যং বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং ।
সপত্নী বক্ত্র হৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপী রবাং ॥
মধ্যতাত্ম সখীস্কন্ধ লীলা-ন্যস্তকরাম্বুজাং ।
শ্যামাং শ্যাম স্মরামোদ মধুলী পরিবেশিকাং ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বদাস্যামৃত সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥
প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ ।
শ্রীরাধিকা কৃপাহেতুং পঠং স্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥

অরুণ কঞ্চুকমাশু বিশাখয়া
বিনিহিতং নিহিতং হরিণীদৃশে ॥ ৮৭ ॥
হরিবশীকৃতি কৌতুকিনাং বরঃ
কিময়মন্তরতো বহিরুদ্গতঃ।

তানি মঞ্জুল মৌক্তিকানি যত্র, পুনশ্চ মৃদুলতম মতিকোমলং, পুনশ্চ হরিণী দৃশে রাধায়ৈ নিতরা মতিশয়েন হিত অত্র হিতযোগে চতুর্থী ॥ ৮৭ ॥

উৎপ্রেক্ষয়া অরুণ-কঞ্চুলী শোভামাহ। হরেঃ সিংহস্য পক্ষে কৃষ্ণস্য বশীকরণ রূপকৌতুকং অস্তি যেষাং তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোহনুরাগরূপোভটঃ কিং অন্তরতঃ অন্তঃকরণাৎ

উপরিভাগে মনোহর মুক্তাপংক্তি সুগ্রথিত এবং অভ্যন্তরভাগে অতি সুকোমল, সুতরাং শ্রীরাধার পক্ষে অতীব প্রীতিপ্রদ ॥৮৭॥

শ্রীকৃষ্ণ-সিংহকে বশীভূত করিবার যতপ্রকার কলা-কৌশল আছে, তন্মধ্যে অনুরাগই শ্রেষ্ঠ। বলপূর্ব্বক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করানই উহার স্বভাব। শ্রীরাধার অরুণ-কঞ্চুলিকার শোভামাধুরী দেখিয়া তখন বোধ হইল, যেন ঐ অনুরাগ-সেনাপতি অন্তররাজ্য হইতে সহসা

অর্থাৎ মহাভাব-চিন্তামণি-বিগ্রহা, শ্রীরাধার সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন—সখিপ্রণয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান—১ম, কারুণ্যামৃতে, ২য়, তারুণ্যামৃতে ৩য়, লাবণ্যামৃতে। বসন—পাটের সাড়ী। ওড়না—কৃষ্ণানুরাগ। কাঁচুলী—প্রণয়াভিমান। অঙ্গরাগ-কুঙ্কুম—সৌন্দর্য্য, চন্দন- সখি-প্রণয়, কর্পূর—মৃদুহাস্যপ্রভা। মৃগমদ-চিত্রন—শ্যামরস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলরস। আভরণ— সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ও হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব সকল। পুষ্পমালা—কিলকিঞ্চিদাদি বিংশতিভাব ও মাধুর্য্যাদি গুণসমূহ। সুগন্ধ অনুলেপন—ধীরাধীরত্বগুণ। বেণীবিন্যাস—প্রচ্ছন্নমান ও বাম্য। তিলক—সৌভাগ্য। হৃদয়মণি—প্রেমবৈচিত্ত্য। কর্ণভূষণ (অবতংশ)-শ্রীকৃষ্ণনামগুণাদি শ্রবণ। মধুরবচন—শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদি কীর্ত্তন। তাম্বূলরাগ—কৃষ্ণানুরাগ। কজ্জল—প্রেম-কুটিলতা। শয়ন-পর্য্যঙ্ক—নিজাঙ্গসৌরভালয়ে—প্রেমগর্ব্ব। বক্ষে হার—প্রেমবৈচিত্ত্য। মধ্যবয়স্থা সখীগণের স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ কর-কমল ন্যস্ত। অষ্টসখী—কৃষ্ণলীলানন্দরূপা অষ্ট মনোবৃত্তি। তদনুবৃত্তি—মঞ্জরী। তাঁহার কচ্ছপীবীণা—সপত্নীগণের হৃদয়শোষী যশঃ-শ্রী। ইনি এইরূপ অসংখ্য গুণালঙ্কার মণ্ডিতা হইয়া কৃষ্ণকন্দর্পানন্দী মধু পরিবেশন করেন। ইত্যাদি।

হৃদবনাবনুরাগভটোহতনো-
স্নিজবলং জবলঙ্ঘিতধর্ম্মভূঃ ॥ ৮৮ ॥
মণিসরৈঃ সললন্তিক কণ্ঠতঃ
সমুচিত ক্রমলম্বিভিরুচ্চলৈঃ।
অভিমতৈঃ সুদৃশোঽপি তয়াপিতৈঃ
কুচ-বিভা চ বিভাগশ এধিতা ॥ ৮৯ ॥

কঞ্চুলিকাচ্ছলেন বহিরুদ্গতঃ সন্ হৃদবনৌ হৃদয়রূপস্থলে নিজবলং অতনোৎ। কথম্ভূতঃ জবেন বেগেন লঙ্ঘিতা ধর্ম্ম-মর্য্যাদা যেন, অনুরাগস্থ অয়মেব স্বভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

ততো হারধারণ মাহ! তয়া বিশাখয়াপিতৈর্মণিসরৈঃ হারৈঃ করণৈঃ কুচয়োর্বিশিষ্টাভা শোভা এধিতা বৃদ্ধিং প্রাপ্তা। কথম্ভূতৈঃ ললন্তিকা কণ্ঠভূষণং তৎসহিতাৎ কণ্ঠস্থানাৎ ক্রমশঃ লম্বমানৈঃ। "গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষালম্বনং স্যাল্ললন্তিকা" ইত্যমরঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ সুদৃশো রাধায়াঃ অর্পিকারাৎ পরিধাপয়িত্র্যাঃ সখ্যাশ্চ অভিমতৈঃ বিভাগশ ইতি যথা যথাহারাঃ ক্রমশো লম্বমানা নানাবর্ণময়াশ্চ তথা তথাকুচয়োঃ শোভেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৮৯॥

বহিরুদ্গত হইয়া কঞ্চুলিকারূপে * শ্রীরাধার হৃদয়-প্রদেশে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥৮৮॥

পুনরায় বিশাখা শ্রীরাধার গলদেশে মণিময় হার অর্পণ করিলেন। সেই হার ললন্তিকা অর্থাৎ 'চিকু' নামক কণ্ঠভূষণ-মণ্ডিত কণ্ঠদেশ হইতে ক্রমশঃ উপযোগীরূপে লম্বিত হইয়া তখন শ্রীরাধার বক্ষের উপর মন্দ-মন্দ আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই রত্নহার, পরিধাপয়িত্রী সখীগণের মনের মত ত বটেই, পরন্তু সুলোচনা শ্রীরাধারও একান্ত অভিমত। এই রত্নহারের রমণীয় শোভায় শ্রীরাধার বক্ষোজ-যুগলের সুষ্ঠু মাধুরী বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হইল। ফলতঃ এই রত্নহার বক্ষোজ-

* শ্রীরাধার-রাগ—মাঞ্জিষ্ঠ্যরাগ। মঞ্জিষ্ঠা রক্তবর্ণ, এইজন্যই শ্রীরাধার অরুণবর্ণ কঞ্চুলিকার সহিত এই মাঞ্জিষ্ঠ্যরাগের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

কনককম্বু-বিনিঃস্থতয়াহতনুঃ
সুরনদী সলিলামলধারয়া।
অভিষিষেচ শিবপ্রতিমাদ্বয়ং
কিমঘসংহৃতি সংহৃতি হেতবে ॥ ৯০ ॥

হৃদয়-বিষ্ণুপদে পদকং ধ্রুবং
মুকুরবন্ধরি-ধামধুরাধরম্‌।
ন্যধিত সা ভুবি যস্য মহার্ঘ্যতা
সদৃশতোপরমা পরমা ভবেৎ ॥৯১॥

হারৈঃ কুচশোভামুৎপ্রেক্ষতে। অতনুঃ কন্দর্পঃ কণ্ঠস্বরূপ স্বর্ণ-নির্ম্মিত শঙ্খাদ্বিনিঃসৃতয়া হার স্বরূপ গঙ্গাসলিলস্যামল-ধারয়া কিং স্তনস্বরূপ শিবপ্রতিমাদ্বয়ং অভিষিষেচ অভিষেকে কারণমাহ। অঘসংহৃতিঃ অপরাধসমূহ স্তস্য নাশ-হেতবে কন্দর্পেণ পূর্ব্ব কৃতস্য মহাদেবস্থানে অপরাধস্য নাশার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ইদানীং পদকধারণমাহ। সা বিশাখা হৃদয়রূপ বিষ্ণুপদে আস্পদে ধ্রুবং নিশ্চিতং পদকং ন্যধিত। কথম্ভূতং মুকুরবদ্দর্পনমিব স্বচ্ছ মত স্তস্মিন্ প্রতিবিম্বিতস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ধামধুরা কান্ত্যাতিশয়স্তাং ধ্রিয়ত ইতি ভুবি পৃথিব্যাং যস্য পদকস্য মহার্ঘতা। কথম্ভূতা সদৃশতয়া সাদৃশ্যস্য উপরামো যস্যাং নিরুপমেত্যর্থঃ। শ্লেষেণ

যুগলের যে যে অংশে ক্রমশঃ লম্বমান হইল, সেই সেই অংশেই নানাবর্ণময়ী সুষমা-মাধুরী বিকসিত হইয়া উঠিল ॥৮৯॥

আহা! মহাদেবের স্থানে পূর্ব্বকৃত-অপরাধ-সংক্ষয়ের নিমিত্তই বুঝি মদন, কণ্ঠরূপ কনক-কম্বু-বিনিঃসৃত এই হার-সুরধুনীর বিমলাম্বুধারায় পীন-পয়োধর রূপ শিব-প্রতিমা দুটীকে অভিষিক্ত করিতেছেন? ॥ ৯০ ॥

অনন্তর বিষ্ণুপদে অর্থাৎ আকাশে যেরূপ ধ্রুবপদক অর্থাৎ ধ্রুবস্থান বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে যেরূপ আরাধ্যতম বিষ্ণুস্বরূপ বিরাজিত আছেন, সেইরূপ শ্রীরাধার হৃদয়রূপ বিষ্ণুপদে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

জঘনমূর্দ্ধনি তুঙ্গিমবিদ্যয়া
তত মনস্থত সারসনং রসাৎ।

ধ্রুবং নক্ষত্ররূপং কিঞ্চ বিষ্ণুপদে আকাশে যথা ধ্রুবো ধ্রুবস্থ স্থানং তত্র বিষ্ণু-স্বরূপমপি যথা অতিশয়েন তিষ্ঠতি, তথা তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং তিষ্ঠতীতি। অত্র পক্ষে মহার্ঘ্যতা মহাপূজ্যতা "মূল্যপূজাবিধাবর্ঘ্যং" ইত্যমরঃ ॥৯১॥

ইদানীং ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ধারণমাহ। তুঙ্গিমা বিদ্যায়াং যস্যা তয়া তুঙ্গবিদ্যয়া জঘনোপরি রসাৎ রাগাৎ ততং বিস্তৃতং সারসনং ক্ষুদ্রঘণ্টিকাং অনহ্যত ববন্ধ।

বিশাখা যে 'ধ্রুব-পদক' অর্থাৎ নিশ্চল পদকভূষণ বিন্যস্ত করিলেন, তাহা মণি-দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; এইজন্যই তাহাতে 'হরিধাম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নবঘনকান্তি বিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই মহার্ঘ্য পদকের উপমা জগতে একান্ত দুর্লভ ॥৯১॥

অনন্তর কলা-বিদ্যা-কুশলা তুঙ্গবিদ্যা * শ্রীরাধার নিতম্বপ্রদেশে

---

* শ্রীতুঙ্গ বিদ্যা।—পঞ্চমী তুঙ্গ বিদ্যাস্যা জ্যায়সি পঞ্চভি দিনৈঃ। চন্দ্র চন্দন ভূয়িষ্ঠা কুঙ্কুম-দ্যুতি-শালিনী ॥ পাণ্ডুমণ্ডলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণ-প্রখরোদিতা। মেধায়াং পুষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তু বালিশঃ ॥ গণোদ্দেশ। অর্থাৎ অষ্টসখীর মধ্যে তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সখী, ইনি শ্রীরাধা অপেক্ষা ৫দিনের জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ ইঁহার বয়স ১৪ বৎসর ৫দিন, মতান্তরে ১৪বৎসর ৩মাস ২দিন। ইনি কর্পূর-চন্দন-বহুল কুঙ্কুমকান্তিশালিনী। ইঁহার বস্ত্র- পাণ্ডুমণ্ডলমণ্ডিত বিচিত্র। স্বভাব—দক্ষিণ-প্রখরা অর্থাৎ নিজ যূথেশ্বরী, নায়কের প্রতি মান করিলে অসন্তুষ্ট হন, নায়ককে অযুক্ত কথা বলেন না, মিষ্ট কথায় সহজেই বশীভূত হন, ইহাই দক্ষিণার লক্ষণ এবং যাঁহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারেনা, সেই গৌরবান্বিতাকে প্রখরা কহে। তুঙ্গবিদ্যায় এই উভয় লক্ষণই বিদ্যমান। সেবা—ভক্ষ্যপেয়-প্রয়োজন ও গীতবাদ্য। "বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণায় বাদনে। দ্যূতকর্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্মস্থানে।" রস—অভিসারিকা। বাটী—জাবট। স্থিতি—পশ্চিমদলে অরুণবর্ণ কুঞ্জে। মাতা—মেধা,—পিতা—পুষ্কর; পতি-বালিশ। "তুঙ্গবিদ্যাতু বিদ্যানামষ্টাদশতয়াং-শিতা।" অর্থাৎ তুঙ্গবিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যার পার-গামিনী। অষ্টাদশবিদ্যা যথা—১ ঋক, ২ সাম, ৩ যজু, ৪ অথর্ব্ব, ৫ শিক্ষা, ৬ কল্প, ৭ ব্যাকরণ, ৮ নিরুক্ত, ৯ জ্যোতিষ, ১০ ছন্দ, ১১ বেদান্ত, ১২ মীমাংসা, ১৩ ন্যায়, ১৪ বৈশেষিক, ১৫ সাংখ্য, ১৬ পাতঞ্জল, ১৭ পুরাণ, ১৮ ধর্ম্মশাস্ত্র। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত রঙ্গশালায় যাহারা নিযুক্তা, যাঁহারা মৃদঙ্গবাদ্য, চতুঃষষ্টিকলা প্রদর্শন, ও নৃত্যকলাদক্ষা, বৃন্দাবনের

মহস্কৃতা মহতা মদনেন কিং
নিজগৃহে জগৃহে মণিতোরণম্ ॥৯২॥

তত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। মহস্কৃতা উৎসবকৃতা মদনেন কিং নিজগৃহে মণিতোরণং বন্দনমালা জগৃহে স্বীচক্রে ববন্ধেতি ফলিতার্থঃ। কথম্ভূতেন মহতা বিভূতিমতা মহাজনেনৈব নিত্যং মহোৎসবঃ ক্রিয়তে ইতি ধ্বনিঃ ॥৯২॥

অতীব অনুরাগ সহকারে বিচিত্র সারসন অর্থাৎ ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা বন্ধন করিয়া দিলেন। আমরি! দেখিয়া বোধ হইল, কি এক বিপুল উৎসব-সম্পাদনের নিমিত্তই যেন মদন, নিজ-ভবনদ্বারে মণি-তোরণ অর্থাৎ বন্দন-মালা বন্ধন করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী মহদ্ব্যক্তি প্রায়ই নিত্য নিত্য উৎসব করিয়া থাকেন, এই জন্যই মহাধনী মদনও বুঝি নিত্য নবোৎসব সাধনের নিমিত্ত এইরূপ মণি-তোরণ বন্ধন করিয়া থাকেন ॥৯২॥

সমূহ লোকের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যনিযুক্তা সখী, এবং যেসকল জলদেবী আছেন, ইত্যাদি সকলের মধ্যে এই তুঙ্গবিদ্যা অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা মধুস্পন্দা, গুণচূড়া, ও বরাঙ্গদা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার যূথ। ইঁহারা সন্ধিবিধায়িনী দূতীকার্য্যে কৌশলবতী। সঙ্গীতশালা ও রঙ্গশালার অধিকারিণী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার অরুণ কুঞ্জের নাম---"তুঙ্গবিদ্যানন্দদ।" যথা ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি---"কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমদলেঽরুণবর্ণঃ সুশোভনঃ। তুঙ্গবিদ্যানন্দদো নাম্নেতি বিখ্যাতি মাগতঃ। নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা॥"

তুঙ্গবিদ্যার ধ্যান; যথা---

"চন্দ্রাংশুকুন্দবর্ণাভাং চাসবর্ণনিভাম্বরাম্।
নানারসবিনোদেন কিশোরীং নবযৌবনাম্॥
দ্বয়োঃ সেবানিমগ্নাং তাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
নানাবাদ্যকারিণীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যামহং ভজে॥

প্রকারান্তর।

সচ্চন্দ্র-চন্দন-মনোহর-কুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবি প্রচুরকান্তি-বিলসদ্দুকূলাম্।
সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্

ত্রিবলি-বীচি-সমুচ্ছলন-চ্ছবি-
চ্ছুরিত-নাভি-সরোবর-রোধসি।
স্মর-মদান্মধুর ধ্বনিতৈষ্ট কিং
সরস-সারস-সারতরাবলিঃ ॥৯৩॥
ন্যধিত রঙ্গবতী মণিনূপুরে
রুচির-হংসকলাঙ্ঘ্রি সরোজয়োঃ।

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাধ্বনি মুৎপ্রেক্ষতে। সরসা যে সারসাঃ তন্নামপক্ষিণস্তেষাং সারতরা পরমশ্রেষ্ঠা যা শ্রেণী সা মধুর ধ্বনিতং যত্র তথাভূতা সতী কন্দর্পমদাদ্ধেতোঃ কিমৈষ্ট ঐশ্বর্য্যং চকার। কুত ইত্যত আহ। ত্রিবলিরেব বীচিস্তরঙ্গস্তত্র সমুচ্ছলিতা যা চ্ছবিঃ কান্তিস্তয়া চ্ছুরিতং যুক্তং যন্নাভি-সরোবরং তস্য রোধসি তটে ॥৯৩॥

অথ চরণয়োস্তদঙ্গুলিষু চ ভূষণ-ধারণমাহ। রুচিরং হংসকং পাদকটকং লাতঃ ধত্তায় অঙ্ঘ্রি সরোজং তত্র রঙ্গদেবী মণিময় নূপুরে ন্যধিত অর্পিতবতী তেন পাদকটকদ্বয় দত্ত্বা নূপুরদ্বয় দত্তবতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ হংসানাং কলো মধুরা-

মরি! মরি! ঐ ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাগুলির কি মধুর অস্ফুটধ্বনি! যেন ত্রিবলী-তরঙ্গে সমুচ্ছলিত কান্তিময় নাভি-সরোবর-তটে, সার-সরস সারস-বিহগাবলী মদন-মদাবেশে সুমধুর কল-কাকলী করিতে করিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে ॥৯৩॥

অনন্তর রঙ্গদেবী * মনোহর পাদ-কটকভূষিত শ্রীচরণ-কমল-যুগলে মণিময় নূপুর পরাইয়া দিলেন; আহা! সেই নূপুর ধারণে

* শ্রীরঙ্গদেবী।---"সপ্তমী রঙ্গদেবাখ্যাং পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিভাক্। জবারাশি দুকূলেয়ং কনিষ্ঠা সপ্তভির্দিনৈঃ॥ প্রায়েণ চম্পকলতা সদৃশী গুণতো মতা। করুণা রঙ্গসারাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনি-মীয়ুষী॥ রঙ্গদেবী সদোত্তুঙ্গা হাবেঙ্গিত-তরঙ্গিনী। কৃষ্ণাগ্রেঽপি প্রিয়সখী নর্ম্ম-কৌতুহলোৎ-সুকা॥ সাদল্যাস্তগণে ভূর্য্যো যুক্তি-বৈশিষ্ট্যমাশ্রিতা। কৃষ্ণস্যাকর্ষণং মন্ত্রং জপসাপূর্ণমীয়ুষী॥

অথ তদঙ্গুলিষু প্রবরোর্ম্মিকা
ধ্বনিযুতা নিযুতার্ঘ্য মণীলিতাঃ ॥৯৪॥

স্ফুট ধ্বনিরিব ধ্বনির্যত্র তত্র। ইত্যনেন নূপুরধারণেন পাদদ্বয়ে হংসধ্বনিরিব ধ্বনির্ভবতীতি। অথ নূপুরধারণানন্তরং চরণাঙ্গুলিষু "পাশুলীতি বিছিয়া" ইতি চ খ্যাতা প্রবরোর্ম্মিকা গ্রথিত। কথম্ভূতা ধ্বনিযুতা শব্দকুর্ব্বাণা, পুনঃ কিম্ভূতা নিযুতসংখ্যং ধনং অর্ঘ্যোমূল্যং যেষাং তৈর্ম্মণিভি রিলিতাঃ যুতাঃ ॥৯৪॥

শ্রীরাধার চরণ-কমল বাস্তবিকই যেন হংসের ন্যায় কলমধুর শব্দায়মান হইয়া উঠিল। পরে সুঠাম অঙ্গুলিদলসমূহে উর্ম্মিকা অর্থাৎ পাশুলী নামক অত্যুত্তম অঙ্গুলীভূষণ পরাইয়া দিলেন, তাহা দশলক্ষ মুদ্রা-মূল্যের মণি-মণ্ডিত ও মঞ্জু-মধুর-ধ্বনিবিশিষ্ট ॥৯৪॥

বিচিত্রেষঙ্গরাগেষু গন্ধযুক্তা নিধৌ চ যাঃ। কলকণ্ঠী প্রভৃতয়ঃ সখ্যোঽষ্টৌ যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ সখ্যোঃ দাস্যেষধিকৃতা যাশ্চধূপন-কর্ম্মণি। শিশিরেঽঙ্গারধারিণ্যস্তপর্ত্তাবপি বীজনে ॥ আরণ্যকেষু স্বচ্ছেষু কেশরিষু মৃগাদিষু। সখী প্রভৃতয়ো যাশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাং গতা ॥ (গণোদ্দেশ) অর্থাৎ প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যে রঙ্গদেবী সপ্তমীসখী। ইহার বর্ণ পদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশরের ন্যায়। বস্ত্র---জবা-পুষ্পের ন্যায় অরুণ বর্ণ। ইনি শ্রীরাধা অপেক্ষা ৭ দিনের কনিষ্ঠা। সুতরাং বয়স ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৩ দিন। কোন মতে ১৪ বৎসর ২ মাস ২৩ দিন। সুদেবীর জমজা ভগিনী ৮ দণ্ডের জ্যেষ্ঠা। চম্পকলতার ন্যায় গুণশালিনী ও স্বভাবেও বামমধ্যা। পিতা—রঙ্গসার মাতা—করুণা, পতি—বক্রেক্ষণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ) গৃহ—যাবট। রঙ্গদেবী সর্ব্বদাই যৌবনোন্মত্ত হইয়া ভাব ও ইঙ্গিতের নানারূপ ছলা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেও প্রিয় সখীর প্রতি পরিহাস ও কৌতুক করিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি নিখিল সন্ধ্যাবলী ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ স্বরযোগ করিতে সমর্থা এবং তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। কলকণ্ঠী, শশীকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্প-সুন্দরী, কামলতা ও প্রেমমঞ্জরী এই অষ্ট সখী শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ। ইঁহারা বিচিত্র অঙ্গরাগ ও গন্ধদ্রব্যের নিয়োগ সম্বন্ধে অধিকারিণী, দাস্যাভিমানা এবং যাঁহারা ধূপন-কর্ম্মাধিকারিণী. শীতকালে অঙ্গার-ধানিকা ধারণ করিয়া থাকেন এবং গ্রীষ্মকালে চামর-ব্যজনাদি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং নির্ম্মল-স্বভাব বনচর সিংহ মৃগাদির পরিদর্শন কার্য্যে যে সকল সখী নিযুক্তা, সেই সকল সখীর মধ্যে রঙ্গদেবীই সর্ব্বাধ্যক্ষা। স্থিতি—নৈঋতদলে শ্যামবর্ণ শ্রীরঙ্গসুখদ বা রসকেলীকুঞ্জে। যথা—

মধুরিমৈব দধাদ্বিবিধাভিধাঃ
স্ব সফলীকৃতয়ে পদয়োর্লুঠন্।
রণ রণেত্যপরানপি তদ্গুণান্
সুকৃতিনঃ কৃতিনঃ কিমতুষ্টুবৎ ॥৯৫॥

অধুনা চরণভূষণধ্বনি মুৎপ্রেক্ষতে। ত্রিজগদ্বর্ত্তি মধুরিমা এব স্ব সফলীকর্ত্তুং পদয়োর্লুঠন্ চরণভূষণমঙ্গুলিভূষণমিত্যাদি বিবিধাভিধা দধৎ সন্ রণরণ কথয় কথয় ইত্যুক্ত্বা পরানপি সুকৃতিনো জনান্ তয়োঃ পদয়োর্গুণান্ অতুষ্টুবৎ স্তাবয়ামাস। জনান্ কিম্ভূতান্ কৃতিনঃ পরম বিবেকিনঃ ॥৯৫॥

মরি! মরি! তাহাতে শ্রীচরণ-সরোজের শোভা-মাধুরী সমধিক উদ্ভাসিত হইল। বোধ হইল যেন, ত্রিজগতের মধুরিমা স্বীয় সার্থকতা সাধনের নিমিত্তই শ্রীরাধার চরণযুগলে লুণ্ঠিত হইয়া পাদভূষণ, অঙ্গুলী ভূষণ ইত্যাদি বিবিধ নামধারণ পূর্ব্বক রুণু ঝুণু শব্দ করিতে করিতে অপর সুকৃতি-সম্পন্ন বিবেকীব্যক্তিগণকে শ্রীচরণ-কমলের গুণকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত করিতেছে ॥৯৫॥

"ঈশানদলে শ্যামবর্ণে কুঞ্জে শ্রীরঙ্গদেবিকা।
সুখদাখ্যে নিবসতি নিত্যং শ্রীহরি বল্লভা॥" ধ্যানচন্দ্র।

শ্রীরঙ্গদেবীর ধ্যান, যথা—

"পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণাভাং জবারাগি দুকূলকাম্।
নানারস প্রভেদেন সর্ব্বক্রীড়াসু পণ্ডিতাম্॥
মৃদুমধুর বচনাং নানাভরণ ভূষিতাম্।
রসোদ্গারিভাবপরাং ভজেঽহং রঙ্গদেবীকাম্॥

প্রকারান্তর।

"সৎপদ্মকেশর মনোহর কান্তি-দেহাং
প্রোদ্যজ্জবা কুসুমদীধিতি চারুচেলাম্।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীঃ তব রঙ্গদেবীম্॥"

নখ-সিখাঙ্ঘ্রিতলাদ্যরুশোণিমা-
প্যহহ যাবকরঞ্জিত তামগাৎ।
ভবতি কিং দর-দীপজ-রোচিষা
দিনকৃতো ন কৃতো মনুজৈর্মহঃ ॥৯৬॥
স্বদয়িতং নলিনং পদতাং নয়ন্
যদরুণোঽপ্যভজত্তদলক্ততাম্।

ইদানীং চরণয়োর্যাবকেন রঞ্জনমাহ। উরুঃ শোণিমা যত্র তথাভূতমপি নখাগ্রপদতলাদি অহহ আশ্চর্য্যে যাবকরঞ্জিততাং যযৌ। ননু মহাবিদগ্ধাভিঃ সখীভিঃ কথমেবং কৃতং তত্রাহ। কিঞ্চিন্মাত্র দীপশিখা কান্ত্যা দিনকৃতঃ সূর্য্যস্য মহঃ পূজাং কিং মনুজৈর্ন কৃতঃ ॥৯৬॥

পুনশ্চরণারুণ্যমেব বর্ণয়ন্নাহ। যদ্যস্মাদরুণঃ সূর্য্যঃ স্বদয়িতং প্রিয়ং কমলং রাধায়াঃ পদতাং নয়ন্পদং কুর্ব্বন্ সন্ স্বয়ং তয়োঃ পদয়োঃ রলক্তুতাং অভজৎ। অলক্তমিবাভূদিত্যর্থঃ। "মিহিরারুণ পূষণ" ইত্যমরঃ। তত্তস্মাৎ পরমহংসদ্বয়স্য

অতঃপর অশোকারুণ পদ-নখমণি ও শ্রীচরণ-কমলতল সুবাসিত অলক্তক-দ্রবে সুরঞ্জিত করিলেন। যদি বল, যাহা স্বভাবতঃ সুলোহিত, বিদগ্ধা সখীগণ অলক্তকরাগে তাহা অনর্থক রঞ্জিত করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, ইহ জগতে কোন ব্যক্তি সামান্য জ্যোতিবিশিষ্ট দীপ-শিখা দ্বারা মহাজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের কি পূজা করে না? ॥৯৬॥

আহা! সেই অলক্তক-রাগরঞ্জিত ভূষণাঙ্কিত চরণ-যুগল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন অরুণদেব স্বীয় প্রিয়তমা নলিনীদ্বয়কে শ্রীরাধার চরণ-যুগলের সহিত সাযুজ্য ঘটাইয়া, আপনি স্বয়ং অলক্তক-রূপে সেই চরণ-কমলের ভজনা করিতেছেন অর্থাৎ আপনি যেন অলক্তকরূপে চরণ-কমলে শোভা পাইতেছেন। আমরি! এই কারণেই বুঝি চঞ্চল পাদ-কটকদ্বয় অবধূত-পরমহংসরূপে নিপুণ-নটের ন্যায় মনোহর নৃত্যচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে—তাহারা মনে করিতেছে,

পরম হংসকয়ো রবধূতয়ো
স্তদভবন্নটনং নটনন্দিতম্ ॥৯৭॥
অহমযোগ্য ইতি ত্বয়ি মা শুচ
স্ত্বমনুরাগ্যসি যাবক! সৌভগম্।

নটনং নৃত্যমভবৎ তেন যস্য সূর্য্যস্য মণ্ডলং ভিত্বা আবাং ব্রহ্মসাযুজ্যং প্রাপ্স্যাব স্তেন বিশ্বচূড়ামণিনা স্বপ্রিয়-সাহিত্যৈনৈবাস্মদাশ্রিত-চরণ-কমলয়োঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তং অতো মোক্ষসুখাদপ্যধিক মেতচ্চরণাশ্রয়ণং ভবিষ্যতীতি, নেদং মোক্ষস্য সাধনরূপং কিন্তু পরমপুরুষার্থরূপমেবেতি মনসি কৃত্বা নৃত্যং কৃতমিতিভাবঃ। নটনং কীদৃশং নটৈরপি অভিনন্দনবিষয়ীকৃতং। পরমহংসয়োঃ জ্ঞানিনোঃ কিম্ভুতয়োঃ অবধূতয়োঃ জ্ঞানিন এব অবধূতা ভবন্তীতি শ্লেষেণ হংসকয়োঃ পাদকটকয়োঃ কথম্ভুতয়োঃ অবধূতয়োঃ কম্পিতয়োঃ ॥৯৭॥

পুনর্যাবকস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি। অয়ি যাবক। অহং চরণয়োঃ সৌন্দর্য্যোৎপাদনে অযোগ্য ইতি মনসি কৃত্বা মা শুচঃ; কথং নিষেধসীতি চেদাহ। তব

"আমরা যে সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে অভিলাষ করি, দেখ সেই বিশ্বচূড়ামণি সূর্য্যদেবই যখন নিজ প্রিয়তমা নলিনীর সহিত আমাদের আশ্রিত এই শ্রীচরণ-কমলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল, তখন মোক্ষসুখ অপেক্ষাও এই শ্রীচরণাশ্রয়ে যে সমধিক সুখলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং ইহা কেবল মোক্ষের সাধনরূপ নহে, পরন্তু পরম পুরুষার্থস্বরূপ"—এই মনে করিয়াই যেন তাহারা পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে ॥৯৭॥

অনন্তর শ্রীরাধার যাবক-রস-রঞ্জিত শ্রীচরণ-কমলের রমণীয় সুষমারাশি দেখিতে দেখিতে অনুরাগিণী ললিতা সেই যাবকের সৌভাগ্যসূচনা করিয়া শেষে কহিলেন—"যাবক। তুমি এই প্রবালরুচি চরণ-কমলের সৌন্দর্য্য-পরিস্ফুটনে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিও না। কেন তোমাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছি, বলি

হরিললাটতলালক-রঞ্জনাৎ
শুভবতো ভবতো ভবিতাধিকম্ ॥৯৮॥
ইতি সখীবয়সা পরুষেব তাং
বিধুর-ধীরপি সা কুটিলেক্ষণা।

সৌভগং সৌভাগ্যং অধিকং ভবিতা কথমিতি চেদাহ। শ্রীকৃষ্ণস্য ললাটতটং ত্বং অরুণং করিষ্যসীতি হেতোঃ। অতএব ভবতঃ কিন্তু তস্য শুভবতঃ মঙ্গলযুক্তস্য ॥৯৮॥

ইত্যনেন প্রকারেণ সখী বচসা শ্রীরাধা বিধুরধীঃ স্থায়িভাবোদ্গমেন ব্যাকুল-বুদ্ধিরপি পরুষা কিঞ্চিৎ কর্কশ-বচনা এব তাং সখীং ভৃশমতর্জ্জৎ তর্জ্জনং কৃতবতী। কথং তর্জ্জিতবতী তত্রাহ। যদ্যস্মাৎ প্রবলৌজসা অতিশয়-বলবত্যা উৎকলিকয়া

শুন, ইহার পরে তোমার অধিকতর সৌভাগ্যের উদয় হইবে ; কিরূপে হইবে, তাহাও বলিতেছি—এই শ্রীচরণাশ্রয়বলে তুমি নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ললাট-তট চুম্বি-অলকাবলী পর্য্যন্ত অরুণিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ধন্য তোমার শুভাদৃষ্ট! ॥৯৮॥

ললিতার এই সরস রসালাপে শ্রীরাধার চিত্ত, প্রমোদিত না হইয়া বরং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন অনুরাগের উদ্দাম-উৎকণ্ঠা তাঁহার হৃদয়ের কূলে কূলে উদ্বেলিত—সে সময় রসকথা ভাল লাগে কি? পিপাসায় যাহার প্রাণ আকুল, তখন তাহার কাছে কেবল জলের কথা কহিলে প্রাণের শান্তি আসে কি? বরং আরও দ্বিগুণিত হয়। তাই, প্রেমময়ী শ্রীরাধা সে সময় অতিপ্রবলা উৎকণ্ঠা-সখীর সেবায় এমনই বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, প্রিয় সখীর মধুর রস-

তথাহি পদ।—

* * * বেশ বনাওত সখীগণ আনন্দ পাই। কোই চিরুনি ধরি, চিবুক চিত্রকরি, সিন্দূর তিলক বনাই। দেখ ভুবন মনোহর রাই। ও মুখছান্দে চন্দ মলিন, তভুথির হোই নিরখই তাই ॥ ধ্রু॥ কোই কছু আভরণ অঙ্গে চড়ায়ত, চন্দন কোই লাগাত। সকলক শ্যামসুখক লিয়ে অতর অনুভব বরণি না যাত॥ যাবকরাগ চরণযুগরঞ্জন, নায়ক-রঞ্জনকারী। জন রাধামোহন দুলহ সো সেবন ভাগ কি ঘটব হামারি।” পদামৃত।

ভৃশমতর্জ্জদভূৎ প্রবলোজসোৎ-
কলিকয়াহলিকয়া যদুপাসিতা ॥৯৯॥
নিজগুণং পরমূর্দ্ধনি যৎক্ষিপ-
স্ত্যপহসস্ত্বয়ি। তৎ ত্বয়ি যুজ্যতে।

আলিকয়া উৎকণ্ঠয়া সখ্যা উপাসিতা সেবিতা তেন বলবত্যাঃ সেবাপি বলবতী ভবতি। তত এব তয়া সেবয়া বশীভূতা সা অন্যাস্যাঃ সখ্যাঃ রসকথামপি কথং সহতামিতি ধ্বনিঃ ॥৯৯॥

শ্রীরাধিকাহ। অয়ি সখি! ললিতে! স্বচরণ-যাবকেন শ্রীকৃষ্ণভালকরঞ্জন-স্বরূপং স্বগুণং পরমূর্দ্ধনি নিক্ষিপন্তী সতি যৎ। ত্বং উপহসসি তৎ উপহসনং ত্বয়ি যুজ্যতে; হে প্রমদে! জন্মঃ সময়া এতজ্জন্মমধ্যে ময়া যদি স গুণঃ প্রাপ্যতে

কথাও তখন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তিনি রোষ-কষায়িত-কুটিল-নয়নে ললিতার দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরুষ-ভাষিণীর ন্যায় মৃদুভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥৯৯॥

কহিলেন—"সখি! ললিতে! তুমি নিজের গুণ পরের মাথায় নিক্ষেপ করিয়া বেশ উপহাস করিতেছ ত? তুমি নিজেই চরণ-যাবক দ্বারা গোকুল-সুন্দরের ললাট-তট রঞ্জিত করিয়া যে গুণপনা প্রকাশ করিয়াছিলে, এক্ষণে সে গুণ কি আমার মাথায় চাপাইতে চাও? ভাল, তুমি এই যে উপহাস করিতেছ, এ উপহাস তোমারই যোগ্য বটে! হে প্রমদে! আমি যদি এ জন্মের মধ্যে এই গুণ একদিনের

তথাহিপদ।—নিরূপম কাঞ্চন-রুচির কলেবর, লাবণি-বরণা বরণি নাহি হোই। নিরমল বদন হাসরস পরিমলে মলিন সুধাকর অধর রোই॥ আজুএনি নবরঙ্গিনী রাইসঙ্গিনী সকল শিরমণি সাই॥ধ্রু॥ লোল অলক তিলকাবলী রঞ্জিত সীঁথাহি কাঞ্চন কমল উজোর। লোচন-মধুকরী, চলত ফিরি-ফিরি, শ্রুতিকুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর॥ শ্যামর চিতচোর কচকোরক নীলানিচোল কোলে কর বাস। যাবক-রঞ্জিত অরুণচরণতলে লোটি নিরমছব গোবিন্দ দাস॥ পদামৃত।

ত্বমপি কিং প্রমদে! ন হসিষ্যসে
যদি জন্মুঃ সময়া স ময়াপ্যতে ॥১০০॥
যমনুলেপ মদাদ্রসমঞ্জরী
মলয়জেন্দুমদাদিজমাদরাৎ।

তদাত্বমপি ময়া কিং ন হাসিষ্যসে যুজ্যতে ইতি যতস্ত্বং প্রমদা প্রকৃষ্টোমদস্তব বর্ত্ততে। অত এব ত্বম্ উপহসসি নতু উপহাসসামগ্রী ময়ি কাপ্যস্তি, যতঃ জন্ম মধ্যে স দৃষ্টোঽপি ন ইতি ধ্বনিঃ। যদি ভাগ্যতঃ স কদাচিৎ দৃশ্যতে তদা ত্বয়া সহ সম্ভোগং কারয়িত্বা ত্বামপ্যেবং উপহসিষ্যামীত্যনুধ্বনিঃ ॥১০০॥

ততশ্চন্দনাদ্যনুলেপনমাহ। রসমঞ্জরী যং চন্দনকর্পূরমৃগমদাদিজন্যং আলেপং

জন্যও লাভ করিতাম, তাহা হইলে তোমাকেও কি এইরূপ উপহাস না করিয়া ছাড়িতাম? তুমি এই অদ্ভুত গুণ লাভ করিয়াই ত 'প্রমদা' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গর্ব্বিতা হইয়াছ এবং এইজন্যই আমার ন্যায় অভাগিনীকেও উপহাস করিতেছ. কিন্তু আমাতে উপহাসের সামগ্রী কিছুই নাই। যেহেতু এজন্মে আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই—সৌভাগ্যক্রমে কোন সময়ে যদি তাঁহার একবার দর্শনলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার সহিত তাঁহার সম্ভোগ সম্পাদন করিয়া আমিও তোমাকে এইরূপ উপহাস করিব ॥১০০॥

রসিকামণির এই সরস-বাগ্বৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া সখীমণ্ডলী বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। এই অবসরে রসমঞ্জরী * কর্পূরচন্দন-

* শ্রীরসমঞ্জরী।—শ্রীরাধার রস-মাধুরীরূপা। বর্ণ—প্রফুল্লচম্পককুসুমের ন্যায়। বস্ত্র—হংস-পক্ষধবল, বয়স—১২ বৎসর। অতুলনীয় রূপরাশি—যেন মূর্ত্তিমতী শরৎ-লক্ষ্মী। স্বভাব—দক্ষিণা-মুখী। সেবা—চিত্রসেবা—শ্রীরাধার নিকটে অবস্থিতিকালে—বারিসেবা। চিত্রাসখীর কুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দপ্রদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা—শ্রীরাধার মাতুল মহাকীর্ত্তি।—মাতা—মৌনা। শ্রীরস-মঞ্জরীর ধ্যান। যথা—

"হংসপক্ষরুচিচরেণ বাসসা, সংযুতাং বিকচচম্পকদ্যুতিম্।
।।কল্পগুণসম্পদন্বিতাং, সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে॥"

স তনু সাহজিকাতুল সৌরভা-
বণিভৃতো নিভৃতোহজনি কিঙ্করঃ ॥১০১॥
প্রবরমুক্তমুরোহম্বতিমুক্তক-
স্রজমদাদথ কেলি-সরোরুহম্ ।

অদাৎ। স আলেপঃ রাধিকায়াঃ দেহস্য সাহজিকং যৎ সৌগন্ধ্যং তদেব অবনিভৃৎ রাজা তস্য কিঙ্করো দাসঃ অজনি অভূৎ। স কিম্ভূতঃ নিতরাং ভৃতঃ অঙ্গসৌরভেণ স্বীকৃত্য ধৃতঃ ন তু স্বয়ং তত্র স্থাতুং যোগ্য ইত্যর্থঃ ॥১০১॥

মাল্যাদিধারণমাহ। প্রবরা মুক্তা যত্র, এবম্ভূতে উরোহমু উরসি তথা বিলক্ষণ-মুক্তা-যুক্ত বক্ষঃস্থলে রসাৎ আনন্দাতুলদা অতিমুক্তকস্রজং মাধবী-

মৃগমদাদি-সংযোগে অনুলেপ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া সাদরে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলেন। যদিও শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্বভাবতঃ অনুপম সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট, সুতরাং অনুলেপ দ্বারা সুগন্ধিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি শ্রীরাধার সেই শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ-রাজ যেন সেই অনুলেপকে স্বীয় কিঙ্কররূপেই অঙ্গীকার করিয়া লইলেন ॥১০১॥

অনন্তর তুলসীমঞ্জরী * আনন্দাবেশে অতিমুক্ত অর্থাৎ মাধবী-পুষ্পের মালা শ্রীরাধার প্রবর-মুক্তামণ্ডিত বক্ষঃস্থলে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার করকমলে লীলা-কমল অর্পণ করিলেন। তাহাতে সেই

প্রকারান্তর।

"ফুল্ল-চম্পকবর্ণাভাং চাসপক্ষনিভাম্বরাং।
নবকিশোরবয়সীং সখীমধ্যে চ নন্দদীম্॥
নানারস-বিনোদেন চামরব্যগ্রহস্তকাম্।
নিকুঞ্জমণিমধ্যস্থাং রাধাকৃষ্ণ-নিষেবণে।
সর্ব্বসখী প্রেয়সীঞ্চ শ্রীরসমঞ্জরীং ভজে॥

* শ্রীতুলসীমঞ্জরী।—শ্রীরতিমঞ্জরীর নামান্তর। অপর নাম ভানুমতী। ৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কর-সরোরুহি যত্তুলসী রসা-
তুরুভয়ো রুভয়ো স্তদভূদ্দ্বিতা ॥১০২॥
বিনিহিতো লঘু রঙ্গণমালয়া
মণিময়ো মুকুরঃ সুদৃশোঽগ্রতঃ।

পুষ্পমাল্যং অদাৎ। কর-সরোরুহি কর-কমলে কেলি-সরোরুহং লীলা-কমলং অদাৎ। তত্ত্বতো হেতোঃ উভয়োঃ প্রবরমুক্তা বক্ষঃকরসরোরুহোদ্দ্বিতা অভূৎ দ্বিত্বং বভূব। তয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ উরুমর্হতী ভাকান্তির্যয়োঃ দ্বিতেতি প্রবর-মুক্তক-বক্ষঃস্থলস্থ মুক্তমুক্তেতি শব্দমাত্রেণ কর-কমলস্থেতি কমল, কমল শব্দেন এবং কর-কমল লীলাকমলেতি অর্থেন চ বোধ্যম্ ॥১০২॥

ততশ্চ দর্পণং দৃষ্টবতীত্যাহ। রঙ্গণমালয়া মণিময়ো দর্পণঃ সুদৃশো রাধায়া

মহাপ্রভাবিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের ও কর-কমলের যেন দ্বিরূপত্ব সম্পাদিত হইল। আমরি! তখন মুক্তামণ্ডিত বক্ষের উপর অতিমুক্তমালা আর কর-কমলে লীলা-কমল—মুক্তায় মুক্তা—কমলে কমল দু'টী দু'টীরূপে সুন্দর শোভা বিকাশ করিল ॥১০২॥

তারপর রঙ্গণমালা * সুলোচনা শ্রীরাধার সম্মুখে মণি-মুকুর আনিয়া অবিলম্বে স্থাপন করিলেন। অমনি তাহাতে শ্রীরাধার ভূষণা-ঙ্কিতা † শোভনা শ্রীমূর্ত্তিখানি প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তি লেহন করিয়া যে ভূষণাবলী উজ্জ্বলদ্যুতি-বিশিষ্টা হইয়াছে, মণি-দর্পণ যেন সেই ভূষণাবলীকে তখন দ্বিস্বরূপা করিলেন; ফলতঃ

* রঙ্গণমালা—শ্রীরূপমঞ্জরীর নামান্তর। অপর নাম—লবঙ্গমালিকা। ৩৭ পৃষ্ঠার পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীরাধার ভূষণ-নিচয়, যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—

"তিলকং স্মর-যন্ত্রাখ্যং হারো হরি-মনোহরঃ।
রোচনৌ রত্নতাড়ঙ্কৌ নাসামুক্তা প্রভাকরী।
ছত্র কৃষ্ণ প্রতিচ্ছায়ং পদকং মদনাভিধং।
স্যমন্তকাস্তপর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড়াশিরোমণিঃ।

তনুমহোলিট্‌ দ্বিবাগময়দ্দ্বিতাং
দ্যুতিধুরাভরণাভরণাবলাম্ ॥১০৩॥
স্বমধুরাঙ্গততি দ্যুতিবীক্ষণো-
ন্নতচমৎকৃতি-চুম্বিতধীর্হ্যদা ।

অগ্রং লঘু দ্রুতমেব বিনিহিতঃ। স দর্পণঃ তনুমহোলিড়িব দেহকান্তিং লেঢ়ি আস্বাদয়তীতি তথাভূত ইব। দ্যুতিধুরাং কান্ত্যতিশয়ং বিভর্ত্তি যা তাম্ আভরণশ্রেণীং দ্বিতাং অগময়ৎ স্বরূপদ্বয়ং চকারেত্যর্থঃ। যদ্বা, অহো আশ্চর্য্যে তনুলিড়িব লিট্‌ লকারো যথা অভ্যাসস্যোত্তরেষামিতি সূত্রেণ বর্ণাবলীং দ্বিস্বরূপাং করোতি তথা সাভরণাং তনুং দ্বিস্বরূপাং চকারেত্যর্থঃ ॥১০৩॥

দর্পণ-দর্শনেন শ্রীরাধায়া অপি চমৎকারোজাত ইত্যাহ। বৃষভানুসুতা রাধা

ব্যাকরণোক্ত লিট্‌লকারের সূত্রে যেরূপ বর্ণাবলী দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই-রূপ সেই দর্পণে তখন সালঙ্কারা শ্রীরাধাতনু দ্বিত্বরূপে অর্থাৎ একটী বিম্বিত, অপরটী প্রকৃত এইরূপ দু'টী রূপে অপরূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥১০৩॥

তখন বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা মণি-মুকুরে প্রতিবিম্বিত আপনার মধুরাঙ্গের অনবদ্য-সুষমারাশি দেখিয়া অতীব চমৎকৃতা হইলেন। এই

পুষ্পবন্তৌ ক্ষিপন্ কান্ত্যা সৌভাগ্য-মণিরুচ্যতে।
কটকাশ্চটিকা রাবাঃ কেয়ুরে মণিকর্ব্বুরে ॥
মুদ্রা নাসাঙ্কিতা নাম্না বিপক্ষমদমর্দ্দিনী।
কাঞ্চী কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী নূপুরে রত্নগোপুরে ॥
মধুসূদন মারুদ্ধে যয়োঃ শিঞ্জিত-মঞ্জরী ॥
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দ-নিভং তথা।
আদ্যং স্বপ্রিয়মত্রাভং রক্তমন্যৎ হরেঃ প্রিয়ং ॥
সুধাংশুদর্পহরণো দর্পণো মণি-বান্ধবঃ।
শলকা নর্ম্মদা হৈমা স্বস্তিদা রত্ন-কঙ্কতী ॥
কন্দর্প কুহলী নাম বাটিকা পুষ্পছায়িতা ॥"

অভিদধে বৃষভানুসুতা নিজ-
প্রিয়তমায়ত-মানস-বীচিবিৎ ॥১০৪॥
অননুভূতচরঃ কুত আগতো
মধুরিমোদধিরেষ বপুষ্যভূৎ।

স্বকায়াঃ মধুরাঙ্গশ্রেণী তস্যা দ্যুতীনাং নাক্ষণেন উন্নতা যা চমৎকৃতি শ্চমৎকারঃ তয়া চুম্বিতা বুদ্ধির্যস্যাঃ এবম্ভূতা সতী হৃদা মনসা অভিদধে স্বগতমেব কথিতবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা, নিজ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আয়তা দীর্ঘা যা মানসবীচির্মনস্তরঙ্গ স্তাং বেত্তি জানাতি, তথা চ নিজরূপ দর্শনেন চমৎকার প্রাপ্য তস্য কৃষ্ণস্য মনস্তরঙ্গ স্মৃত্যা কিমপি কথিতবতীত্যর্থঃ ॥১০৪॥

রাধা স্বগতমেবাহ। অননুভূতচরঃ পূর্ব্বং কদাপি যো ময়া নানুভূতঃ স মধুরিমোদধিঃ মম বপুষি কুতঃ আগতোঽভূৎ। ইমং মধুরিম-সমুদ্ররূপং রসং

নিরুপম রূপমাধুরী দেখিয়া প্রিয়তমের হৃদয়মাঝে না জানি কত সুখেরই তরঙ্গ উঠে, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—॥১০৪॥

"আমরি! আমার এই দেহ-লতিকায় এমন ঢলঢল লাবণ্য-কুসুম—এমন অসামান্য রূপমাধুরী ফুটিয়া রহিয়াছে, আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন ত অনুভব করি নাই, এমন মাধুর্য্য-সিন্ধু কোথা হইতে আসিল? এই অসীম অতুল মাধুর্য্যরস পান করিয়া সেই প্রিয়তম রসিকভৃঙ্গের

অর্থাৎ শ্রীরাধার তিলকের নাম স্মরযন্ত্র। হারের নাম—হরিমনোহর। রত্নতাড়ঙ্ক অর্থাৎ তাড়বালার নাম—রোচন। নাসামুক্তার নাম—প্রভাকরী। বক্ষঃস্থলে পদকের নাম—মদন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। হস্তের শঙ্খচূড় বা শঙ্খবলয়ের নাম—স্যমন্তক-পর্য্যায়। বক্ষঃস্থলে লম্বমান মণির নাম—সৌভাগ্যমণি, ইহা স্বীয় কান্তিতে যুগপৎসমুদিত চন্দ্রসূর্য্যকেও বিমলিন করে। চরণের কটক বা মলের নাম—চটকারাব অর্থাৎ চটকের ন্যায় শব্দায়মান। অঙ্গদের নাম—মণি-কর্ব্বুর অর্থাৎ মণি-

কথমিমং স ধয়ন্মধুসূদনো
রসমহো সমহো ধৃতিমাশ্রয়েৎ ॥১০৫॥
রুচি কণীমমৃজাং মম যঃ কদা-
প্যনুভবন্ প্রবিশেৎ প্রমদাম্বুধৌ।
প্রিয়তমঃ স ইমাং সুষমাং যদানু-
ভবিতা ভবিতা কিমু স ক্ষণঃ ॥১০৬॥

ধয়ন্ পিবন্ স মধুসূদনঃ পক্ষে ভ্রমরঃ কথং ধৃতিম্ আশ্রয়েৎ। স বিস্তৃতঃ সমহঃ মহ উৎসব স্তেন সং বর্ত্তমানঃ ॥১০৫॥

পুনঃ দৈন্যবাহ। অমৃজাং মম রুচিকণীম্ অমার্জ্জিতাং কিঞ্চিন্মাত্র কান্তিং অনুভবন্ যঃ প্রমদাম্বুধৌ আনন্দ-সমুদ্রে প্রবিশেৎ স প্রিয়তমঃ ইমাং সুষমাং যদা অনুভবিতা তাদৃশঃ ক্ষণঃ কিং মম ভবিতা ইতি দৈন্যম্ ॥১০৬॥

হৃদয়ে বাস্তবিকই বিপুল উৎসবের উদয় হইবে, তাহাতে তিনি কিরূপে ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইবেন ? ॥১০৫॥

আহা ! যে প্রাণ-বল্লভ আমার অমার্জ্জিত অঙ্গ-কান্তির কণিকামাত্র অনুভব করিয়াই বিপুল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন, তিনি এই সুমার্জ্জিত শোভন-সৌন্দর্য্যরাশি প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবেন, হায়! এমন শুভক্ষণ কি আমার উদিত হইবে ? ॥১০৬॥

সমূহের বিচিত্রবর্ণে দেদীপ্যমান, নামাঙ্কিত মুদ্রা বা অঙ্গুরীয়কের নাম- বিপক্ষমদমর্দ্দিনী। কাঞ্চী বা চন্দ্রহারের নাম- কাঞ্চনচিত্রাঙ্গী। নূপুরের নাম – রত্নগোপুর, অর্থাৎ রত্নরাজির কিরণে পরিপূর্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণকেও অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। বসনের নাম – মেঘাম্বর, ইহার বর্ণ কুরুবিন্দ-পুষ্পের ন্যায়। পরিধেয় বস্ত্র মেঘাভ নীলবর্ণ ও নিজের প্রিয়, উত্তরীয়খানি রক্তবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সুধাংশু দর্পহারী দর্পণের নাম— মণিবান্ধব। কেশবাঁধার শলাকার নাম—নর্ম্মদা। স্বর্ণ কঙ্কতিকা বা চিরুণীর নাম—স্বস্তিদা। পুষ্পোদ্যানের নাম—কন্দর্প কুহলী।

কিমধুনা ত্বদনীক্ষণ দুর্ভগো-
প্যুদয়তে চ্ছবিরাশি রসৌ বহিঃ।
ভবতি যো বিফলোঽর্থবরোঽপিকো-
ধিমহি তং মহিতং ন হি শোচতি ॥১০৭॥
ইতি ধৃতিচ্যুতিনীবৃতি সা সিতো-
রুসহসা সহসা সহসাস্যয়া।

পুন সৈবাহ। অসৌ চ্ছবিরাশিঃ কান্তিসমূহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনীক্ষণেন দুর্ভগোঽপি বহিঃ কথং উদয়তে। ত্বং কথং শোকং করোষীতি চেদাহ যোঽর্থবরো বিলক্ষণঃ পদার্থো ব্যর্থো ভবতি তং অর্থবরং অধিমহি মহ্যাং কো জনো ন হি শোচতি। তং কিন্তু তং মহিতং পূজিতম্ ॥১০৭॥

তাদৃশং কথয়ন্তী শ্রীরাধা আকুলৈবাভূদিত্যাহ। ইতি এবং কথয়ন্তী সা রাধা প্রিয় দিদৃক্ষুতয়া আলিকয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপয়া সখ্যা কত্র্যা সা রাধা ধৃতিচ্যুতিরেব নীবৃজ্জনপদ স্তস্মিন্ অর্থাৎ অধৈর্য্যরূপ রাজ্যে আসিতা উপবেশিতা অথবা সিতা বন্ধনং প্রাপ্ত অভূদিত্যর্থঃ। সহসা অতর্কিতং যথা স্যাত্তথা "অতর্কিতে তু সহসে"ত্যমরঃ। তয়া কথন্তু তয়া হসেন সহ বর্ত্তমানং সহসং আস্যং মুখং যস্যা স্তয়া প্রফুল্লিতয়েত্যর্থঃ। পুনঃ কথন্তু তয়া উরু মহদেব সহো বলং যস্যা স্তয়া। পুনশ্চ

অহো! আমার এই রমণীয় রূপ-মাধুরী, এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য-রাশি যদি প্রিয়তমের পিপাসু নয়ন-চকোরের তৃপ্তিদান না করিল, তবে তা'র কিসের সৌভাগ্য—কিসের গৌরব! এমন দুর্ভাগ্য-সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ এখন কেন বৃথা স্ফুরিত হইল? যদি বল, তুমি এমন ভুবন-দুর্লভ রূপ-সম্পদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিতেছ কেন? তদুত্তর এই যে, জগতে লোক-পূজিত বিলক্ষণ পদার্থ যদি বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহার উদ্দেশে দুঃখপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে?" ॥১০৭॥

প্রিয়-দিদৃক্ষুতয়াঽলিকয়াশ্রিত
প্রসভয়া সভয়া সভয়াপ্যভূৎ ॥১০৮॥
অত্রান্তরে ব্রজপুরাধিপয়াঽনপায়-
বাৎসল্য-কল্পলতয়াতিরয়ান্নিদিষ্টা ।

শ্রিত: প্রসভো হঠঃ যয়া হঠেনৈব উপবেশিতেতি যোজনীয়ং তেনাঽহং কুলবতী ততো-ধৈর্য্যমেব করবাণি ইত্যাদি যন্মনসি করোষি তদভিমান-মহমনায়াসেনৈব ত্যাজয়ামীতি হর্ষবত্যা ইতিধ্বনিঃ। অতএব সভয়া ভা দীপ্তিস্তয়া সহ বর্ত্তমানয়া রাধা কথম্ভূতা ভয়সহিতাপি ॥১০৮॥

অত্রান্তরে অত্রাবসরে ব্রজপুরাধিপয়া যশোদয়া অতিরয়াৎ—অতিবেগাৎ

অনুরাগবতী শ্রীরাধা গোকুলসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এইরূপ যতই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—উৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় ততই আকুলিত হইতে লাগিল—যেন অতিশয় বলবতী প্রিয়-দর্শনেচ্ছারূপা সখী সহাস্যমুখে শ্রীরাধিকাকে সহসা অধৈর্য্যরাজ্যে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইল। কুলবতীর ধৈর্য্যহরণ করাই কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছার স্বভাব। তাই, সেই কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা-সখী সর্ব্বকান্তিময়ী শ্রীরাধিকাকে হঠাৎ অধৈর্য্যরাজ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া যেন কত উপহাসচ্ছলে বলিতে লাগিল, "রাধে। তুমি যে মনে মনে গর্ব্ব কর, আমি কুলবতী অবশ্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিব, কিন্তু আমি তোমার সে অভিমান অনায়াসে পরিত্যাগ করাইব।"—এই বলিয়াই যেন সেই সখী হর্ষ-প্রফুল্লা হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধা যেন সেই কথা শুনিয়া, পাছে ধৈর্য্যহারা হইলে গুরুজন সে অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ করেন,—এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলেন ॥১০৮॥

এই অবসরে কর্ম্ম-কুশলা কুন্দলতা * নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার

* কুন্দলতা—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-ভ্রাতৃজায়া। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য—উপানন্দ, তাঁহার পুত্র সুভদ্র, এই সুভদ্রের পত্নীই কুন্দলতা। কুন্দলতার পিতার নাম ধন্যগোপ, মাতার নাম সুশিখা। ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম শিখাবতী। বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সাহায্য করাই ইঁহার কার্য্য। যথা, ব্রজবিলাসে—

আগত্য কুন্দলতিকান্তিক মেতদক্ষি-
ভৃঙ্গ প্রমোদকৃতয়ে কৃতিনী ব্যরাজীৎ॥১০৭॥
অন্যোন্যদর্শন-সমুদ্গমনস্মিতাঢ্য
শস্তানুযোগ-রভসোন্নতি-শীধুবৃষ্টিঃ।

স্বপুরমানেতুং নির্দিষ্টা কুন্দবল্লী এতস্যা রাধায়া অক্ষিরূপ ভ্রমরস্য প্রমোদকৃতয়ে আনন্দনিমিত্তং তস্যা অন্তিকং নিকটমেব ব্যরাজীৎ॥১০৭॥

কুন্দবল্ল্যামাগতায়াং পরস্পরদর্শনে সতি কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ। তদা তস্মিন্ সময়ে অন্যোন্যং যদ্দর্শনং তেন যৎসমুদ্গমনং অভ্যুত্থানং চ স্মিতাঢ্য-শস্তানু-

নয়ন-ভৃঙ্গের আনন্দবিধান করিলেন। অবিনশ্বর-বাৎসল্যরসের কল্প-লতা স্বরূপা ব্রজপুরাধিশ্বরী শ্রীযশোদা শ্রীরাধাকে অবিলম্বে নিজপুরে আনয়ন করিবার নিমিত্তই কুন্দলতাকে প্রেরণ করিয়াছেন॥১০৭॥

তখন কুন্দলতাকে দেখিয়া শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে সহসা যেন একটা অমিয়-রসের প্রস্রবণ খুলিয়া গেল—বুঝিলেন সম্মুখে কৃষ্ণ-

"সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্যেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং॥

অর্থাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার আদেশে রন্ধনের নিমিত্ত যিনি শ্রীরাধাকে নন্দালয়ে আনয়ন করেন এবং উভয়ের কৌতুকাবহ সখ্যভাব থাকায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিয়া পুনঃপুনঃ শ্রীরাধাকে পরিতর্পিত করেন এবং অতিশয় প্রীতিহেতু নিজেও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন আমি সেই কুন্দলতাকে ভজনা করি।

তথাহি পদ—

\+ নিশি পরভাতে তবে নন্দের ঘরণী।
দাসদাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী॥
আমার জীবন-ধন কানাই বলাই।
লালিবে পালিবে তারে তোমরা সবাই॥

সদ্যো বভূব যত এব তদা তদালি-
বৃন্দং ননন্দ সমসৌহৃদ-হৃদ্যরোচিঃ ॥১১০॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে অলঙ্কার-
শোভাস্বাদনো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

যোগঃ স্মিতযুক্ত কুশলপ্রশ্নশ্চ তাভ্যাং যা রভসোন্নতিঃ সুখোৎকর্ষঃ সৈব শীধুরসবৃষ্টিঃ অমৃতবর্ষঃ সদ্যো বভূব। যতঃ শীধুবৃষ্টিতঃ এব তস্যা আলিবৃন্দং কিম্ভূতং ? সমানি সৌহৃদানি হৃদ্যানি রোচীংষি কান্তয়শ্চ যস্য তৎ, হৃদ্যানি সর্বেষাং হৃদয়-সুখকরাণি ॥১১০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

দর্শনের শুভ-সুযোগ ! শ্রীরাধা সহর্ষে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক মৃদু হাসিতে হাসিতে বিবিধ কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরি ! তাহাতে যেন তৎক্ষণাৎ সুখোৎকর্ষের অমৃত-বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন সম-সৌখ্যবিশিষ্ট ও সমান-হৃদয়-সুখপ্রদ সৌন্দর্য্যময়ী সখীমণ্ডলী সেই মধুর অমৃতাভিষেকে অতীব প্রীতি-প্রফুল্লা হইলেন ॥১১০॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে অলঙ্কার-শোভাস্বাদন নামক চতুর্থসর্গ ॥৪॥

যার যেই কাজ বাছা কর মন দিয়া।
আমি আর কি বলিব বুঝ বিচারিয়া॥
রাণীর উদার বোল শুনি দাস দাসী।
আবেশে করয়ে কর্ম্ম প্রেমানন্দে ভাসি'॥
কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ বাছা করিয়া সংহতি॥
শুনি পরণাম করি চলে কুন্দলতা।
জটিলারে নমস্করি নিবেদয়ে কথা॥
দেখি আনন্দিত হৈলা জটিলার চিত।
শেখর চলিলা তবে পাইয়া ইঙ্গিত॥ পঃ কঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—০—

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী প্রসাদম্
ময়ি সখি বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ ।
ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্ব্বাম্
দিশ মধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ ॥১॥
তদহমনুমিমে নিদেশদম্ভাৎ
কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ ।

অস্মিন্ সর্গে পুষ্পিতাগ্রাচ্ছন্দো জ্ঞেয়ম্। অভ্যুত্থানমিলনোপবেশান্তরং শ্রীকুন্দবল্লীং রাধিকা প্রাহ। হে সখি! কুন্দবল্লি! অকস্মাৎ তবোদয়ঃ ময়ি ব্রজপুর-পরমেশ্বরী প্রসাদং বক্তি। কথমিতি চেদাহ অধিরাত্রি রাত্রিমধ্যে শিশিররুচিনা চন্দ্রেণ বিনা কাপি লক্ষ্মীঃ শোভা পূর্ব্বাং দিশং ন সমেতি ন প্রাপ্নোতি তথাচ রাত্রিসম্বন্ধিন্যা পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি শোভয়া যথা চন্দ্রানুমানং তথৈবেতি ভাবঃ ॥১॥

সাদর অভ্যর্থনার পর শ্রীরাধা, কুন্দলতার সহিত একত্র উপবেশন করিলেন এবং সহাস-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন—"সখি! কুন্দলতে! সহসা তোমার আগমনে আমার প্রতি ব্রজপুর-পরমেশ্বরীর যথেষ্ট অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে। যদি বল, তাহা কিরূপে বুঝিলে? বলি শুন, রজনীতে সুধাংশুদেবের উদয় ব্যতীত পূর্ব্ব-দিগ্বধূর কোন অনির্ব্বচনীয় শোভার বিকাশ হয় কি? ফলতঃ নিশাকালে পূর্ব্বদিকের সুচারু শোভাবিশেষ দেখিয়া যেরূপ চন্দ্রের উদয় অনুমান করা যায়, সেইরূপ এ সময় তোমার শুভোদয় বাস্তবিকই আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রভূত কৃপারই পরিচয় সূচনা করিতেছে ॥১॥

যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা
স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্ ॥২॥
অজনি রসবতী বিধাপনার্থা
রসবতি তে গতিরিত্যবৈমি নূনম্।
অথ কিমিতরথা জবাদয়াসীঃ
প্রথমমিতোঽনুনয়ন্ত্যমুং মদার্য্যাম্ ॥৩॥ *

পুনঃ শ্রীরাধা আহ। তত্তস্মাৎ অহমনুমিমে শ্রীযশোদা নিদেশদম্ভাৎ আজ্ঞাচ্ছলেন কিমপি কৃপামৃতং ব্যতারীৎ মহ্যং দত্তবতীত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ যৎকৃপামৃতং অনুপলভ্য মমাত্মা স্বং আত্মানমপি অনাত্মনীনং ন আত্মনে হিতং অবৈতি আত্মানমপি আত্মন এবাহিতকরং জানাতীত্যর্থঃ। কিন্তু তং সখেদং খেদো দুঃখং তেন সহ বর্ত্তমানং তেন তথা খেদে জাতে যত এতদ্দেহে স্বস্য অনবস্থানমেব হিতমিতি বিচারিতবানা-ত্মেতি ধ্বনিঃ ॥২॥

হে রসবতি! কুন্দবল্লি! তব গতির্গমনং রসবতী বিধাপনার্থা অজনি ইতি অবৈমি। পাকক্রিয়াকরণায়ৈব তবাত্রাগমনমভূদিতি জানামি, ইতরথা প্রথমং মদার্য্যাং মম শ্বশ্রূম্ অনুনয়ন্তী অনুনেতুং কিং কথং ইতঃ সকাশাৎ তত্র অযাসী

অতএব হে প্রিয়সখি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাছলে অনুক্ত কোন কৃপামৃত আমাকে পাঠাইয়াছেন; এক্ষণে এই কৃপামৃতের অলাভে আমার আত্মা অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে আপন-অহিতকারী বোধ করিতেছে—এমন, কি এই দেহমধ্যে অবস্থান না করাই ভাল, এরূপ বিবেচনা করিতেছে ॥২॥

হে রসবতি। তুমি রসবতী-ক্রিয়া অর্থাৎ পাকক্রিয়া-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই যে আমাকে লইতে এখানে আসিয়াছ, তাহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম। কারণ, তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার শাশুড়ীকে অনুনয় করিয়া পরে দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়াছ। অন্য কার্য্যের প্রয়ো-

---

* এই সর্গের শ্লোকনিচয় 'পুষ্পিতাগ্রা' নামক অর্দ্ধসমবৃত্তছন্দে বিরচিত। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ দ্বাদশাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদ ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি-বিশিষ্ট।

ইতি সুদৃগুদিতামৃতং পিবন্তী
স্মিত-সুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী।
তদয়ি সখি বিধেহি তত্র যাত্রা
মকৃতবিলম্বমিতঃ সহালিবৃন্দা ॥৪॥
কিমিহ গুরুজনাবলেরনুজ্ঞা-
গ্রহণ-বিধাবণুমাত্রমস্তি কষ্টম্।

র্গতা, জবাৎ বেগাৎ। যদি কার্য্যান্তরার্থং মম নিকটমাগমিষ্যস্তং তদা বৃদ্ধা নিকটে গমনং বিনৈবাত্রাগতা অভবিষ্য স্তস্মাৎ মন্নয়নার্থমাগতাসীতি ধ্বনিঃ ॥৩॥

কুন্দবল্লী ইত্যনেন প্রকারেণ সুদৃক্ শ্রীরাধা তস্যা উদিতমেবামৃতং তৎ পিবন্তী সতী স্মিতসুভগং যথাস্যাত্তথা নিজগাদ। অয়ি সখি! রাধে! তৎ তস্মাৎ ইতঃ স্থানাৎ অকৃতবিলম্বং যথাস্যাত্তথা আলিবৃন্দসহিতা সখি ত্বং তত্র যাত্রাং বিধেহি কুরু ॥৪॥

গুরুজনভয়ং করোষি চেদবধীয়তামিতি পুনঃ কুন্দবল্লী আহ। ইহ গুরুজন-শ্রেণীনাং অনুজ্ঞাবিধৌ অণুমাত্রমপি অত্যল্পমপি কিং কষ্টমস্তি অপিতু নৈবেত্যর্থঃ।

জন থাকিলে তুমি প্রথমতঃ আমার নিকটেই আসিতে, কদাচ আমার শাশুড়ীর নিকট যাইতে না। অতএব তুমি যে আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ, তাহা নিঃসন্দেহ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে" ॥৩॥

সুলোচনা শ্রীরাধার এই যুক্তিপূর্ণ মধুর বচনামৃত পান করিয়া কুন্দলতার হৃদয়খানি যেন উল্লাসভরে নাচিয়া উঠিল। তখন ফুল্লাধরে মৃদুহাসির জ্যোৎস্না-রেখা ফুটাইয়া কুন্দলতা কহিলেন—"তবেত সখি! তুমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছ। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া সখীগণকে সঙ্গে লইয়া এখনই ব্রজেশ্বরী-ভবনে যাত্রা কর ॥৪॥

যদি বল, গুরুজন যাইতে দিবেন কেন? তজ্জন্যও তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এরূপ কার্য্যে গুরুজনবর্গের অনুজ্ঞা গ্রহণে অণুমাত্র কষ্ট আছে কি? অতুল ধন-ধেনু-ধান্য বর্ষণ করিয়া ব্রজেশ্বরী তোমার

যদতুলধন-ধেনু-ধান্য বর্ষৈ-
রকৃতবশাং স্বয়মেব তাং ব্রজেশা ॥৫॥
নিরুপধি পরমপ্রিয়োঽস্বকোটে-
রপি নিখিলস্য জনস্য গোষ্ঠভাজঃ।
ব্রজপতি-তনয়ঃ সমীহতে যৎ
পরমিহ বিপ্রতিপত্তিরস্তি কস্য ॥৬॥

যৎ যস্মাৎ অতুলধনাদি-বর্ষৈঃ তাং গুরুজনাবলীং ব্রজেশাবশাং অকৃতবশীভূতাং চকার ॥৫॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সর্ব্বএব ব্রজবাসিজনো স্নিগ্ধ এব কিং পুনস্তব গুরুজন ইত্যাহ। ব্রজপতি-তনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎসমীহতে যদ্বস্তু বাঞ্ছতি তত্র বিষয়ে কস্য বিপ্রতিপত্তি র্বচসাপি নিষেধকারণং অস্তি ন কস্যাপীত্যর্থঃ। কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ নিখিলস্য গোষ্ঠভাজো ব্রজবাজসিনস্য অস্বকোটেঃ প্রাণানাং কোটিতো-ঽপি নিরুপধি পরমপ্রিয়ঃ উপাধিং বিনা স্বভাবত এবাতিপ্রিয়ঃ ॥৬॥

গুরুজনবর্গকে এমনই বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে অনুমতি না দিয়া কদাচ থাকিতে পারিবেন না ॥৫॥

বিশেষতঃ আমার দেবর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যখন ব্রজবাসিজনমাত্রেরই অগাধ প্রীতি-স্নেহ বিদ্যমান, তখন তোমার গুরুজনের ত কথাই নাই। অতএব সেই নিখিল ব্রজবাসিজনের প্রাণ-কোটী অপেক্ষাও নিরু-পাধি পরমপ্রিয় অর্থাৎ স্বভাবতঃ অতিপ্রিয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন যে বিষয়ে অভিলাষ করেন, তাহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে কি? অর্থাৎ বাক্যদ্বারাও কাহারও নিষেধ কারণ নাই বা থাকিতেও পারে না ॥৬॥

সখি কিমপি ন বেদ তৎসবিত্রী
তদতুলরোচক বস্তু সংজিঘৃক্ষুঃ।
উচিত মনুচিতং স্বলাভহানী
নিজপর-ভাব-ভিদা যশোঽযশো বা ॥৭॥
পচসি যদপি যশ্চ তস্য ভোক্তা
স চ তিরয়ত্যমৃতং সদৈব দিব্যম্।

পুনঃ কুন্দবল্ল্যোবাহ। হে সখি! রাধে! তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় অতুলং রোচকং যদ্বস্তু তস্য গ্রহণেচ্ছুঃ তৎ সবিত্রী তস্য কৃষ্ণস্য মাতা কিমপি ন বেদ ন জানাতি। কিং ন জানাতীত্যপেক্ষায়ামাহ উচিতমিত্যাদি। তেন অনুচিতমপি কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণায় রোচকং বস্তু গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। তেন নিষিদ্ধাচরণমপি কৃত্বা তব গমনং তত্র কারয়িষ্যত্যেবেতিধ্বনিঃ। নিজপরয়োর্ভাব ভিদা অভিপ্রায় ভেদঃ ॥৭॥

যদপি যৎ কিমপি ত্বং পচসি তৎ দিব্যং স্বর্গসম্ভূতমমৃতমপি তিরয়তি তুচ্ছীকরোতি। এবং যশ্চ তস্য ত্বৎকৃতপক্কবস্তুনো ভোক্তা সোঽপি অমৃতং তিরয়তি

হে সখি! জননী ব্রজেশ্বরী, পুত্রের অনুপম রুচিপ্রদ বস্তুসম্ভার সংগ্রহ করিবার অভিলাষে সম্প্রতি এমনই উৎকণ্ঠাকুলিতা হইয়াছেন যে, তাহাতে কোন্‌টী উচিত বা অনুচিত, নিজের লাভ বা হানি, আত্ম-পর-অভিপ্রায় ভেদ, যশ বা অযশ কিছুই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। তিনি অসঙ্গতরূপেও পুত্রের রুচিকর বস্তুনিচয় সংগ্রহ করিতেছেন। সুতরাং তুমি যদি তথায় রন্ধনার্থ গমন না কর, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরী নিষিদ্ধাচরণ করিয়াও—নিজের লাভ বা হানি, যশ বা অযশের অপেক্ষা না করিয়াও তোমাকে তথায় লইয়া যাইবেন ॥৭॥

যেহেতু, তুমি যাহা পাক কর, তাহার স্বাদুতায় স্বর্গ-সম্ভূত সুধা-সারও অতি তুচ্ছ। এই জন্য তোমার কৃত-পক্ক বস্তুর যিনি ভোক্তা, তিনি সেই সকল উপাদেয় বস্তুর তুলনায় স্বর্গের অমৃতকেও তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। হে সখি! তোমার এই রন্ধন-নৈপুণ্যের খ্যাতি

ইতি নিখিলপুরেষ্বতিপ্রসিদ্ধি
স্তব সখি কং ন চমৎকরোতি বাঢ়ম্ ॥৮॥
যদবধি কলয়াম্বভূব সা ত্বাম্
মুনিবরদত্তবরাং বরাম্বুজাক্ষি ! ।
তদবধি তব পাণিসংস্কৃতান্না-
শনবিরতিং ক্বচনাহ্নিনাস্য চক্রে ॥৯॥
জয়তি যদতিঘোর-দৈত্যযূথম্
মৃদুলতনুঃ স্বপরাবুভুযুমেষঃ ।

ইতি নিখিল নগরেষ্বতি প্রসিদ্ধঃ। কং জনং বাঢ়মতিশয়েন ন চমৎকরোতি তচ্ছ্র-বণেন কস্য চমৎকারো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥৮॥

হে শ্রেষ্ঠাম্বুজাক্ষি ! যদবধি মুনিবরদত্তবরাং মুনিবরো দুর্ব্বাসা তেন দত্তো বরো যস্যৈ তথাভূতাং ত্বাং সা যশোদা কলয়াম্বভূব, শ্রুতবতী তদবধি তব পাণিপক্কান্নভোজনস্য বিরতিং শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচন কস্মিন্নপি দিনে ন কৃতবতী ॥৯॥

কোমলতনুরেষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ অতিঘোরং দৈত্যং জয়তি তত্র ইয়ং যশোদা ত্বৎ-করপক্কান্নভোজনাৎ ভিন্নং কারণং ন মন্যতে। দৈত্যযূথং কিম্ভূতং স্বং শ্রীকৃষ্ণং

সমগ্র ব্রজপুরমধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি না পরম চমৎকৃত হইয়া থাকে ? ॥৮॥

হে বরাম্বুজ-নয়নে ! মুনিবর দুর্ব্বাসা তোমাকে এই বর দিয়াছেন যে, তুমি যাহা পাক করিবে তাহাই সুধাস্বাদ হইবে এবং সেই পক্কান্ন যে ভোজন করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, বলশালী ও শত্রুবিজয়ী হইবে। তোমার এই বরের কথা যে অবধি ব্রজেশ্বরী শ্রবণ করিয়াছেন, তদবধি তোমার স্বহস্ত-সংস্কৃত অন্নাশনে বিরতি, স্বীয় পুত্রের কোনদিনের জন্যও ঘটান নাই। ফলতঃ প্রতিদিনই তোমার কর-পক্ক অন্ন-ভোজন করাইয়া

ত্বদমল-করপক্ক-ভক্ত-ভুক্তে
রপ্রমিয়ি মনু,তে ন হেতুমত্র ॥১০॥
শৃণু-পরমম্নি ! তত্ত্বমত্র রাধে
যদবগতং সহসান্তরং ময়াস্যাঃ।
প্রতিদিনমবলোকনং বিনা তে
শশিমুখি খিদ্যতি সা যথা স্বসূনোঃ ॥১১॥

পরাভবিতুমিচ্ছু:ং ভক্তং অন্নং তস্য ভুক্তি ভোজনম্ ॥১০॥

হে রাধে ! পরমপি তত্ত্বং শ্রুতিনিগূঢ়ার্থং কথয়ামি শৃণু, অস্যা যশোদায়া আন্তরং আন্তরাণং যত্তত্ত্বং ময়া সহসা অবগতং তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। হে চন্দ্রমুখি ! তে তবেত্যাদি ॥১১॥

পুত্রের প্রীতিসম্পাদন করেন এবং নিজেও তাহাতে অপার আনন্দানুভব করেন ॥৯॥

যে সকল অতিঘোর দুর্ব্বার দৈত্য, শ্যামসুন্দরকে পরাভূত করিবার অভিলাষে আগমন করে, গোকুলানন্দ সুকুমার-তনু হইয়াও তাহাদিগকে যে অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন, ব্রজেশ্বরী তাহার কারণ অন্য কিছু মনে করেন না, — তোমার অমল কর-পল্লব-পক্ক অন্নভোজনেরই একমাত্র ফল বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ॥১০॥

শুন শশিমুখি ! আমি তোমাকে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি শুন, আমি ব্রজেশ্বরীর অন্তরের ভাব ভালরূপেই অবগত আছি। ব্রজেশ্বরী আপন তনয়কে না দেখিতে পাইলে যেরূপ ব্যাকুল হন, সেইরূপ প্রতিদিন তোমায় না দেখিলেও অতীব কাতরা হইয়া থাকেন, সুতরাং তোমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর আন্তরিক স্নেহমমতা তদায় পুত্রাপেক্ষা যে কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা সহজেই অনুমেয় ॥১১॥

স্বতনুরভিদধেঽবধেহি বিজ্ঞে।
সখি তদিদং ন বদস্যযুক্তমিত্থম্।
অপিতু কুলবতীতিবাদভাজাং
স্ফুটমপরাঙ্গণগামিতেত্যযুক্তম্ ॥ ১২ ॥
স চ কুলললনা স্বলম্পটত্বং
ক্ষণমপি নৈব দধাতি দেবরস্তে।
ইতি ন হি ন হি তত্র মে যিযাসে-
ত্যথ সুদৃশং পুনরাহ কুন্দবল্লী ॥ ১৩ ॥

কুন্দবল্ল্যুক্তং শ্রুত্বা অন্তর্মুদিতাপি বহিরমন্যমানেব রাধা আহ। শ্রীরাধা অভিদধে কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ। হে সখি! কুন্দবল্লি! হে বিজ্ঞে! ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ যদিদং বদসি তৎ অযুক্তং ন, অপিতু কুলবতীতি বাদভাজাং ইয়ং কুলবতী ইয়ং সাধ্বী ইতি খ্যাতিমতীনাং অপরস্যাঙ্গনগামিতা ইত্যযুক্তম্ ॥ ১২ ॥

অলম্পটত্বং নৈব দধাতি প্রতিক্ষণং কুলাঙ্গনাসু লম্পটতাং করোতি ইত্যর্থঃ।

কুন্দলতার এই কর্ণ-রসায়নী কথা শুনিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। স্মিত-প্রফুল্ল বদন-কমল উল্লাস-উন্মাদনার দীপ্ত সুষমায় আরও কমনীয় ভাব ধারণ করিল। অথচ শোভনাঙ্গী সে বিপুল হর্ষাবেগ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া উদাস-তরল-দৃষ্টিতে কুন্দলতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—'সখি! এই যে সকল কথা বলিলে,তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু শুন বিজ্ঞে! যাহাদের কুলবতী বা সাধ্বী বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহাদের পক্ষে পরের অঙ্গণে পদার্পণ করাও স্পষ্টতঃ অযুক্ত কি না তুমিই বিবেচনা কর ॥১২॥

বিশেষতঃ তথায় তোমার যে দেবরটী আছেন, কুল-ললনাগণের

স তু মম সখি দেবরো বরোরু !
স্ফুরতি রুচেব তথা যথাভ্যধাস্ত্বং।
ত্বয়ি তু চিরমলম্পটী ভবিষ্য-
ত্যয়ি! ময়ি বিশ্বসিহি প্রকামমেহি ॥ ১৪ ॥

নহি নহীতি ধৌ ন জ্ঞৌ প্রকৃতার্থং গময়ত ইত্যুক্তেঃ সতি পুনঃ কুন্দবল্লী সুদৃশং রাধাং আহ ॥ ১৩ ॥

হে বরোরু! সখি! রাধে! স তু মম দেবরঃ যথা ত্বং অভ্যধা কথিতবতী তথা কান্ত্যা এব লম্পটত্বং স্ফুরতি ন তু কার্য্যেণ। ত্বয়ি পুনঃ স তু অলম্পটী ভবিষ্যতি, লম্পটতাং ন করিষ্যতি। অয়ি রাধে! ময়ি বিশ্বসিহি; অতঃ

প্রতি প্রতিক্ষণই লাম্পট্যপ্রকাশ করিয়া থাকেন। না—না আমার তথায় যাইবার একান্ত বাসনা নাই।"—এই বলিয়া সুলোচনা শ্রীরাধা বাস্তবিকই বাহিরে যেন কত অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সুচতুরা কুন্দলতা সেভাব সহজেই বুঝিয়া লইলেন এবং ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন ॥১৩॥

"হে বরোরু! তুমি আমার দেবর সম্বন্ধে যেরূপ বলিলে, তিনি সেরূপ নহেন; তাঁহার রমণীয় নব-নটবর বেশ ও সজল-জলদ-কান্তি দেখিলে রমণীগণের চিত্ত স্বভাবতঃই আকর্ষিত হয় এবং এই জন্যই তাঁহাকে লম্পট বলিয়াও বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি লম্পট নহেন। লম্পট হইলেই বা তোমার ভয় কি সখি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, তিনি যাহাতে তোমার প্রতি অলম্পটীভাব প্রকাশ করেন, আমি সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইব। অতএব হে রাধে। তুমি এক্ষণে আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আগমন কর।" সুরসিকা কুন্দলতা এস্থলে শ্লেষময় বাক্যে শ্রীরাধাকে যে অতি সুন্দর রসিকতা করিলেন,

সমুচিতমিদমেব কৃষ্ণ-সদ্মা-
ন্তিকমপি বেৎস্যপরাঙ্গণং যদেতৎ।
অয়মপি পুরুবেপতেঽবলোক্যা-
প্যয়ি! ভবতীমপরাঙ্গণাং বিজানন্॥ ১৫॥

প্রকামং যথেষ্টং ত্বং এহি আগচ্ছ। শ্লেষেণ রুচা ত্বদ্বিষয়ক-রোচকতয়া আসক্ত্যেতি যাবৎ। অলং অতিশয়েন পটী ভবিষ্যতি ত্বয়ি বস্ত্রবৎলগ্নোভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অয়ি রাধে! যত এতৎ কৃষ্ণস্য সদ্মান্তিকং গৃহনিকটমপি অপরস্যাঙ্গণং বেৎসি জানাসি, ইদমেব সমুচিতং অয়ং কৃষ্ণোঽপি ভবতীমবলোক্য অপরাঙ্গনাং জানন্ পুরু বেপতে বহুলঃ কম্পতে। শ্লেষেণ ন পরাঙ্গণং কিন্তু স্বীয়াঙ্গণমেব বেৎসি

তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—আমার দেবর তোমার প্রতি যাহাতে 'অলম্পটীভাব' প্রকাশ করেন (অলং+পটীভাব) অর্থাৎ অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় যেরূপে তোমার অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করেন, আমি তাহারই চেষ্টা করিব। অতএব আমার সহিত আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না॥১৪॥

কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে পুনরায় কহিলেন—"হে রাধে! তুমি কৃষ্ণভবনের কথা দূরে থাক, কৃষ্ণের গৃহসমীপবর্ত্তী স্থানও যখন অপরাঙ্গণরূপে অবগত আছ, তখন তোমার ন্যায় কুল-বতীর পক্ষে ইহা যেমন সমুচিত, আবার শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে যখন দর্শন করেন তখন তোমাকেও অপরাঙ্গণা অর্থাৎ অপরের অঙ্গনা জানিয়া কম্পিত হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে তেমনি সমুচিত। কুন্দলতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—অনুরাগের উদ্দাম উচ্ছ্বাসভরে তুমি যেরূপ কৃষ্ণভবনের নিকটবর্ত্তী স্থানকেও অপরাঙ্গণ অর্থাৎ পরের অঙ্গন মনে করনা, পরন্তু নিজের অঙ্গণরূপেই অবগত আছ, সেইরূপ প্রেমময়

অথ পুনরপি সাহসাহসা ত্বং
বিরম ন যামি হঠং ন যাহি বিজ্ঞে।

এবং কৃষ্ণোঽপি ত্বাং ন পরস্যাঙ্গনা, কিন্তু স্বীয়াঙ্গনামেব জানাতি। তব দর্শনাদেব তস্য কম্পপ্রস্বেদাদয়ো ভবন্তীতি ত্বয্যেব মাসক্তিরেব ধ্বনিঃ ॥ ১৫ ॥

কুন্দবল্লীবচনচাতুরী মবগত্য সা রাধা পুনরপি আহ। হে বিজ্ঞে! ত্বং সাহসাৎ বিরম, এবং সাহসং মা কুরু। অহং ন যামি পুনঃ ত্বং হঠং মা কুরু, কথমেবং বদসি চেত্তত্রাহ। কুলবরতনু-ধর্ম্মসঞ্চিহাসা ধ্বনি কিং মদাদ্‌গর্ব্বাদহং দত্তপাদা ভবেয়ং কুলাঙ্গনায়া যো ধর্ম্মস্তস্য সম্যক্‌ ত্যাগেচ্ছাপথে দত্তপদা যথা অহং ন ভবামীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সা প্রসিদ্ধা ত্বং হসাৎ হাস্যাদ্‌ বিরম। কোঽপি প্রশ্ন কিমপি অনুমাস্যতি অহং তু ন যামীতি ত্বয়া সার্দ্ধং ন গচ্ছাম্যেব ত্বং তু মদ্‌গমনার্থং হঠং কুরু। হে বিজ্ঞে! মদ্বচনবিশেষার্থং জানাস্যেবেতি ধ্বনিঃ।

শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে অ—পরাঙ্গনা অর্থাৎ পরের অঙ্গনা মনে করেন না, পরন্তু তোমাকে নিজাঙ্গনা জানিয়াই তোমাতে একান্ত আসক্ত এবং এই জন্যই তোমার দর্শনে তাঁহার সাত্বিক-বিকারজনিত কম্পস্বেদাদি প্রকটিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

কুন্দলতার এই বচন-চাতুরী অবগত হইয়া শ্রীরাধা হর্ষাবেশে পুলকিত হইলেন। হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রেমের তড়িৎ-প্রবাহ খেলিতে লাগিল। অথচ বাহিরে কপট অসম্মতিভাব প্রকাশ করিয়া পুনরায় কহিলেন—"সখি! তুমি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞা হইলেও এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হও। আমি কোন প্রকারেই তথায় যাইবনা। তুমি এবিষয়ে আর অধিক নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিওনা। তোমাকে কেন একথা বলিতেছি শুন। আমি গর্ব্বভরে প্রমত্তা হইয়া কুলাঙ্গনাগণের ধর্ম্মত্যাগবাসনা-পথে কিছুতেই পাদক্ষেপ করিতে পারিব না, তুমি ফিরে যাও সখি!"—বলিতে

কুলবরতনু-ধর্ম্ম-সংজিহাসা-
ধ্বনি কিমু দত্তপদা মদাদ্ভবেয়ং ॥ ১৬ ॥
ন তস্য সখি ! তদর্থ মর্থনন্দ্রা-
গভিলষিতং তব সেৎস্যতি প্রকামম্।

যদ্বা অহং ন হঠং নয়ামি প্রাপ্নোমি। নো অপ্রাপণে। হে বিজ্ঞে! যাহি উহাং গত্বাবিত্যস্বরূপেণ। শ্লেষাৎ কুলবতী ধর্ম্মসঙ্গেচ্ছাপথে কিং দত্তপদা অহং স্যাম্ নৈবেত্যর্থঃ। সগর্ব্বোময়ি নাস্ত্যেবেতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬ ॥

বিদিতাকুতা কুন্দবল্লী আহ। হে সখি! তদর্থং কুলধর্ম্মরক্ষার্থং প্রার্থনাং ন তস্য, কিন্তু তাদৃশ ধর্ম্মরক্ষণে তবাভিলষিতং সেৎস্যতি যতো মুনিবরো দুর্ব্বাসাঃ স এবানুকূলঃ তস্মাৎ তস্য কৃপয়া তবামঙ্গলং ন ভাবীতি বোদ্ধম্। পক্ষে তবাভি-

বলিতে মৃদুহাস্য-বিতায় শ্রীরাধার কুসুম-পেলব-আরক্তগণ্ড ঈষৎ উৎফুল্ল হইল। কুন্দলতা সে মৃদুহাসির মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিতে লাগিলেন—বুঝিলেন শ্রীরাধার সমস্ত কথাই শ্লেষময়ী। শ্রীরাধা শ্লেষে এই ভাব পরিব্যক্ত করিলেন যে,—কুন্দলতে! তুমি আমার বাক্যের বিশেষার্থ অবগত হইয়াছ বলিয়াই আমি তোমাকে 'বিজ্ঞে!' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। সুতরাং হাস্য করিওনা সখি!—বিরত হও। কেবল লোকাপেক্ষা করিয়াই আমি বাহিরে এইরূপ অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু আমার অন্তরে যে কি উদ্দাম আগ্রহ—কি দারুণ উৎকণ্ঠা তাহা জানাইতে পারিতেছি কই? সখি! কেহ শুনিলে পাছে কোনরূপ অনুমান করে, এই জন্যই যাইতে চাহিতেছিনা। ফলতঃ আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া যাইতে কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছ। আমি কুলাঙ্গনাগণের ধর্ম্ম-

ব্রজ কুরু ন বিলম্বমত্র যত্তে
মুনিবর এব বভূব সোঽনুকূলঃ ॥ ১৭ ॥

লষিতং দ্রাক্ শীঘ্রং প্রকামং যথাস্যাত্তথা সেৎস্যতি সিদ্ধং ভবিষ্যতি। তদর্থং কুলধর্ম্মধ্বংসে অভিলাষসিদ্ধ্যর্থং অর্থনং প্রার্থনং ন তনু ন বিস্তারয়। তস্মাৎ ব্রজ চল অত্র বিলম্বং ন কুরু। তব তত্র গমনেনৈব মনোরথঃ সেৎস্যতীতি ত্বং কথয়সি তত্র কো হেতুরিতি চেদাহ। মুনি দুর্ব্বাস। তস্য বর এবানুকূলঃ শ্লেষেণ মুনিশ্রেষ্ঠেনৈব ছলেন তব দ্যুত্যং কৃতমিতি ধ্বনিঃ ॥ ১৭ ॥

সস্বেচ্ছাপথে, সগর্ব্বে পাদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি কি ? কখনই না, সে গর্ব্ব করিবার আমার কিছুই নাই। যার কুলধর্ম্ম আছে—সতীত্বের গর্ব্ব আছে, সেই কুলাঙ্গনাই আপন ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষণে প্রয়াস পায়; কিন্তু সখি! তোমার দেবর আমার সে গর্ব্ব—সে গৌরব ইতঃপূর্ব্বেই বিচূর্ণিত করিয়াছেন" ॥১৬॥

শ্রীরাধার শ্লেষ-গর্ভবাক্যের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া কুন্দলতা মনে মনে বড় প্রীত হইলেন। তিনি হাস্য-প্রফুল্ল বদনে পুনরায় শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—"হে রাধে! তদর্থে অর্থাৎ-কুলধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতে হইবেনা, তোমার সে ধর্ম্মরক্ষার অভিলাষ অচিরেই সিদ্ধ হইবে, তোমার প্রতি যখন মুনিবর দুর্ব্বাসা অনুকূল আছেন, তখন তাঁহার কৃপায় তোমার কোন অমঙ্গল ঘটিবেনা। অতএব আর বিলম্ব করিওনা, এক্ষণে চল।"

সরস-বাক্‌চাতুর্য্য-প্রকাশে রসিকামণি শ্রীরাধা যেমন সুপটু, কুন্দলতাও তদপেক্ষা কম নহেন। কুন্দলতা পূর্ব্বোক্ত শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব—তিনি কুলধর্ম্ম-রক্ষার কথা না বলিয়া পক্ষান্তরে কুলধর্ম্মনাশের কথাই বলিলেন—

ইতি বিহসিতভাজি তত্র তস্যা-
মবদত সা সহসোপসৃত্য বৃদ্ধা।
ত্বমসি মম সদা প্রতীত-পাত্রী-
ত্যয়ি সতি ! কুন্দলতেঽর্পিতা ত্বয়ীয়ং ॥১৮॥

তত্র সময়ে ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাং কুন্দবল্যাং বিহসিতভাজি বিশিষ্ট হাস্যং কৃতবত্যাং সত্যাং বৃদ্ধা জটিলা উপসৃত্য অবদন্ ইয়ং রাধা ॥১৮॥

হে রাধে ! নন্দালয়ে গমন করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ তোমার কুলধর্ম্ম আর রক্ষা পাইবে না। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? শীঘ্র চল। যদি বল, তথায় গমন করিলেই যে মনোরথ সিদ্ধ হইবে তাহার কারণ কি ? তদুত্তর এই যে, মুনিবর দুর্ব্বাসার বরই তোমার প্রতি অনুকূল হইয়া দূতের কার্য্য করিবে ॥ ১৭ ॥

বৃদ্ধা জটিলা এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া শ্রীরাধা-কুন্দলতার সরস

* তথাহি পদ।—

দেখিয়া কুন্দলতা, জটিলা উনমতা,
পরম আনন্দে নাচই।
ধরিয়া করি কোরে, তিতল আঁখির লোরে,
কুশল বারতা পুছই।
মোর বাহুনি, সত্য কাহিনী,
কহবি নিকটে মোহেরি।
তো হেন কুলবতী, জগতে যাহিক কীর্ত্তি,
হামারি বিশওয়াস তোহারি॥
গোপপুরী ভরি, যতহুঁ সুন্দরী,
কাহুকো না রহ লাজ।
তো হেন পতিব্রতা, না দেখি যতী সতী,
ঘোষয়ে লখিমী সমাজ।
হরষিত কুন্দলতা, তরাসি কহে কথা,
কভুহুঁ বিনয়ে বেভারসি।
চতুর শেখর, জরতি অন্তর,
কত যে যতনে সুধারসি॥"

(পাঃ কঃ দ্রঃ)

অনুচিত মিদমেব যৎ স্মর্তীনাং
পদমপি ভর্তৃগৃহাৎ ক চাপি যানং।
কিমুত পুনরতীব লম্পটত্ব-
প্রথনবতো বকবিদ্বিষঃ সমীপে ॥১৯॥
তদপি যদিহ গন্তমেব রাধে!
নিপুণধিয়াপি ময়া নিদিশ্যসে ত্বং।
তদপি নিখিলবেদি পৌর্ণমাসী
বচনাততে রবিলজ্যাতৈব হেতুঃ॥২০॥

জটিলা পুনরাহ। পদং ব্যাপ্যান্তত্র যানং গমনং অত্যন্ত লম্পটত্বেন প্রথা খ্যাতির্যস্ত তস্ত কৃষ্ণস্ত সমীপে অত্যনুচিতমিত্যর্থঃ ॥১৯॥

জটিলা বধূং প্রত্যাহ। তদপি তথাপি নিপুণধিয়া ময়া যদ্ যস্মাৎ ত্বং নিদিশ্যসে। তৎ তস্মাৎ অয়ি! রাধে! নিখিলবেদি পৌর্ণমাস্যাঃ ॥২০॥

শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরাধিকার বাক্যের কেবল গমনাসম্মতি সূচক অর্থ-পরিগ্রহ করিয়া সহসা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন—"হে সতি! কুন্দলতে! তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্রী; অতএব আমি তোমার করেই আমার এই বধূ সমর্পণ করিলাম ॥ ১৮ ॥

বৃদ্ধা স্বভাবতঃ দুর্ম্মুখা হইলেও তখন বধূর মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর অথচ শান্ত-মধুর বাক্যে কহিলেন—"বাছা! সতী রমণীর পক্ষে পতি-ভবন হইতে অন্যস্থানে একপদ মাত্র গমন করাও যখন একান্ত অনুচিত, তখন লম্পট-শিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত বক-বিনাশী কৃষ্ণের সমীপে তোমার গমন করা কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥ ১৯ ॥

তথাপি হে রাধে! আমি অতি বিচক্ষণা হইয়াও তোমাকে যে তথায় যাইবার নিমিত্ত নির্দেশ করিতেছি, অখিলাভিজ্ঞা পৌর্ণমাসী

দেবীর বাক্যসমূহের অলঙ্ঘ্যতাই তাহার কারণ। দেবীর বাক্য ত আর বারেবারে লঙ্ঘন করা যায় না? ॥ ২০ ॥ *

* তথাহি পদ।—

সে যে ব্রজেশ্বরী, না জানে চাতুরী,
পরম উদার দেহ।
যখন যাবলে, তখনি তা তোলে,
সবারে সমান নেহ।
হেদেগো আরিয়া মা।
সেজন আমারে, পাঠাইল সত্বরে,
দেখিতে তোমার পা। ধ্রু।
চুল খড় ধরি, দশন উপরি,
যে সব কহিলা রাণী।
সে সব শুনিতে, হেন লয় চিতে,
পাষাণ গলয়ে জানি॥
মামীর চরণে, কহিয়া বচনে,
গোপেতে আনিবে বহু।
অলখিতে পথে, আনিবে তুরিতে,
যেমতে না দেখে কেহু॥
শুনিয়া মিনতি, উলসি জরতি,
চলিলা রাইয়ের ঘরে।
কুন্দলতা করে, সঁপিয়া বধূরে,
রাণীরে আশীষ করে॥
রাই কর লৈয়া, নিজ শিরে দিয়া,
কহয়ে কাতর বোল।
কুলের ধরম, পুত্রের সরম,
সকলি রাখিবি মোর॥
যশোদা তনয়, না মানে বিনয়,
তাহারে আমারে ডর।
নিভৃতে কেমনে, আসিবে যতনে
যাহাতে না হাসে পর॥
কুন্দলতা কহে, তুমি দেব মোহে,
চরণ-পরশ তোর।
শেখরের ঠাঁই, কোন ডর নাই,
সে মনে ভরসা মোর॥

[পঃ কঃ]

ব্রজপতি-গৃহিণী গিরং চিরভ্য-
র্থন-বিনয়ানুনয়ানুবন্ধ-মূলাং ।
কতি নিরসিতুমত্র শক্নুম স্ত-
ত্তব ভগবান্ হরিরেব রক্ষিতাস্তু ॥২১॥

ব্রজপতি-গৃহিণী-গিরং কতিবারং অন্যথা কর্ত্তুং শক্নুমঃ। গিরং কিম্ভূতাং চিরকালং ব্যাপ্য যৎ অভ্যার্থনং যাচ্ঞা এবং বিনয়স্তথৈবানুনয় স্তৈ দৃঢ়ীভূতং মূলং যস্যা স্তাং। তত্তস্মাৎ হরিঃ নারায়ণ স্ত্বাং রক্ষিষ্যতীতি প্রার্থয়ামাসেতি ॥২ ॥

আবার তাহার উপর ব্রজপতি-গৃহিণীর সানুনয় চির-প্রার্থনা—তাঁহার সেই অনুনয়-বিনয়-মূলক বাক্যই বা কতবার আর অন্যথা করা যায়? অতএব, তাহার কথা বারংবার নিরাস করিতে না পারিয়া তোমাকে তথায় যাইতে বলিতেছি। এজন্য চিন্তা করিও না, ভগবান্ হরিই তোমার রক্ষক হইবেন ॥ ২১ ॥

তথাহি পদ।—

জরতি যতন করি, কহে শুন সুন্দরী,
সখী সঙ্গে করহ পয়াণ।
ওড়না ঘোড়নী মাথে, দেখিয়া চলিবে পথে,
লখিতে না পারে যেন আন ॥
বড়োর ঝিয়ারী বট, কুলে শীলে নহ ছোট,
সবগুণে হও পরবীন।
থাকিয়া সবার কাছে, বুঝিবা আপন কাজে,
আমি আর জীব কতদিন ॥
সদয়ে বিদায় ক'রে, জটিলা চলিল ঘরে,
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিনী সঙ্গিনী তার সেই সব উপহার,
চলবি পুরহতে সাধে ॥
গজেন্দ্র গমন জিনি, চলে রাই বিনোদিনী,
গুপত সখীর হেলি অঙ্গে।
এ কবি শেখর রায়, পুছিতে পুছিতে যায়,
রজনী বিলাস রস রঙ্গে ॥ (পঃ কঃ)

অবতি জগদিদং স্বধর্ম্মপালী
কিমিহ সতীঃ স জহাতি লোকনাথঃ ।
ইতিকিল ভবতীং তদীয়পাণৌ
সুমুখি সমপ্য নিরাকুলা ভবেয়ং ॥২২॥

ইতি গুরু জরতী গিরা সমুত্থং
স্মিত-লব সংবৃতি-পেশলাঃ সখী স্বাঃ ।
বিকসদসিত নেত্রকোণ-ভঙ্গ্যা
কিমপি নিগদ্য বভূব সাপি তুষ্ণীম্ ॥২৩॥

স লোকনাথঃ পরমেশ্বরঃ ইদং জগৎ অবতি রক্ষতি ; অতএব স্বধর্ম্মান্ পালয়ন্তীতি স্বধর্ম্মপালীঃ সতীঃ স কিং জহাতি পরিত্যজতি নৈবেত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ হে সুমুখি ! তস্য পরমেশ্বরস্য পাণৌ ভবন্তীং ত্বাং সমর্প্য অব্যাকুলা ভবেয়ং ॥২২॥

জটিলায়া বচনস্যার্থান্তর মবগত্য সখ্যঃ সস্মিতা ইত্যাহ । গুরু জরতী জটিলা তস্যা গিরা বাক্যেন সম্যক্ উদ্গচ্ছন্ যঃ স্মিতলব ঈষদ্ধাস্যালমাত্রাংশস্তস্য সম্বরণে পেশলা চতুরাঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ সখীঃ । সা রাধা বিকসদসিত নেত্রভঙ্গ্যা কিমপি নিগদ্য তুষ্ণীং বভূব, বিকসৎ প্রফুল্ল অসিত শ্যামশ্চ যো নয়ন-কোণস্তস্য ভঙ্গ্যা কটাক্ষমাত্রেণ হে সখ্যঃ ! যুষ্মাকং মনোরথঃ পূর্ণ ইতি কিঞ্চিৎ কথয়ন্ত্যেত্যর্থঃ । হরিরিত্যাদিনা নারায়ণাভিপ্রায়েণ তয়া উক্তং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ সখ্যো হসিতবত্য ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৩॥

যে লোকনাথ পরমেশ্বর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমার ন্যায় স্বধর্ম্ম-পালিকা সখীগণকে কি পরিত্যাগ করিতে পারেন ? কখনই না । অতএব হে সুমুখি ! আমি তাঁহার কর কমলে তোমাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম ॥ ২২ ॥

জটিলা সরল প্রাণে নারায়ণ উদ্দেশেই এস্থলে 'হরি' শব্দাদির উল্লেখ করিলেন, কিন্তু সুরসিকা সখীগণ এই হরি-শব্দাদি শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েই

অনভিমতিমতীব তৎ পুরঃ সা
মুহু রভিনীতবতী তয়ানুনীতা।
হৃদি বিধিমনুকূলমানমন্তী
চলিতবতী ললিতাদিভিঃ সখীভিঃ ॥২৪॥

অথ নিজ ভবনাদ্বিনির্যতী সা
তনুপসনাভরণ-চ্ছবি-চ্ছটাভিঃ।

তস্যা জটিলায়াঃ পুরঃঅগ্রে অত্যন্তানভিমতিং স্বস্য গমনে অসম্মতিং মুহুরভিনীতবতী রাধা পশ্চাত্তয়া জরত্যা চ অনুনীতা বিনয়নাত্যা কথিতা সতী সখীভিঃ সহ চলিতবতী। কথম্ভূতা অনুকূলবিধিং মন্সা নমস্কুর্ব্বতী ॥২৪॥

গৃহান্নির্গমনকালে শ্রীরাধায়াঃ শোভামাহ। নিজভবনাদ্বিনির্গচ্ছন্তী সা রাধা

প্রযুক্ত, জটিলার বাক্যের এইরূপ অর্থান্তর-গ্রহণ করিয়া ঈষৎ-হাস্য করিতে লাগিলেন। যেন তখন জটিলার বাক্যে সখীসমাজে সহসা মৃদুহাস্যের ক্ষীণ জ্যোৎস্না-লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রীরাধা চকিত-নয়নে চাহিবামাত্র চতুরা সখীগণ সে মৃদুহাস্য-লব অতি নিপুণতার সহিত সম্বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীরাধা তখন নীরবে অবস্থান করিলেও বিকসিত শ্যামাপাঙ্গ বিলাস দ্বারা যেন স্বীয় সখীগণকে প্রকাশ করিলেন—"হে সখীগণ! তোমাদের মনোরথই পূর্ণ হইল" ॥ ২৩ ॥

অথচ জটিলার সম্মুখে শ্রীনন্দালয় গমনে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ভাব-অভিনয়ের ফলে তখন জটিলার হৃদয়ে বধূকে নন্দালয়ে পাঠাইবার তীব্র-আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। জটিলা স্নেহ-মধুরবাক্যে শ্রীরাধাকে যাইবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও এই অপ্রত্যাশিত প্রিয়-সম্মিলনের শুভ সুযোগ লাভ করিয়া মনে মনে অনুকূল বিধিকে শত নমস্কার করিলেন। তার-পর অনুরাগের উদ্দাম উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া তখনই ললিতাদি সখীগণের সহিত নন্দালয়ে চলিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্যধিত মণিবিচিত্র-শাতকৌম্ভীম্
পুর-বিশিখাং সুরভীকৃতাখিলাশা ॥২৫॥
জন-নিবহ-গতাগতি-প্রবৃত্তৌ
দরবিমুখী সরণেঃ শ্রিতৈকপার্শ্বা ।
অবনতদৃগবাচকাস্যপদ্মো-
পরি পরিগুণ্ঠন-মাধুরী প্রপেদে ॥২৬॥

বসনাভরণচ্ছবিভিঃ করণৈঃ পুরস্য বিশিখ 'গলাতি' প্রসিদ্ধাং মণিবিচিত্র শাতকৌম্ভীং মণিঘটিত সুবর্ণময়াং ব্যধিত চকার । বসনাভরণানাং নানাবিধ কান্ত্যা নানামণি প্রতীতিদেহকান্ত্যা স্বর্ণপ্রতীতিরিতি বোধ্যম্ । কথম্ভূতা সুরভীকৃতা অখিলাশা সর্ব্বদক্ যয়া সা ॥২৫॥

গমনকালে চলন-ক্রমমাহ । জনসমূহস্য গতাগতি প্রবৃত্তৌ সত্যা অর্থাৎ জনসমূহস্য যদি গমনাগমনে ভবত স্তদা ঈষদ্বিমুখী এবং সরণেঃ মার্গস্য শ্রিত

আহা ! সেই গৃহ-নির্গমনকালে শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ শোভা-মাধুরী শতধারে উছলিয়া পড়িতে লাগিল । তাঁহার প্রোজ্জ্বলপীত কনক-কান্তিতে—তনু-লতার লাবণ্য লহরীতে আর বিচিত্র বসন ভূষণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছটায় পুরোবর্ত্তি-বিশিখ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ গলি-পথ বিবিধ মণি-কিরণোদ্ভাসিত সুবর্ণময় প্রতীত হইল এবং তাঁহার মনোমদ শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে নিখিল দিগ্বধূ সুরভিত হইয়া উঠিল ॥ ২৫ ॥ *

আমরি ! তাঁহার গমন-ভঙ্গিমা কি চমৎকার ! পথিমধ্যে জনসমূহ

---

* তথাহি পদ ।—

সুন্দরী সখী সঙ্গে করল পয়াণ ।
রঙ্গপটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু, কাজরে উজর নয়ান ॥
দশনক জ্যোতিঃ মোতি নহ সমতুল, হসইতে খসে মাণ জানি ।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল, বচন জিনিয়া পিকবাণী ॥
করু পদতল, থল কমল অরুণ, মঞ্জীর রুণুঝুনু বাজ ।
গোবিন্দ দাস কহ, রমণী শিরোমণি, জিতল মনমথরাজ ॥

(পদ কল্পতরু)

কচন চ পথি নির্জ্জনে কদাচিৎ
স্ফুটমিতরেতর বাগ্বিলাস-রঙ্গৈঃ ।
যদি চলতি তদা কুতঃ ক যামী-
ত্যপি ন হি বেদন-গোচরী করোতি ॥২৭॥

সখি নিজপুরতো বিদূরমাগা
ব্রজপতিসদ্ম-সমীপবর্ত্তি-বৃত্তম্ ।
তদয়ি ! নয়ন-চাতকাভিলাষঃ
ফলতি তবাশ্বিতি সংপ্রতি প্রতীহি ॥২৮॥

একপার্শ্বে যয়া এবম্ভূতা রাধা অবনতা নম্রীকৃতা দৃক্ যতস্তাদৃশী এব ন বাচকং কৃতমৌনং চ যদাস্য-পদ্মং তস্য উপরি 'ঘুংঅট' ইতি খ্যাতস্য অবগুণ্ঠনস্য মাধুরী প্রলেপে চকারেত্যর্থঃ ॥২৬॥

ইতরেতর বাগ্বিলাসরঙ্গৈঃ করণৈ যদি চলতি তদা কুতঃ স্থানং কুত্র যামীত্যপি ন হি বেদন-গোচরী করোতি ন জানাতীত্যর্থঃ ॥২৭॥

পথি সখীনাং কৌতুকোক্তি মাহ । ব্রজপতি-গৃহং সমীপবর্ত্তি স্থানং অয়ি ! সখি রাধে ! তত্তস্মাত্তব নয়নরূপচাতকস্য কোঽপি অভিলাষ আশু ফলতি ইতি সম্প্রতি ত্বং প্রতীহি ॥২৮॥

যাতায়াত করিবার কালে যেমন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে অমনই তিনি পথের এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া ঈষৎ-বিমুখী হইয়া আনত-নয়নে নীরবে অবস্থান করিতেছেন এবং বদন-কমলের উপর সুন্দর অবগুণ্ঠন-মাধুরী টানিয়া দিতেছেন ॥ ২৬ ॥

আর যখন পথিমধ্যে জনগণের গতিবিধি না থাকে, তখন সেই নির্জ্জন পথে হৃদয়ের আনন্দ-আবেগে পরস্পর বাগ্বিলাসরঙ্গে এমনই তন্ময় হইয়া চরণের লঘু-ভঙ্গিম গতিতে যাইতে লাগিলেন যে, "কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি"—এ চিন্তার আভাস মাত্রও তখন তাঁহাদের হৃদয়-কোণে স্থান পাইল না ॥ ২৭ ॥

এইরূপে যাইতে যাইতে যখন স-সঙ্গিনী শ্রীরাধা নন্দালয়ের অদূরে

ইতি নিগদিত মাত্রতঃ স্ব-সখ্যা
সপদি সবেপথুজাড্যবিপ্লুতাঙ্গীম্।
প্রসভবভিদধার চেতয়ন্তী
কিমপি জগাদ চ তাং তদৈব কৌন্দী ॥২৯॥
(যুগ্মকং)

সুমুখি কিমধুনৈব বিক্লবাভূ
নয়নপথা-মিলিতেঽপি কৃষ্ণচন্দ্রে।

সখী বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তে হেতৌ রাধায়াঃ সাত্ত্বিক ভাবমাহ। তাদৃশ-দশাপন্নাং রাধিকাং চেতয়ন্তী কুন্দবল্লী দধার এবং তদৈব কিমপি জগাদ ॥২৯॥

হে সখি! রাধে! নয়ন-পথস্য অমিলিতে কৃষ্ণচন্দ্রে সতি কিমধুনৈব বিক্লবা অভূঃ। তস্মাত্তবাখিলং সতীত্বং ময়া অবগমং প্রাপ্তং ময়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। নন্থ

উপস্থিত হইলেন, তখন সখীগণ উল্লাস-দীপ্তকণ্ঠে কৌতুকভঙ্গীতে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"সখি! তুমি নিজালয় হইতে এখন অনেক দূরে আসিয়াছ, ব্রজপতি-ভবন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব হে রাধে! এই বার জানিও, তোমার নয়ন-চাতকের আশা-লতা আশু ফলবতী হইবার সম্ভাবনা হইল ॥ ২৮ ॥

সখীগণের এই কৌতুকময়ী কথা শ্রীরাধার কর্ণপুটকে নন্দিত করিয়া মুহূর্ত্তে মরমের স্তরে স্তরে ঝঙ্কৃত হইল—মুহূর্ত্তে হৃদয়-দর্পণে প্রিয়তমের প্রাণমাতান মধুর মূর্ত্তি স্ফুরিত হইল, অমনই দেহ-লতায় কম্প-জড়িমাদি সাত্ত্বিক ভাব-কুসুমাবলী ফুটিয়া উঠিল; সে উদ্দাম ভাব-ভরে শ্রীরাধার তনু-লতাখানি যেন তখন ধরাতলে লুটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সুচতুরা কুন্দলতা সেই ভাবাবেশ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধাকে বাহু-পাশে ধারণ করিলেন এবং এইরূপ পরিহাস-প্রসঙ্গে তাঁহার চেতনা-সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

হে সুমুখি! কৃষ্ণচন্দ্র তোমার নয়ন-পথবর্ত্তী না হইতেই তুমি এমন বিহ্বলা হইয়া পড়িলে? না জানি, নয়নগোচর হইলে তোমার কি

অবগমমখিলং সতীত্বমাপ্তং
তব সমবয়ঃসদ এব যৎ প্রমাণম্ ॥৩০॥
ধৃতিমিহ হৃদি ধর্তুমীশষে নো
যদপি তদপ্যবলে ক্ষণং দধীথাঃ
গিরিযুগভরধারণায় যস্ত
গিরিধর এব ময়াস্য যোজনীয়ঃ ॥৩১॥

মম কিং বৈজাত্যং ত্বয়া দৃষ্টং তত্রাহ । যদ্ যস্মাত্তব সমবয়সাং সখীনাং সদ সভা এব প্রমাণং ॥৩০॥

কুন্দবল্লী পুনঃ পরিহসতি । ইহ হৃদি ধৃতিং ধৈর্য্যং ধর্তুং যদ্যপি ন ঈশিষে ন সমর্থা ভবসি । হে অবলে ! রাধে ! শ্লেষেণ ধৈর্য্যধারণাসমর্থে ! তথাপি দধীথা ক্ষণং ধৈর্য্যং কুরু । নম্ন বক্ষঃস্থল-পর্ব্বতদ্বয়স্য ভারেণ ব্যাকুলাস্মি তত্রৈব পুন র্মহাভারাং ধৃতিং ধর্তুং কিমাদিশসীতি তত্রাহ । তে তব গিরিযুগভারস্য ধারণায় গিরিধরঃ কৃষ্ণঃ তস্য গোবর্দ্ধনধারণে অভ্যাস স্তাবদ্বর্ত্তত এব অতঃ ক্লিষ্টায়াস্তবোপকারং করিষ্যত্যেবেতিভাবঃ ॥৩১॥

ভাবের উদয় হইবে। এক্ষণে তোমার বিশ্ব-বিশ্রুত বিপুল সতীত্ব-গৌরব যে কি প্রকার তাহার বেশ পরিচয় পাইলাম। যদি বল, আমাতে এমন কি বিসদৃশ ভাব দেখিলে ? এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব। তোমার সহচরীগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ৩০ ॥

কুন্দলতা পুনরায় পরিহাস বাক্যে কহিলেন,—অবলে ! যদিও তুমি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। তথাপি ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ কর। যদি বল, একেই ত হৃদয়-স্থিত গিরিযুগের ভার বহনে ব্যাকুল হইয়াছি, তাহাতে আবার তথায় মহাভার-ধৈর্য্যকে ধারণ করিব কেমন করিয়া ?"—ইহার উপায় বলি শুন। গোবর্দ্ধনগিরি ধারণে অভ্যাস থাকায়, সেই গিরিধারীকেই আমি তোমার হৃদয়স্থ গিরি-যুগের ভারবহনে নিযুক্ত করিব। যেহেতু তুমি যখন অতিশয় ভার-ক্লিষ্টা হইয়াছ তখন তিনি তোমার ঐ কনকগিরি যুগলকে করকমলে ধারণ করিয়া অবশ্য তোমার পরম উপকার করিবেন ॥৩১॥

গিরিধর দিশ এব শঙ্কয়া যা-
জনি বিধুরাদ্য সখী মহাসতীয়ং ।
পরিবদাস বলাদমা মাবজ্ঞে
তদপি নিদেক্ষ্যাস হা পুনস্তমস্যাং ॥৩২॥

ত্বয় মুহুরয়মাপতার্য্যায়া য-
ত্তদুচিত মেব বিধিৎসসেহদ্য ভদ্রেম্ ।
স্বামেব সাখ ! পরং জনং ন নিন্দা
তুদিত্ভবতা লালতা পুন স্তয়োচে ॥৩৩॥

ললিতা উত্তরমাহ ; হে আবজ্ঞে ! কুন্দবাল্লি ! যা মম সখী গিরিধর-দিশঃ সকাশাৎ শঙ্কয়া বিধুরা উদ্বিগ্না অজনি অভূৎ । যত ইয়ং মহাসতী ততোহপি বলাৎ অমাং সতীং পরিবদাস পরিবাদং দদাসি । অত স্তমতাববিজ্ঞাততদর্পিতং গিরিধরং অস্যাং বিষয়ে নিদেক্ষ্যাস অস্যাঃ পরিচর্য্যার্থং তং নিযুক্তং করিষ্যাস ! হা ইত্যতীব দুঃখং ॥৩ ॥ ।

যদ্ যস্মাদার্য্যয়া জটিলয়া । তত্তুত এব উচিতমেব বিধিৎসসে । অস্য কর্ত্ত-

কুন্দলতার এই মনোমদ পরিহাস প্রসঙ্গে সখীগণের হৃদয়, আনন্দে ভরিয়া উঠিল—উদ্দীপ্ত উল্লাসতরঙ্গে সমস্ত মর্ম্মদেশ যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল । তথাপি এ রহস্যের একটা সরস উত্তর দেওয়া ত চাই ! তাই, রহস্য-প্রিয়া ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন —"কুন্দলতে ! তুমি অবোধের মত কি বলিতেছ ? দেখিতেছ না, গিরিধর এইদিকে অবস্থান করেন, এই আশঙ্কা করিয়াই আমাদের প্রিয়সখী অতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তুমি জোর করিয়া এই সতীকুল-শিরোমণির প্রতি কেন অযথা নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছ ? অতএব তুমি বড়ই অবিজ্ঞা । হায় ! এই প্রাণসখীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত তুমি সেই গিরিধারীকে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিতেছ কি দুঃখের বিষয় ! ॥৩২॥

আর্য্যা জটিলা বিশ্বাস করিয়া বারংবার কি বলিয়া বধূকে তোমার

অলমলমনয়া গিরা বিদূরে
কলয় পুরঃ পুরতোরণোপকণ্ঠে।
স্ফটিক-ঘটিত-রত্ন-চিত্রিতাস্থা-
ন্যভিনব-কুট্টীমগং হৃদ্যেককাম্যম্ ॥৩৪॥
সরস মুষসি দুগ্ধ-নৈচিকোকঃ
সহ সবয়াঃ কৃতমল্ল-রঙ্গ-কেলিঃ।

মিচ্ছসি ভদ্রং ললিতা ইতি উদিতবতী; পুনস্তয়া কুন্দলতা উচে। ললিতাং প্রতি কথিত মিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

হে ললিতে! কিন্তু অবিদূরে সমীপে পুরোঽগ্রে কলয় পশ্য। কুত্রচিৎ পশ্যামি তত্রাহ পুরস্তোরণং বাহ্যদ্বারস্থং উপকণ্ঠে নিকটে হৃদ্যেককাম্যং কশ্চিৎ পুরুষং পশ্য। কিম্ভুতং স্ফটিক-ঘটিত রত্নেন চিত্রিতায়া আথায়েতি প্রসিদ্ধা আস্থানী তস্যাং যৎ অভিনবং চবুতরা ইতি প্রসিদ্ধঃ কুট্টিমং তত্রগতং তত্রস্থং ॥৩৪॥

এষঃ শ্রীকৃষ্ণো ভাতি পশ্য। এষ কিম্ভুত উষসি প্রাতঃকালে সরসং সহর্ষং যথাস্যাত্তথা দুগ্ধ-নৈচিকোকঃ দুগ্ধাতিশয়বৎগোগাভো যেন সবয়োভির্বালকৈঃ সহ্ বর্তমানঃ সন্ কৃতমল্লক্রীড়ঃ পুনশ্চ অবগতা জ্ঞাত ভবদাল্যা রাধায়া আগমনবার্ত্তা

করে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে সখি! এক্ষণে তাহার সমুচিত কার্য্য করিতে চাহিতেছ বটে, তবে শুন কুন্দলতে! তুমি আপনি যেমন, সেরূপ অপরজনকে জানিও না ॥৩৩॥

কুন্দলতা ঈষৎ প্রণয়-কোপ-স্ফুরিত কুটিল আপাঙ্গভঙ্গী করিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঔৎসুক্য আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন—"আর কেন সখি! আর বৃথা বাগ্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? ঐ দেখ, তোমাদের অদূরেও চাহিয়া দেখ।"

ললিতা হাসিয়া কহিলেন—"কোথায় কি দেখিব সখি!"

কুন্দলতা কহিলেন—"ঐ দেখ, সম্মুখে পুরতোরণের সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকনির্ম্মিত রত্নচিত্রিত আস্থানি অর্থাৎ আথিয়া'র অভিনব কুট্টীম বা

অবগত-ভবদালি-যান-বার্ত্তা
ক্ষুভিত-হৃদাগত এষ ভাতি পশ্য ॥৩৫॥
ব্রজপুর-ললনাকুলোন্মদিষ্ণু-
করণ-পটু-চ্ছবি-মণ্ডলোপগূঢ়ঃ

তয়া ক্ষুভিতং হৃদযস্য এষ আগতঃ তস্মাদ্ গোদোহনমল্লক্রীড়ানন্তর মেতদর্থ-মেবাত্রাগত্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

পুনঃ কুন্দবল্লী শ্রীকৃষ্ণং বিশিনষ্টি। স কিম্ভূতঃ? ব্রজপুর-ললনাসমূহানাং উন্মাদিষ্ণুকরণে পটু সমর্থং যচ্ছবিমণ্ডলং কান্তিসমূহ স্তেন উপগূঢ় স্তদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ।

চবুতরার উপর তোমাদের হৃদয়ের একমাত্র কাম্যনিধি কেমন শোভা পাইতেছেন ॥৩৪॥ †

সখি! তোমাদের বাঞ্ছিত প্রাতঃকালেই সানন্দে দুগ্ধবতী গাভী সকল দোহন করিয়া বয়স্যগণের সহিত মল্লক্রীড়ারঙ্গ সমাধা করিয়াছেন এবং তোমরা শ্রীরাধা সহ এই পথেই আসিবে জানিয়া ঐ দেখ ক্ষুভিত-হৃদয়ে তোমাদেরই আসাপথ নিরীক্ষণ উদ্দেশে 'ছত্রির' উপর অবস্থান করিতেছেন ॥৩৫॥

আহা! কি সুন্দর! কি চিত্তোন্মাদিনী মাধুরীমাখা মূর্ত্তি! কুন্দলতা সে মোহনীয় রূপের বর্ণনা করিতে করিতে একবারে ভাবে বিভোর

† শ্রীরায়-শেখরের পদাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গোদোহন কার্য্যে ব্যাপৃত সেই সময় শ্রীরাধা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীনন্দরাজপুরে প্রবেশ করেন এবং সেই সময়েই পথে শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। কিন্তু এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, গৃহ-ছাদের উপর অবস্থান করিয়া শ্রীরাধার আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধা রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং বিভিন্নদিনের লীলা বর্ণনায় কারণই এইরূপ অসামঞ্জস্য বুঝিতে হইবে। এই লীলারস-পারিপাট্যের প্রকারান্তর প্রদর্শন উদ্দেশেই এস্থলে শেখরের পদাবলী উদ্ধৃত হইল। যথা—

তথাহি পদ—"যে পথে নাগর শিরোমণি। সে পথে চলিল সুবদনী॥ নাগর সহচর মেলি। গোঠহি করু কত কেলি॥ ধেনু চরণে দেই ছন্দ। দোহন করু অনুবন্ধ॥ গোরসময় সব অঙ্গ। তমালেহ মোতিম রঙ্গ॥ মুটকি মুটকি ভারি চারি। সুবল সখা সহকারী॥ দুর সঞে হেরল রাই। শেখর মাধব বলিহারি যাই॥ পঃ কঃ॥

মধুরিমমধুরয়ৈব কিং ত্রিভঙ্গী-
কৃত তনুরুচ্চলদাম-মাদিতালিঃ ॥৩৬॥
শ্রিত-মৃদুতর-গণ্ড-কুণ্ডলাধ্যা-
পনপর-তাণ্ডব-পণ্ডিতাক্ষি-যুগ্মঃ।
পবনধুত-পটাঙ্গ-গৌর-নীল-
দ্যুতি-লহরী-স্তিমিতীকৃতাখিলাশঃ ॥৩৭॥

পুনশ্চ মধুরিমমধুরিম্না মাধুর্য্যাতিশয়েনৈব ত্রিভঙ্গীকৃতা তনুর্যস্য। পুনশ্চ উচ্চলৎ চঞ্চলং যদ্দাম বনমালা তেন উন্মত্তীকৃতা ভ্রমরা যেন ॥৩৬॥

পুনঃ কথম্ভূতঃ? শ্রিতৌ মৃদুতরৌ গণ্ডৌ যাভ্যাং তাদৃশে যে কুণ্ডলে তয়োর্যৎ অধ্যাপনং তৎ পরং। অথচ তাণ্ডবপণ্ডিতং অক্ষিযুগ্মং যস্য, নৃত্যশাস্ত্রে পণ্ডিতং যস্য অক্ষিদ্বয়ং। কুণ্ডলদ্বয়ং পাঠয়তীত্যর্থঃ। পুনশ্চ পবনেন ধুতঃ কম্পিতঃ যঃ পটঃ অঙ্গঞ্চ তয়োর্যা নীলগৌরদ্যুতিঃ তস্যাঃ যা লহরী তয়া স্তিমিতীকৃতা স্নিগ্ধীকৃতা অখিলা আশা দিশো যেন সঃ গৌরনীল দ্যুতীত্যনেন প্রসাদঃ সূচ্যতে। তৎপক্ষে গৌরঃ শ্বেতঃ গৌরোঽরুণে সিতে পীতে" ইত্যমরঃ ॥৩৭॥

হইয়া পড়িলেন। পলকহীন মুগ্ধনয়নে চাহিয়া চাহিয়া স্নিগ্ধ-জড়িতস্বরে কহিলেন—"যে কমনীয় শ্যামকান্তি-দর্শনে ব্রজপুরললনাকুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়—হৃদয় উন্মাদিত হইয়া উঠে। ঐ দেখ সখি! তোমাদের কালিয়া বঁধু সেই কান্ত-কান্তি-মণ্ডল দ্বারা কেমন আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছেন! দেখ, দেখ, উঁহার কৈশোরোল্লাসি-সুকুমার তনুযষ্টিখানি মাধুর্য্যের মহাভাবে কেমন ত্রিভঙ্গিম ভাব ধারণ করিয়াছে এবং মৃদুসমীরান্দোলিত বনমালার মধুর-সৌরভে ভ্রমর সকলও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥৩৬॥

আহা! উঁহার তাণ্ডব-পণ্ডিত নয়ন দু'টী ফুল্ল-গণ্ডমণ্ডলশোভি কুণ্ডলযুগলকে কেমন অপূর্ব্ব নৃত্যকলা শিখাইতেছে, দেখ। চপলের নিকট চপলতা শিক্ষা স্বাভাবিক বটে। ঐ দেখ সখি! মন্দ মলয়ানিল-বিধুত বসনের পীতকান্তি ও শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক নীলকান্তি-লহরী একত্র সম্মিলিত হইয়া নিখিল দিগ্বধূগণকে কেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিতেছে—

প্রিয়সখ-ভুজশাখি রাজদুদ্যৎ
করিকর-নিন্দকধাম-বামবাহুঃ ।
নিজরুচ-বিজেতাব্জ-ঘূর্ণনৈক-
ব্যসন বশেতরপাণি রেষ ইষ্টে ॥৩৮॥
ইতি গিরমথরূপ-মাধুরীং তাং
যদি চষকীকৃত কর্ণনেত্রযুগ্মা ।
অপিবদদরমোহিত সুদা তৎ
প্রস্মর-সৌরভ মাশ্ববোধয়ত্তাম্‌ ॥৩৯॥

পুনশ্চ প্রিয়সখস্য সুবলস্য ভুজশাখি স্কন্ধে রাজৎ, অথবা উদয়ং প্রাপ্ন বন্ধস্তি-শুণ্ডস্য নিন্দকং ধাম কান্তির্যস্য তথাভূতো বামবাহুর্যস্য সঃ। পুনশ্চ নিজরুচিভি নিজ কান্তিভিঃ বিজিতং যদব্জং লীলাকমলং তস্য ঘূর্ণনরূপং যৎ একং ব্যসনং অধ্যবসায় স্তস্য বশ ইতরপাণি দক্ষিণ করো যস্য স এব শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টে কামিনীজন বশীকরণে ঐশ্বর্য্যং করোতি। তথা চ সুবলস্কন্ধে বামহস্তং দত্বা দক্ষিণ পাণিনা লীলাকমলং ঘূর্ণয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কুন্দবল্যা ইতি গিরং এবং তাং কৃষ্ণস্য রূপমাধুরীং শ্রীরাধিকা অপিবৎ। কথম্ভূতা চষকীকৃতং পাণপাত্রী কৃতং কর্ণযুগ্মং নেত্রযুগ্মঞ্চ যথা ভূতা। তৎ

যেন মনে হইতেছে—বসনের গৌরকান্তি ও শ্রীঅঙ্গের নীলকান্তি জাহ্নবী-যমুনারূপে মিলিত হইয়া পবিত্র প্রয়াগ-সঙ্গম সূচনা করিতেছে, এই অপূর্ব শোভামাধুরীর পুণ্যতীর্থে যে অবগাহন করে, তাহার কোন বাঞ্ছাই আর অপূর্ণ থাকে না ॥৩৭॥

কি সুন্দর! ঐ যে সখি! ব্রজেন্দ্র-নন্দন সুঠাম করি-কর নিন্দিত সুশোভন বামবাহু প্রিয়সখা সুবলের স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া এবং দক্ষিণ করে নিজকান্তিমালায় উদ্ভাসিত লীলা-কমল ঘূর্ণনে যত্নপর হইয়া কামিনী-কুলের বশীকরণে কেমন ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ করিতেছেন দেখ! আমরি! মোহনীয়ার ঐ নব নটবর বেশ দেখিয়া কোন্‌ রমণী মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে? ॥৩৮॥

শ্রীরাধা, ব্রজরাজ-ভবনের যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, তাঁহার

পুলক নিবহ কম্পসম্পদশ্রু-
স্রুতি কলিলাপি ধৃতিং দধত্যবাদীৎ।
সখি! কিমপরমস্তি বর্ত্ম পাদৌ
ন মম পুরশ্চলতোঽহস্ত কিং করোমি ॥৪০॥
গুরু পরবশতৈব দোষ দুরী-
করণ পটু স্তব কিং ভিয়া হ্রিয়া বা।

পানাচ্চ অদরমোহো জাত গুস্মান্মোহাত্তদা তস্য কৃষ্ণস্য প্রসৃমর সৌরভং প্রসরণশীলং সৌগন্ধ্যং তাং শ্রীরাধাং অবোধয়ৎ বহির্বোধয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

পুলক নিবহঃ রোমাঞ্চসমূহঃ কম্পসম্পৎ কম্পসমূহঃ অশ্রুস্রবণং তাভিঃ কলিলা ব্যাপ্তাপি রাধা ধৃতিং দধতী সতী অবদৎ—হে সখি! কিং অপরং বর্ত্ম অস্তি। অস্ত কৃষ্ণস্য পুরোঽগ্রে মম পাদৌ ন চলতঃ কিং করোমি তস্মাদন্যা তরমস্তি চেদ্বদ ॥৪০॥

কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ততই হৃদয়ের-কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে, প্রিয়সখী কুন্দলতার বচনামৃত কর্ণচষকে এবং সেই কোটিকাম কমনীয় রূপামৃত নয়ন চষকে পান করিয়া কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীরাধা আকস্মিক চিত্ত-বিকার অতিশয় বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। দুইটা পান-পাত্রে একবারে দুইজাতীয় অমৃত পান করিলে যে চিত্তের এইরূপ প্রবল মত্ততা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রসরণশীল অঙ্গসৌরভ সহসা শ্রীরাধার নাসা পথে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার সে মোহভাব বিদূরিত করিয়া দিল—শ্রীরাধার বাহ্যজ্ঞান আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল ॥৩৯॥

কিন্তু তখনও শ্রীরাধার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রগাঢ় কৃষ্ণানুরাগের প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে—তখনও প্রতি অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবোত্থ পুলক-কম্প বিদ্যমান—তখনও নয়নকমলে প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধধারা ঝরিতেছে শ্রীরাধা অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সে ভাবের প্রভাব অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া অভিমানস্ফুরিত অথচ করুণ-কম্পিতস্বরে কহিলেন—

সপদি সবয়সেতি বোধ্যমানা
লঘু লঘু পস্তমিয়েস সা তদগ্রে ॥ ৪১ ॥
কিমিদমিতি পরস্পরাবলোকো-
চ্ছলিত মহামধুরিম্নি যত্তয়োস্তাঃ।

ততশ্চ ললিতা আহ। হে সখি! গুরু-পরবশতা এব দোষ দূরীকরণে পটুঃ তব হ্রিয়া ভিয়া বা কিং প্রয়োজনমিতি। সপদি তৎক্ষণং সবয়সা ললিতয়া প্রবোধ্যমানা সা রাধা লঘু লঘু যথা স্যাত্তথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে গন্তুং ইয়েষ ইচ্ছাং কৃতবতী। ইষু ইচ্ছায়াং ধাতুঃ ॥৪১ ॥

সখি! ব্রজরাজ-ভবনে যাইবার আর কোন পথ নাই কি? উহাঁর সম্মুখ দিয়া যাইতে আমার আদৌ পা সরিতেছে না,আমি করি কি? যদি অন্যপথ থাকে তবে সেই পথেই লইয়া চল ॥৪০॥

শ্রীরাধার উদ্বেগ সমাকুল মুখখানি দেখিয়া চতুরা ললিতা তাঁহার হৃদয়ের সেই গূঢ় ভাব সহজেই বুঝিয়া লইলেন, তথাপি হাসিতে হাসিতে আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! লম্পটের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া ভয়ে তোমার অঙ্গ-লতিকা কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং তোমার কমলায়ত নয়ন-কোণেও অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। ভয় কি সখি! গুরু-পরবশতাই তোমার সকল দোষ বিদূরিত করিয়া দিবে। সুতরাং শঙ্কা-শরমে কেন অনর্থক অভিভূত হইতেছ? গুরুজন যখন তোমাকে যাইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া যাইতেই বা তোমার দোষ কি? বরং না যাইলে গুরুজনের আজ্ঞা-লঙ্ঘন হেতু প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। অতএব চল সখি! এই পথেই চল।" ললিতার রহস্য-গর্ভ আশ্বাস-বাক্যে শ্রীরাধা যেন কতক আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে ললিতার বুদ্ধি-বৃত্তির প্রশংসা করিয়া সানন্দ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তি-পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন ॥৪১॥

স্ব মতুলতরঙ্গিন্যমজ্জয়ন্না-

লয় ইতি বর্ণয়িতুং ন গীরপীষ্টে ॥ ৪২ ॥

ততশ্চ পরস্পরাবলোকজন্য হর্ষমবলোক্য সখানামপি উৎপন্নং হর্ষং বর্ণয়িতুং বাগ্‌দেব্যাপি ন সমর্থেত্যাহ। ইদং কিমিতি। স চমৎকারো যঃ পরস্পরাবলোকস্তেন উচ্ছলিতো য স্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্মহামধুরিমা তস্মিন্ আলয়ঃ সখ্যঃ স্বং অমজ্জয়ন্ আত্মানং নিমগ্নং কৃতবত্যঃ ইতি গীঃ সরস্বত্যপি বর্ণয়িতুং ন ইষ্টে ন সমর্থা ভবতি। মধুরিম্নি কথম্ভূতে ? অতুলতরো বেগো যস্য তস্মিন্ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েই উভয়ের নয়নপথের পথিক হইলেন— উভয়েরই ধ্যানের ধন উভয়েরই প্রত্যক্ষ! আহা! এই যে প্রাণাধিকা প্রেম-প্রতিমা সম্মুখেই শোভা পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্ত-নয়নে শ্রীরাধার প্রাণামোদী রূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন। যতই দেখিতেছেন ততই হর্ষে—বিস্ময়ে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছেন —"মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব বস্তুরে! কি মাধুর্য্য-মথিত অতুল রূপরাশি!"—শ্রীরাধাও মদন-মদ খণ্ডন প্রাণকান্তের ভুবন-মোহন রূপমাধুরী অপলক-নয়নে দেখিয়া দেখিয়া বিভোর হইতেছেন। এইরূপ পরস্পরের দর্শনানন্দে যখন পরস্পর চমৎকৃত হইলেন—তখন তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ হইতে মহামাধুর্য্যধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া এক অনুপম তরঙ্গিণী রূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল—সখীগণ সেই মাধুর্য্য-প্রবাহে আপনাদিগকে এমনই ভাবে নিমগ্ন করিলেন অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর দর্শনজনিত হর্ষাতিশয্য অবলোকন করিয়া সখীগণের এমনই অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল যে, স্বয়ং বাগ্‌দেবীও তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না ॥৪২॥ *

* তথাহি পদ।—পথ-গতি নয়নে মিলল রাধাকান। দুহুঁ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান। দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। সময় না বুঝত অচতুর চোর। বিদগধ সঙ্গিনী সব রস জান। কুটিল নয়নে করল সাবধান। চালবা রাজপথে দুহুঁ উরঝাই। কহ কবি শেখর দুহুঁ চতুরাই। পঃ কঃ।

অঘদমন-চকোর-চন্দ্রিকা স্তাঃ
শশিবদনাপি পপৌ মুহুঃ পিপাসুঃ।
গিরিধর-মুদিরোপরীহ চাত-
ক্যতনু-রসং প্রববর্ষসেতি চিত্রম্ ॥ ৪৩ ॥

অঘদমনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব চকোরঃ অদ্ভুতচকোরস্তাত্তস্য যা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নাস্তাশ্চন্দ্রবদনা রাধা পিপাসুঃ সতী পপৌ এবং গিরিধর এব মুদিরো মেঘস্তস্য উপরি সা রাধিকা এব চাতকী অতনুরসং পক্ষে কন্দর্পরসং বর্ষতি। অতীব চিত্রং চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাং চকোরঃ পিবতীতি প্রসিদ্ধঃ মেঘশ্চাতক্যা উপরি রসং জলং বর্ষতীতি প্রসিদ্ধিশ্চ। অত্র তদ্বৈপরীত্যাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

আমরি! স্বভাবের কি অদ্ভুত ব্যতিক্রম! আজ চকোরের চন্দ্রিকা চাঁদে পান করিতেছে! স্বভাবতঃ চাঁদের চন্দ্রিকা চকোরেই পান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ দেখ, আমাদের অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ চকোরের মাধুর্য্য-কৌমুদী আজ পূর্ণেন্দুমুখী শ্রীরাধার পিপাসু-নয়ন অনিমেষে পান করিতেছে—আহা! সে মাধুরী যে নিত্যাভিনব—তাই, নয়ন ভরিয়া পান করিয়াও বুঝি প্রাণের সাধ মিটিতেছেনা!—আবার ঐ দেখ, বর্ষণোন্মুখ নবজলধরের উপর চাতকী যেন অপূর্ব্ব রসধারা বর্ষণ করিতেছে—বিচিত্র বটে! কোথায় নবজলধর বারি-বর্ষণে চাতকীর পিপাসা দূর করিবে, সেস্থলে কি না শ্রীরাধা-চাতকাই শ্যাম-জলদের উপর কন্দর্পরস বর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অনুরাগের উন্মাদনা জাগাইতেছে। কি অপরূপ দৃশ্য! ॥৪৩॥ *

তথাহি পদ।—রাধা মুখ-শশী হেরইতে আকুল ভৈগেল নন্দকিশোর। নিজ কুল ধরম করম সব বিছুরল উলটল ডোর॥ হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলাহি রঙ্গ। বিছুরল শৃঙ্গ বেত্রবর পাঁচনি বিছুরল অগ্রজ সঙ্গ॥ বিছুরল শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল বিছুরল যুথক বণ্ড। মনমোহা মধুর মহোদাধ উছলল বিছুরল দোহন-ভাণ্ড॥ হেরইতে ভাবনা, সো রূপ-লাবণী, তনু মন কঞ্জ অনুবন্ধে। থকিত সমীপ, সুধামুখী মিলল রায়শেখর পদছন্দে॥ পঃ কঃ

তথাহি পদ। রাধা বদনচাঁদ হেরি কুণাল শ্যামর নয়ন-চকোর। চঞ্চলধৃতবিন্দু ধবলি ধাওত বাছুরা কোরে আগোর॥ দুগ্ধহি দোহত যুগল মুরারি। ঘূটহি অঙ্গুলি করত সঙ্কাগতি হেরি হসত ব্রজনারী॥ লাজহি লাজ হানি দিঠি ফিরাওত পুন লেই দোহন-ডোর। ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে চান্দল গোবিন্দ দাস পহু হেরি ভোর॥ পঃ কঃ

অথ নিজ নিজ মূর্দ্ধ্নি সব্যহস্তো-
ন্নমন-কলা-কলিতাবগুণ্ঠনা স্তাঃ ।
অবনতনয়নাঞ্চলী-বিলীঢ়-
প্রিয়-চরণাব্জ-সুধা যযু স্তদগ্রাৎ ॥ ৪৪ ॥
হরিরপি পরিবৃত্য তন্নিতম্ব-
দ্যুতিনিহিতে ক্ষণ-পঙ্কজোঽবতস্থে ।
বরতনুততিরপ্যতীত্য তদ্গো-
পুরমবগুণ্ঠনমীষদস্থতি স্ম ॥ ৪৫ ॥

সাবধানাঃ সত্যঃ সঙ্খ্যা এব যযুরিত্যাহ। নিজ নিজ মূর্দ্ধনি বামহস্তস্য উন্নমন বৈদগ্ধ্যা কলিতং 'ঘুঙ্গট' ইতি প্রসিদ্ধং অবগুণ্ঠনং যাভি স্তারাধাদয়ঃ অবনতা নম্রীকৃতা যা নয়নাঞ্চলী নয়নকোণস্তয়া বিলীঢ়া আস্বাদনবিষয়ীকৃতা প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণসুধা যাভি এবম্ভূতাঃ সত্যস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রাৎ যযুঃ ॥ ৪৪ ॥

বরতনুততিঃ সুন্দরী সমূহোঽপি তদ্গোপুরং বাহদ্বারং অতীত্য অবগুণ্ঠনং ঈষৎ অস্থতিম দূরীচকার ইত্যর্থঃ স্বভাবোক্তিরিয়ং ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা ও সখীগণ যতই শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন ততই তাঁহারা যেন কত শঙ্কা সঙ্কোচে সাবধানতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবই এইরূপ কুটীল—অন্তরে উদ্দাম উল্লাস-তরঙ্গ, অথচ বাহিরে বামতার নবরঙ্গ! তাই শ্রীরাধাদি ব্রজ-ললনাগণ তখন বৈদগ্ধী সহকারে বামহস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া নিজ নিজ মস্তকে তৎক্ষণাৎ 'ঘুঙুট' নামক বিচিত্র অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং লজ্জাবশতঃ নয়নাঞ্চল দ্বারা প্রিয়তমের চরণ-কমল-সুধা পান করিতে করিতে তাঁহারই সম্মুখ দিয়া পুর-পথে চলিয়া গেলেন ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন মুগ্ধ-বিহ্বল নয়নে শ্রীরাধার কোটীচাঁদ-নিঙড়ান মাধুর্য্যরাশি দেখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার সেই ধ্যান প্রতিমা প্রেম-কৌটিল্যপূর্ণ নয়ন-কোণে তাঁহার দিকে চাহিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে

সখি ভবদবলোকজাতহর্ষং
সপদি স চম্পকমালয়া বটুস্তং ।
সুখিনমকৃত যত্তদিঙ্গিতজ্ঞা
ভবসি ন বেত্ত্যুদিত্যাহ সা স্বসখ্যা ॥ ৪৬ ॥

অধুনা তুঙ্গবিদ্যা রাধিকাং পরিহসতি। হে সখি! ভবদালোকনেন জাতহর্ষং তং শ্রীকৃষ্ণং বটু মধুমঙ্গল শ্চম্পকপুষ্পস্য মালয়া যৎ সুখীনং অকৃত তস্য ইঙ্গিতজ্ঞা ত্বং ভবসি ন বা তেন যৎসূচিতং ত্বদ্বুদ্ধং নবেত্ত্যর্থঃ ইতি স্বসখ্যা তুঙ্গবিদ্যয়া উদিতা সা রাধা আহ ॥ ৪৬ ॥

যেন কত অনুরাগের করুণ-কাহিনী জানাইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রেমাবেশে স্তব্ধ হইলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—প্রাণ-প্রিয়তমা সঙ্গিনীগণের সহিত তখন পুর-দ্বারের নিকটে চলিয়া গিয়াছেন। আমরি! যতক্ষণ তাঁহাদের নিতম্ব-দ্যুতি নয়নগোচর হইতে লাগিল, হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ততক্ষণ স্বীয় পিপাসু-নয়নদুটীকে সেই অনুপম দ্যুতি প্রবাহে নিমজ্জিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বর-তনু ব্রজসুন্দরীগণ দ্বার অতিক্রম করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিয়াই মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিলেন ॥৪৫॥

তুঙ্গবিদ্যা হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"প্রিয়সখি! আসিবার কালে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে, তোমার অপূর্ব্ব লাবণ্য-মাখান রূপ মাধুর্য্য দেখিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ যখন হর্ষা-বেশে বিহ্বল হন, তখন বটু মধুমঙ্গল প্রফুল্ল চম্পকপুষ্পের মালা তাঁহার প্রিয়সখার বক্ষস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। তুমি বটুর সে ইঙ্গিত বুঝিয়াছ কি? বটু যেন তাহাতে প্রকাশ করিলেন—"সখে! আশ্বস্ত হও। এই চম্পকমালার ন্যায় কনকলতা শ্রীরাধা অচিরেই তোমার তমাল-তনুর শোভা বর্দ্ধন করিবে।" ॥৪৬॥

ত্বমসি খলু যথাতথানুমাসী-
নিজসদৃশীর্যতসে পরা বিধিৎসুঃ।
ইতি দরবিকসৎ স্মিতা ভ্রমদ্ ভ্রূ-
স্ত্বরিতমবাপ মহাপুরান্তরং সা॥ ৪৭॥
স্ফটিকঘটিত কুড্যমাড্য ভর্ম্মো-
জ্জ্বলপটলং পরিকালকং কবাটম্।
মণিময়-ললনা-ধৃত প্রদীপ
ব্রততি নগদ্বিজরাজি রাজিতদ্বাঃ॥ ৪৮॥

হে সখি! তুঙ্গবিদ্যে! যথা ত্বং অসি তথৈব অনুমাসাঃ অনুমানং কৃতবতী। পরা অপি নিজসদৃশীর্বিধিৎসুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুস্ত্বং যতসে যত্নং করোষীতি কথয়ন্তী সা রাধা মহাপুরান্তরং অবাপ প্রাপ্তবতী। মুখ্য পুরান্তরং প্রবিষ্টবতীত্যর্থঃ। কথংভূতা বহিঃ প্রকটীভবৎ। ঈষদ্ধাস্যং যস্যাঃ পুনশ্চ ভ্রমন্তী ভ্রূর্যস্যাঃ তেন সখীং প্রতি বহিরসূয়া প্রকটীকৃতা॥ ৪৭॥

মহাপুরান্তরং বর্ণয়তি শ্লোকদ্বয়েন। যত্র পুরে মন্দিরবৃন্দং বিলসতীতি দ্বিতীয়েন সহান্বয়ঃ। কথংভূতং স্ফটিকমণিভির্ঘটিতং রচিতং কুড্যং ভিত্তির্যস্য ভর্ম্মঃ সুবর্ণে ইড্যা সুবর্ণেন উজ্জ্বলানি 'ছাত' ইতি প্রসিদ্ধানি পটলানি যত্র। পুনশ্চ পবির্বজ্রং তেন রচিতং যৎ কালকং তদ্যুক্তং কবাটং যত্র তৎ। পুনশ্চ মণিময্যো রত্নৈ রচিতা যা ললনা স্তাভি ধৃতা যে প্রদীপশ্চ। ব্রততয়ো লতাশ্চ, নগা বৃক্ষাশ্চ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ। রত্নরচিতা স্তেষাং যা রাজয়ঃ শ্রেণয় স্তাভিঃ রাজিতং দ্বা দ্বারং যত্রতৎ॥ ৪৮॥

এই সরস শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীরাধার বিম্বাধর হর্ষাবেশে ঈষৎ স্পন্দিত হইল অথচ কপট অসূয়া দৃপ্ত কুটিল অপাঙ্গ ভঙ্গীতে তুঙ্গবিদ্যার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি নিজে যেমন সেইরূপ অপরকেও অনুমান কর? তাই, আপনি যেমন সেই নাগরবরের গলায় চম্পকমালারূপে শোভা পাও, সেইরূপ অপরকেও শোভিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ—কেমন নয় কি? এইরূপ রহস্য-প্রসঙ্গে শ্রীরাধা প্রভৃতি সত্বরেই চত্বর পার হইয়া পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন॥৪৭॥

দ্যুমণি-কিরণ-দীপ্ত রত্নকুম্ভ-
ধ্বজ নটকোক কৃতাগ্র পৌরটাট্টং।
সুরবরপুরনিন্দি যত্র শন্দং
বিলসতি মন্দিরবৃন্দামন্দিরাঢ্যং ॥ ৪৯ ॥

(যুগ্মকম্)

পুন কথম্ভূতং। সূর্য্যকিরণেন প্রদীপ্তোয়ো রত্নময়ঃ কুম্ভ স্তদুপরি ধ্বজস্তদুপরি নটন্ যঃ কৃত্রিমময়ুর স্তেন বৃতোঽগ্রভাগো যস্যাস্তথাভূতা 'বাঙ্গলা ঘর' ইতি প্রসিদ্ধা স্বর্ণনির্ম্মিতা অট্টালিকা যত্র। পুনশ্চ সুরবরপুরনিন্দি। পুনশ্চ শং সুখং দদাতীতি। পুনশ্চ ইন্দিরা শোভা সম্পত্তি স্তয়া আঢ্যং ॥ ৪৯ ॥

দেখিলেন—কি সুন্দর! শত অমরাবতীর শোভা সম্পদ্ এই যে একস্থানে উদ্ভাসিত রহিয়াছে! শ্রীরাধা বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে যে দিকে চাহিয়া দেখেন, সেইদিকেই অলোকসামান্য অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য, সেই দিকেই সুরবর-পুর-নিন্দি-ঐশ্বর্য্য-জড়িত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পূর্ণ সমাবেশ! বাস্তবিকই জগতের নিখিল সুখদ শোভামাধুরীর অফুরন্ত উৎসে পুরপ্রদেশের সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পুরমধ্যস্থ বিচিত্র মন্দিরসমূহের ভিত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত—পটল বা ছাদ-সমাবৃত সুবর্ণস্তবকে সমুজ্জ্বল এবং বজ্র-কীলকযুক্ত তাহার সুবর্ণ কবাট। দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটী রত্নময়া সুন্দরী ললনা-মূর্ত্তি—করে মণি-প্রদীপ ধারণ করিয়া আছে, তাহারই পার্শ্বে রত্ন-লতিকা জড়িত রত্নময় তরু—আর সেই তরুর শাখায় শাখায় নানা বর্ণের মণিনির্ম্মিত বিহগশ্রেণী, কি চমৎকার দৃশ্য! ॥ ৪৮ ॥

আমরি! সেই মন্দিরের উপরস্থিত সুবর্ণময় বাঙ্গালা ঘরের চূড়াশোভি রত্নকুম্ভ, রবিকর-সম্পাতে ঝলমল করিতেছে, আর সেই কুম্ভের উপর মণিময় ধ্বজদণ্ড—আর সেই ধ্বজদণ্ডের উপর একটী নৃত্যশীল রত্নময় কৃত্রিম ময়ুর অপূর্ব্বরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

ধনদ-ককুভি রাম বাসধাম
ব্রজপতিকোষগৃহং দিশি প্রতীচ্যাং ।
হরি হরিতি হরিস্তদিষ্টদেবো
মণিভবনে পরিপূজ্যতে দ্বিজেন্দ্রৈঃ ॥ ৫০ ॥
শয়ন-সদনমস্তি দক্ষিণাশা-
মনু হরিনীল-বলদ্বলভ্যদ্যারেঃ ।
অপি নিখিল-বিদিক্ষু তত্তদন্তঃ
পুর-সরসীতট নিষ্কুটাঃ স্ফুরন্তি ॥ ৫১ ॥

অভ্যন্তরপুরেষু গৃহবিশেষানাহ । ধনদেত্যাদি । ধনদককুভি উত্তরস্যাং দিশি রামস্য শ্রীবলদেবস্য নিবাসগৃহং । প্রতীচ্যাং দিশি পশ্চিমায়াং দিশি হরি হরিতি পূর্ব্বস্যাং দিশি । মণিভবনে রত্নমন্দিরে । তস্য শ্রীনন্দস্য ইষ্টদেবো হরি-নারায়ণো দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ পরিপূজ্যতে ॥ ৫০ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মন্দিরমাহ । দক্ষিণাং দক্ষিণদিশমনুলক্ষ্যীকৃত্য অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শয়নমন্দিরমস্তি । কিম্ভূতং হরিনীলৈঃ ইন্দ্রনীলমণিভির্বলন্তী বলভী সর্ব্বোর্দ্ধগৃহং গৃহং যত্র তৎ । নিখিল বিদিক্ষু চতুর্ষু কোণেষ্বপি তস্য তস্য শ্রীবলদেব প্রভৃতেঃ যানি অন্তঃপুরাণি তেষু যাঃ সরস্যঃ সরোবরাণি তেষাং তটেষু নিষ্কুটা গৃহারামা উপবনানি শোভন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

এই মনোরম পুরপ্রদেশের উত্তরদিকে শ্রীবলদেবের বাসভবন, পশ্চিমদিকে শ্রীব্রজরাজের কোষগৃহ অবস্থিত এবং পূর্ব্বদিকে রত্ন-মন্দিরে শ্রীনন্দরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

দক্ষিণদিকে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সুদৃশ্য শয়নমন্দির—ইহার সর্ব্বোর্দ্ধপ্রদেশে ইন্দ্রনীলমণিময় চূড়াগৃহ অবস্থিত এবং ঈষাণ কোণে শ্রীবলদেবের অন্তঃপুর ও নৈঋত কোণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বিরাজিত । কৃষ্ণ-বলরামের বিবাহ হইলে বধূ বাস করিবেন, এই উদ্দেশে শ্রীনন্দ-

অথ সমুপসেদুষীং সখীভি
হরি-জননী নিজবেশ্ম ভাসয়ন্তীম্‌।
অমনুত ভুবনত্রয়ৈকলক্ষ্মী-
মুদিতবতীং মুদিতার্ক-মিত্রপুত্রীম্‌ ॥ ৫২ ॥

অথানন্তরং হরিজননী যশোদা মুদিতা সতী সখীভিঃ সমুপসেদুষীং নিকট-মাগতাং অর্কমিত্রস্য বৃষভানোঃ পুত্রীং রাধাং উদিতবতীং ভুবনত্রয়ৈকলক্ষ্মীং ত্রিভুবনস্যাধারণ-শোভাং অমনুত ॥ ৫২ ॥

রাজ পূর্ব্ব হইতেই এই অন্তঃপুরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অগ্নিকোণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অন্তঃপুর বা শয়ন-মন্দির এবং বায়ুকোণে স্বয়ং শ্রীনন্দমহারাজের অন্তঃপুর বিরাজিত। এই অন্তঃপুর-চতুষ্টয়-সংলগ্ন চারিটী স্বচ্ছসলিলা সরসী-তটে আবার চারিটী সুন্দর উপবন সুশোভিত ॥ ৫১ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা যেমন সখীগণের সহিত সেই ব্রজরাজ-অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন—অমনি শ্রীকৃষ্ণ-জননী শ্রীযশোদা হর্ষোৎফুল্লা হইয়া দেখিলেন—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার শোভন-সৌন্দর্য্যে সমগ্র রাজ-ভবন যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে অসামান্য রূপমাধুরী দেখিয়া তখন মনে করিতে লাগিলেন—"মরি! মরি। ভুবনত্রয়-বর্ত্তী নিখিল শোভা-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বুঝি আজ আমার ভবনে আসিয়া উদিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ *

---

* তথাহি পদ।—রাইয়ে দেখিয়া উমতি হইয়া, যশোদা করল কোরে। মুখানি ধরিয়া চুম্বন করিতে ভিগল নয়ান লোরে ॥ সে যে রসবতী করল প্রণতি যশোদা-রোহিণী-পায়। প্রিয়সখীগণ গোপত বসন ধরল ধনিষ্ঠা ঠায় ॥ পাইয়া বসন করল গোপন ধনিষ্ঠা যতন করি। করিয়া আদর লই উপহার রাণীর নিকটে ধরি ॥ বিবিধ বিধান দেখিয়া পক্কান্ন; হরিষ তাহার চিত। যশোদা রোহিণী বুঝল কাহিনী, দেখি রাইর রীত ॥ আসি দাসীগণ রাধার চরণ, ধোয়াইল শীতল নীরে। অতি সুকোমল বসন কমল, মোছল পাতলচীরে ॥ রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে বসিল রাজার ঝি। সব সখীগণ যোগায় যোগান শেখর যোগায় ঘি ॥ পঃ। কঃ।

তথাহি পদ।—নিশি অবসানে দাস দাসীগণে ত্বরায় করয়ে কাজে। যার যেই কাম, করে অনুপাম সবাই সবারে তাজে ॥ দেব পুরন্দর জিনি তাঁর ঘর রন্ধন-মন্দির সাজে। ধনিষ্ঠা সুন্দরী রন্ধন-সামগ্রী ধরল তাহার মাঝে ॥ জ্বালিতে ইন্ধন আনিল চন্দন দেয়ল যতন করি। বসিতে আসন জলের ভাজন তাহার নিকটে ধরি ॥ পঃ। কঃ।

সবিনয়মথ সা পদো র্নমন্তীং
দ্রুতমুপগুহ্য শিরস্যজিঘ্রদেতাম্।
নয়নপৃশতবৃষ্টিমাত্রে পূর্ণ-
প্রমোদসুধা-সরিদাপ্লুতাং চ চক্রে ॥৫৩॥
শশিমুখি শরদাং শতং জয়ৈবং
সুখয় মনো নয়নে মমেত্যুদিত্বা।
অনয়ত সুমনোহরাস্তদালীঃ
শমতুলবৎসলতা-লতানতাঃ সা ॥ ৫৪ ॥

সা যশোদা এতাং রাধাং শিরসি অজিঘ্রৎ। এবং যশোদায়া নয়নয়ো যে পৃষতা বিন্দবস্তেষাং বৃষ্টিমাত্রেণ পূর্ণায়াঃ প্রমোদসুধাসরিতঃ যশোদাকর্ত্তৃক লালনেনোৎপন্নস্য রাধিকাহৃদয়স্থ পূর্ণানন্দামৃতস্য নদ্যস্তাভিরাপ্লুতাং চ চক্রে। অত্র মস্তকস্থ নেত্রজলবৃষ্টৈর্হৃদয়-গতানন্দ-নদ্যা পূরকত্বেনাসঙ্গত্যালঙ্কারো বোধ্যঃ ॥৫৩॥

হে শশিমুখি! রাধে! শরদাং শতং বর্ষশতং ব্যাপ্য জয়যুক্তা ভব। এবম্প্রকারেণ মম মনোনয়নে সুখয় ইতি উদিত্বা সা যশোদা তস্যা আলীঃ আলিঙ্গনাশীর্ব্বাদাদিনা শং সুখং অনয়ত প্রাপয়ামাস। সা কথম্ভূতা অতুল বাৎসল্যস্য লতাস্বরূপা অতএব তস্যাঃ সখীরপি সুমনোহরাঃ তাদৃশলতায়া বাৎসল্যরূপং পুষ্পং হরন্তি গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ। পক্ষে শোভন মনোহরাঃ। পুনঃ কথম্ভূতাঃ নতাঃ পদয়োঃ প্রণতাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যবসরে শ্রীরাধিকা অতি বিনীতভাবে ব্রজেশ্বরীর চরণপ্রান্তে গিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ পরম সমাদরে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং পুনঃপুন মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযশোদার নয়ন-কমল হইতে শ্রীরাধার মস্তকের উপর স্নেহাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। আহা! সেই অশ্রু-বর্ষণে—সেই পূর্ণ-প্রমোদের সুধাসরিতে ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাকে একবারে পরিপ্লুতা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! শ্রীযশোদার লালনোদ্ভূতা শ্রীরাধার হৃদয়স্থ আনন্দ-নদী যেন মস্তকে অশ্রুবর্ষণমাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

মধুরমৃদুলমোদকাদি কিঞ্চিৎ
সমমুপবেশ্য সখীজনৈর্বলবত্তাং।
দ্রুতহৃদয়ধনিষ্ঠয়া শয়িত্বা
ভৃশমুপলাল্য নিনায় পাকশালাং। ৫৫॥
সরসিজমুখি! কীর্ত্তিদৈককীর্ত্তে!
পচনকলাচতুরা কৃতাসি ধাত্রা।

বাৎসল্যেন দ্রুত-হৃৎ যশোদা সখীজনৈঃ সহিত তাং রাধাং বলাদুপবেশ্য ধনিষ্ঠয়া দ্বারা আশায়িত্বা ভোজয়িত্বা। ৫৫॥

তার পর শ্রীযশোদা স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে এই বলিয়া শ্রীরাধিকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—"শশিমুখি! তুমি শতবর্ষ জয়যুক্তা হও এবং এইরূপ নিত্য নিত্য আমার নয়ন-মনের সুখ-বিধান করিও।" পরে শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ চরণে প্রণাম করিলে ব্রজেশ্বরী তাঁহাদিগকেও আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা যথোচিত সুখিনী করিলেন। তখন সখীগণ অনুপম বাৎসল্য-ব্রততিরূপা ব্রজেশ্বরীর সেই বাৎসল্য-পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়া বাস্তবিকই অতীব মনোহরা হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর স্নেহ-বিগলিত-হৃদয়া শ্রীযশোদা বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে ও তদীয় সহচরীগণকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং কিঞ্চিৎ কোমল মধুর মোদকাদি আনাইয়া ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীরাধা যেন তাহাতে কিছু ব্রীড়াবনতা হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীযশোদা ধনিষ্ঠার * প্রতি তাঁহাদের ভোজনের ভারার্পণ করিয়া ক্ষণকাল কার্য্যান্তরে গমন করিলেন এবং সকলের ভোজনাবশেষে পুনরায় আগমন করিয়া অতীব আদর সহকারে শ্রীরাধাকে পাকশালায় লইয়া গেলেন। ॥ ৫৫ ॥

তদয়ি রসবতীং প্রবিশ্য পাকং
•কুরু ললিতাদি সখীকৃতেতি কৃত্যং ॥৫৬॥
ত্বমিহ কিল রমৈব ভাসসে যৎ
কিরসি পুরে মম দৃষ্টিমেতয়ৈব।
ভবতি বিবিধসম্পদাতিপূর্ণা-
ন্যখিলগৃহাণি সদাশ্বিতি প্রতীহি ॥ ৫৭ ॥

পাকং কীদৃশং? ললিতেত্যাদি। ললিতাদিসখিভিঃ কৃতং ইতি কৃত্যং তাদাত্বিকোচিত ব্যাপারো যত্র তং ॥ ৫৬ ॥

রমেব লক্ষ্মীরেব ত্বং ভাসসে অতএব যদ্দৃষ্টিং কিরসি এতয়া দৃষ্ট্যৈব। হে ভবতি! রাধে! তথা চ রন্ধনার্থং তব যদ্বস্তু অপেক্ষিতং তৎসর্ব্বং মম গেহে বর্ত্ততে। বিচার্য্য নীয়তামিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

তখন ব্রজেশ্বরী সোহাগভরা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"কমলমুখি! হে কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদে! বিধাতা তোমাকে রন্ধন-কার্য্যে বড় বিচক্ষণা করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার এই পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আজ সযত্নে রন্ধন কর; ললিতাদি সখীগণ, রন্ধনোপযোগী সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহায়তা করিবে ॥ ৫৬ ॥

ইহা নিশ্চয় জানিও, রন্ধনের নিমিত্ত তোমার যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার কিছুরই অভাব নাই। সকলই আমার ভাণ্ডারে বিদ্যমান আছে। কেবল বিবেচনা মত চাহিয়া লইও। হে রাধে! তুমি সাক্ষাৎ কমলারূপিণী, সুতরাং আমার ভবনে এই যে কৃপা দৃষ্টিপাত করিতেছ, ইহাতেই আমার সমস্ত গৃহ বিবিধ সম্পদে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥ *

• ধনিষ্ঠা।—শ্রীললিতা সখীর যূথ। ইনি পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের স্থায় সমস্নেহা সখী। প্রিয় সখী যূথে পরিগণিতা হইলেও দাসী অভিমান। ধনিষ্ঠা, গুণমালা প্রভৃতি শ্রীনন্দালয়-স্থিতা, এবং দূতীকার্য্যে নিযুক্তা। "সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" উজ্জ্বলে এই ধনিষ্ঠা সখী সমস্নেহা মধ্যে গণ্যা হইলেও কৃষ্ণ-স্নেহাধিকা বলিয়া বিখ্যাতা। "যা পূর্ব্বং প্রাইত্যুক্তা তাস্তু স্নেহাধিকা হরৌ।" উজ্জ্বলে। তদ্বিশেষঃ। যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—"কাননা-

তদিহ বিবিধ তেমনোপযোগি-
শ্রুতমথ দৃষ্টমবৈষি যদ্যদগ্র্যং ।
তদাখিলমবলোক্য বস্তুজাতং
সপদি গৃহাণ ধনিষ্ঠয়েব তেভ্যঃ ॥ ৫৮ ॥
সরসমিতি নিদিশ্য যাতবত্যাং
তনয়সমানয়নাপ্লবাদি হেতোঃ ।
প্রীতনিয়তক্রতৌ সখীষু লগ্নাঃ
স্বনুচরিকাস্বপি সেবনোদ্যতাসু ॥ ৫৯ ॥

তেভ্যো গৃহেভ্যঃ সকাশাৎ ধনিষ্ঠয়া সহ ॥ ৫৮ ॥

সরসং যথাস্যাত্তথা ইতি নিদিশ্য প্রতিনিয়ত ক্রতৌ স্ব স্ব কার্য্যে ললিতাদি সখীষু লগ্নাসু এবং কিঙ্করীষু বীজনাদিব্যাপারে উদ্যতাসু সতীষু সা আবভৌ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

অতএব বিবিধ ব্যঞ্জনের উপযোগী যে যে উত্তম উপাদানের কথা তুমি শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, সে সমুদয় দ্রব্যই যখন আমার গৃহে আছে তখন তোমার যে যে দ্রব্য প্রয়োজন ধনিষ্ঠার সহিত দেখিয়া গৃহ হইতে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

এইরূপ স্নেহ মধুর বাক্যে শ্রীরাধার প্রতি রন্ধন কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ব্রজেশ্বরী পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্নানাদির নিমিত্ত আনয়ন করিতে

দিগন্তাঃ সখ্যো। বৃন্দাকুন্দলতাদয়ঃ। ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা ব্রজেশ্বর গেহগাঃ ॥" আবার "ব্রজবিলাসে" বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্রজেশ্বর্যানীতা বত রসবতী কৃত্য বিষয়ে
মুদা কামং নন্দীশ্বর গিরি-নিকুঞ্জে প্রণয়িনী ।
ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িত মভিতাং সারয়তি যা
ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণ প্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে ॥"

অর্থাৎ—পাককার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রজেশ্বরী যাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং যিনি প্রফুল্ল চিত্তে নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে গমন পূর্ব্বক কৌশলক্রমে তথায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধাকে রাসক্রীড়া নির্ব্বাহের নিমিত্ত অভিসার করান, সেই শ্রীরাধিকার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠাকে ভজনা করি। প্রণাম, যথা—পদ্ধতিপ্রদীপে—

"নমামি গুণমালাং শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরূপিণীং ।
শ্রীবৃন্দাবনাধিপতিকাং কৃষ্ণপ্রেমানন্দাবিবর্দ্ধিনীং ॥"

করপদ মবনিজ্য পাককৃত্যা
তনু গুণ-মণ্ডন-মুক্ত কণ্ঠ পাণিঃ ।
হলধর-জননীং প্রণম্য রাধা
সুরভি মহানস্ মাবভৌ বিশন্তী ॥ ৬০ ॥
(যুগ্মকম্)

পচন-চতুরতা রতাসি জাতে !
পচ মনসা তব ভাতি যদ্ যথা তৎ ।
অপচ মহামিয়স্ত মেব কালং
তব গুরুভার মপাচিকীর্ষুরেব ॥ ৬১ ॥

অবনত মুখপঙ্কজা তয়া সা
দ্রুতমুপগুহ্য সুতেব লাল্যমানা ।

অবনিজ্য প্রক্ষাল্য । পাককৃত্যস্থা তনুগুণমণ্ডনেন হারোর্ম্মিকাদিনা মুক্তাঃ কণ্ঠপাণ্যাদয়ো যস্যাঃ ॥ ৬০ ॥

গমন করিলেন। এদিকে শ্রীললিতাদি সখীগণ স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরিচারিকাগণ ব্যজনাদি দ্বারা শ্রীরাধাকে সেবা করিতে সমুৎসুক হইলেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরাধা করপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাককৃত্যের প্রতিবন্ধক বোধে কণ্ঠের হার ও করপদ্মশোভি উর্ম্মিকা প্রভৃতি ভূষণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং শ্রীবলরাম জননী রোহিণীদেবীকে প্রণাম করিয়া সুরভি রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৬০ ॥

রোহিণীদেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বৎস ! তুমি রন্ধন কার্য্যে বড় সুচতুরা ; সুতরাং তোমার মনে যেমন উদিত হইবে, তুমি সেই সেই মত পাক কর। তুমি আসিবে জানিয়াও আমি তোমার গুরুভার লঘু করিবার উদ্দেশেই এতক্ষণ পাক করিলাম জানিবে ॥ ৬১ ॥

সিতবসনসমাস্তৃতাং চতুষ্কা-
মনুতনুরুহ্যপবেশিতা বলেন ॥ ৬২ ॥
অগুরু-সরল-দেবদারু দারু
জ্বলনপরিশ্রিত-চুল্লিকাচয়াগ্রে ।
নিহিত-বহুবিধ-পাত্ররাজিরাজদ্
বহুবিধ তেমন-সাধু-সাধনার্থম্ ॥ ৬৩ ॥
জ্বলন-কলন-পাত্রধারণোন্ন-
ত্যবনতি-মূর্চ্ছন-দর্ব্বিচালনাদ্যৈঃ ।
ত্রিবলি কুচ-ভুজাং স-কম্পচেলো-
চ্চলনবশাদুদপাদি য স্তুদাস্যাঃ ॥ ৬৪ ॥

রোহিণী আহ। হে জাতে! পুত্রি! রাধে! তব গুরুভার মপাচিকীর্ষে রহং এতাবন্তং কালং অপচং ইতঃপরং তব মনসি যদ্ যদ্ ভাতি তৎ পচ ॥ ৬১ ।

চতুষ্কীমনু চতুষ্ক্যাং সুতনুঃ রাধা বলাৎকারেণ উপবেশিতা ॥ ৬২ ।

এতেষাং দারুণাং কাষ্ঠানাং জ্বলনৈঃ পরিশ্রিতস্য চুল্লিকা সমূহস্য অগ্রে নিহিত পাত্র শ্রেণ্যাং রাজৎ তৎ তেমনস্য ব্যঞ্জনস্য সাধু সাধনার্থং নিষ্পাদনার্থং। জ্বলন-দর্শনং পাত্রধারণং এবং পাত্রস্য উন্নতিঃ অবনতিশ্চ। মূর্চ্ছনং 'ছোক' ইতি

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ঈষৎ লজ্জাবশতঃ বদন-কমল অবনত করিলেন। রোহিণীদেবী তৎক্ষণাৎ কোলে লইয়া শ্রীরাধাকে কন্যার ন্যায় আদর করিতে লাগিলেন; তারপর চুল্লীর নিকটস্থিত শুভ্রবসনাবৃত চৌকার উপর বরতনু শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিলেন ॥ ৬২ ॥

অগুরু-সরল-দেবদারু প্রভৃতি সুগন্ধি কাষ্ঠ সংযোগে চুল্লীনিচয় প্রজ্বলিত হইতেছে, আর তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ পাত্ররাজীর উপর বহুপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের নিমিত্ত বিবিধ সামগ্রী সুন্দররূপে সাজান রহিয়াছে ॥ ৬৩ ॥

মধুরিমভরমচ্যুতঃ স্বসৌধ-
স্ফুরিতগবাক্ষধৃতেক্ষণঃ পিবং স্তং।
মদনমদমুদঞ্চিতং বিবৃণ্বন্
কিমপি জগাদ পটুর্ব টুমিষেণ॥ ৬৫ ॥

(সন্দানিতকং)

প্রসিদ্ধং। এতৈঃ করণৈঃ ত্রিবল্যাদীনাং উচ্চলনবশাৎ যো মধুরিমভর উদপাদি। তং মধুরিমভরং অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সেবন্ সন এবং উদঞ্চিতং কন্দর্পমদং বিবৃণ্বন্ বিবরিতুং বটুং মধুমঙ্গলং প্রতি কিমপি জগাদ, ইতি তৃতীয় শ্লোকেন সহান্বয়ঃ। কথম্ভূত স্বসৌধে স্বগৃহে যঃ স্ফুরিতো গবাক্ষসমূহ স্তত্র ধৃতং ঈক্ষণং যেন॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫।

শ্রীরাধা রন্ধনার্থ উপবেশন করিয়া কখন চুল্লীনিচয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে কি না দেখিতেছেন, কখন পাকপাত্র ধারণ করিতেছেন, কখন তাহা উত্তোলন করিতেছেন কখন বা পাকশেষ হইয়াছে জানিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া ফেলিতেছেন কখন বা দৰ্ব্বীসঞ্চালন করিতেছেন ইত্যাদি কার্য্যে শ্রীরাধার ত্রিবলী, পয়োধর, ভুজ ও স্কন্ধ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং বস্ত্রের উচ্চলন বশতঃ তাঁহার অনিন্দ্য অঙ্গ-মাধুরী মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত হইতে লাগিল॥ ৬৪ ॥

পাকশালার পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণের বাসভবন। বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ এই সময় রন্ধনশালার সন্নিহিত গবাক্ষপথে স্বীয় অবাধ্য নয়ন ন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধার সেই অতুলনীয় মাধুর্য্য-সুধা অনিমেষে পান করিতে লাগিলেন। আমরি! সে প্রাণামোদী মাধুরী-সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে করিতে উদ্দীপ্ত মদন-মদে শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই কন্দর্পাবেশের কারণই শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া পরীহাসপটু মধুমঙ্গল-কে বলিতে লাগিলেন॥ ৬৫ ॥

সুমধুরতর কণ্ঠধ্বনিগাত্মপ্রিয়ায়াঃ
শ্রুতি-চষকযুগান্তবে শয়িত্বৈকতানম্।
পচনবিধিষু চেতস্তচ্চকর্ষৈব তেভ্যা
স্তদপি ন কিমপাক্ষীৎ সাধু সাভ্যস্তবিদ্যা ॥৬৬॥
সরভসমিতি কৃত্য ব্যাপৃতিং ব্যঞ্জয়ন্তী
স্তত ইত উপযান্তীঃ স্বাঃ গিরঃ শ্রোতুকামাঃ।

পচনবিধিষু একতানং একান্তাসক্তং যচ্চেতঃ তৎ তেভ্যঃ পচনবিধিভ্যঃ সকাশাৎ চকর্ষ আকর্ষং কৃতবান্। তথাপি সাধু কিং ন অপাক্ষীৎ। যতঃ সা রাধা পাকবিষয়ে অভ্যস্ত-বিদ্যা ॥ ৬৬ ॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বকীয়া গিরঃ শ্রোতুকামা ললিতাদ্যা স্বসখী। ভাবি-রাধিকাসঙ্গ রূপ স্বাভিলষিতং অবেদয়ৎ বিজ্ঞাপয়ামাস। কথম্ভূতাঃ সরভসং সহর্ষং যথাস্যাত্তথা

প্রিয়তমাকে কৌশলে আপনার উপস্থিতি জ্ঞাপন করাই বটুর সহিত বাক্যালাপের উদ্দেশ্য। তাই, আপনার বংশী-বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রীরাধার শ্রবণ চষকযুগে পরিবেশন করিলেন। প্রাণকান্তের সেই কমনীয় কণ্ঠধ্বনি মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার মরম-বাণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। অমনই মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার রন্ধনবিষয়ে একান্তাসক্ত চিত্ত রন্ধনব্যাপার ভুলিয়া বাঞ্ছিতের দিকে আকৃষ্ট হইল। আমরি! রসিকরাজ যদিও এইরূপে চিত্তাকর্ষণ করিলেন, তথাপি ঐকান্তিকতার অভাবে তাঁহার রন্ধন গৌরবের কোন ব্যাঘাতই উপস্থিত হইল না। যেহেতু শ্রীরাধা রন্ধন বিষয়ে সুন্দররূপেই অভ্যস্ত-বিদ্যা। অভ্যস্ত কর্ম্ম ঐকান্তিকতার অভাবেও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর ললিতাদি সখীগণ সহর্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে যেন কত ব্যাপৃত আছেন, এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বাক্য শ্রবণাভিলাষে কোন ব্যাপার ছলে তাঁহারই কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকেও ঈষৎ ঈষৎ অপাঙ্গে

লঘু লঘু নিজদিশ্যপ্যক্ষিকোণং ক্ষিপন্তীঃ
স্বগভিলষিতমস্মাবেদয়ত্তৎ সখীঃ"সঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
প্রেয়োগেহগগনানুমোদনো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ইতি কৃত্যব্যাপারং ব্যঞ্জয়ন্তীঃ কিঞ্চিদ্ ব্যাপারমিষেণৈব শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধৌ ভ্রমন্তী- রিত্যর্থঃ। নিজদিশি শ্রীকৃষ্ণদিশি ॥ ৬৭।

ইতি টীকায়াং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ !

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নাগরবর শ্রীকৃষ্ণও সুযোগ বুঝিয়া ভাবি-প্রিয়া-সঙ্গরূপ নিজ অভিলাষ তাঁহাদের নিকট ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে পঞ্চম সর্গ ॥৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ধারাধরবপুর্নারায়ণোঽস্মান্ স প্রসীদতু।
ইত্যেবাধ্যাপয়ৎ কিঞ্চিৎ স নব্যং শুকশাবকম্ ॥ ১ ॥

স্বপ্রেয়সী-দর্শনেন জাতস্য চিত্তক্ষোভস্য শান্ত্যর্থ মুপায়ান্তরাভাবাত্তস্যা নাম কীর্ত্তনমেব কিঞ্চিন্মিষেণ কর্ত্তুমারভতে। ধারেতি। ধারাধরো মেঘঃ ॥ ১ ॥

রন্ধনশালা-সন্নিহিত গবাক্ষপথে শ্রীকৃষ্ণ, পাকক্রিয়ারতা শ্রীরাধিকার প্রীতিময়ী সৌন্দর্য্য-মাধুরী দেখিতে দেখিতে প্রেমের আকুল আবেগে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন সেই প্রেম-প্রতিমাকে হৃদয়-রত্নপীঠে স্থাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শতবাহু প্রসারিত হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া পাক-ক্রিয়া-পরিশ্রান্তা প্রাণ প্রিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া শিশির-সম্পৃক্ত প্রভাত-কমলের ন্যায় তাঁহার স্বেদাম্বু-কণা-মণ্ডিত বদন-কমলে শত-চুম্বন রেখা অঙ্কিত করেন, কিন্তু গুরুজনের অবস্থান জনিত শঙ্কা ও সঙ্কোচ আসিয়া সে সুখের কল্পনায় মুহুর্মুহু বাধা প্রদান করিতে লাগিল। এমন সুধাস্বাদু সুশীতল বারিপূর্ণ সরসী সম্মুখে—পিপাসার্ত্ত তাঁহার শুষ্ককণ্ঠ লইয়া কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ বড় ব্যথিত হইলেন। তখন প্রিয়তমা শ্রীরাধার নামকীর্ত্তন ভিন্ন সেই চিত্তক্ষোভ প্রশমনের অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু গুরুজন-সঙ্কুল স্থানে প্রকাশ্যভাবে শ্রীরাধা-নামগ্রহণও ত সম্ভবপর নহে? তাই, চতুর-চূড়ামণি একটী নবীন শুক-শাবককে অধ্যয়ন করাইবার ছলে কৌশলে শ্রীরাধা নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন—কহিলেন—"পড় শুক!—

তত্রাপি ধারাধারেতি ধারয়ন্ পঠন্মুহুঃ ।
লালয়ন্ দাড়িমীবীজান্যাশয়ন্নন্তরান্তরা ॥ ২ ॥
বটুমাহ ভবান্ কাগাৎ প্রাতঃ সম্প্রতি লক্ষিতঃ ।
সখেন খেলামদ্রাক্ষীর্মল্লরঙ্গাজিরেহদ্য নঃ ॥ ৩ ॥

একদা সমস্তাক্ষর-ধারণে অসমর্থং নবীন-শুকবালকং পুনঃ খণ্ডশঃ পাঠয়তি। তত্রাপীতি। ধারাধরেত্যব্যবহিতোচ্চারণে কৃতে রাধারাধেতি নামকীর্ত্তনং স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

সম্প্রতি লক্ষিতো ভবান্ প্রাতঃকালে কুত্রাগাৎ ॥ ৩ ॥

"ধারাধর সম যাঁর অঙ্গের বরণ ।
প্রসন্ন হউন মোরে সেই নারায়ণ ॥"

কিন্তু নবীন শুক শাবক সমস্ত অক্ষর-মণ্ডিত এই কবিতাটী একবারে পাঠ করিতে অসমর্থ হইল দেখিয়া, কবিতাটীর পদ-বিশ্লেষণ করিয়া পুনরায় পড়াইতে লাগিলেন, তাহাতেও অসমর্থ হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোমল কর-পল্লবে শুক-শাবকের অঙ্গ-মার্জ্জনা করিতে করিতে এবং মধ্যে মধ্যে দাড়িম্ববীজ ভক্ষণ করাইতে করাইতে পুনরায় শুক-শাবককে পড়াইতে লাগিলেন—"পড় শুক ! ধারা-ধা-রাধা-রা-ধা—"এই ধারাধারা শব্দের অব্যবহিত উচ্চারণে 'রাধা রাধা' নাম সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপেই তখন বিদগ্ধ চূড়ামণি শুকের অধ্যাপন ছলে স্বয়ং শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

এমন সময়ে পরিহাস-পটু বটু মধুমঙ্গল আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বটুকে কহিলেন—"সখে ! তুমি আজ এত বিলম্বে আসিয়া দেখা দিলে কেন ? প্রাতঃকালে কোথায় গিয়াছিলে ? তুমি আজ মল্ল-রণাঙ্গণে আমাদের মল্ল ক্রীড়া ত দেখিতে পাইলে না ? ॥ ৩ ॥

প্রসর্পসর্পোৎসর্পাদি কৌশলং কৌ শলন্তু কে ।
যদকারি ময়াধারি দারুপর্য্যঙ্গরিঙ্গণম্ ॥ ৪ ॥
চিত্রব্যায়ামবৈবিধ্যং মিত্রবৃন্দাভিনন্দিতম্ ।
তেন প্রত্যেকমাতেনে একেনাজির্ব্বিরাজিনী ॥ ৫ ॥
উত্থাপনাবপাতাদ্যৈর্জঙ্ঘাজানূরুবেষ্টনৈঃ ।
প্রগণ্ডচণ্ডাস্ফোটৈস্তদ্বাহুবাহব্যহযোধয়ম্ ॥ ৬ ॥

মল্লস্থলীয়খেলামেব বিবৃণোতি । প্রসর্পাদীনাং খেলা-প্রভেদানাং যৎ কৌশলং অকারি তৎ । কৌ পৃথিব্যাং কে শলন্তু জানন্তু । শলস্থলপদ্মগতৌ শলের্গত্যর্থস্থ জ্ঞানার্থত্বাৎ । দারুপর্য্যঙ্গরিঙ্গণং মল্লকাষ্ঠস্যাগ্রদেশ পর্য্যন্তং দেহস্থ গমনং ময়া অধারি । তথা চ ময়া কৃতাং মালকাষ্ঠ-ধারণমিতি তাং প্রসিদ্ধাং খেলাং কে জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দণ্ডবৎ-পতিতস্থ দেহস্থ ক্রিয়া-বিশেষরূপশ্চিত্রব্যায়াম স্তস্থ বৈবিধ্যং। এবং মিত্রবৃন্দাভিনন্দিতং চ যথাস্থাত্তথা। তেন মিত্রবৃন্দেন সহ প্রত্যেকং একেন ময়া আজির্যুদ্ধং আতেনে ॥ ৫ ॥

অত্যকার খেলার ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত। সর্প প্রসর্প-উৎসর্পাদি ক্রীড়ায় আমি যে আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই ধরাতলে কেহই জানেনা এবং দারুপর্য্যঙ্করিঙ্গণ অর্থাৎ দেহের সাহায্যে মল্লকাষ্ঠের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া বা মল্ল কাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক যে প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছি, সে খেলাও কেহ জ্ঞাত নহে ॥ ৪ ॥

তারপর দণ্ডের ন্যায় একজন ভূতলে পতিত হইলে তাহার সেই লম্বমান দেহ-দণ্ড লইয়া এরূপ আশ্চর্য্য বিবিধ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছি যে, তদ্দর্শনে মিত্রবৃন্দ আমাকে শত-মুখে অভিনন্দন করিয়াছে এবং আমি একা তাহাদের প্রত্যেকের সহিত সুন্দর মল্লযুদ্ধ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

বটুরাহ পটুর্যাতি মাদৃশো ন দৃশোঃ পদং।
অদ্রাক্ষো যদধীতিশ্চেত্ত্বাং সা বিস্মাপয়িষ্যতে ॥৭॥
কিমধ্যাগীষ্ঠা ভো জ্যোতিঃ কুতস্তদ্ভাগুরেগুরোঃ।
ফলং কিং তস্য সার্ব্বজ্ঞং ব্রূহি তন্মে মনোগতম্ ॥ ৮ ॥

কূর্ম্মাকারতয়া পৃথিব্যাং স্থিতস্য উত্থাপনং। এবং উত্থিতস্যাবপাতনাদ্যৈঃ করণৈঃ প্রগণ্ডবাহুস্তত্র যে চণ্ডস্ফোটা স্তৈশ্চ তৎ মিত্রবৃন্দং বাহূবাহবি যথাস্যাত্তথা অহং অযোধয়ং যুদ্ধং কারয়ামাস। বাহুভ্যাং বাহুভ্যামিদং যুদ্ধং বৃত্তমিতি বাহূবাহবি ॥ ৬ ॥

মাদৃশঃ পটুঃ দৃশোঃ পদং ন যাতি। মম যৎ অধীতিং চেৎ যদি ত্বং অদ্রাক্ষ্যঃ তদা সা অধীতিরধ্যয়নং ত্বাং বিস্ময়ং অকারয়িষ্যত ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ।—জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতং চেৎ মম মনোগতং ব্রূহি ॥ ৮ ॥

পরন্তু জঙ্ঘা, জানু ও উরু বেষ্টন-পূর্ব্বক কূর্ম্মাকারে তাহাদের প্রত্যেককে ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপন ও অবপাতনাদি বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছি এবং প্রচণ্ড বাহুস্ফোটপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বাহুতে বাহুতে যুদ্ধ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

এই অপূর্ব্ব ক্রীড়ারঙ্গের কথা শুনিয়া বটু স্বীয় স্বভাবসুলভ পরিহাসভঙ্গীতে কহিলেন,—"আহা! আমার ন্যায় রণপটু যদিও তোমার নয়নপথগামী হয় নাই, তথাপি আমার যে শিক্ষা, তাহা অবগত হইলে নিশ্চয়ই তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥

তখন সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখে! কি শিক্ষা করিয়াছ?" তদুত্তরে মধুমঙ্গল কহিলেন—"জ্যোতিঃশাস্ত্র!" শ্রীকৃষ্ণ—"কাহার নিকট?" মধু—"গুরু ভাগুরীর নিকট।" শ্রীকৃষ্ণ—"এ শিক্ষার ফল কি?" মধু—"সর্ব্বজ্ঞতা।" শ্রীকৃষ্ণ—"তবে আমার মনোগত অভিপ্রায় কি, বল দেখি?" ॥৮॥

ব্রবীমি সর্ব্বমেতত্তে ক্ষণাদেবাত্র কো বিধিঃ।
অধুনা তেন লগ্নানুসারেণ গণনৈব হি ॥ ৯ ॥
ইত্যুক্ত্বাঙ্গুলি-পর্ব্বতো গণনোঽথাঙ্কিতাবনিঃ।
মুহুর্বিভাব্য স্বং পশ্যন্ কম্পয়ন্ শীর্ষমাহ তং ॥ ১০ ॥
একোঽদ্রিরস্তি তস্যাগ্রে রম্যা কাচিদুপত্যকা।
তস্যাং সরোদ্বয়ং লগ্নং তত্র হংসীমুপাগতাম্ ॥ ১১॥
দিধীর্ষাসি ত্বং খেলার্থং সা স্বমুখেন পালিতা।
নাদত্তে ত্বৎকরগ্রাহং স্বঞ্চ তত্রাতি সাগ্রহঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। কোঽত্রবিধিঃ প্রকারো বদ। প্রকারমেবাহ অধুনেতি ॥৯॥

অঙ্গুলিপর্ব্বণি আত্তা গৃহীতা গণনা যেন। তথা গণনার্থং অঙ্কিতা অবনির্যেন সঃ। তং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ১০ ॥

অদ্রিরত্র গোবর্দ্ধনঃ। তস্য উপত্যকা নিকটবর্ত্তিনী ভূমিঃ তস্যাং সরোবরদ্বয়ং রাধাকুণ্ডং শ্যামকুণ্ডঞ্চ। হংসী রাধিকাস্থানীয়াং ॥ ১১ ॥

সা হংসী ॥ ১২ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—"আমি ক্ষণকালমধ্যে তোমার মনোগত সকল কথা বলিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ—"কি প্রকারে বলিবে?" মধু—"এই সময়ের লগ্নানুসারে গণনা করিয়া" ॥ ৯ ॥

এই বলিয়া মধুমঙ্গল স্বীয় অঙ্গুলিপর্ব্ব গণনা করিয়া ভূমিতলে বিবিধ অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন—ভাবে বোধ হইল যেন, গণনার ফল সঠিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। তারপর দর-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥১০॥

"সখে! আমি গণনায় দেখিলাম, তোমার পুরোভাগে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার উপত্যকা পরম রমণীয়, তথায় দুইটী সরোবর বিরাজিত, তাহাতে একটী রাজহংসী বিচরণ করিতেছে ॥ ১১ ॥

ক্রীড়ার নিমিত্ত তুমি তাহাকে নানাপ্রকারে ধরিবার প্রয়াস

বিবিধং নিমগাদৎসে তত্র সা ন প্রমাদ্যতি।
ইত্যেবমুজ্জ্বলজ্যোতির্বিদাজ্ঞাপি ময়া সখে ॥১৩॥
(সন্দানিতকম্)

কৃষ্ণঃ প্রাহ মহাবিজ্ঞ! জ্ঞাতমেব মনোগতম্।
লভ্যেত বা ন বা হংসী সাদ্যেতদপি গণ্যতাম্ ॥১৪॥
ক্ষণং স তুষ্ণীং ভূয়াখ্যদীক্ষিতং তত্র কারণম্।
শাখাং কাঞ্চিদ্বিবর্ণাগ্রামাশ্রিত্যৈকত্র তিষ্ঠতা ॥ ১৫ ॥

ন প্রমাদ্যতি তত্র সাবধানা ভবতীত্যর্থঃ। উজ্জলজ্যোতির্বিদা ময়া ইত্যেবং অজ্ঞাপি। পক্ষে উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গারঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

তত্র প্রাপ্তৌ কারণং ময়া ঈক্ষিতং ইতি আখ্যাৎকারণমেবাহ। বৈবর্ণ্যং যুক্তাং বৃক্ষস্য কাঞ্চিং শাখাং আশ্রিত্য অগ্রাবৃক্ষ্য তলে একত্র তিষ্ঠতা অথচ তস্যা

করিতেছ, কিন্তু ধরিতে পারিতেছ না। সে হংসী নিজযুথকর্ত্তৃক পরিপালিতা বলিয়া সহজে তোমার করায়ত্তা হইতেছে না। অথচ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তুমি অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছ ॥ ১২ ॥ *

সত্য বটে, তুমি তাহাকে ধরিবার বিবিধ কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছ, কিন্তু সে তোমার জালে পড়িয়া প্রমাদগ্রস্তা হইবার পাত্রী নহে—বড়ই সাবধানা, কোনপ্রকারেই তাহার ধরা পাইবে না। হে সখে! আমি উজ্জ্বল-জ্যোতির্বিদ্ † গণনা দ্বারা ইহাই অবগত হইয়া তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম ॥ ১৩ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"ওহে মহাবিজ্ঞ! তুমি প্রকৃতই আমার মনের ভাব অবগত হইয়াছ। কিন্তু অদ্য আমার সে হংসীলাভ হইবে কি না? গণনা করিয়া দেখ" ॥ ১৪ ॥

মধুমঙ্গল গণনার ভানে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া কহিলেন—

---

* এস্থলে পর্ব্বত—গিরি গোবর্দ্ধন, তাহার সান্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডই সরোবরদ্বয় এবং হংসীই শ্রীরাধারানীয়া।

† উজ্জ্বল-জ্যোতির্বিদ্—শৃঙ্গার জ্যোতির্বেত্তা অর্থাৎ শৃঙ্গার-রস সম্বন্ধীয় বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ।

তৎ পক্ষপাতবৈচিত্রীং পশ্যতা লক্ষিতং ত্বয়া ।
সা স্যাল্লভ্যা সুখেনৈবং হংসী বংশীহৃতান্তরা ॥১৬॥
(যুগ্মকম্‌)
নির্দ্ধারিতমিদং দেহি শীঘ্রং মে পারিতোষিকম্‌ ।
যাবান্‌ শ্রমস্তং বেৎস্যেব গণনে গ্রহচালনে ॥১৭॥

হংসাঃ 'পাখ' ইতি প্রসিদ্ধস্য পক্ষস্য পাতবৈচিত্রীং পশ্যতা ত্বয়া আলক্ষিতং যথা-স্যাত্তথা সা হংসী লভ্যা, কিন্তু বংশ্যাহৃতং অন্তঃকরণং যস্যা । এবম্ভূতা সতী । মুরলীশ্রবণাৎ পশুপক্ষিণামপি মনোহরণপ্রসিদ্ধেঃ । পক্ষে বি ইতিবর্ণোহগ্রে যস্যা এবম্ভূতাং শাখাং অর্থাৎ বিশাখাং আশ্রিত্য একস্মিন্‌ স্থলে তিষ্ঠতা অথচ তস্যা বিশাখায়াঃ পক্ষপাতস্য সাহায্যস্য বৈচিত্রীং পশ্যতা ত্বয়া । যদ্যপি বংশ্যা-হৃতান্তরা তথাপি বিশাখায়াঃ সাহায্যং যৎকিঞ্চিৎ বাম্যদূরীকরণার্থমিতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৫।১৬।১৭ ॥

"ওহে সখে ! তোমার হংসী-প্রাপ্তির কারণ গণনা করিয়া দেখিলাম, বিবর্ণাগ্রা কোন তরুশাখা অবলম্বন করিয়া সেই হংসীর পক্ষপাত-বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তুমি বংশীধ্বনি দ্বারা তাহার মনোহরণ করিলেই সেই হংসী অলক্ষিতভাবে তোমার সুখলভ্যা হইবে । জান ত, তোমার মোহন বংশীধ্বনি পশুপক্ষী-স্থাবর জঙ্গম নিখিল জগতের মন, হরণ করিয়া থাকে ।

মধুমঙ্গল শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, 'বি' এই বর্ণ যাহার অগ্রে বিদ্যমান, তাদৃশী 'শাখা' অর্থাৎ বিশাখানাম্নী শ্রীরাধাসখীকে আশ্রয় পূর্ব্বক একস্থানে অবস্থান করিয়া, সেই বিশাখার পক্ষপাত (স্বপক্ষে সহায়তা) বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে বংশীরবে চিত্তহরণ করিলেই তুমি শ্রীরাধা-হংসীকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবে । কেবল বংশী-ধ্বনি-শ্রবণেই শ্রীরাধার চিত্তহরণ হইলেও তাহার বাম্যভাব দূর করিবার নিমিত্ত বিশাখার কিঞ্চিৎ সাহায্য একান্ত আবশ্যক জানিবে ॥১৫।১৬॥

এইত সখে ! আমার গণনায় ইহাই নির্দ্ধারিত হইল । এক্ষণে

ততঃ করকবীজৈস্তৎ করৌ স সমপূরয়ৎ।
তান্যশ্নন্নব্রবীৎ কৃষ্ণং বটুঃ পীনাংসটুঃ পটুঃ ॥ ১৮ ॥
ভো বয়স্য বয়স্যত্র সবয়স্যপি ময্যহো।
সমকারি সমঃ সংপ্রত্যাদরো ভবতা কৃতঃ ॥ ১৯ ॥
এষ যন্নাম পঠতি ত্বং তৎ প্রাপকবেদভাক্।
যুবয়োর্দ্বিজয়ো স্তস্মাদাদরোঽর্হতি তুল্যতাম্ ॥ ২০ ॥

তস্য মধুমঙ্গলস্য করৌ দাড়িমবীজৈঃ করকৈঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ। বটুঃ কীদৃশঃ পীনোঽংসটুঃ স্কন্ধদেশো যস্য ॥ ১৮ ॥

ভো বয়স্য! কৃষ্ণ! অত্র বয়সি পক্ষিণি এবং স-বয়সি ময্যপি দাড়িম্ববীজদানেন সংপ্রতি সমঃ আদরঃ কথং ত্বয়া অকারি ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ।—এষ শুকঃ যস্য নারায়ণস্য নাম পঠতি, ত্বঞ্চ তৎপ্রাপকবেদশাস্ত্রভাক্। পক্ষে যস্যা নাম রাধা রাধা ইতি পঠতি ত্বং তৎপ্রাপকজ্ঞানং ভজসে ॥ ২০ ॥

আমাকে শীঘ্র পুরস্কার প্রদান কর। গণনায় ও গ্রহচালনে যে কিরূপ পরিশ্রম তাহা ত তুমি সকলই অবগত আছ ॥ ১৭ ॥

এই বলিয়া মধুমঙ্গল পারিতোষিক লাভাশায় যেমন অঞ্জলি প্রসারণ করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণ দাড়িম্ব বীজ দ্বারা তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ করিলেন। স্থূলস্কন্ধ সুপটু বটু অবিলম্বে সেই দাড়িম্ব-বীজগুলি ভক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'ওহে বয়স্য! তোমার বেশ ত বিবেচনা! কি আশ্চর্য্য, তুমি এই বয়স অর্থাৎ পক্ষীকে এবং আমি যে তোমার সবয়স অর্থাৎ বয়স্য, আমাকে সম্প্রতি দাড়িম্ব-বীজদানে সমান আদর করিলে কেন? একটা বন্য পাখীর সহিত এই পরমবন্ধু ব্রাহ্মণ কুমারের তুল্য সমাদর করা তোমার উচিত হইল কি! ॥ ১৯ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে কহিলেন—'ওহে গণকরাজ! আমার এই দ্বিজ (শুকপক্ষী) যাহার নাম অর্থাৎ যে 'নারায়ণ' নাম পাঠ করিতেছে,

কিন্তু বিদ্বাংস্ত্বমেকং তৎ করকং চ গৃহাণ মে।
ইতি তদ্দত্তমাদায় হৃষ্যন্ স প্রাহ চাশিষঃ ॥ ২১ ॥
মহ্যং বিপ্রায় যদদাস্ত্বমেকং করকং ততঃ।
ভাবিতেহদ্য করপ্রাপ্তমভীষ্টং করকদ্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
প্রিয়া দ্বিজালীঃ সন্তর্প্য সখে! স্বলপনামৃতৈঃ।
ভোজয় স্বস্তি তেঽদ্যাহ্নি ভাবিনী সুখ-সঙ্গতিঃ ॥ ২৩ ॥

তত্ত্বমাং অধিকং একং করকং গৃহাণ। আশিষঃ আশীর্ব্বাদম্ ॥২১ ২২॥

হে সখে! প্রিয়া দ্বিজালীঃ পক্ষি-ব্রাহ্মণশ্রেণীঃ স্বস্য লপনামৃতৈর্ব্বচনামৃতৈঃ করণৈঃ সন্তর্প্য ভোজয়। তে তব স্বস্তি মঙ্গলং অস্তু, কিন্তু অদ্য অহ্নি এব সুখ-

তুমিও দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) তৎপ্রাপক অর্থাৎ সেই নারায়ণ-প্রাপ্তি-বিষয়ক বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; সুতরাং তোমরা দুই দ্বিজই ত তুল্য সমাদর পাইবার যোগ্য।"

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—এই শুকপক্ষী যাহার নাম পাঠ করিতেছে, সেই রাধা প্রাপ্তির উপায় তুমি যখন অবগত আছ, তখন তোমরা উভয়েই আমার তুল্য আদর পাইবার উপযুক্ত ॥ ২০ ॥

"তবে তুমি বিদ্বান বলিয়া তোমাকে অধিক একটা দাড়িম্ব ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।" মধুমঙ্গল সেই দাড়িম্ব ফলটা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট-প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সখে! ব্রাহ্মণকে একগুণ দান করিলে, দুইগুণ ফললাভ হয়। অতএব তুমি আমার ন্যায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অদ্য যেমন একটী অখণ্ড দাড়িম্ব দান করিলে, সেইরূপ ভবিষ্যতে তোমারও অভিষ্ট দুইটী দাড়িম্বফল অবশ্য করতলগত হইবে ॥ ২২ ॥

তাইবলি সখে! অদ্য প্রিয়া-দ্বিজালি অর্থাৎ তোমার প্রিয়বন্ধু দ্বিজশ্রেণীকে (পক্ষী ও ব্রাহ্মণশ্রেণীকে) স্বলপনামৃত অর্থাৎ স্বীয় বচনামৃত দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাও;—তোমার মঙ্গল হউক। অদ্য দিবাভাগেই তোমার সুখ-সঙ্গতি লাভ ঘটিবে।

বৎস! কিং কুরুষে কৃষ্ণ! মাবিলম্বস্ব সাম্প্রতম্।
স্নাহি নির্ব্যূঢমন্নাদি ভুঙ্‌ক্ষ মা শীতলী কুরু ॥ ২৪ ॥
ইতি প্রোচ্য ব্রজেশ্বর্য্যা নিযুক্তৈস্তত্র কিঙ্করৈঃ।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন-স্নান-মার্জ্জনাদ্যৈ রসেবি সঃ ॥ ২৫ ॥
(যুগ্মকম্)

সঙ্গতিভাবিনী ভবিষ্যতি। পক্ষে প্রিয়ায়া দ্বিজালীঃ দন্তশ্রেণীঃ স্বকীয়লপনস্থ মুখস্যামৃতৈঃ সন্তর্প্য ভো সখে! ত্বং জয়। অদ্য অহ্নি ভাবিন্যা প্রিয়য়া সহ সুখেন সঙ্গতিঃ সুষ্ঠু অস্তি। আননং লপনং মুখমিত্যমরঃ ॥ ২৩॥২৪ ॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্‌-চাতুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের আকুল হৃদয়ে প্রকৃতই আশার অমৃত-সেচন করিল। তিনি শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—সখে! স্বায় লপনামৃত অর্থাৎ বদনামৃত দ্বারা তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধার দ্বিজালি অর্থাৎ দন্তশ্রেণী সন্তর্পিত করিয়া জয়যুক্ত হও। অদ্য দিবা ভাগেই তোমার প্রেমময়ী শ্রীরাধার সহিত সুখ-সঙ্গতি সুন্দররূপেই সংঘটিত হইবে ॥ ২৩ ॥

এমন সময় তথায় ব্রজরাজ মহিষী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ-পূরিত বাক্যে কহিলেন—বাপ! কৃষ্ণ! তুমি এখনও কি করিতেছ! সম্প্রতি আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র স্নান কর, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ভোজন করিবে চল। আর কালবিলম্ব করিয়া তাহা শীতল করিওনা ॥ ২৪ ॥ *

* তথাহি পদ।—সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, রাধিকা রন্ধন করি। শাক পায়সাদি, পিষ্টক অবধি বেদির উপরে ধরি॥ সহস্র প্রকার, ব্যঞ্জন আচার, রাই সমাপন করি। গোঠেতে হইতে, সখার সহিতে ঘরেতে আইলা হরি॥ নন্দরাণী কহে, যাহ পুত্র সবে, সিনান করিয়া আসি। কানুর সহিতে, পরম পিরিতে, ভোজন করিবে বসি॥ কমল-নয়ন করিতে সিনান, বসিলা বেদির 'পরি। সারঙ্গ যতনে, সিনান-বসনে যোগায় তুরিত করি॥ রক্তকপত্রক, যতেক সেবক, কানুর সিনান তরে। সুগন্ধি শীতল, নির্ম্মল সলিল, ধরল বেদির পরে॥ আনি মধুকণ্ঠ, উদ্বর্ত্তন বাটি, মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে। মদনমোহন, করেন সিনান, সব দাসগণ সঙ্গে॥ সিনান করিয়া, গা খানি মুছিয়া, পরাল পীতম ধড়া। কানুর ভোজন, সোপান কারণ, শেখর পাড়ল সাড়া॥ পঃ কঃ।

তত্র তত্রাতিদক্ষাণামপি প্রেম্নৈব সাকুলা ।
অবিচক্ষণতামাবিশ্চক্রে তেষাং কদাচন ॥ ২৬ ॥
ততশ্চ তত্তৎ সর্ব্বং সা শিক্ষয়ন্ত্যেব তান্ স্বয়ম্ ।
নিষিদ্ধ্যতোঽপি পুত্রস্য চক্রে স্নেহদ্রুতান্তরা ॥ ২৭ ॥
পৌগণ্ডস্পৃগিবাস্যাপি স্তন্যং বিস্মর্ত্তুমক্ষমঃ ।
সুতোঽয়মেতাস্ত্বোদৃষ্ট জনুষোঽত্যন্ত বালিকা ॥ ২৮ ॥
ইতি শুদ্ধাশয়া তত্র তত্র তাঃ কিঙ্করীরপি ।
নিদিশ্য কর্হিচিদ্ যাতি ব্যগ্রা সা বহুকর্ম্মসু ॥ ২৯ ॥

(যুগ্মকম্)

স শ্রীকৃষ্ণ অসেবি ॥ ২৫ ॥

* কিঙ্করাণামবিচক্ষণতাং সা যশোদা আবিশ্চক্রে কথিতবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তান্ কিঙ্করান্ শিক্ষয়ন্তী সা নিষিধ্যতোঽপি পুত্রস্য তত্তৎ সর্ব্বং চক্রে ॥ ২৭ ॥

ইতি ভাবনয়া শুদ্ধাশয়া সা কর্হিচিৎ দিবসে তত্র তৈলাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণি তাঃ কিঙ্করীঃ নিদিশ্য । ভাবনামেবাহ । পৌগণ্ডস্পৃগপি অয়ং সুতঃ বালক এব ।

অনন্তর ব্রজেশ্বরী কিঙ্করদিগকে অনুমতি করিলে তাঁহারা সময়োচিত অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন-স্নান ও মার্জ্জনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

নিয়োজিত কিঙ্করগণ এই সকল সেবাকার্য্যে সুনিপুণ হইলেও বাৎসল্য প্রেম-ভরাকুলা ব্রজেশ্বরী কখন কখন তাহাদের সেই সকল কার্য্যে অবিচক্ষণতা বা ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

তারপর তাহাদিগকে শিক্ষাদিবার ছলে,—নিষেধ করা সত্ত্বেও স্নেহ-বিগলিত চিত্তে স্বয়ং পুত্রের সেই সকল অভ্যঙ্গাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আবার কোন কোন দিন শুদ্ধাশয়া ব্রজেশ্বরী তরুণ-বয়স্ক পুত্রের তৈলাভ্যঙ্গাদি পরিচর্য্যা কার্য্যে শ্রীরাধার নবতরুণী কিঙ্করীগণকে নিয়োজিত করিতেও সঙ্কোচবোধ করেন না ॥ ২৮ ॥

পচ্যমানেঽথ পক্তব্যে পক্বেঽন্নব্যঞ্জনাদীকম্ ।
শৃতে পয়সি দধ্যাদি-বিকারে মোদকাদিকে ॥ ৩০ ॥
অনুসংহিতপুত্রাপ্তি রোচকদ্রব্য-সংগ্রহে ।
একং মনোঽস্যাঃ সর্ব্বত্র চরন্নশ্রান্তিমভ্যগাৎ ॥৩১॥
(যুগ্মকম্)

যতঃ অস্থাপি স্তন্যং বিস্মর্তুমক্ষমঃ। এবং এতাং কিঙ্কর্যাঃ অত্যন্তবালিকাঃ যতোঽহদোদৃষ্টা উৎপত্তির্যাসাং তথাভূতাঃ ॥ ২৮॥২৯ ॥

আবর্ত্তিতে দুগ্ধে। দধ্যাদিবিকারে শিখরিণ্যাদৌ। পূর্ব্বপূর্ব্বদিনে অনুসংহিতা নির্দ্ধারিতা যত্র পুত্রস্যাতিরোচকতা তদ্দ্রব্যসংগ্রহে। এবঞ্চ দুগ্ধপ্রভৃতি তত্তদ্দ্রব্যসংগ্রহে অস্যা যশোদায়া একং মনশ্চরন্নপি শ্রান্তিং ন অভাগাৎ ॥৩০॥৩১॥

তাঁহার মনের ধারণা—"আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই সবে মাত্র পৌগণ্ডদশায় পদার্পণ করিয়াছেন—এখনও স্তন্যপান বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আর এই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীগণ অতি বালিকা উহাদিগকে ত কাল জন্মিতে দেখিয়াছি, সুতরাং বালকের পরিচর্য্যা বালিকা করিলে কোন দোষই হইতে পারে না।" এইরূপ শুদ্ধ-বাৎসল্যের বশবর্ত্তিনী হইয়াই তিনি সেই কিশোরী কিঙ্করীগণকে শ্যামসুন্দরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া বহুকার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কার্য্যান্তর-পর্য্যবেক্ষণে গমন করেন ॥ ২৯ ॥

যে সকল অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করা হইতেছে, যাহা পাক করা হইবে, ও যাহার পাক শেষ হইয়াছে, সেই সকল ভোজ্য দ্রব্যে—কি আবর্ত্তিত দুগ্ধে, কি শিখরিণী প্রভৃতি দধি-বিকারে, কি লড্ডুকাদিতে, কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে যে যে দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় রুচিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, সেই সেই দ্রব্যের সংগ্রহে শ্রীযশোদার একমাত্র মন সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও পরিশ্রান্ত হয় না। ফলতঃ এইরূপ সকল বিষয়ে তাঁহার মন অশ্রান্ত রূপে সন্নিবিষ্ট ॥ ৩০॥৩১ ॥

স্নাতঃ পরিহিতানর্ঘ্য তড়িৎপীতাম্বরদ্বয়ঃ।
মুহুর্মার্জ্জিতধূপোত্থ-ধূম শোভিত-কুন্তলঃ ॥ ৩২ ॥
কঙ্কতীশোধিত প্রোতজাতীক চিকুরাবলিঃ।
বেল্লিতালকবল্ল্যালবাল-জুটাগশম্ভুকঃ ॥ ৩৩ ॥
মুখেন্দু-রাজতা খ্যাপি কাশ্মীর-তিলকালিকঃ।
গণ্ডেন্দু-সখ্যতরল কুণ্ডলদ্যুমণিদ্বয়ঃ। ৩৪ ॥

বস্ত্রাদিনা মুহুর্মার্জ্জিতঃ পশ্চাৎ অগুরুধূপোত্থ-ধূমেন শোভিতঃ কুন্তলো যস্য ॥ ৩২ ॥

আদৌ কঙ্কত্যা শোধিতঃ পশ্চাৎ প্রোতং গ্রথিতং জাতীপুষ্পং যত্র তথা-ভূতা চিকুরশ্রেণী যস্য সঃ। বেল্লিতা কম্পিতা যা অলকলতা সা এব 'থামরা' ইতি প্রসিদ্ধ আলবালো যস্য এবম্ভুতো জুটাস্বরূপোঽগশম্ভুর্নিশ্চলমহাদেবো যস্য। মহাদেবস্য চতুর্দ্দিক্ষু আলবালস্য প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৩৩ ॥

মুখচন্দ্রস্য রাজত্যাখ্যাপি রাজত্বকথনশালং কেশরতিলকং অলিকে যস্য। গণ্ডেন্দুনা সহ সখ্যার্থং তরলশ্চঞ্চলঃ দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ ॥ ৩৪ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্নান-কৃত্য সমাপন করিয়া মহামুল্য তড়িৎবর্ণোদ্ভাসি পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক উত্তরীয় ধারণ করিলেন। তারপর পরি-চারকগণ সূক্ষ্ম বসন দ্বারা তাঁহার শোভন কুন্তলপাশকে পুনঃ পুন মার্জ্জিত করিয়া অগুরু-ধূপোত্থ ধূম দ্বারা সেই সিক্ত-কেশপাশকে পরিশুদ্ধ ও সুবাসিত করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর কনক-কঙ্কতিকা দ্বারা সেই সুকুঞ্চিত কেশকলাপকে পুনঃ পুন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া এবং জাতিপুষ্পের মালা গাঁথিয়া তাহাতে এমন সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া দিলেন,—আ মরি! তাহা দেখিয়া মনে হয়, যেরূপ অচল শম্ভুর চারিদিকে আলবাল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই জুট বা কেশগুচ্ছরূপ শম্ভুরও চারি-দিকে কম্পিত অলকতলতারূপ আলবাল পুষ্পমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

চলদ্দোঃ স্থিরকেয়ূরত্যুতি-চাকচিক্যচাপলঃ।
স্থিরোরশ্চলহারালি-স্থৈর্য্যযুক্ মাধুরীধুরঃ ॥ ৩৫ ॥
কোটীন্দুসূর্য্যবিজয়ি-কৌস্তুভার্চ্চিতকণ্ঠভূঃ।
কুন্দদামাতিসৌভাগ্য বাঞ্ছাত্তীকৃত-যৌবতঃ ॥ ৩৬ ॥

চঞ্চলহস্তোস্তত স্থিরকেয়ূরসম্বন্ধি দ্যুতিঃ চাকচিক্যস্য চাপলং যত্র। স্থির বক্ষসি চঞ্চলহারশ্রেণ্যাঃ স্থৈর্য্যযুক্তং মাধুর্য্যাতিশয়ো যত্র ॥ ৩৫ ॥

কুন্দদাম্নোহতিসৌভাগ্যস্য বাঞ্ছয়া আর্ত্তীকৃতো যুবতিসমূহো যেন ॥ ৩৬ ॥

একজন কিঙ্কর তাঁহার ললাটদেশে কাশ্মীর তিলক রচনা করিয়া দিলেন, আহা! তখন সেই তিলকোদ্ভাসি-ললাটদেশ যেন শ্রীমুখচন্দ্রের রাজত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং তাঁহার কর্ণযুগলশোভি কুণ্ডলরূপ ত্বামণিদ্বয় যেন গণ্ডে দুর্য়ুগলের সহিত সখ্যবন্ধন করিবার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চল বাহুযুগলের উপর মণিময় কেয়ূরদ্বয় যখন অবিচলিতরূপে শোভিত হইল, তখন তাহার উজ্জ্বল কান্তির চাকচিক্য যেন সেই চপল বাহু-বল্লরীর সহিত মৈত্রীবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং স্থির বক্ষঃ-শোভি চঞ্চল হারাবলি যেন স্থৈর্য্য-মাধুর্য্যরাশি বিকাশ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

অন্য একজন কিঙ্কর কণ্ঠদেশে কোটীন্দু-সূর্য্যবিজয়ি কৌস্তুভমণি অর্পণ করিলেন এবং আর একজন কুন্দ-কুসুমমালা আনিয়া অতি সন্তর্পণে পরাইয়া দিলেন। আহা! এই কুন্দ-কুসুমদামের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া ব্রজযুবতীগণ সেই সৌভাগ্যলাভের বাঞ্ছা করিয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

ভূষার্চ্চিরর্চ্চিতাশ্চর্য্যবর্য্যজাগুরুচর্চ্চিকঃ ।
বিচিত্রকিঙ্কিণীনাদ-বাসিত-প্রেয়সীশ্রুতিঃ ॥ ৩৭ ॥
রত্নোর্ম্মিকা-কঙ্কণাদি-ভাস্বৎ ফুল্ল-করাম্বুজঃ
মঞ্জুশিঞ্জানমঞ্জীর মদিরেভ্য পদাম্বুজঃ ॥ ৩৮ ॥
বস্ত্রাস্তৃতং রত্নপীঠমধ্যাস্য মণিকুট্টিমে ।
নারায়ণং স্মারয়িতি কৃষ্ণো নেত্রে ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

(অষ্টভিঃ কুলকম্)

ভূষণানাং অর্চ্চিষা কান্ত্যা অর্চ্চিতস্য আশ্চর্য্যবর্য্যাগুরুণঃ আশ্চর্য্যশ্রেষ্ঠ-কুঙ্কুমস্য 'জাগ' ইতি প্রসিদ্ধস্য চর্চ্চিকা যস্য। কিঙ্কিণীনাদস্য বাসিতা বাসস্থানী-কৃতা প্রেয়সীনাং শ্রুতয়ো যেন। অথবা কিঙ্কিণীনাদেন বাসিতা প্রেয়সীশ্রুতির্যেন ॥ ৩৭ ॥

ঊর্ম্মিকা কঙ্কণাদীনাং ভাঃ কান্তিঃ তদ্যুক্তং ফুল্লকরাম্বুজং যস্য। মনোজ্ঞং শিঞ্জানং যস্য এবম্ভূতো যো নূপুররূপো মদিরঃ রঞ্জনত্বেন ঈভাং পদাম্বুজং যস্য সঃ ॥ ৩৮ ॥

নিদ্রা কৃত নারায়ণ-স্মরণস্যানুকরণং করোমীতি বালক্রীড়য়াহং নারায়ণং স্মরামীতি ॥ ৩৯ ॥

অপর একজন কিঙ্কর অতীব আশ্চর্য্যজনক কুঙ্কুমরাগে শ্রীকৃষ্ণকে চর্চ্চিত করিলে, মণিময় ভূষণের শোভন-কান্তিতে সেই কুঙ্কুম-চর্য্যা আরও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং কটিতট শোভা মনোহর কিঙ্কিণীর কলশব্দ প্রেয়সীবর্গের শ্রবণ-রঞ্জন করিয়া যেন সেই শ্রুতিদেশকেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিল ॥ ৩৭ ॥

তারপর অঙ্গুরীয় ও কঙ্কণাদি অর্পিত হইলে তাহাদের অপূর্ব্ব কান্তিতে প্রফুল্ল-কর-কমল এক অনুপম শোভা-সম্পদে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং চরণ-কমলে মঞ্জীররূপ খঞ্জনযুগল যেন সুমধুর শিঞ্জন সহ-কারে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

ধ্যানপ্রাপ্ত প্রিয়া-বিম্বাধরপানমুদেরিতঃ।
রোমাঞ্চিতাঙ্গস্তন্নামাঙ্কিতং মন্ত্রং জজাপ সঃ ॥ ৪০ ॥
অথৈত্য কমলঃ প্রাহ যুবরাজ! ব্রজেশয়া।
আহূয়সে ভোজনার্থং মুহুস্তত্রাবধীয়তাং ॥ ৪১ ॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধিকায়া নামাঙ্কিতং মন্ত্রং জজাপ ॥ ৪০ ॥
কমলো দাসঃ ব্রজেশয়া যশোদয়া মুহুরাহূয়সে ॥ ৪১ ॥

এইরূপ মনোহর ভূষণে বিভূষিত হইয়া ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, মণিময় প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে বহুমূল্য বস্ত্রাস্তৃত রত্ন-বেদিকার উপর উপবেশন করিয়া 'আমি নারায়ণ স্মরণ করি' বলিয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন। আমরি! শ্রীভগবানের কি লীলা বৈচিত্র্য? শ্রীনন্দ-মহারাজ প্রতিদিন ভোজনের পূর্বে যেরূপ শ্রীনারায়ণ ধ্যান করেন, শ্রীকৃষ্ণও বালকরীতি অবলম্বন করিয়া সেইরূপ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনন্দরাজের ধ্যেয় সদায় অভীষ্ট শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্ম, কিন্তু বিদগ্ধ-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের বস্তু অন্যরূপ! তাঁহার প্রাণের আরাধ্যা দেবী প্রিয়তমা শ্রীরাধা-মূর্ত্তি! শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানযোগে শ্রীরাধার বিম্বাধর-পানানন্দের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া প্রেম-পুলকিত দেহে তন্ময় চিত্তে তখন কেবল শ্রীরাধানামাঙ্কিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

এমন সময় কমল * নামক শ্রীকৃষ্ণের জনৈক পরিচারক আসিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"যুবরাজ! ব্রজেশ্বরী আপনাকে ভোজনের নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিতেছেন, সে বিষয়ে অবধান করুন ॥ ৪১ ॥

* কমল, বিমল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থালী ও পীঠ (পীঁড়ি) প্রভৃতি বহন করেন। যথা—"বিমলঃ কমলাদ্যাশ্চ স্থালী পীঠাদিধারকাঃ।" কৃষ্ণগণোদ্দেশ।

উত্থায় বটুনা কৃষ্ণঃ প্রবিষ্টোদনবেদিকাং ।
নির্নিক্তাঙ্ঘ্রিযুগঃ পীঠমধ্যাস্ত বসনাবৃতং ॥ ৪২ ॥
শ্রীদামবলদেবাদ্যা সব্যদক্ষিণতোঽবসন্ ।
প্রেষ্ঠান্ সখীনৃতে যস্মান্ন-ভোজনসুখং সুখম্ ॥ ৪৩ ॥
যশোদাহূতয়ান্নাদি রোহিণ্যা পরিবেশিতং ।
আদং স্তে রাধয়া তদ্ভং পাণৌ গ্রাহিতয়া ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥

বটুনা সহ । ক্ষালিতাঙ্ঘ্রিযুগঃ ॥ ৪২ ॥
যস্মাৎ প্রেষ্ঠান্ সখীন্ বিনা ভোজনসুখং ন সুখং ভবতি ॥ ৪৩ ॥
তে কৃষ্ণাদয়ঃ আদন্ ভোজনং চক্রুঃ ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শুনিবামাত্রে শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বটুর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন-বেদিকার নিকট গমন করিলেন এবং পদপ্রক্ষালন করিয়া বসনাবৃত ভোজন পীঠে উপবেশন করিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শ্রীদাম, সুবলাদি, দক্ষিণে বলদেব, সম্মুখে মধুমঙ্গল, এইভাবে চারিদিকে মণ্ডলাবদ্ধ হইয়া সখাবৃন্দও ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন ; যেহেতু প্রিয়সখাগণ ব্যতীত ভোজন প্রকৃতই সুখাবহ হয় না ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর শ্রীযশোদার আহ্বানে শ্রীরোহিণী দেবী অন্নাদি পরিবেশন জন্য প্রস্তুত হইলেন---শ্রীরাধিকা ক্রমে ক্রমে ভোজন সামগ্রী সকল শ্রীরোহিণীদেবীর হস্তে যোগাইয়া দিতে লাগিলেন---আর শ্রীরোহিণী দেবী স্নেহ-পরিপ্লুতাঙ্গে অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদিকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই তখন প্রীতিপ্রফুল্লান্তরে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ *

* তথাহি ভোজন লীলা।---ভোজন মন্দির, ভিতর বাহির, গোবিন্দা শীতল করি। পিঁড়ি সারি সারি, সুবর্ণের ঝারি, সুগন্ধি সলিলে ভরি॥ রাই সখীগণ, যতেক মিষ্টান্ন, ক্রম সে করিয়া রাখি। সে সব বিনানী, নন্দের ঘরণী, দেখিয়া হইলা সুখী॥ কানাই বলাই, মিলি দু'টী ভাই, সখাগণ করি সঙ্গে। ভোজনে বসিয়া, পকান্ন দেখিয়া বটুর বাড়ল রঙ্গে॥ রোহিণী-নন্দন করয়ে ভোজন, কানুর ডাহিনে বসি। বামেতে সুবল, সমুখে মঙ্গল, সঘনে উঠয়ে হাসি॥ রামের জননী, দিছেন আপনি, রাধিকা রান্ধিলা যত। সুপক্ক ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, তাহা বা

কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো নৈবাত্র বলঃ কবলমাত্রভুক্ ।
শ্রীদামা ন্যূন মন্দাশী সুবলোঽল্পবলোচিতঃ ॥ ৪৫ ॥
কেষাং ভক্ষ্যেকতানত্বং নাস্তি ত্রয়োরবিদগ্ধতা ।
কেতুদমং সুবাসোন্ম স্বয়ং নন্দেন্যব সাধিতং ॥ ৪৬ ॥

কেবলমহমেক এব ক্ষুধার্তানামন্নস্য পাত্রমিতি বটুঃ অবর্ণয়িত চতুর্থশ্লোকে নাযুগ্মঃ । অন্যেষাং অন্নব্যঞ্জনস্য ভোজনপাত্রেষু নিরাকরোতি । কৃষ্ণ ইতি । অত্র ন সতৃষ্ণঃ অপি স্বচ্ছন্দেবো পরিতাপো বাঞ্ছা । প্রাণবলেন উচিতঃ অল্পবলঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

এষাং ভক্ষ্যৈকতানত্বং বাঃ রসজ্ঞবোবাবিদগ্ধতা সা বা ক । তস্মাৎ সাধিতং এতদন্নং বা ক । অত্যাস্তসম্ভাবনায়াং ক বয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

ভোজন করিতে করিতে উদর-সর্বস্ব মধুমঙ্গলের প্রাণমন যেন কোন্ তরঙ্গে নাচিয়া উঠিল। সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনের সরস স্পর্শে পরিহাস-রসিকা রসনা, আর স্থির থাকিতে পারিল না, রহস্য-সূচক বাক্য কহিলেন "ওহে সখে ! কেবল আমিই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনের যোগ্য পাত্র। নতুবা আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না ! কৃষ্ণ—এই অন্নাদিতে সতৃষ্ণ নহে অর্থাৎ উহার অন্নাদি ভোজনে তাদৃশ স্পৃহা নাই। বলদেব—কেবল কতকগুলি গলাধঃকরণ করিতেই সমর্থ—উহার ত রসবোধ নাই ? শ্রীদাম—স্বভাবতঃ মন্দভোজী, আর ভোজন শক্তির অভাবে সুবলেরও প্রাণের বল অতি কম ॥ ৪৫ ॥

পরন্তু এই উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি ইহাদের আদৌ একাগ্রতা নাই এবং ভোজন বিষয়ে রসজ্ঞতাও নাই। অতএব হায়রে ! কোথায়

কারে কব ॥ বিনা অগোচর, সঙ্গ ফণীন্দ্র বিছেন যশোদা মায়। বাবার বামে, দোষ অচেতন, হেলা নাগর রায় ॥ তাহা দেখিয়া, আকুল হইয়া, কহয়ে নন্দের রাণী। রাধা ধনবতী, কপূর মালতী, তোমার লাগিয়া আনি ॥ তুমি না খাইলে, রাই না আসিবে, অকালে কাইলান ভোগে। বিশাখা ললিতা, আর চন্দ্রলতা, ঠারিয়া কহিছে লোকে ॥ মায়ের বচনে, পাইয়া চেতনে, নাগর-শেখর কান। রাই সুখ দিয়া, আকণ্ঠ পুরিয়া, করল ভোজন পান ॥ সব সখাগণ, করিয়া ভোজন, চলল আপন সুখে। আচমন করি, যায় পরাপরি কপূর তাম্বুল মুখে ॥ কোলের কমল, করি আচমন, সাজায় চালেন সাথ। চরণ সেবন, করে দাসগণ, শেখর কৃষ্ণচন্দ্র ॥

কাব্যং নিষ্ফলতাং কিং ন যাতি সৎকবিনির্ম্মিতম্।
যত্র গোষ্ঠ্যাং তদাস্বাদলোলুপত্বং ন বর্ত্ততে॥ ৪৭॥

চতুর্বর্গফলং মূর্ত্তমেতদন্নং চতুর্ব্বিধং।
অতং কেবলমেকোঽহমস্য পাত্রমিত্যবদদ্বটুঃ॥ ৪৮॥
(কলাপকম্)

শ্রীদামোবাচ পিণ্ডোজ্ঝিঃ পিচিণ্ডং পূরয় দ্রুতং।
যদেব তব সর্ব্বস্বং যদর্থং বটুতামধাঃ॥ ৪৯॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ। সৎকবিনির্ম্মিতং কাব্যং কিং বিফলতাং ন যাতি? ॥৪৭॥
এতচ্চতুর্ব্বিধমন্নং চতুর্ব্বর্গস্য মূর্ত্তং ফলম্॥ ৪৮॥
পিণ্ডোজ্ঝির্গাদৈঃ। পিচিণ্ডং উদরং। তথা চ বাক্প্রয়োগে সতি উদর-
পূরণে বিবন্ধো ভাবা ত্ব ভাবঃ॥ ৪৯॥

ইহাদের ভোজনসম্বন্ধে আগ্রহশূন্যতারূপ অনভিজ্ঞতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মীর স্বহস্ত-প্রস্তুত সুধানিন্দি অন্নব্যঞ্জন! বড়ই অসম্ভব ব্যাপার॥ ৪৬॥

যে সভায় কাব্যরসামোদী রসজ্ঞজনের অভাব, তথায় সৎ-কবি-রচিত সরস কাব্যও কি বিফলতা প্রাপ্ত হয় না? অবশ্যই হইয়া থাকে। এই দেখ, ভোজনরসামোদী রসজ্ঞজনের অভাবে আজ এমন উপাদেয় সরস অন্নব্যঞ্জনও কি বিফল হইতেছে না? ॥ ৪৭॥

মরি! মরি! এই চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়—চতুর্বিধ অন্ন, যেন ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মূর্ত্তিমান ফল। অতএব কেবল আমিই একমাত্র ইহার আস্বাদনের পাত্র। যেহেতু আমার মত রসজ্ঞ ত আর কাহাকেও দেখিতেছি না" ॥ ৪৮॥

উদরিক মধুমঙ্গলের এই রহস্যব্যঞ্জক কথা শুনিয়া শ্রীদামা*

* শ্রীদামা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিহারের সাহায্যকারী ও 'সম' সখাভিভুক্ত এবং পীঠমর্দ্দ নামক নায়ক সহায়ের গুণবিশিষ্ট। পীঠমর্দ্দের লক্ষণ, যথা—

বটুরাখ্যদরে মূর্খ! গোপস্ত্বং কিং নু বেৎস্যসি।
রসাস্বাদং স্বধর্ম্মার্থং গা রোদ্ধুমটবী মট ॥ ৫০ ॥

তোঃ! ত্বং কিং রসাস্বাদং বেৎস্যসি প্রাপ্স্যসি অপি তু স্বধর্ম্মেতি ॥ ৫০ ॥

হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ওহে বটু! এখন রহস্য রাখ, অন্নপিণ্ড দ্বারা তোমার ঐ পিচিণ্ড-(উদর) গহ্বর শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করিয়া ফেল। যেহেতু, তোমার ঐ উদরই ত সর্ব্বস্ব এবং উহার জন্যই তুমি বটুতা প্রাপ্ত হইয়াছ। এ সময় এরূপ রসিকতা প্রকাশ করিলে তোমার উদর-পূরণে যে অযথা বিলম্ব হইয়া পড়িবে" ॥ ৪৯ ॥

শ্রীদামের এই পরাহাস-বাক্য শুনিয়া তখন মধুমঙ্গল অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে রোষরঞ্জিত স্বরে কহিলেন—"অরে মূর্খ! তুই ত গোপ-জাতি? গোচারণই তোর স্বধর্ম্ম—তুই রসাস্বাদের কি বুঝ্‌বি? এখন তোর স্বধর্ম্ম—গোধনরক্ষার্থ শীঘ্র বনমধ্যে গমন কর্" ॥ ৫০ ॥

"দূরানুবর্ত্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকেতি বৃত্তে তু।
কিঞ্চিত্তদ্ গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ ॥
দর্পণে।

অর্থাৎ নায়কের বহুব্যাপী প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মবিষয়ে যিনি সহায় অথচ নায়কের সাধারণ গুণে কিঞ্চিৎ হীন এরূপ সহায়কে পীঠমর্দ্দ কহে, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীব তেমনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামা।

বয়ঃ ষোড়শবর্ষক কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলি রসাকরঃ ॥
বৃষভানু পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ ॥
গণোদ্দেশ।

বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ, সুতরাং পরম উজ্জ্বল কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ও বহুবিধ লীলারসের আকর স্বরূপ। ইহার পিতা বৃষভানু রাজা, মাতা পতিব্রতা কীর্ত্তিদা শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী কনিষ্ঠা ভগিনী। বর্ণবেশাদি—
"শ্রীদামা শ্যামলরুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরা।
পীতবস্ত্রপরিধানো রত্নমালা বিভূষিতঃ ॥ গণোদ্দেশে।

পশ্যেযোহমনূচানো বিপ্রো যৈর্ম্মন্মুখে হুতং ।
তৈরিষ্টং সর্ব্বযজ্ঞেন ভগবানেব কেবলম্ ॥ ৫১ ॥
শ্রীদামোচে শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ত্মাপি শতজন্মসু ।
ত্বয়া পরিচিতং নৈব বিপ্রত্বে সূত্রমেব তে ॥ ৫২ ॥
কৃষ্ণঃ প্রাহ বটোরস্তি রসশাস্ত্রেষ্বনুশীলনম্ ।
ব্যঞ্জনানেকতাৎপর্য্য-লক্ষণাভিজ্ঞতা যতঃ ॥ ৫৩ ॥

অনূচানো বিপ্রোঽহং যৈর্জনৈর্ম্মন্মুখে হুতং তৈঃ সর্ব্বযজ্ঞেন ভগবান্ কেবলং ইষ্টঃ। গুরোঃ সকাশাৎ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী অনূচানঃ ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বশতজন্মসু শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ত্ম অপি ত্বয়া নৈব পরিচিতং ॥ ৫২ ॥

যতঃ ব্যঞ্জনাবৃত্তি-তাৎপর্য্যলক্ষণানাং অভিজ্ঞতা অস্যাস্তি। ব্যঞ্জনাবৃত্তি র্ব্যঞ্জনবৃত্তিশ্চ ভবতি। পক্ষে সূপাদিব্যঞ্জনানাং তাৎপর্য্যং তৎপরতা তস্য লক্ষণস্য চাভিজ্ঞতা যতঃ ॥ ৫৩ ॥

এই দেখ্ বর্ব্বর! আমি কি সামান্য ব্যক্তি? আমি অনূচান বিপ্র—গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়াছি। অতএব যাহারা আমার মুখে হোম করে, অর্থাৎ যাহারা তৃপ্তিসহকারে আমাকে ভোজন করায়, তাহারা সর্ব্ববিধ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্‌কেই কেবল ইষ্টস্বরূপে লাভ করিয়া থাকে" ॥ ৫১ ॥

শ্রীদাম পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"শুন বটু! পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতজন্মের মধ্যেও তোমার শ্রুতি-স্মৃতিপথের সঙ্গে পরিচয় নাই—কেবল সূত্র কয়গাছিই ত তোমার ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন! তুমি আবার কবে অনূচান * বিপ্র হইলে? ॥ ৫২ ॥

শ্রীদামের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ও মনোহর। পরিধান্ পীতবসন ও রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত। তৎ প্রণাম, যথা—ব্রজবিলাসে—

"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়-বসতিঃ সংপ্রবীণ সখীনাং
শ্যামাঙ্গস্তৎসমগুণ বয়োবেশ-সৌন্দর্য্যদর্পঃ।
স্নেহাদ্বক্ষোঃ ক্ষণমকলনজ্জায়তে যোঽবধূতঃ
শ্রীদামানং হরি-সহচরং সর্ব্বদা তং প্রপদ্যে ॥

* অনূচানঃ।—সাঙ্গ-বেদাবচক্ষণঃ। শিক্ষাদিষড়ঙ্গসহিত বেদবেত্তা। ইত্যমরঃ।

বটুরাহ ষড়েবাত্র রসা নাষ্ট মন্যতে ।
ষোড়ৈব স্যাদ্যু আস্বাদো যৎ ষড়েবেন্দ্রিয়াণি নঃ ॥ ৫৪ ॥

অধুনা শৃঙ্গারাদ্যষ্টানাং রসত্বং নিরাকৃত্য মধুরাস্লাদি ষন্নাং রসত্বং মধুমঙ্গলো ব্যবস্থাপয়তি । তস্মাৎ ষড়্ বিধরসানাং ষোঢ়া এবাস্বাদো স্যাৎ যৎ যস্মাৎ নোঽস্মাকং রসাস্বাদকাঃ ষড়েবেন্দ্রিয়াণি । মধুমঙ্গলস্য মতে বহিরিন্দ্রিয়জন্য এব রসানাং আস্বাদঃ অতএব রসাস্বাদস্যাষ্টাবধত্বাভাবাৎ রসোপি নাষ্টবিধঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীদামের সহিত বটুর এই রস-কোন্দল তখন বয়স্যগণের প্রাণে উল্লাসের উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিল । মধুমঙ্গলের আরও নব নব রঙ্গ-কৌতুক শ্রবণের অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিতে হাসিতে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"আমি বেশ বুঝিতেছি, যে শাস্ত্র হইতে ব্যঞ্জনানেক-তাৎপর্য্য-লক্ষণের অভিজ্ঞতা জন্মে, তাদৃশ রসশাস্ত্রে বটুর যথেষ্ট অনুশীলন আছে ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যে শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা ব্যঞ্জনা * অর্থাৎ কাব্যরসোক্ত ব্যঞ্জনা বৃত্তির বিবিধ তাৎপর্য্য ও লক্ষণের অভিজ্ঞতা জন্মে অথবা সূপাদি নানাবিধ ব্যঞ্জনের তৎপরতা লক্ষণের জ্ঞান হয়, সেই সেই শাস্ত্রেই বটুর অভিজ্ঞতা আছে । বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যঞ্জন-বিষয়ক শাস্ত্রেই বটুর অভিজ্ঞতা যেন "বেশী" বলিয়াই বোধ হয় ॥ ৫৩ ॥

* ব্যঞ্জনাবৃত্তি ।—কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে অর্থবোধের জন্য অপর যে শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয় তাহাকে ব্যঞ্জনা কহে । যথা—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ ।
সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ ॥"

সাহিত্যদর্পণে ।

অলঙ্কার কৌস্তুভে ব্যঞ্জনার লক্ষণ এরূপ কথিত হইয়াছে । যথা—

"অভিধা লক্ষণাশ্লেষ তাৎপর্য্যাখ্যাং সমাশ্রিতঃ ।
ব্যাপারো ধ্বনকাদিস্যঃ শব্দস্য ব্যঞ্জনচ্যুতঃ ॥"

অর্থাৎ অভিধা লক্ষণাদিজন্য বোধসমাপ্তির পর ধ্বনির অববোধের কারণস্বরূপ যে ব্যাপার প্রতীয়মান, হয় সেইরূপ শব্দের ব্যাপারকে ব্যঞ্জনা কহে ।

পশ্য সৌরূপ্য-সৌরভ্যমাধুর্য্যমৃদুতাদিভিঃ।
ভুক্তৌ সৌস্বর্য্যহর্ষাদ্যৈঃ ষট্স্বাদান্ ষড়্ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫৫॥
রসাষ্টাবিতি প্রাহুর্যে তেঽপি ব্যঞ্জনাশ্রিতাঃ।
ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতালেশোঽপ্যেষাং কিন্তু ন বর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥

ষড়িন্দ্রিয়জন্যাস্বাদান্ বিশিষ্য বর্ণয়তি। ভুক্তৌ ভোজনসময়ে ষড়্ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ষট্স্বাদান্ পশ্য। অতএব দীর্ঘশরকুলাভোজনসময়ে একদৈব ষড়িন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৫৫ ॥

তে পণ্ডিতা অপি ব্যঞ্জনাশ্রিতাঃ ব্যঞ্জনাকৃত্যাশ্রয়ণং বিনা রসস্যাসিদ্ধেঃ। সূপাদীনামেব ব্যঞ্জনত্বমভিপ্রেত্যাহ। ব্যঞ্জনেতি। এষাং পণ্ডিতানাং ॥৫৬॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া বটু বিজ্ঞতা-ভাব-প্রকাশক মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন—"নিশ্চয়ই! রসশাস্ত্রে আমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। ওহে বয়স্য! শাস্ত্রে শৃঙ্গারকরুণাদি আট দশটী রস নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার মতে রস কেবল ছয়টী—কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও মধুর। এই ষড়্বিধ রসের আস্বাদনই ন্যায্য। যেহেতু, আমাদেরও রসের আস্বাদক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় রহিয়াছে। আমার মতে এই ছয়টি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারাই কটু, তিক্তাদি ছয় প্রকার রসের আস্বাদন হয়। অতএব রসাস্বাদ যখন অষ্টবিধ নয়, তখন রসই বা কিরূপে অষ্টবিধ হইতে পারে? ॥ ৫৪ ॥

আরও দেখ, ষড়্বিধ রসের আস্বাদ ভোজন সময়ে এককালে ষড়িন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভূত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ না—এই যে আমরা দীর্ঘ শরকুলা-পিষ্টক (সরু চুকলী) ভোজন করিতেছি, ইহার সুরূপতা নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা, সৌগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা, মধুরতা রসনেন্দ্রিয় দ্বারা, কোমলতা করস্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ভোজনজনিত তৃপ্তি ও হর্ষাদি অন্তরেন্দ্রিয় মনের দ্বারা কেমন সুন্দররূপে আস্বাদিত হইতেছে। এইরূপ ষড়্বিধ রস সম্বন্ধেই জানিবে ॥ ৫৫ ॥

বিহায় শাকসূপাদীন্ বিহায় স্তে ধয়ন্তি যৎ ।
তন্নীরং প্রকটং হিত্বা ধাবন্ত্যেব মরীচিকাং ॥৫৭॥
কারণং রসনিষ্পত্তৌ চর্ব্বণেনেতি তজ্জগুঃ ।
চর্ব্বন্তু পরিচোষ্যন্তি ন পিতু র্জন্মকোটিভিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্ যস্মাৎ তে পণ্ডিতাঃ সূপাদীন্ বিহায় বিহায়ঃ আকাশং তথা চামূর্ত্তাকাশ-স্বরূপং অমূর্ত্তং শৃঙ্গারাদিরসং ধয়ন্তি আস্বাদয়ন্তি ॥ ৫৭ ॥

তৎ তস্মাৎ চর্ব্বণাৎ রসনিষ্পত্তিরিতি তেষাং সিদ্ধান্তাৎ। ব্যঞ্জনস্যৈব চর্ব্ব্যত্বং ন তু রসস্য অমূর্ত্তত্বাদিত্যভিপ্রায়েণাহ কারণমিতি ॥ ৫৮ ॥

ওহে কৃষ্ণ ! যে সকল বেদজ্ঞ পণ্ডিত রস অষ্টপ্রকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যঞ্জনাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন — যেহেতু ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত রসের সিদ্ধিই হয় না, কিন্তু সেই পণ্ডিতগণেরও এই সূপাদি ব্যঞ্জন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার লেশমাত্রও নাই ॥ ৫৬ ॥

তাঁহারা এমন শাক-সূপাদির মূর্ত্তিমান রস পরিত্যাগ করিয়া আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত শৃঙ্গারাদি রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন। যেমন পিপাসিত ব্যক্তি প্রকট সরসী সলিল পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকা পানে তৃষ্ণা দূর করিতে বৃথা প্রয়াস পায়, সেইরূপ তাহাদেরও এই প্রকট রসাস্বাদ লাভ হয় না, পরন্তু পণ্ডশ্রম হয় মাত্র ॥ ৫৭ ॥

আবার চর্ব্বণই রসনিষ্পত্তির কারণ, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ; কিন্তু বাপের কোটি জন্মেও চর্ব্ব্য কখনই চোষ্য হইতে পারে না ; সুতরাং চর্ব্ব্য কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। মূর্ত্তিমান রস-স্বরূপ ব্যঞ্জনের চর্ব্বনই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অমূর্ত্ত রসের চর্ব্বণ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? রস কখন চর্ব্বণ করা যায় কি ? —আচূষণ দ্বারাই রসাস্বাদ লাভ হয় ॥ ৫৮ ॥

রামঃ প্রাহ রসাস্বাদে কেঽনুভাবা ভবন্মতে।
কে বা সঞ্চারিণঃ কো বা স্থায়ী স স্বাদ্যতে কথম্‌ ॥৫৯॥

ভবন্মত-সিদ্ধরসাস্বাদে। স রসঃ কথং কেন প্রকারেণাস্বাদ্যতে ॥ ৫৯ ॥

মধুমঙ্গলের এই অপূর্ব্ব রস-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই অতীব প্রীতিলাভ করিলেন; তখন কৌতুহলবশতঃ শ্রীবলরাম স্মিতমুখে কহিলেন—"ওহে রসিকপ্রবর! রসশাস্ত্রে রসের অনুভাব, সঞ্চারী ও স্থায়ী ভাব বিচার আছে; এক্ষণে তোমার মতসিদ্ধ রসাস্বাদে কি কি অনুভাব? সঞ্চারী ভাবই বা কি? স্থায়ীভাবই বা কি? এবং কি প্রকারে সেই রসাস্বাদন করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে বর্ণনা কর ॥ ৫৯ ॥ †

---

† অনুভাব।—যথা—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবনামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥ ভঃ রঃ সিঃ।"

অর্থাৎ যাহারা উদ্ভাস্বর-প্রযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক এবং বাহ্যে বিকারের ন্যায় দেখায় তাহাদিগকে অনুভাব বলে। নৃত্য-ভূলুণ্ঠন-গান-উচ্চধ্বনি-ঘূর্ণাদি বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভাব হয়। অনুভাব তিন প্রকার; যথা—

"অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর (নীবী ও উত্তরীয় ভ্রংশনাদি সপ্ত) এবং বাচিক (আলাপাদি দ্বাদশ) এই ভেদে পণ্ডিতগণ অনুভাব তিনপ্রকার কীর্ত্তন করেন।

সঞ্চারী। যথা—

"বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥

বাক্য ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহারাই ব্যভিচারী। এই ব্যভিচারী সকলভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা যায়। নির্বেদ বিষাদ দৈন্যাদি ৩৩টী ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলে।

স্থায়ীভাব। যথা—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥
স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।

অর্থাৎ হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ীভাব বলা যায়। তাই উজ্জ্বলেও উক্ত হইয়াছে—"স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ।" অর্থাৎ শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়ীভাব বলে।

বটুরুচে যদপ্রাপ্ত্যা পূর্ব্বমেবাশ্রু মে ভবেৎ।
প্রাপ্ত্যা তু ব্যঞ্জনস্যাস্য পুলকাস্য প্রসন্নতে ॥৬০॥
বর্ণস্য স্নিগ্ধতা তৃপ্ত্যা বৈবর্ণ্যং তচ্চ পশ্য মে।
ভুঞ্জান এব যদ্বচ্মি স্বরো মে তেন ভিদ্যতে ॥ ৬১॥

তত্র প্রথমতোঽষ্টসাত্ত্বিকান্যেবাহ। যেষাং ব্যঞ্জনাদীনাং অপ্রাপ্ত্যা রসাস্বাদ-পূর্ব্বমেব মে মম অশ্রু ভবেৎ। মন্মতে অশ্রুরূপানুভাবো রসাস্বাদপূর্ব্বমেব জায়তে। অস্য ব্যঞ্জনস্য প্রাপ্ত্যা তু পুলক-মুখপ্রফুল্লতা ভবতঃ ॥ ৬০ ॥

তৃপ্ত্যা হেতুনা বর্ণস্য স্নিগ্ধতা জাতা অতো বৈবর্ণ্যং তচ্চ মে শরীরে পশ্য। স্বরভঙ্গমাহ ভুঞ্জানেতি। ভোজনসময়ে যদ্ যস্মাদহং বচ্মি, তেন হেতুনা মে স্বরো ভিদ্যতে ॥ ৬১ ॥

বলরামের এই রস-প্রশ্ন শুনিয়া মধুমঙ্গল উচ্চ হাস্য করিলেন। কহিলেন—"এই কথা? আরে শুন শুন, প্রথমতঃ অষ্টসাত্ত্বিক * ভাবের কথাই বলিতেছি। ওহে রাম! অশ্রুপ্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকই এই রসের অনুভাব। রসশাস্ত্র মতে রসাস্বাদের পর অশ্রু প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যথাসময়ে পাইতে বিলম্ব ঘটিলেই দুঃখবশতঃ রসাস্বাদের পূর্ব্বেই আমার অশ্রু উদ্গম হয়। অতএব আমার মতে অশ্রুরূপ অনুভাব রসাস্বাদের পূর্ব্বেই সমুদিত হয় এবং এইরূপ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনের প্রাপ্তিতেই হর্ষাবেগে অঙ্গ পুলকিত ও বদন প্রফুল্ল হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

* সাত্ত্বিক। যথা—

"কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধাদিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ।"

ভঃ রঃ সিঃ।

অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব সকলের নাম সাত্ত্বিক। ইহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ।

স্তুতো মে ভূরি মিষ্টান্ন ভোজনাশক্তিদুঃখজঃ।
প্রস্বেদঃ প্রকটোঽন্তে তু প্রলয়ো বহুভক্ষণাৎ ॥ ৬২ ॥
আলস্য-চিন্তা-স্বাপাদ্যাঃ স্পষ্টাঃ সঞ্চারিণোঽত্র নঃ।
স্বাদ্যত্বেঽনেক এবাপি স্থায়ী তু বিবিধাভিধঃ ॥৬৩॥

বহুভক্ষণাদ্ ভোজনান্তে প্রলয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥

চিন্তাত্র সমগ্র ভোজনে। স্বাদ্যত্বেন একোঽপি স্থায়ী বিবিধ সঞ্জকো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

আর এই ভোজনজনিত তৃপ্তি হেতুই আমার বর্ণের স্নিগ্ধতা উপজাত হইয়াছে, অতএব দেখ, ইহাই আমার দেহের বৈবর্ণ্য এবং এই যে আমি ভোজনসময়ে উচ্চকণ্ঠে বাক্যব্যয় করিতেছি, ইহাতেই আমার স্বরভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজনে অসমর্থ হইয়াই দুঃখে আমার অঙ্গস্তম্ভ হইয়াছে—আর প্রস্বেদ ত স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ। পরে ভূরিভোজনের শেষে আমার প্রলয়ও * দেখিতে পাইবে ॥ ৬২ ॥

এই দেখ, আমাদের আলস্য, চিন্তা, নিদ্রাদি সঞ্চারী ভাব সকল স্পষ্টই উদিত হইয়াছে। চিন্তা—এস্থলে সমগ্র ভোজন বিষয়ে বুঝিতে হইবে এবং স্থায়িভাব একপ্রকার হইলেও আস্বাদনীয়তা হেতু বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

---

* প্রলয়-সমাধিবৎ নিশ্চেষ্টতা। যথা, উজ্জ্বলে—সাত্ত্বিকভাব প্রকরণে সুখনিমিত্ত প্রলয়ের উদাহরণ। যথা—

"অঙ্গে স্থাবরতাং গতে পরিহৃত স্পন্দা দ্বয়ী নেত্রয়োঃ
কণ্ঠঃ কুণ্ঠিতনিস্বনো বিঘটিত শ্বাসা চ নাসাপুটা।
রাধায়াঃ পরমপ্রমোদসুধয়া ধৌতং পুরো মাধবে
সাক্ষাৎকারমিতে মনোঽপি মুনিবন্মন্যে সমাধিং দধে।"

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন জনিত আনন্দ বিশাখাকে আস্বাদন করাইয়া ললিতা কহিলেন—'সখি। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ্যানুগণের স্থাবরতা, নেত্রযুগের নিস্পন্দতা, কণ্ঠের কুণ্ঠিত রব, নাসাপুটের নিশ্বাস বিঘটিত তথা মুনিজনের ন্যায় মন সমাধি ধারণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইল।

শাকাঃ সুকৃতপাকাপ্তাঃ সূপো ভূপোপলব্ধিদঃ।
ভৃষ্টা দৃষ্টাঃ ক্ব বা কেন কেনাপ্যেতেঽতি দুর্লভাঃ ॥৬৪॥
পর্পটা কিমমী শ্বেতকর্পটা ইতি বেদ কঃ।
ভাজী রাজীববৎফুল্লনেত্রয়োর্হর্ষবর্ষিণী ॥ ৬৫ ॥
বটকা নটকান্ কর্তুমস্মান্ শক্তিং দধত্যমী।
অম্লানি ম্লানিদায়ীনি সুধায়া অপি সর্ব্বথা ॥ ৬৬ ॥

বিবিধ সংজ্ঞামাহ। সুকৃতস্য পুণ্যস্য পাকেন প্রাপ্তাঃ অহং রাজেত্যুপলব্ধিদো ভবতি। ভৃষ্টাঃ পদার্থাঃ কেন ক্ব বা দৃষ্টাঃ। এতে ব্যঞ্জনাদয়ঃ। কেনাপি বিধাত্রাপি অতিদুর্লভাঃ ॥ ৬৪ ॥

'পাঁপড়' ইতি প্রসিদ্ধাঃ পর্পটাঃ বস্ত্রাণি কো বেদ। পদ্মবৎ-ফুল্লনেত্রয়োর্হর্ষবর্ষিণী ভাজী। তরকারীতি প্রসিদ্ধস্য ব্যঞ্জনোপযোগি বস্তুনঃ পক্কদশায়াং ভাজনাৎ প্রত্যয়েন ভাজীতি রূপমিতি ॥ ৬৫॥৬৬ ॥

সেই স্থায়িভাব বা মধুরা রতি কিরূপ বিবিধ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে, বলিতেছি শুন,—যাহা পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকে লাভ হয়, তাহাই এই শাক এবং যাহার আস্বাদনে আপনাকে ভূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়,—সেই এই সূপ। আর এই যে ভৃষ্টদ্রব্য, ইহা কেহ কোথায় দেখে নাই; সুতরাং এই সকল ব্যঞ্জনাদি অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং বিধাতারও দুর্লভ। ৬৪ ॥

আর এই পর্পট কি শ্বেত-কর্পট তাহা কেই বা সহসা বুঝিতে সমর্থ হয়? বস্তুতঃ এই সুদৃশ্য পাঁপর-খণ্ডগুলি দেখিলে সহসা শুভ্র বস্ত্রখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয় কিনা, তোমরাই বিবেচনা কর এবং এই যে ভাজা (ভৃষ্ট ব্যঞ্জন) ইহা রাজীববৎ প্রফুল্ল নয়নযুগলের হর্ষ-বর্ষিণী ॥ ৬৫ ॥

এই যে বটক সকল দেখিতেছ, ইহারা দর্শনমাত্র আমাদিগকে নটের ন্যায় নাচাইতে শক্তি ধরে এবং এই অম্ল সকল সর্ব্বপ্রকারে সুধারও মানদায়ক হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

পায়সোঽপায়সোদ্বিগ্নচেতসশ্চিন্ত্য এব মে ।
মনসা পনসাম্রাদিষ্বিষ্যতে স্বলয়ো মুহুঃ ॥ ৬৭ ॥

রসালা কিং রসালামো রসালানমথাপি বা ।
রসালাভেন যস্যা মজ্জন্মুর্মজ্জতি ধিক্ কৃতৌ ॥ ৬৮ ॥

সন্ধানমনুসন্ধানং স্বস্মিন্ মচ্চেতসোঽতনোৎ ।
দুর্লভাশ্চন্দ্রবিম্বাভা রোটিকাঃ কোটিকাঞ্চনৈঃ ॥ ৬৯ ॥

পায়সস্য অপায়েন বিঘ্নসন্দেহেন সোদ্বিগ্নচেতসো মে মম পায়সশ্চিন্ত্যঃ। পনসাম্রাদিষু মনঃ স্বস্য লয়মিচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

রসালা পানকভেদঃ। রসস্য আরামঃ রলয়োরৈক্যাৎ। অথবা রসরূপ-হস্তিনঃ আলানং বন্ধনস্তম্ভঃ। যস্যা রসালায়াঃ রসস্যালাভে মজ্জন্ম ধিক্কৃতি-সমুদ্রে মজ্জতি ॥ ৬৮ ॥

'সোধনা' ইতি প্রসিদ্ধঃ সন্ধানং কর্তৃ স্বস্মিন্ মচ্চেতসোঽনুসন্ধানমতনোৎ। কোটিকাঞ্চনৈরপি দুর্লভাঃ ॥ ৬৯ ॥

পাছে প্রচুর পায়স ভোজনে কোন বিঘ্ন ঘটে, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উৎকণ্ঠিতচিত্তে আমার চিন্তনীয় কেবল এই পায়স এবং আমার মন, এই সুপক্ক পনস আম্রাদি ফলে মুহুর্মুহু নিজের লয় বাসনা করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

আমরি! এই রসালা—ইহা কি রসের আরাম? অর্থাৎ উপবন অথবা রসের আলান? অর্থাৎ রসরূপ হস্তীর বন্ধন স্তম্ভ? এই রসালার রস-সুধাস্বাদে বঞ্চিত হইলেই আমার জন্মটা ধিক্কৃতি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় ॥ ৬৮ ॥

আমার মন নিত্য যাহার অনুসন্ধান করে, সেই এই সন্ধান—অর্থাৎ 'সোধনা' নামক আচার এবং এই যে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলাকৃতি রোটিকা দেখিতেছ, ইহা কোটী-কাঞ্চন মুদ্রার বিনিময়েও সুদুর্লভ জানিবে ॥ ৬৯ ॥

আজ্যাভ্যক্তানি ভক্তানি মন্যে কাঞ্চনবারিণা ।
স্নাপিতানীব সৌরভ্যং যেষাং সৌলভ্যমভ্যগাৎ ॥৭০॥
গোদন্তকৃত্তঘাসাদি ঘ্রায়িণ্যাং গোপসংসদি ।
কৃতপুণ্যস্য মে ভূরিভোগভাজঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ ৭১ ॥
(যুগ্মকম্‌)

বনে বিপ্রা স্তপস্যন্তি পত্রমূলফলাশনাঃ ।
বটোস্তে নাধিকারোঽস্তি ভোগে যাহি তপশ্চর ॥৭২॥

ভক্তানি অন্নানি। যেষাং সৌরভ্যং গোপসংসদি সৌলভ্যং। অভ্যগাদিতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। সংসদি কথম্ভূতায়াং গোদন্তচ্ছিন্নঘাসাদি ঘ্রায়িণ্যাং। অনেন পরীহাসঃ কৃতঃ। এবম্ভূতানাং গোপানাং এতাদৃশান্নস্য সৌরভ্যপ্রাপ্তৌ কারণমাহ। ভূরিভোগভাজঃ কৃতপুণ্যস্য চ মম প্রসঙ্গতঃ সঙ্গাৎ ॥ ৭০॥৭১ ॥

আবার এই সুসিদ্ধ শোভন অন্নগুলি ঘৃতাভিষিক্ত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে দেখ, যেন কাঞ্চনবারি দ্বারা পরিসিক্ত হইয়াছে। হায়রে! যাহাদের গোচারণকালে গোদন্তচ্ছিন্ন ঘাষাদির গন্ধই সহজ-লভ্য, সেই গোপদিগের ভাগ্যে এই যে দুর্লভ অন্নাদির অনুপম সৌরভ লাভ ঘটিয়াছে, ইহা তাহাদের নিজের পুণ্যবলে নহে, কেবল আমার ন্যায় ভূরিভোগশালী কৃতপুণ্যের সঙ্গগুণেই বুঝিতে হইবে ॥ ৭০॥৭১ ॥

শ্রীদাম, বটুর এই পরিহাস-প্রসঙ্গের প্রত্যুত্তর না দিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহাস্যে কহিলেন—"ওহে বটু! বনজ পত্র ফলমূলাদি ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ বনমধ্যে তপস্যা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম, এবং কেবল ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই ভোগে অধিকার। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার ভোগে অধিকার কি আছে? অতএব তুমি এই রাজসিক ভোগ্যবস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া এই দণ্ডে বনমধ্যে গিয়া তপশ্চরণ কর ॥ ৭২ ॥

সত্যং ভো যৈঃ পুরাতপ্তং পত্রমূল-ফলাদিভিঃ।
পরিণম্য জনুষ্যত্র ব্যঞ্জনত্বেন তৈ র্মম ॥ ৭৩ ॥
ভৌমস্বর্গজুষঃ সাধু প্রত্যক্ষীভূয়তেঽন্বহং।
ইতি জানীত ভোগোঽয়মতপ্ততপসঃ কুতঃ ॥ ৭৪ ॥
(যুগ্মকম্‌)

মত্তপঃ পবনস্পৃষ্টা অচীচরত গা বনে।
তদাপীত্যধুনাভূত যূয়ং মদ্‌ভোগভাগিনঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীদামা প্রাহ। বনে ইতি ॥ ৭২ ॥

তৈঃ পত্রমূলফলাদিভিঃ অত্রজন্মনি ব্যঞ্জনত্বেন পরিণম্য ভৌমস্বর্গজুষো মম প্রত্যহং প্রত্যক্ষীভূয়তে ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৭৩।৭৪ ॥

তদা পূর্ব্বজন্মনি মদীয়তপসঃ পবনস্পৃষ্টাঃ সন্তঃ যূয়ং বনে গা অচীচরৎ। অধুনাপি মত্তাগ্যেনৈব যূয়ং মদ্‌ভাগভাগিনোঽভূৎ ॥৭৫॥

রঙ্গ-রসিক বটু নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি পূর্ব্ববৎ পরীহাস-ভঙ্গীতে কহিলেন—"ওহে শ্রীদাম! আমি সত্যই ত পূর্ব্বজন্মে পত্রফলমূলাদি ভোজন করিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে সেই পত্রফলমূলাদি এ জন্মে ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়া, আমি ভৌম স্বর্গবাসী—ভূদেব—আমার প্রতিদিন প্রকৃষ্টরূপেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইহা নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করে নাই, তাহার আবার ভোগ কোথায়? সুতরাং পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ব্যতীত কাহারও ভোগ লাভ হয় না ॥ ৭৩।৭৪ ॥

অতএব আমি পূর্ব্বজন্মে যখন তপস্যানিরত ছিলাম, সেই সময় তোমরা গোচারণ করিতে থাকিলে, আমার তপস্যার বাতাস তোমাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল, সেই ফলেই তোমরা সম্প্রতি আমার এই স্থূল ভোগের ভাগী হইয়াছ ॥ ৭৫ ॥

ইতি জাতিস্মরোঽবোচ যেষাং পূর্ব্বজনোঃ কথাম্।
তস্মাত্তদ্দক্ষিণাত্বেন মহ্যং দাপয় পায়সং ॥ ৭৬ ॥
সত্যং জাতিস্মরায়াস্মৈ বাগ্ব্যয়শ্রমকারিণে।
তপস্বিনেঽতি বিজ্ঞায় প্রচুরং দেহি পায়সং ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্তা সা ব্রজেশ্বর্য্যা রোহিণী স্ময়মানয়া।
যাবদ্দদাতি তাবত্তাং নিষিধ্যন্ সুবলোঽব্রবীৎ ॥ ৭৮ ॥
(যুগ্মকম্)

এষাং পূর্ব্বজন্মকথামহমবোচমিতি হেতোঃ অহং জাতিস্মরঃ ॥ ৭০ ॥
মধুমঙ্গলস্ত বচো নিশম্য যশোদাপি সকৌতুকমাহ। সত্যমিতি ॥ ৭৭ ॥
ইতি স্ময়মানয়া ব্রজেশ্বর্য্যা উক্তা সা রোহিণী পায়সং যাবদ্দদাতি ॥ ৭৮ ॥

আমি জাতিস্মর বলিয়াই এই সকল পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত তোমাদের নিকট কহিলাম। এক্ষণে তাহার দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে প্রচুর পায়স দানের ব্যবস্থা কর ॥ ৭৬ ॥

মধুমঙ্গলের কথা শুনিয়া স্নেহমূর্ত্তি ব্রজেশ্বরী আনন্দকৌতুকভরে মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আহা! সত্যই ত বহুক্ষণ বাক্যব্যয় করিয়া মধুমঙ্গল শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এই অতিবিজ্ঞ জাতিস্মর তপস্বীকে প্রচুর পরিমাণে পায়স প্রদান কর ॥ ৭৭ ॥

হর্ষ বিমুগ্ধা ব্রজেশ্বরীর কথা শুনিয়া রোহিণীদেবী যেমন পায়স লইয়া বটুকে দিতে আসিলেন, অমনই সুবল * তাঁহাকে নিষেধ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—

"থাম মা! যদি বহুভাষী ও তপস্বী বলিয়া বটুকে প্রচুর পায়স প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই বানরগণই পায়স পাইবার

* সুবল।—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্ম সখা। এমন কোন রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় নাই, যাহা এই প্রিয়-নর্ম্ম-সখাদিগের অগোচর। সুবল,—

এবং চেৎ প্রথমং প্রাপ্ত মর্হন্ত্যেতে বলীমুখাঃ।
বাগ্ব্যয়শ্রমিণোঽত্রাপি জন্মুষ্যেতে তপস্বিনঃ। ৭৯॥
শীতোষ্ণবাতসহনাঃ পত্রপুষ্পফলাশনাঃ।
জাতিস্মরাঃ কথং ন স্যুঃ কেঽমীষাং বেত্তি বিজ্ঞতাং॥ ৮০॥

এবং চেদ্ বলীমুখাঃ বানরা এব প্রথমং প্রাপ্তু মর্হন্তি। প্রথমপ্রাপ্তৌ কারণমাহ। বাগ্ব্যয়েতি॥ ৭৯॥

তপস্বিত্বমেবাহ শীতোষ্ণেতি। এতে জাতিস্মরাঃ কথং ন স্যুঃ, যতঃ অমীষাং বিজ্ঞতাং কো বেত্তি। এষাং শব্দজন্মবোধানুদয়াৎ যাতি স্মরণাভাবঃ নিশ্চয়ো নাস্তি॥ ৮০॥

যোগ্য পাত্র। যেহেতু উহারাও বহু বাক্যব্যয়-শ্রম করিয়া থাকে এবং আজন্ম শীত গ্রীষ্ম-বর্ষা-বাত সহ্য করিয়া ও পত্র-পুষ্প-ফল মাত্র ভোজন

"সার্দ্ধ দ্বাদশবর্ষীয় কৈশোরবয়সোজ্জ্বলঃ।
সখীভাবং সমাশ্রিত্য নানাসেবাপরিস্রুতঃ॥
দ্বয়োর্মিলনৈপুণ্যো মধুরো ভাবভাবিতঃ।
নানাগুণসুখোপেতঃ কৃষ্ণ প্রিয়তমো ভবেৎ॥"

সার্দ্ধ দ্বাদশ বর্ষ-বয়স্ক, সুতরাং কৈশোর বয়ঃক্রমে উজ্জ্বল। ইনি সখীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নানা সেবায় ব্যাপৃত এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন বিষয়ে সুনিপুণ এবং কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া অসীম সুখ অনুভব করেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে বিশেষ প্রীতির পাত্র। সুবলের বর্ণবেশাদি—

"সুবলস্তু গৌরকান্তির্নীলবস্ত্র মনোহরঃ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গো নানাপুষ্পবিভূষিতঃ॥"

গৌরবর্ণ, নীলবসনে মনোহর, নানারত্নে ভূষিতাঙ্গ ও বিবিধ পুষ্পমালায় বিভূষিত।

তৎপ্রণাম, যথা—

"বন্দে সুবলচন্দ্রং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসোৎসুকং।
সদ্গুণাবলি-রত্নাঢ্যং সুকৌশল-বিচক্ষণম্॥"

পদ্ধতি-প্রদীপে।

তথাহি ব্রজবিলাসে—

"গাঢ়ানুরাগ ভবতো বিরহস্য ভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তং।
যো রাধিকাপ্রণয়-নির্ঝর-সিক্ত-চেতা
স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি॥"

কৃষ্ণঃ প্রাহ সখে। বিপ্রা ব্রহ্মোপাসনতৎপরাঃ।
কীশাঃ কুক্ষিম্ভরা এষাং দ্বয়েষাং মহদন্তরং ॥ ৮১ ॥
অস্য কীশস্য চাবৈমি ন কিমপ্যন্তরং হয়ে।
নরত্বং বানরত্বং বাহনয়োর্ভেদেন কারণম্ ॥ ৮২ ॥

হে সখে! সুবল! কীশা বানরাঃ। ৮১ ॥

সুবল আহ। অস্য মধুমঙ্গলস্য বানরস্য চ কিমপি অন্তরং ন জানামি। কিন্তু স্বভাবতোঽভিন্নয়োরনয়ো নরত্বং বানরত্বং বা ভেদে কারণং ন ভবতি। বস্তুতস্তু বা বিকল্পে-নরত্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বানরস্যাপি নরত্বং বর্ত্ততে ॥৮২॥

করিয়া বনে বনে বাস করে। ইহাদের বিজ্ঞতাও কে না জানে? সুতরাং ইহারা জাতিস্মরই বা না হইবে কেন? ॥ ৭৯॥৮০ ॥

সুবলের কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহাতে মধুমঙ্গল যেন ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-প্রফুল্ল মুখে সুবলকে মৃদু অনুযোগ করিয়া কহিলেন—"সখে! সুবল! ব্রাহ্মণকে বানরের তুল্য বলা তোমার সঙ্গত হইল না। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম-উপাসনা-তৎপর আর বানর—কেবল উদরম্ভর অর্থাৎ কেবল উদর-ভরণেই তৎপর; সুতরাং ইহাদের উভয়ের মধ্যে মহাপ্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮১ ॥

এই কথা শুনিয়া সুবল পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কৃষ্ণ! আমি এই ব্রাহ্মণ ও বানরের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ দেখিতে পাইতেছি না। ইহারা স্বভাবতঃ অভিন্ন ত বটেই; কিন্তু ইহাদের নরত্ব ও বানরত্বও ভেদের কারণ হইতে পারে না। বস্তুতঃ বটুর যেমন নরত্ব আছে সেইরূপ 'বা—বিকল্পে নরত্ব'—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা বানরেরও নরত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ খ্যাপয়তা তেন লোকেঽপূর্ব্বাং স্ববিজ্ঞতাং।
বৃহত্বাদ্বৃংহনত্বাচ্চ স্বকুক্ষির্ব্রহ্ম মন্যতে ॥ ৮৩ ॥
অতস্ত্রিষবণং তস্য ধ্যায়তা পূর্ত্তিসাধনং।
স এবোপাস্যতেঽনেন নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিণা ॥ ৮৪ ॥
(যুগ্মকং)

কদাচিদ্ভূরি পক্কান্ন গ্রসনাবেশসম্ভ্রমৈঃ।
কীশায়িতং স্যাৎ পাণিভ্যাং ভুঞ্জানস্যাস্য লাঘবৈঃ। ৮৫ ॥

লোকে অপূর্ব্বাং স্ববিজ্ঞতাং খ্যাপয়তানেন মধুমঙ্গলেন ব্রহ্মপদস্য বৃংপত্তি-লভ্যাৎ বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ স্বকুক্ষিরেব ব্রহ্মমন্যতে। তস্য কুক্ষৌ এতাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়স্য সত্ত্বাৎ ॥ ৮৩ ॥

ত্রিষবণং ত্রিকালং তস্য উদরস্য পূর্ত্তিসাধনং। স এব উদর এব ॥ ৮৪ ॥

কদাচিৎ সময়ে ভূরিপক্কান্নগ্রসনাবেশসম্ভ্রমৈঃ করনৈর্যানি লাঘবানি তৈঃ পাণি-দ্বয়াভ্যাং ভুঞ্জানস্যাস্য কীশায়িতং কীশবদাচরিতং স্যাৎ। বানরস্যাপি উৎকণ্ঠা-সময়ে হস্তদ্বয়েনৈব ভোজনস্য প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮৫ ॥

পরন্তু কুক্ষিস্তর বানরের সহিত ব্রহ্ম-তৎপর বটুর কিরূপে সাদৃশ্য সূচনা করিতেছি, তাহাও বলি শুন। এই বটু ইহলোকে নিজের অপূর্ব্ব বিজ্ঞতা প্রখ্যাপন করিবার নিমিত্ত নিজের উদরকেই বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বোধ করিতেছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের এই ধর্ম্ম-দ্বয়ই বটুর উদরে বিদ্যমান রহিয়াছে—ঐ দেখ, বটুর উদর যেমন বৃহৎ, তেমনই ব্যাপক ও পরিপুষ্ট। অতএব কুক্ষিস্তর বানর ও কুক্ষি-ব্রহ্মপর বটু উভয়ই তুল্য ॥ ৮৩ ॥

এইজন্যই বটু প্রত্যহ তিনবেলা এই উদরব্রহ্মের পূর্ত্তিসাধন ধ্যান করিতে করিতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী রূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

আবার বানরের যেমন বিকল্পে নরত্ব আছে, সেইরূপ এই বটুরও

ইত্যুক্ত্বা জীহসৎ সর্ব্বান্ সুবল স্তান্ বটুঃ স তু।
হসন্ ভুঞ্জান এবোচ্চৈঃ কাশৈঃ শোণমুখোঽভবৎ ॥ ৮৬ ॥
(পঞ্চভিঃ কুলকম্)

গোষ্ঠেশাহ বটো তিষ্ঠ ক্ষণং মা ভুঙ্ক্ষ্ব মা হস।
স্থৈর্য্যমাপ্নুহি মা জল্প মৈনং হাসয়তার্ভকাঃ ॥ ৮৭ ॥

তান্ বলদেবাদীন্ সর্ব্বান্ স তু বটুঃ ভুঞ্জান এব উচ্চৈর্হসন্ অতএব হাস-সময়েপি ভোজনং ত্যক্তুমসমর্থস্য তস্য কাশৈঃ কর্ণৈঃ শোণমুখোঽভবৎ। ভোজনসময়ে হাসস্য কাশপ্রদত্বাৎ ॥ ৮৬ ॥

হে অর্ভকাঃ মধুমঙ্গলং মা হাসয়ত ॥ ৮৭ ॥

বানরত্ব বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন প্রচুর পক্বান্ন ভোজনাবেশের আবেগে ভোজন-শৈথিল্য ঘটে অথবা কোন কারণে উৎকণ্ঠাজনিত ত্বরা উপস্থিত হয়, তখনই বটুরাজ দুইহস্তে শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিয়া বানরত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখিয়াছ ত সখে! ভয়াদিজনিত উৎকণ্ঠার সময়ে বানর সকল দুই হস্তে ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

সুবল সহাস্যে বটুর এই অপূর্ব্ব গুণকীর্ত্তন করিয়া বলদেবাদি সকলকেই হাসাইলেন—সে হাসির তরঙ্গে মধুমঙ্গলও স্থির থাকিতে পারিলেন না, উচ্চ হাস্য করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুন কাশিতে লাগিলেন। ভোজন সময়ে হাস্য করিলে কাশির উদ্রেক হয়, তথাপি ঔদরিক বটু হাস্য-সময়েও ভোজন-লালসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন এবং কাশিতে কাশিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অরুণিম হইয়া উঠিল ॥ ৮৬ ॥

তদ্দর্শনে গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা স্নেহ-সিক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন—"বটু! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ভোজন করিও না এবং হাসিও না, স্থির হও, আর কথা কহিও না।" তথাপি বালকগণ বটুকে হাসাইতে

কৃষ্ণঃ প্রাহ সখে ! কুক্ষিরস্য দুর্ভরতামগাৎ।
প্রত্যুহো হাস কাশাভ্যামদনে হন্ত তে কৃতঃ ॥ ৮৮ ॥
মাতঃ শিখরিণীং দেহীত্যুক্ত্বা তাং স ভৃশং পিবন্।
ধারামপাতয়চ্চারু চিবুকাজ্জঠরান্তগাং ॥ ৮৯ ॥
শ্রীদামাহ বটোরস্য মুখশ্রীঃ কৃষ্ণ বর্ণ্যতাং।
পূর্য্যতে নাভিসরসী পতন্ত্যা ধারয়া যতঃ ॥ ৯০ ॥

অদনে হাসকাশাভ্যাং প্রত্যুহো বিঘ্নঃ কৃতঃ ॥ ৮৮ ॥

মধুমঙ্গল আহ। তাং শিখরিণীং স মধুমঙ্গলঃ পিবন্ সন্ অত্যুৎকণ্ঠ্যা পানাদ্ধেতোশ্চিবুকাজ্জঠরান্তগাং ধারাং অপাতয়ৎ ॥ ৮৯॥৯০ ॥

থাকায় ব্রজেশ্বরী মৃদু অনুযোগ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন—"থাম বাপু ! তোমরা আর এই মধুমঙ্গলকে হাসাইও না" ॥ ৮৭ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সখে ! তোমার আজ পেট ভরিল না, আহা ! হাসি আর কাশি তোমার ভোজনে বড়ই বিঘ্ন ঘটাইয়া দিল ॥ ৮৮ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—"মা ! শিখরিণী দাও"—শ্রীব্রজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ শিখরিণী * প্রদান করিলেন। মধুমঙ্গল প্রবল উৎকণ্ঠা সহকারে পান করিতে থাকায় সেই শিখরিণীধারা তাঁহার চারু চিবুক হইতে জঠরান্ত পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িল ॥ ৮৯ ॥

তদ্দর্শনে শ্রীদাম হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কৃষ্ণ ! তুমি বটুর বদন-শোভা বর্ণন কর। ঐ দেখ, উহার মুখ হইতে পতিত শিখরিণীধারা নাভি-সরোবর পর্য্যন্ত পূর্ণ করিল ॥ ৯০ ॥

---

* শিখরিণী।—রসালা বিশেষ।

কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ যতঃ কুক্ষেঃ ক্ষীরাম্বোধে র্হসেন্দুনা ।
মুহুরুচ্চলনাদ্বক্ত্রা শিখরাদ্বীচিরুদ্গতা ॥ ৯১ ॥
অভূৎ শিখরিণীধারা পুনস্ত্যস্যাঙ্গ-মণ্ডলীং ।
দুষ্পূরমপি দুষ্পারং তমেব প্রাবিশৎ পুনঃ ॥ ৯২ ॥
এবং হাস-প্রহাসাপ্তমোদাঃ কৃষ্ণবলাদয়ঃ ।
সুতৃপ্তা অপি মাতৃভ্যামভুবন্ ভূরিভোজিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

মধুমঙ্গলস্য ক্ষীরসমুদ্রস্বরূপস্য কুক্ষের্হসেন্দুনা হাস্যরূপচন্দ্রেণ হেতুনা মুহুরুচ্চলনাৎ তত এব বক্ত্রাগ্রাদুদ্গতা বীচিস্তরঙ্গঃ শিখরিণী ধারা অভূৎ। সা এবাঙ্গমণ্ডলীং পুনস্ত্যী দুষ্পূরং অথচ দুষ্পারং তং কুক্ষিসমুদ্রমেব নাভি দ্বারা পুনঃ প্রাবিশৎ ॥ ৯১॥৯২ ॥

সুতৃপ্তা অপি মাতৃভ্যাং পুনর্ভূরিভোজিতাঃ অভুবন্ ॥ ৯৩ ॥

প্রিয় বয়স্য বটুর সেই কৌতুকাবহ ভোজন-ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন—"তবে শুন সখে! বটুর হাস্য-সুধাকরের উদয়ে উহার উদররূপ ক্ষীর-সমুদ্র মুহুর্ম্মুহু উচ্ছ্বলিত হওয়ায় বদন-শিখর হইতে তাহার তরঙ্গ উদ্গত হইয়া শিখরিণীধারা রূপে শোভা পাইতেছে এবং ঐ ধারা বটুর অঙ্গ-মণ্ডলী পবিত্র করিয়া নাভি-সরোবর মধ্য দিয়া সেই দুষ্পার ও দুষ্পূর উদর-সমুদ্রে পুনঃ প্রবেশ করিতেছে ॥ ৯১॥৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব বর্ণনায় সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এইরূপ হাস্য-পরিহাসের সহিত পরমানন্দে ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি সকলে পরিতৃপ্ত হইলেও শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী জননীদ্বয় পুনরায় সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

অশান সাধুনা কৃষ্ণ! মাত মে ক্ষুন্ন্যবর্ত্তত।
শিরসঃ শপথো ভুঙ্ক্ষ্ব পঞ্চষান্ কবলানপি ॥ ৯৪ ॥
অথ তান্ ভুক্তবত্যস্মিন্ প্রাহ বৎস কথং ভবান্।
এতৈর্ন্যূনতয়া স্বাস্থ্যদয়াস্তৎ ক্ষামতাং ভৃশম্ ॥ ৯৫ ॥
ইদং তে রোচকং ভুঙ্ক্ষ্ব মাতঃ শক্তির্ন মেঽস্ত্যতঃ।
রোহিণি স্বয়মেবৈহি মদ্বাচং নৈষ মন্যতে ॥৯৬॥

মাতুরুপরোধজন্যং পুনর্ভোজনপ্রকারমাহ। যশোদা আহ। হে কৃষ্ণ! সাধুনা সম্যক্‌তয়া অশান ভুঙ্ক্ষ্ব। কৃষ্ণ আহ। মে ক্ষুৎ ন্যবর্ত্তত ॥ ৯৪ ॥

স্বভাবোক্তিমাহ। উপরোধবশাৎ অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ভুক্তবতি সতি তং প্রতি যশোদা আহ। হে বৎস! কথং ভবান্ এতৈঃ কবলৈর্ন্যূনতয়া অস্বাস্থ্যৎ। অতএব ক্ষামতাং ভৃশং অয়াস্যৎ ॥ ৯৫ ॥

হে রোহিণি! স্বয়মেব এহি আগচ্ছ ॥ ৯৬—১০০ ॥

শ্রীযশোদা অনুরোধ করিয়া কহিলেন—"বাপ কৃষ্ণ! ভাল করিয়া আহার কর।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"মা! আমার আর ক্ষুধা নাই।" শ্রীযশোদা ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"সে কি বাছা! আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্ততঃ আর পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন কর" ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জননীর উপরোধে পুনরায় কিছু ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীযশোদা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"হাঁরে! বাছা! তুমি কি রকম বল দেখি? আমি না বলিলে এই কয় গ্রাস ভোজন ত তোমার কম থাকিত? আহা! তুমি দিন দিন এইরূপ অল্পাহার করিয়াই ত ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যাইতেছ? ॥ ৯৫ ॥

বৎস! এই দ্রব্য তোমার বড় রোচক, ইহা খাইতে কত ভাল বাস; অতএব ইহার কিঞ্চিৎ ভোজন কর।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"না মা! আমার আর ভোজন করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই।" এই কথা শুনিয়া স্নেহময়ী শ্রীযশোদা তখন শ্রীরোহিণীকে আহ্বান করিয়া

বৎস ! নাশ্নাসি চেদেতান্যপচং তেমনানি কিং।
বৃষভানুসুতা কিং বাহূতা পাকে বিচক্ষণা ॥৯৭॥
অনশ্নন্ মাতরং মাং চ তাং চাপি ত্বং দুনোষি তৎ।
ইত্যুক্তোঽন্নব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদভুক্ত সঃ ॥ ৯৮ ॥
(যুগ্মকং)

কৃষ্ণ কস্তে স্বভাবো যৎ ক্ষুধাবস্থাতুমীহসে।
হা কদা বা কথং বা তে বলপুষ্টী ভবিষ্যতঃ ॥৯৯॥
এবং মাত্রাথ রোহিণ্যা সর্ব্বে রামাদয়োঽপি তে।
স্নেহেন ভোজিতাঃ প্রাপুরপূর্ব্বামতুলাং মুদং ॥১০০॥

কহিলেন—"রোহিণি ! ভগিনি ! তুমি নিজে এস, কৃষ্ণকে ভোজন করিতে বল, কৃষ্ণ আমার কথা মানিতেছে না" ॥ ৯৬ ॥

এই কথা শুনিয়া বলদেব-জননী শ্রীরোহিণী আসিয়া কহিলেন—"বৎস ! কৃষ্ণ ! তুমি যদি ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি এই ব্যঞ্জনাদি কেন অনর্থক রন্ধন করিলাম ? এবং রন্ধন-নিপুণা বৃষভানু-নন্দিনীকেই বা কেন আনান হইল ? তিনিই বা কেন এত কষ্টস্বীকার করিয়া তোমার প্রীতির জন্য রন্ধন করিলেন ? ॥ ৯৭ ॥

অতএব এক্ষণে ভোজন না করিয়া তোমার জননীকে, আমাকে এবং সেই সুকুমারী শ্রীরাধিকাকে কেন অনর্থক দুঃখিতা করিতেছ ?" এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি পুনরায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

তদ্দর্শনে শ্রীব্রজেশ্বরী ও শ্রীরোহিণী বলিলেন—"কৃষ্ণ ! তোমার এ কি স্বভাব ? তুমি ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিতেছ ? এরূপ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিলে কিরূপে তোমার বলপুষ্টি বর্দ্ধিত হইবে ? ॥৯৯॥

এইরূপে শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী স্নেহ-সহকারে ভোজন করাইলে রামকৃষ্ণাদি সকলেই তখন অপূর্ব্ব ও অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০০ ॥

ভোজনাবাপ্ত সৌহিত্য-জনিতং শ্রীভরাঙ্কিতং।
জালন্যস্তেক্ষণা রাধা প্রেয়সো রূপমাপপৌ ॥ ১০১ ॥
তেঽথ দাস-করোপাত্ত ঝর্ঝরীনালনোদিতৈঃ।
নীরৈঃ ক্ষালিত হস্তাস্যা উত্তস্থুঃ স্বস্বপীঠতঃ ॥১০২॥
ক্রান্ত্বা শতপদং স্বস্ব তল্পমধ্যাস্য বীজিতাঃ।
দাসৈঃ সুষুপুরব্যগ্রং তাম্বূলমুপভোজিতাঃ ॥১০৩॥
রসবত্যা বিনিষ্ক্রান্তাং নির্নিক্ত-করপঙ্কজাং।
রাধাং পর্য্যচরন্ দাস্যো বিবিক্তে ব্যজনাদিভিঃ ॥১০৪॥

জালরন্ধ্রে ন্যস্তেক্ষণা রাধা প্রেয়সঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপমাপপৌ। রূপং কীদৃশং ভোজনেন প্রাপ্তং সৌহিত্যং তৃপ্তিস্তেন জনিতো যঃ শ্রীভরঃ শোভাতিশয়স্তেন অঙ্কিতং ॥ ১০১ ॥

নীরৈঃ ক্ষালিতানি হস্তমুখানি যেষাং তে উত্তস্থুঃ ॥ ১০২ ॥

দাসৈর্বীজিতাঃ অথ চ তাম্বূলমুপভোজিতাশ্চ তে ॥ ১০৩ ॥

ক্ষালিত কর-পঙ্কজাং ॥ ১০৪ ॥

এই সময়ে অলক্ষ্যে গবাক্ষ-জালরন্ধ্রে নয়ন-ন্যস্ত করিয়া প্রেম-সৌন্দর্য্যের অমল প্রতিমা শ্রীরাধিকা প্রিয়জনের ভোজন-তৃপ্তি-জনিত যে নিরুপম শোভার উদয় হইয়াছে, আমরি! সেই ঢলঢল লাবণ্য-সুধা অনিমেষে প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

অনন্তর ভোজনান্ত জানিয়া দাসগণ কর-গৃহীত কনক-ঝর্ঝরীর নাল-পথে সুবাসিত বারি ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে থাকিলে তাঁহারা সকলে তাহাতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া স্ব স্ব ভোজনপীঠ হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১০২ ॥

এবং শতপদ ভ্রমণ করিয়া তাম্বূলভোজন করিতে করিতে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। দাসগণ ব্যজন করিতে থাকিলে তাঁহারা ধীরে ধীরে নিদ্রার অলস-অঙ্কে আশ্রয় লাভ করিলেন ॥ ১০৩॥

কবোষ্ণ ব্যঞ্জনান্নাদি রোহিণ্যা পরিবেশিতং।
ধনিষ্ঠাং গ্রাহয়িত্বাহ রাধামেত্য ব্রজেশ্বরী ॥ ১০৫ ॥
বৎসে গান্ধর্ব্বি ললিতে বিশাখে চম্পবল্লিকে।
নিঃসঙ্কোচমিহাশ্নীত ধিনুতাদ্যমমাক্ষিণী ॥ ১০৬ ॥
পুত্রি! কিং লজ্জসে ভক্তুং কীর্ত্তিদেবাস্মি তে প্রসূঃ।
ইহ খেলাহসৃস্ব শেষাত্র নিলয়ে সবয়োবৃতা ॥ ১০৭ ॥

রোহিণ্যা পরিবেশিতং ঈষদুষ্ণ ব্যঞ্জনান্নাদি ধনিষ্ঠাং গ্রাহয়িত্বা ব্রজেশ্বরী এত্য নিকটে গত্বা রাধামাহ ॥ ১০৫ ॥

ধিনুত সুখয়ত ॥ ১০৬ ॥

আস্ব উপবেশং কুরুধ্ব। শেষ্ব শয়নং কুরুধ্ব। পক্ষে স্ববয়সা কৃষ্ণেনেতি সরস্বতীকৃতোহর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

এদিকে শ্রীরাধিকা রন্ধনশালা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় কর-কমল প্রক্ষালন পূর্ব্বক একান্তে অবস্থান করিলে কিঙ্করীগণ ব্যজনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরোহিণী ঈষদুষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীরাধিকা ও তদীয় সখীগণের নিমিত্ত পরিবেশন করিলে ধনিষ্ঠা সখী তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে সজ্জিত করিতে লাগিলেন এবং ব্রজেশ্বরী, শ্রীরাধিকাদির নিকটে গিয়া স্নেহ মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—॥ ১০৫ ॥

"বৎসে! গান্ধর্ব্বিকে! হে ললিতে! বিশাখে! চম্পকলতে! তোমরা সকলে মিলিয়া এখানে নিঃসঙ্কোচে ভোজন করিয়া আজ আমার নয়নযুগলের সুখবিধান কর ॥ ১০৬ ॥ †

---

† তথাহি শ্রীরাধার ভোজন।—রন্ধনে রমণী, হইয়া মলিনী, বাহিরে আসিয়া বসি। ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, যেমন দিবসে শশী ॥ আসি দাসীগণ ধোয়ায় চরণ, সুগন্ধ শীতল নীরে। প্রিয় সখীগণ, পরায় বসন, ছরম করয়ে দূরে ॥ রাধা-দাসীগণ, পরম নিপুণ, মাজিয়া বিরল ঘরে। বসিতে আসন, জলের ভাজন, সারি সারি করি ধরে ॥ যশোদা আকুলি, হইয়া বিকলি, রাইরে করল কোলে। আমার বাছনি, মো যাও নিছনি, ভোজন করহ বোলে ॥ রাণীর বচনে, চলল ভোজনে বসিলা আসন' পরি। রোহিণী আসিয়া, দেন যোগাইয়া, থালিতে থালিতে ভরি ॥ রাধার যে গণ, জানিয়া তখন, কুন্দলতা প্রিয়তমা। পিয়া শেষ লৈয়া, দিলেন আনিয়া, করিয়া চাতুরী সীমা ॥ সখীগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, ভোজন করল সুখে। ভক্ষ সমাপন, করি আচমন, তাম্বুল দেয়ল মুখে ॥ পালঙ্ক উপরে, বসিলা সুন্দরী, বালিশে হেলিয়া গায়। রাইর ইঙ্গিতে, যে ছিল থালিতে, ভুঞ্জিল শেখর রায় ॥ প, কঃ,

তদ্বাগমৃত-সংসিক্তমনস্কার সখীস্মিতৈঃ।
ঈষন্মন্দাক্ষ মন্দাক্ষমন্তর্মোদাঽদদ্ রাধিকা ॥ ১০৮ ॥
প্রেষ্ঠ-ফেলামৃতং স্বাদৈঃ পরিচিত্য মুদাঽপ্লুতা।
ধনিষ্ঠায়াং কিরন্ত্যক্ষি-কোণং তামধিনোদিয়ং ॥ ১০৯ ॥

তস্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ। স্ববয়োবৃতা ইতি বাক্যরূপামৃতৈঃ সংসিক্তো-মনস্কারো মনস্কামনা যাসাং তাসাং সখীনাং স্মিতৈঃ ঈষন্মন্দাক্ষিণ ঈষল্লজ্জয়া মন্দাক্ষং কিঞ্চিন্মূদ্রিতাক্ষং যথাস্যাত্তথা অন্তর্মোদা রাধা আদ বুভুজে। চিত্তাভোগো মনস্কার ইত্যমরঃ। মন্দাক্ষং হ্রীস্ত্রপা ব্রীড়া লজ্জেত্যমরঃ। ১০৮ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা লজ্জায় ঈষৎ অবনতমুখী হইলেন। তখন ব্রজেশ্বরী তাঁহার সেই ব্রীড়া-বিনম্র ভাব বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় সোহাগমাখা স্বরে কহিলেন—"পুত্রি! তুমি ভোজন করিতে লজ্জা করিতেছ কেন? তোমার জননী কীর্ত্তিদা যেমন, আমিও সেইরূপ জানিবে। আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিও না। নিজালয়ের ন্যায় আমার এই নিলয়েও 'স্ববয়স্যাবৃতা' হইয়া যদিচ্ছা হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন ও উপবেশন কর ॥ ১০৭ ॥ ‡

শ্রীব্রজেশ্বরীর 'স্ববয়স্যাবৃতা' বাক্যের নিজ বয়স্যা অর্থাৎ সখীগণে পরিবৃতা—এরূপ অর্থ-পরিগ্রহ না করিয়া "স্ববয়স্য অর্থাৎ নিজ প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বরিত বা আবৃত হইয়া যথেচ্ছা হাস্য-ক্রীড়া কর"—এইরূপ অর্থ অনুভব করিয়া সখীগণের চিত্ত যেন অমৃতসিক্ত হইল—তাঁহারা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বাহিরে ঈষৎ লজ্জাবশতঃ শ্রীরাধিকার নয়ন-কমল কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইল বটে, কিন্তু তিনি আন্তরিক আনন্দ-প্রফুল্লা হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥

---

‡ তথাহি পদ—ও মোর বাছনি ধনী, সতীকুল-শিরোমণি, ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে। না হয়ে উছর বেলা, সখীসঙ্গে কর খেলা, কর্পূর তাম্বুল খাও মুখে॥ রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ নিছনি মোর, শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা। তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিল বিধি হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥ ধাতার মাথায়ে বাজ, যে হেন করয়ে কাজ, আমারে ভাণ্ডিলা কিবা দোষে। বাছার বিবাহ তরে, হেন নারী নাহি পুরে, চাহিয়া না পাই কোন দেশে॥ যশোদা বিষাদ কথা, শুনি বৃষভানু সুতা, বদনে বসন দিয়া হাসে। পুলকে পুরল গা, মুখে নাহি সরে রা, ভাসিল রাণীর নেহ রসে॥ শেখর সরস করি, কহে শুন ব্রজেশ্বরি, রাধিকা তোমার সঙ্গে জানি। সখা সব পুরে বেণু, খড়িকে ডাকিছে ধেনু, সাজাহ রাখাল শিরোমণি॥ পঃ, কঃ—

ভোজয়িত্বাথ তাং রত্নভূষা-বস্ত্রানুলেপনৈঃ।
লালয়িত্বা ব্রজেশ্বর্য্যাং গতায়াং তুঙ্গবিদ্যয়া॥ ১১০ ॥
কিঞ্চিদূচে বিশাখায়াঃ কর্ণে তৎ সান্বমন্যত।
রাধাপ্যনুমিমীতে স্ম তদ্ দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া॥ ১১১ ॥
(যুগ্মকং)

সখ্যৌ যদ্‌যুবয়োঃ কর্ণাকর্ণি সস্মিতমীক্ষ্যতে।
মুগ্ধায়াঃ কুলবধ্বা মে তন্মাত্র শ্রেয়সী স্থিতিঃ॥ ১১২ ॥

প্রেষ্ঠস্য ফেলামৃতং ভুক্তাবশিষ্টং স্বান্নৈঃ পরিচিত্য মুদাপ্লুতা রাধা ধনিষ্ঠায়াং অক্ষিকোণং ক্ষিপন্তী সতী তাং ধনিষ্ঠাং অধিনোৎ। ময়া কৃতং রহস্যং কথং রাধয়া জ্ঞাতমিতি বুদ্ধ্যৈব ধনিষ্ঠায়াঃ সুখোৎপত্তেরিতি ভাবঃ॥ ১০৯ ॥

গতায়াং সত্যাং তুঙ্গবিদ্যয়া যৎ উচে তৎ বিশাখা অন্বমন্যত। দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া রাধাপি তৎ অনুমিমীতে॥ ১১০॥১১১ ॥

হে সখ্যৌ যুবয়োঃ কর্ণাকর্ণি সস্মিতং ময়া ঈক্ষ্যতে। অতঃ মুগ্ধায়া ইত্যাদি॥ ১১২ ॥

চতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ শ্রীরাধার ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় শ্রীরাধা ভোজন করিতে করিতে প্রিয়তমের উচ্ছিষ্টামৃতের আস্বাদ পাইয়া হর্ষপরিপ্লুতা হইলেন এবং ধনিষ্ঠার প্রতি সকরুণ অপাঙ্গনিক্ষেপ করিয়া ধনিষ্ঠাকে সুখের তরঙ্গে ভাসাইলেন। "আমার এই রহস্যকর্ম্ম শ্রীরাধা কিরূপে জানিতে পারিলেন"—এই মনে করিয়াই তখন ধনিষ্ঠার সুখোৎপত্তি হইল॥ ১০৯ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরী এইরূপে শ্রীরাধাকে অতীব যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং বিবিধ রত্নালঙ্কার ও বস্ত্রানুলেপন দ্বারা তাঁহার যথোচিত লালন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। এই অবসরে তুঙ্গবিদ্যা, বিশাখার কানে কানে কি কথা বলিলেন, বিশাখাও মৃদু হাস্য করিতে করিতে অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। শ্রীরাধা উভয়ের সেই মৃদু হাস্যমাধুরী দেখিয়া তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন, এবং কহিলেন—"ওগো সখি! আমি যখন তোমাদের দুইজনকেই অধর টিপিয়া হাসিয়া হাসিয়া কানাকানি করিতে দেখিতেছি, তখন তোমাদের অভিসন্ধি ভাল বোধ হইতেছে না। আমি একে মুগ্ধা,

ইত্যুত্থায় স্বগেহায় যান্ত্যা বব্রে বিশাখয়া ।
প্রোচে শঙ্কামিষেণেষ্ট স্পৃহা কিং সখি সূচ্যতে ॥ ১১৩ ॥
হস খেলাহস্বস্থ স্ববয়োবৃতেত্যাহ ব্রজেশ্বরী ।
ভুক্ত্বা ক্ষণমবিশ্রম্য যান্তী তাং খেদয়িষ্যসি ॥ ১১৪ ॥

নিষ্ক্রম্যতাং সখি ময়া সহ সাধু পক্ষ-
দ্বারেণ সত্বরমিমাঃ খলু কূটচর্য্যাঃ ।
ত্বদ্বন্ধুজীব সুমনো নয়নস্পৃহাপি
পূর্ণা ভবিষ্যতিতরাং নিরপায়মেব ॥ ১১৫ ॥

বব্রে আবরণং চক্রে। হে সখি! ইষ্টবিষয়ে কিং স্পৃহা সূচ্যতে। অন্যথা আবয়োঃ কর্ণাকর্ণিদর্শনাৎ অনুপস্থিতশঙ্কায়াঃ কথমুৎপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

ব্রজেশ্বরী ইতি আহ। অতঃ ভুক্ত্বা ক্ষণং অবিশ্রম্য যান্তী ত্বং তাং ব্রজেশ্বরীঃ খেদয়িষ্যসি। তস্মাৎ সবয়ঃ শব্দস্য গূঢ়ার্থাচরণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ১১৪ ॥

ইতি চতুরা ধনিষ্ঠা গিরিঃ ব্রজরাজস্য বাট্যাঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি নন্দীশ্বরপর্ব্বতঃ তস্য গুহায়াং সুখময়গৃহং তাং রাধাং নিন্যে ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ।

তাহাতে কুলবধূ; সুতরাং আর আমার এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে ॥'' ১১০—১১২ ॥

এই বলিয়া শ্রীরাধা যেমন গাত্রোত্থান করিয়া স্বভবনে গমনোদ্যতা হইলেন, অমনই বিশাখা তাঁহার গমনে বাধা দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্মিত-মধুর বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি শঙ্কার ছলে কি ইষ্ট-স্পৃহা সূচনা করিতেছ? তা' নয়! আমাদের কর্ণাকর্ণি দর্শনে এরূপ অনাগত আশঙ্কার কেন উদয় হইবে? ॥ ১১৩ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরী এইমাত্র তোমাকে বলিলেন—"রাধে! স্ববয়স্যাবৃতা হইয়া হাসিখেলা কর, বিশ্রাম কর"—তুমি তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়াই গৃহে যাইতে উদ্যত হইতেছ, ইহাতে ব্রজেশ্বরী মহাদুঃখিতা হইবেন। অতএব সখি! এক্ষণে তাঁহার বাক্যের গূঢ়ার্থাচরণ সিদ্ধ করিয়া আমাদেরও আনন্দ-বিধান কর ॥ ১১৪ ॥

এই সময়ে চতুরা ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—"সখি! ইহারা বড়ই কুটিলা—ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পক্ষদ্বার

ন জ্ঞাস্যতে ব্রজপুরাধিপয়া বৃথা ত্বং
কিং শঙ্কসে স্বগৃহমেহ্যনয়ৈব বীথ্যা
ইত্যাদরাদ্গিরিগুহাসুখসদ্ম নিন্যে
তাং কৃষ্ণকান্তি-রুচিরং চতুরা ধনিষ্ঠা ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে ভোজন-কৌতুকা-
নুমোদনো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সদ্ম কীদৃশং কৃষ্ণকান্ত্যা রুচিরং। পক্ষে কৃষ্ণস্য কান্ত্যা। ধনিষ্ঠায়া বাক্যমেবাহ। নিষ্ক্রমতামিতি। 'খিড়্‌কী' ইতি প্রসিদ্ধেন পক্ষদ্বারেণ। ইমাঃ সর্বাঃ খলু কুটচর্য্যা ভবন্তু। অত এতা বিহায় ময়া সহ নিষ্ক্রমতাং ত্বদীয় সূর্য্যপ্রিয়স্য বন্ধুজীবস্য 'বাঁধলী' ইতি প্রসিদ্ধস্য, সুমনসঃ পুষ্পস্য আনয়নস্পৃহা। পক্ষে ত্বদ্বন্ধোঃ কৃষ্ণস্য জীবাত্মা শোভনং মনশ্চ এতেষাং স্পৃহাপি ॥ ১১৫॥১১৬ ॥

ইতি টীকায়াং ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ খিড়কার দ্বার দিয়া অবিলম্বে আমার সহিত চলিয়া এস। তোমার 'বন্ধুজীব-সুমন-নয়ন-স্পৃহা' অর্থাৎ সূর্য্যপূজার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ বাঁধুলীপুষ্প আনয়ন স্পৃহা নির্বিঘ্নে পূর্ণ হইবে।" পক্ষান্তরে ধনিষ্ঠা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—"সখি রাধে! আমার সঙ্গে এস, তোমার সঙ্গলাভে ত্বদীয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জীবাত্মা, শোভন মন ও নয়নের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হইবে ॥ ১১৫ ॥

হে সখি! ব্রজেশ্বরী এ কথা আদৌ জানিতে পারিবেন না, সুতরাং কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? গৃহ হইতে আমার সঙ্গে এই পথে আগমন কর। এই বলিয়া ধনিষ্ঠা ব্রজরাজের বাটার পশ্চাদ্বর্ত্তী নন্দীশ্বর গিরি গুহাস্থিত কৃষ্ণ-কান্তি-রুচির সুখময় ভবনে কৃষ্ণভাবিনী শ্রীরাধাকে এইরূপে কৌশলে লইয়া গিয়া বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইলেন। আমরি! তখন বিরহের উত্তপ্ত ঊষর ভূমিতে অনাবিল সম্ভোগানন্দরসের সুধা-ধারা তরঙ্গে তরঙ্গে উৎসারিত হইল ॥ ১১৬ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

তিলকাভরণাদিধারণৈঃ প্রতিবধ্নস্যথ কিং সবিত্রি মে।
অধুনাপ্যশকং যতো গৃহান্নহি নির্গন্তু মহং করোমি কিং ॥১॥
নিখিলা মম মিত্রমণ্ডলী মিলিতৈবাস্তবদত্র সঙ্গবে।
প্রণয়াম্বুনিধিঃ সখা স মে বনমেষ্যন্ পথি মাং প্রতীক্ষতে ॥২॥

অধুনা স্ব স্ব গৃহস্থিতানাং সখীনাং শ্রীকৃষ্ণস্য নিকট গমনার্থমুৎকণ্ঠামাহ। হে সবিত্রি! মাতঃ! মে মম তিলকাদিধারণৈঃ কিং প্রতিবধ্নাসি? শ্রীকৃষ্ণস্য নিকট গমনে প্রতিবন্ধং করোষি। যতঃ অধুনাপীতি ॥১॥

সঙ্গবে প্রাতঃকালানন্তরং সপ্তমঘটিকায়াং। স শ্রীকৃষ্ণঃ বনং এষ্যন্ বনং গন্তুং পথি মাং প্রতীক্ষতে। যতঃ প্রণয়াম্বুধিঃ ॥২॥

দিবা ৬ দণ্ডের পর ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সময় সঙ্গবকাল। এই সময়েই ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোচারনার্থ বন গমন করিয়া থাকেন। তাই, গোষ্ঠগমনের সময় হইয়াছে দেখিয়া সুদাম সুবলাদি সখাগণ নিজ নিজ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—সময় বুঝিয়া স্ব স্ব জননী তাঁহাদের বন-গমনোপযোগী বেশভূষায় ভূষিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজবালকগণের হৃদয়ে সে ভূষণ পরিধানের বিলম্বও যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কতক্ষণে গিয়া সম্মিলিত হইবেন—এই উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণ মন পলে পলে আকুলিত। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া আপন আপন জননীকে বলিতে লাগিলেন—"মা! তিলকভূষণাদি পরাইবার ছলে প্রাণ কানাইয়ের কাছে যাইতে কেন বৃথা আমার প্রতিবন্ধ জন্মাইতেছ—এই দেখ, এখনও গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলাম না, আমি করি কি? ॥১॥

এই সঙ্গব-সময়ে আমার সকল মিত্রমণ্ডলী প্রাণ-সখা শ্রীকৃষ্ণের

কথমুদ্বিজসে ত্বমপ্যরং ব্রজ রক্ষামণিমেব তেঽধুনা।
মণিবন্ধমনু প্রশান্তিকং তনয়েঽস্মিন্নিবধ্নতী করে ॥৩॥
ন গবাং ধ্বনিরধ্বনি শ্রুতো ন চ সম্প্রত্যপি সঙ্গবোদয়ঃ।
নিরগুঃ সুহৃদো ন ধামতস্তব তারল্যমধাস্ত্বমেব কিং ॥৪॥
মণিকাঞ্চনভূষণাঞ্চিতা জননীমার্জ্জিতচর্চ্চিতাদৃতা।
অচিরঙ্কমিবানলঙ্কৃতং হসিতা ত্বাং সখি পালিরেব তে ॥৫॥

তং মাতা আহ। হে তনয়! কথমুদ্বিজসে? ত্বমপি অরং শীঘ্রং ব্রজ। কিঞ্চ তব অস্মিন্ করে মণিবন্ধমনু মণিবন্ধে প্রশান্তিকং রক্ষামণিং অনু নৈবাহং নিবধ্নতী অস্মিমাত্র বিলম্বলেশোঽপি ॥৩॥

পুনরাহ। তব সুহৃদঃ অন্যে সখায়ঃ স্বধামতো ন নিরগুঃ ন নির্গমনং চক্রুঃ। কিং ত্বমেব তারল্যং অধাঃ? ॥৪॥

সহিত মিলিত হইল এবং আমার সখা কৃষ্ণচন্দ্রও বনগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আহা! সখা যে আমার প্রণয়-সাগর, আমার প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা! তাই, তাঁহার চাঁদ মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া উঠে মা! ॥২॥

তখন স্নেহ-বিবশা জননী পুত্রের সেই উদ্বেগ-সমাকুল মুখ-কমল চুম্বন করিয়া কহিলেন—“বাছা! কেন এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? তুমিও শীঘ্র তোমার সখার সহিত মিলিত হইতে পারিবে। অলঙ্কার পরিধান করান ত প্রায় শেষ হইয়াছে; কেবল তোমার এই হাতের মণিবন্ধে প্রশান্তিক রক্ষামণি বাঁধিয়া দিলেই হয়,—ইহাতে আর কত বিলম্ব হইবে? —ক্ষণমাত্র বিলম্বও হইবে না” ॥৩॥

কই বৎস! এখনও গোষ্ঠপথে কোন গোধনধ্বনি ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না; অতএব সঙ্গব-সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তোমার অন্যান্য সখাগণও স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হয় নাই। তবে তুমি কেন এত চঞ্চল হইতেছ? ॥৪॥

ইতি মাতৃ কৃতোপলালনাগ্যপি তে বন্ধন মিত্যমংসত।
বিশিখারুত-মাত্র শঙ্কিত স্ব সখাভ্যাগম-বিক্লবেক্ষণাঃ ॥৬॥
বসুদাম-সুদাম-কিঙ্কিণী-সুবলাদ্যাঃ সমিতা ইতস্ততঃ।
পুরমানশিরে হরেরিমে প্রথসিন্ধোঃ পুলিনং যথোর্ম্ময়ঃ ॥৭॥

তে সখিপালিবেন প্রাং হসিতা। সখিপালিঃ কথম্ভূতা মণিকাঞ্চনেত্যাদি ॥৫॥

ইতি মাতৃকৃতোপলালনাদি তে বালকাঃ বন্ধনমেবামংসত। কথম্ভূতাঃ বিশিখা গলীতি প্রসিদ্ধা। তত্র রুত-মাত্রেণ আশঙ্কিতো যঃ স্ব সখাভ্যাগম স্তেন বিক্লবেক্ষণাঃ ॥৬॥

ইমে বসুদামাদয়ঃ ইতস্ততঃ সমিতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ হরেঃ পুরং আনাশিরে ব্যাপ্তং চক্রুঃ। তত্র নন্দপুরস্য সুধাসিন্ধুত্বেন হরেঃ পুরস্য পুলিনত্বেন চ উৎপ্রেক্ষমাহ। সুধেতি ॥৭॥

বিশেষতঃ তুমি অলঙ্কারমণ্ডিত না হইয়া অতি দরিদ্রের মত গমন করিলে তোমার সখাগণই স্ব স্ব জননী কর্ত্তৃক মণি-কাঞ্চন-ভূষণে অলঙ্কৃত ও সাদরে অঙ্গ মার্জ্জনার পর কুঙ্কুম-চন্দনে চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া অবশ্য তোমাকে উপহাস করিবে" ॥৫॥

তখন ব্রজবালকগণ জননীর এই প্রকার বাৎসল্য-প্রেম-ব্যঞ্জক উপলালনাদিগকে দারুণ বন্ধনতুল্য মনে করিতে লাগিলেন। 'ঐ বুঝি, সখাগণ গোষ্ঠপথে বাহির হইয়াছে'— এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আঘাতে আঘাতে হৃদয় কম্পিত করিতেছে—যেমন কোন সঙ্কীর্ণ গলিপথে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, অমনই শঙ্কাকুলিত চিত্তে—"ঐ আমার সখাগণ আসিতেছেন" বলিয়া সেই দিকে বিক্লব-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সখ্যের ভাব কি মধুর —কি প্রাণস্পর্শী! ॥৬॥

অনন্তর বসুদাম, সুদাম, কিঙ্কিণী * ও সুবলাদি কৃষ্ণসখাবৃন্দ

* সুদাম।—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। সুদামার দেহকান্তি অবং গৌর ও মনোহর, পরিধান নীল বসন ও নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। ইঁহার পিতার নাম মটুক গোপ, মাতার নাম রোচনা, বয়স নবকৈশোর। যথা গণোদ্দেশে—

অথ কশ্চন গোপ আগতোঽবদদুচ্চৈঃ শৃণুতেদমর্ভকাঃ।
স গবাং ভবনেঽবস্থিতো ব্রজরাজো যদিহাদিদেশ বঃ ॥৮॥

কশ্চন গোপঃ নন্দনিকটাদাগত্য বালকান্ প্রতি অবদৎ। গবাং ভবনে স্থিতঃ সব্রজরাজঃ বো যুষ্মান্ প্রতি যৎ আদিদেশ তৎ শৃণু ॥৮॥

ইতস্ততঃ হইতে আগমন করিয়া নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণপুর সন্নিধানে সম্মিলিত হইলেন—আমরি! যেন সখ্যরসের সুধা-লহরীনিচয় উচ্ছ্বসিত হইয়া নন্দালয়রূপ সুখ-সিন্ধুর শ্রীকৃষ্ণপুর-পুলিনে আসিয়া মিলিত হইল। সকলেরই এক বেশ, এক ভাব, এক ভঙ্গী—যেন একইরূপের বিম্বানুবিম্ব মণি-মুকুরে প্রতিবিম্বিত ॥৭॥

অনন্তর একজন গোপ, ত্বরিতপদে শ্রীনন্দরাজের নিকট হইতে আগমন করিয়া সেই ব্রজবালকগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ওহে বালকবৃন্দ! ব্রজরাজ গোষ্ঠালয়ে অবস্থান করিয়া তোমাদের প্রতি যে আদেশ করিয়াছেন তাহা তোমরা শ্রবণ কর ॥৮।

"ঈষদ্গৌরঃ সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্র পরিধানো রত্নাভরণভূষিতঃ ॥
পিতা চ মটুকোনাম রোচনা জননী ভবেৎ।
সুকিশোর বয়ো বেশ নানাকেলী রসোৎকরঃ ॥"

বসুদাম ও কিঙ্কিনী।—ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। যথা গণোদ্দেশে—

শ্রীদামা দামা সুদামা বসুদামা তথৈব চ।
কিঙ্কিনী ভদ্রসেনাংশু স্তোককৃষ্ণা বিলাসিনঃ ॥
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাক্ষ কলবিঙ্ক প্রিয়করাঃ।
শ্রীদামাদ্যাঃ সমাস্তত্র শ্রীদামা পীঠমর্দ্দকঃ ॥
সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ।
স্তোক কৃষ্ণো যথার্থার্থঃ কৃষ্ণ প্রত্যান্তরীভূতঃ ॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈরমুং।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং ॥
এতে প্রিয় সখাঃ শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণ সমা মতাঃ ॥"

ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসে সাহায্যকারী। প্রিয় সখা সকল বিবিধ কেলি, নিযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই সকল প্রিয়সখা শান্ত স্বভাবাপন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য। "বয়স্তুল্যাঃ প্রিয় সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। (ভঃ রঃ সি) যাঁহারা কৃষ্ণের সমবয়স্ক এবং শুদ্ধ সখ্য মাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে প্রিয় সখা বলা হয়।

স্বপিতু ক্ষণমচ্যুতঃ সুখং ন ভবদ্ভিঃ প্রসভং প্রাবোধ্যতাং।
অধুনাদ্যময়ৈব মোচিতা ধবলাবলী চ বিলম্ব্যকাল্যতাং ॥৯॥
ইতি তে শ্রুতবন্ত এব গো-সদনান্যেব মুদা প্রতস্থিরে।
কতিচিৎ সুবলাদয়োঽভবন্ নিভৃতং প্রেষ্ঠসখাবরোধগাঃ ॥১০॥
দধতেঽপচিতিং হরের্ন চাপচিতিং প্রেমণি যেঽনুযায়িনঃ।
উপসেদুরিমে ব্রজেশ্বরীং প্রথমং রক্তকপত্রকাদয়ঃ ॥১১॥

অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণং সুখং স্বপিতু ভবদ্ভিঃ প্রসভং হঠাৎ ন প্রবোধ্যতাং। যুষ্মাভির্বিলম্বং কৃত্বা ধবলাবলী কাল্যতাং চাল্যতাং ॥৯॥

কতিচিৎ রহস্য-বৃত্তান্তজ্ঞাঃ সুবলাদয়ঃ নিভৃতং যথাস্যাত্তথা প্রেষ্ঠ সখস্য শ্রীকৃষ্ণস্যান্তঃপুরগা অভবন্ ॥১০॥

অধুনা দাসানাং তৎকালীন চেষ্টামাহ। যেঽনুযায়িনো রক্তকাদয়ঃ হরেরপচিতিং পরিচর্য্যাং দধতে, অথচ প্রেমণি অপচিতিং অপচয়ং ন দধতে ইমে দাসাঃ প্রথমং ব্রজেশ্বরী মুপসেদুঃ ॥১১॥

কশ্চিদ্দাসঃ। তয়া ব্রজেশ্বর্য্যা। তনয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আমোদ-জনক-মোদক শ্রেণীং অধাৎ। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। যশোদাস্বরূপ-বাৎসল্য-সভায়াঃ কাঞ্চিৎ

"কৃষ্ণ আরও কিছুক্ষণ সুখে নিদ্রা যাউক। তোমরা সহসা তাহাকে জাগরিত করিও না। আজ আমি নিজে এখনই ধেনুসমূহের বন্ধন মোচন করিতেছি—তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া বনপথে ধেনুযূথ ধীরে ধীরে চালিত করিও" ॥৯॥

এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজবালকগণ সহর্ষে সেই গোষ্ঠালয়ে শ্রীব্রজরাজের নিকট গমন করিলেন এবং সুবলাদি কতিপয় রহস্য-বৃত্তান্তজ্ঞ প্রিয়সখা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে নিভৃতে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আহা! এই সময়ে কৃষ্ণপরিবারগণের চেষ্টা কি সুন্দর! তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় নিত্য নিরত অথচ তাঁহাদের কখন বিন্দুমাত্রও প্রেম-শৈথিল্য উপস্থিত হয় না। এইরূপ প্রেম-সেবা-নিপুণ রক্তক

অথকশ্চিদধাত্তয়ার্পিতাং তনয়ামোদক মোদকাবলীং ।
অতিবৎসলতা-লতাবলৎ ফলপালীমিব কাঙ্ক্ষিতাং ॥১২॥

অঙ্কিতাং পূজিতাং শ্রেষ্ঠামতি পর্য্যবসিতাং বলবৎ ফলশ্রেণীমিব। অত্র মোদকস্থানীয়ং ফলম্ ॥১২॥

পত্রকাদি * অনুগামী দাসগণ প্রথমেই শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকট আগমন করিলেন ॥১১॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী পুত্র শ্রীকৃষ্ণের আমোদকজনক মোদক সকল যখন জনৈক কিঙ্করের করে সমর্পণ করিলেন, তখন মনে হইল যেন, সেই কিঙ্কর বাৎসল্যবল্লরীর উপাদেয় ফলগুলি সাদরে গ্রহণ করিলেন। এস্থলে শ্রীব্রজেশ্বরীই বাৎসল্য-বল্লরী এবং মোদকনিচয়ই তাহার উপাদেয় ফলস্বরূপ ॥১২॥

* রক্তকপত্রক প্রভৃতি ব্রজস্থ দাস্যভাবের পরিকর। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পশ্চিম বিভাগে—

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ ॥
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ ॥

রক্তক পত্রকাদি শুদ্ধ দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চেট সহায় নামে অভিহিত। চেটের লক্ষণ—"সন্ধান-চতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্ভধীঃ।" (উজ্জ্বলে) অর্থাৎ যাঁহারা সন্ধান বিষয়ে চতুর, যাহাদের কর্ম্ম কেহ জানিতে পারে না, গূঢ়রূপে সম্পন্ন করেন, এবং যাঁহাদের বুদ্ধি অতিশয় প্রগল্ভা পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে চেট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সকল চেটের মধ্যে কতকগুলি সখা কিন্তু দাস অভিমানী; যথা ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদি। আর কতকগুলি শুদ্ধ দাস্যাভিমানী; যথা রক্তক পত্রকাদি, ইঁহারা গুণের সাগর, অথচ রূপেও অতি মনোহর। শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, পাশাদি রক্ষা করাই ইঁহাদের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা সর্ব্বদা বিচরণ করেন। আজ্ঞাক্রমে সখাগণের নিকট গৈরিক, কুসুম, গুঞ্জাদি আহরণ করিয়া যোগাইয়া থাকেন। যথা গণোদ্দেশে—

"তদ্বেণু শৃঙ্গ মুরলী যষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতুনাং চোপহারকাঃ ॥"

ইঁহাদের প্রণাম যথা—পদ্ধতি-প্রদীপে—

প্রেম্না যে পরিবর্ত্তনেন কলিতাঃ সেবা সদৈবোৎসুকাঃ
কুর্ব্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাস্য বয়স্যোপমাঃ।
বংশী দর্পণ দ্যূতবারিবিলসৎ তাম্বূলবীণাদিভিঃ
প্রাণেশং পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্রীমুখ্যান্ ভজে ॥

মণি-চিত্রিত দারু-পেটিকান্তরগামংসতটে বহন্নসৌ ।
শতকোট্যসুতোপ্যথাদরাদবধানীয়তয়া মমং স্ম তাং ॥১৩॥
স্তিমিতারুণ-চেল-কঞ্চুকা বৃতচন্দ্রোপল-চিত্রঝর্ঝরীং ।
শশি-বাসিত নীর-পূরিতা মপরোবিভ্রদদভ্রমাবভৌ ॥১৪॥
সিতমানস বৃত্তিমেব তামনুরাগ-পিহিতাং দ্রবত্তরাং ।
বহিরেষ জনান্ কিমীক্ষয়নতুলং সৌভগরত্নমাদদে ॥১৫॥

অসৌ দাসঃ তাদৃশঃ পেটিকামধ্যগতাং তাং মোদকাবলীং স্কন্ধতটে বহন্ সন্ শতকোটি প্রাণেভ্যোঽপি আদরাৎ অবধানীয়তয়া মমং স্ম ॥১৩॥

অপরো দাসঃ কর্পূরবাসিতজলপূরিতাং অথচ তাদৃশ চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত চিত্র ঝর্ঝরীং বিভ্রৎ সন্ অদভ্রং অনল্পং যথাস্যাত্তথা আবভৌ ॥১৪॥

সিতমানবাং সিতমানসবৃত্তিঃ শ্বেতোঽংশঃ প্রেক্ষতে। এষ দাসঃ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শ্বেতঝর্ঝরীচ্ছলেন অন্তঃস্থিতানুরাগেণ পিহিতাং তাং শুদ্ধমানসবৃত্তিমেব বহির্জনান্ কিং ঈক্ষয়ন্ সন্ অতুলং সৌভাগ্যরত্নমাদদে। দ্রবত্তরাং অনুরাগ-বশাৎ দ্রবীভূতাং। দার্ষ্টান্তিকেঽপি তিমিত বস্ত্রস্য জলক্ষরণাদ্ দ্রবত্তরাম্ ॥১৫॥

দাসগণ সেই বিচিত্র মণিমণ্ডিত দারু-পেটিকার মধ্যে সেই মোদক-গুলি সযত্নে রক্ষা করিলেন এবং সেই পেটিকাটী স্কন্ধদেশে তুলিয়া লইয়া শত কোটী প্রাণাপেক্ষাও আদরনীয় ও সাবধানে রক্ষনীয় মনে করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

অতঃপর ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের পানার্থ কর্পূর-বাসিত সুপেয় সলিল চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত স্বচ্ছ ঝর্ঝরীতে ঢালিয়া—পাছে তাহা উত্তপ্ত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় আর্দ্র অরুণ বসনের কঞ্চুক দ্বারা সেই ঝর্ঝরীর গাত্র আবৃত করিলেন। অপর একজন কিঙ্কর সেই বিচিত্র ঝর্ঝরী গ্রহণ করিয়া অতিশয় শোভাধারণ করিলেন ॥১৪॥

আমরি! সেই অরুণ বসনাবৃত শ্বেত ঝর্ঝরী ধারণে বোধ হইল, যেন অন্তরের অনুরাগাবৃত প্রীতি-তরল শুদ্ধ মানসবৃত্তিকে বাহিরে জনসমাজে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যরত্ন গ্রহণ করিলেন ॥১৫॥

স্ফটিকোত্তমসম্পুটং পরোঽবহদন্তঃ ফণিবল্লিবীটিকং ।
অধিকক্ষময়ং দধার কিং শশিবিম্বং স্বমনোঽধিদৈবতং ॥১৬॥
বসনাভরণাদ্যনেকধা দধএকঃ পরিধেয়মীশিতুঃ ।
হৃদ্যমতামপি মোহনায় যৎ সুদৃশাং কার্ম্মণতাং প্রপৎস্যতে ॥১৭॥
ক্ষণতঃ ক্ষণধুক্‌ ক্ষণপ্রভানিভকান্তা নিবিড়োপগূহনাৎ ।
সহসা নিরগাদ্বহির্হরিঃ কলয়ন্‌ মিত্রকলাপ-জল্পিতম্‌ ॥১৮॥

পরো দাসঃ অন্তঃ ফণিবল্লিবীটিকং তাদৃশং সম্পুটং অধিকক্ষং কক্ষতলে অবহৎ। স্বমনসঃ অধিষ্ঠাতৃদৈবতং চন্দ্রবিম্বং কিং দধার ? সম্পুটে মনসঃ সর্ব্বদাবধানত্বদ্যোতনায় অধিষ্ঠাতৃদেবতত্বেন চন্দ্র উৎপ্রেক্ষিতঃ ॥১৬॥

একো দাসঃ ইশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরিধেয়ং অনেকধা বসনাভরণাদি দধার। যৎ বসনাদি হৃদ্যমতাং সুদৃশাং মোহনায় টোনা ইতি প্রসিদ্ধা কার্ম্মণতাং প্রপৎস্যতে ॥১৭॥

হরিঃ মিত্রসমূহস্য জল্পিতং শৃণ্বন্‌ ক্ষণধুক্‌ ক্ষণপ্রভায়াঃ উৎসবপূরক বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ্যাঃ কান্তায়া নিবিড়োপগূহনাৎ ক্ষণতঃ ক্ষণমাত্রেণ নিরগাৎ সহসা অতর্কিতং যথাস্যাত্তথা ॥১৮॥

অন্য একজন কিঙ্কর তাম্বূলবীটিকাপূর্ণ স্ফটিক-মণি-নির্ম্মিত মনোহর সুম্পুট কক্ষতলে গ্রহণ করায় বোধ হইল যেন ঐ কিঙ্কর স্বীয় মনের অধিষ্ঠাতৃদেব চন্দ্রবিম্বকে স্বীয় কক্ষ মধ্যে ধারণ করিলেন। ফলতঃ কক্ষস্থ মণি-সম্পুটে সেই কিঙ্করের মন সর্ব্বদা অবস্থিত হইয়া রহিল ॥১৬॥

আবার অন্য এক কিঙ্কর নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বহুবিধ বসনভূষণাদি গ্রহণ করিলেন। সেই বসনভূষণাদি অন্য রমণী ত দুরের কথা, সুর-সুলোচনাগণেরও সম্মোহনে বিশেষ কৃতকার্য্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ উহা যেন প্রসিদ্ধ বশীকরণ ঔষধ বিশেষ ॥১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ তখনও সেই নন্দাশ্বরের নিভৃত কক্ষে প্রিয়তমার বাহু-বল্লরীপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখ শয্যায় নিদ্রিত। প্রিয় সখাগণের

পিদধন্নবজাগুড়াংশুকং সহচর্য্যা স তয়ৈব ধারিতং।
কিমু চঞ্চলয়া চলন্ বলান্মুদিরোঽবেষ্ট্যত হাতুমক্ষমঃ ॥১৯॥
সখিভির্হসিতঃ সিতদ্যুতি দ্যুতিনিন্দিস্মিতপুষ্পবর্ষিভিঃ।
রচিতাঙ্গ-বিভূষণ-ক্রিয়ঃ সমিয়ায়াথ মহাপুরান্তরম্ ॥২০॥

তয়া সহচর্য্যা রাধয়া ধারিতং পীতাম্বরং স শ্রীকৃষ্ণঃ পিদধৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। চঞ্চলয়া বিদ্যুতা কর্ত্র্যা ত্যক্তুমক্ষমশ্চলন্ মুদিরঃ কিং বলাৎ অবেষ্ট্যত? অর্থান্তরৈব অত্র পীতাম্বরচ্ছলেন রাধয়ৈবাবেষ্ট্যত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ। সম্ভোগাদিচিহ্নং দৃষ্ট্বা প্রিয়নর্ম্মসখিভিঃ হসিতঃ সন্ যশোদা-প্রভৃতীনাং মহাপুরান্তরং সমিয়ায়। কথম্ভূতৈঃ চন্দ্রদ্যুতিনিন্দিস্মিত পুষ্পবর্ষিভিঃ। কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ সখিভিঃ সম্ভোগাদিচিহ্নং দূরীকৃত্য রচিতাঙ্গবিভূষণ ক্রিয়া যস্য ২০॥

পরস্পর মধুরালাপ যেমন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনই সেই পলকে পলকে উৎসবদায়িনী তড়িৎপ্রভাময়া প্রাণকান্তা শ্রীরাধার নিবিড় আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।।১৮।।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন এমনই ব্যস্ত ও বিহ্বল যে, নিজ পিতাম্বরের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে শ্রীরাধার নবকুঙ্কুমারুণ ওড়না খানিই যে পরিধান করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই। মরি! মরি! সেই কুঙ্কুমারুণ বসন ধারণে বোধ হইল—পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই বুঝি চঞ্চলা চপলাবালা চলিষ্ণু শ্যাম জলধরকে বলপূর্ব্বক বেষ্টন করিয়াছে? অথবা প্রিয়-সুখসঙ্গ-ত্যাগ একান্ত অসহনীয় বলিয়াই বুঝি চঞ্চলা অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী স্বয়ং শ্রীরাধা পীতাম্বরছলে প্রাণকান্তকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯।।

প্রিয় নর্ম্মসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জ্যোৎস্না-উদ্ভাসি-মৃদুমধুর হাস্য কুসুম বর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং তখন সেই

দ্যুমণি-দ্রুতদণ্ডনোদ্যত প্রসরৎপ্রশস্তগভস্তি কৌস্তুভঃ।
শিখিচন্দ্রকমণ্ডলস্ফুরৎ সুরচাপোজ্জ্বলমৌলি-মণ্ডিতঃ ॥২১॥
চলমৌক্তিকদাম-ধামভি স্তিরয়ন্ বালবলাকিকাবলীঃ।
অলিপালি-সমালিতোল্লসদ্বনমালাদয়দিদ্ধ সৌরভঃ ॥২২॥

বেষপ্রকারমাহ। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ দ্যুমণেঃ সূর্য্যস্য শীঘ্রদণ্ডনে উদ্যতাঃ প্রসরন্তঃ প্রশস্তগভস্তয়ঃ কিরণা যস্য এবম্ভূতঃ কৌস্তুভো যস্য সঃ। পুনশ্চ ময়ূর-চন্দ্রিকামণ্ডলেন স্ফুরতা অথচ ইন্দ্রধনুষঃ সকাশাদপি উজ্জ্বলেন মৌলিনা মুকুটেন মণ্ডিতঃ ॥২১॥

পুনশ্চ চঞ্চল মুক্তামালায়াস্তেজোভিঃ করৈঃ মেঘসন্নিহিত বালকবকশ্রেণীঃ তিরয়ন্ তিরস্কারং কুর্ব্বন্। পুনশ্চ ভ্রমরশ্রেণ্যা সমলিতা সংস্কৃতায়া লসদ্বনমালা তস্যা উদয়েন ইদ্ধঃ প্রবৃদ্ধঃ সৌরভো যত্র। পক্ষে তাদৃশ বনশ্রেণ্যা উদয়েন ইদ্ধঃ সৌরভ গোসমূহো যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-মেঘাৎ ॥২২॥

সম্ভোগচিহ্ন সকল বিদূরিত করিয়া প্রিয় সখার ললিত শ্যামাঙ্গ সুন্দর-রূপে বিভূষিত করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-জননী শ্রীযশোদার অন্তঃপুরে গমন করিলেন ॥২০॥

অমনই নর্ম্মসখাগণ তাঁহাদের প্রাণ-কানাইকে গোষ্ঠগমনোপযোগী বেশভূষায় সুশোভিত করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে কৌস্তুভমণি বিন্যস্ত করিলেন, তাহার প্রশান্ত কিরণ-নিচয় দিনমণিকেও দ্রুত দণ্ডিত করিবার জন্য ইতস্ততঃ প্রসারিত হইতে লাগিল এবং শিরে শিখি-শিখণ্ডকমণ্ডল-শোভিত মঞ্জু-মুকুট, আখণ্ডল-ধনু অপেক্ষাও সমুজ্জ্বলরূপে স্ফুরিত হইল ॥২১॥

তাহাতে চঞ্চল মুক্তামালার শোভা নবজলধর-সন্নিহিত বাল-বলাকাপাঁতিকেও তিরস্কৃত করিতে লাগিল এবং গলদেশে অলিকুল-সংস্তুত ফুল্ল বনমালার প্রবৃদ্ধ সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। অথবা যে শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ হইতে অলিকুল-ঝঙ্কৃত প্রফুল্ল বনরাজি

জননী জন-নীবৃতং দ্রুতং রচয়ন্ হর্ষপয়ঃ পরিপ্লুতং।
ব্রজতাপশতাপনোদনঃ পুরতো যন্ পুরতোরণাদভূৎ ॥২৩॥
অথ সাম্বিকয়া কিলিম্বয়া স্বসৃভির্যাতৃভিরপ্যুদশ্রুভিঃ।
সহ সা সহসা ব্রজেশ্বরী নিরগাত্তামনু রাধিকালিভিঃ ॥২৪॥

জননীজন এব নীবৃৎ জনপদঃ তথা চ নেত্রস্তনয়োর্হর্ষপয়সা পরিপ্লুতঃ তং জননীস্বরূপদেশং দ্রুতং বিরচিতং। পক্ষে শীঘ্রং রচয়ন্ ব্রজস্থানাং তাপশতাপনোদনঃ কৃষ্ণমেঘঃ পুরতোরণাৎ সিংহদ্বারাৎ পুরতোহগ্রে যন্ গচ্ছন্ অভূৎ ॥২৩॥
অথ সা যশোদা অম্বিকাসহিত কিলিম্বাদিভিঃ সহ নিরগাৎ। তাং যশোদাং ॥২৪॥

গুঞ্জরিত হওয়ায় সুরভীনিচয় অর্থাৎ গো-সমূহ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই ব্রজজন-তাপহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-জলধর, জননীরূপ-জনপদকে আশু আনন্দ-নীরে প্লাবিত করিলেন। ফলতঃ তখন অপার আনন্দোদয়হেতু নয়নের অশ্রুধারা ও স্তনদ্বয়ের দুগ্ধধারা-সম্পাতে জননী শ্রীযশোদার দেহ-লতা অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে জননীকে হর্ষ-পরিপ্লুতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে পুর-তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥২২॥২৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন-শোভা দর্শনের নিমিত্ত অম্বিকা-কিলিম্বাদি ভগিনীগণ এবং যাতৃগণের * অর্থাৎ উপানন্দাদির পত্নীগণের সহিত অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর-প্রদেশ হইতে বহির্বাটীতে আগমন করিলেন। তৎকালে ললিতাদি সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন ॥২৪॥

* যাতৃগণের।—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পত্নী 'তুঙ্গী' অভিনন্দের পত্নী 'পীবরী' এবং শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত সনন্দের পত্নী 'কুবলা' ও নন্দনের পত্নী 'অতুল্যা' প্রভৃতির সহিত।

বনমেতি মুকুন্দ ইত্যয়ং ধ্বনিরেকঃ স্ফুটমুচ্চচার যঃ।
বিবিধ ধ্বনিসূর্ভবন্নভাৎ শ্রুতিপালীঃ স পুরৌকসাং বিশন্‌ ॥২৫॥

মুকুন্দো বনমেতি যঃ একো ধ্বনিঃ স্ফুটং উচ্চচার স এব ব্রজবাসিনাং শ্রুতি-পালীঃ প্রবিশন্‌ তদনন্তরং বিবিধ ধ্বনি প্রসূর্ভবন্‌ সন্‌ ভাতি। ধ্বনিরত্র পুরুষে চ্চারিতাৎ মুকুন্দোবনং এতি শব্দাৎ স্ত্রীণাং মুকুন্দো বনমেতীত্যাকারক শব্দ উৎপন্নস্তজ্জন্যঃ শুকাদীনাং শব্দঃ এবং ক্রমেণ নানাবিধ শব্দং। পক্ষে ব্যঙ্গকঃ স্যতে ॥২৫॥

এ দিকে যেমন একব্যক্তি "মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ গমনের ঘোষণা করিলেন, অমনই সেই একই ধ্বনি ব্রজপুরজনের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তখন বিবিধ ধ্বনির প্রসূতিরূপে শোভা পাইতে লাগিল। "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই শব্দ প্রথমতঃ ঘোষণাকারী পুরুষগণের মুখে শুনিয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ "মুকুন্দ বনে যাইতেছেন" বলিয়া কৃষ্ণ-দর্শনার্থিনী অন্য রমণীকে বলিলেন। গৃহপালিত শুকাদি বিহঙ্গনিচয়ও সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া "মুকুন্দ বনে যাইতেছেন" বলিয়া মধুর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই শব্দের প্রতিধ্বনিচ্ছলে গিরিদরী তরুলতাবলী পর্য্যন্ত যেন সেই একই ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমেই "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই একই স্বর-লহরী তখন সমস্ত ব্রজধাম ব্যাপিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে বিবিধ ধ্বনির উৎপাদকরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার সেই একই ধ্বনি তখন বিবিধ ব্যঙ্গ্য * প্রসূ হইল ॥২৫॥

* ব্যঙ্গ্য,—যথা– সাহিত্যদর্পণে—

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই ত্রিবিধ শব্দশক্তির মধ্যে অভিধা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম বাচ্য, লক্ষণা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম লক্ষ্য এবং ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম ব্যঙ্গ্য।

অবিলম্বমতঃ সখে ব্রজন্ বিপিনাধ্বাভিমুখীর্বিধেহি গাঃ।
তনবাম নিযুদ্ধ কৌতুকং হরিণাদ্য ক্ষিতিভৃত্তটাজিরে ॥২৬॥
বটবঃ পটলৈঃ শুভাশিষাং পৃষতৈঃ শান্তি-ঋচাভিমন্ত্রিতৈঃ।
অভিষিঞ্চত দর্ভপাণয়ো হরিমগ্রেঽভজতাশু নির্বৃতং ॥২৭॥

মুকুন্দোবনমেতীতি শব্দস্য কাব্যপ্রকাশগতগতোঽস্তমর্ক ইতি শব্দস্যেবাধিকারিভেদেন বিবিধ ধ্বন্যর্থমাহ। তত্রাদৌ সখীনামভিপ্রেতং তাদৃশ শব্দস্য ধ্বন্যর্থমাহ। অবিলম্বমিতি। হে সখে! অবিলম্বং ব্রজন্ সন্ ত্বং বিপিনাভিমুখী গা বিধেহি কুরু। হে সখে! অদ্য হরিণা সহ গোবর্দ্ধনতটাজিরে নিযুদ্ধকৌতুকং বয়ং তনবাম ॥২৬॥

অধুনা ব্রাহ্মণানামভিপ্রেতং তাদৃশ শব্দস্য ধ্বন্যর্থমাহ। বটবঃ যূয়ং শুভা-

"সূর্য্য অস্তগত" এই একই শব্দ যেরূপ অধিকারী ভেদে বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ গোপালগণ "সূর্য্য অস্তগত" বলিলে যেরূপ তাহাদের সজাতীয়গণ, 'গো- সঙ্কলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে'— এইরূপ অর্থবোধ করে, ব্রাহ্মণগণ বলিলে, তাঁহাদের সজাতীয়গণ "সন্ধ্যাবন্দনার সময় হইল" এইরূপ অর্থগ্রহণ করেন, সেইরূপ "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই একই শব্দ তখন অধিকারীভেদে বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিল।

প্রথমতঃ নন্দগোষ্ঠস্থিত কৃষ্ণসখাগণ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া যেমন তাঁহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন—"মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" অমনই অন্যান্য সখাগণ বুঝিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গোচারণার্থ বহির্গত হইয়াছেন, তখন আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অতএব হে সখে! তুমি অবিলম্বে যাইয়া ধেনুপালকে বনপথের অভিমুখী কর। আমরা অদ্য গোবর্দ্ধনের সানুদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লক্রীড়া-রঙ্গ করিব ॥২৬॥

তারপর পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ "মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" এই শব্দ শুনিয়া এইরূপ অর্থবোধ করিলেন যে,—হে বটুগণ! তোমরা দর্ভপাণি হইয়া বহু শুভাশীর্বচন দ্বারা এবং শান্তিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত

নয় বল্লব ! মাং বলাদিতো নিজনপ্তৃর্মুখপঙ্কজামৃতৈঃ ।
শিশিরী করবাণি লোচনে যদ্দৃতে জীবিতুমেব নোৎসহে ॥২৮॥
রচয়া নিমিষং বিশারদে ! জরতী-বঞ্চকমঞ্চকং মুদাং ।
নিভৃতেন পথা ভজে বনে প্রিয় সঙ্কেতিত কুঞ্জমন্দিরং ॥২৯॥

শিষাং পটলৈরেবং শাস্তিম্লাচাভি মন্ত্রিতৈঃ পৃষতৈঃ বিন্দুভিশ্চ করণৈঃ হরিং অভিষিঞ্চত ॥২৭॥

পিতামহস্থ পর্যন্তস্থাভিপ্রেতমাহ । হে বল্লব ! গোপ ! যং নেত্র-শিশিরীকরণং বিনা জীবিতুমেব নোৎসহে ॥২৮॥

প্রেয়াগণানামভিপ্রেতমাহ । হে বিশারদে ! আলি ! জরতীবঞ্চকং অথচ মুদামঞ্চকং প্রাপকং মিষাচ্ছলং রচয় । অহং নিভৃতেন পথা বন মধ্যে প্রিয়-সঙ্কেতিত কুঞ্জমন্দিরং ভজে ॥২৯॥

বারিবিন্দু-নিচয় দ্বারা সর্বাগ্রে ব্রজপুর-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সম্পাদন করিয়া আশু শান্তি-সুখ লাভ কর ॥২৭॥

আবার "শ্রীকৃষ্ণ বন গমন করিতেছেন" এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ বৃদ্ধ পর্জন্যগোপের পরিচারক স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় এইরূপ বুঝিলেন—"ওহে বল্লব ! আমাকে এখান হইতে শীঘ্র ধরিয়া লইয়া চল, আমার নাতি কৃষ্ণচন্দ্রের মুখকমলামৃতে আমি নয়নযুগল সুশীতল করিব । যেহেতু কৃষ্ণ-মুখ দর্শনে নয়ন শীতল না করিলে আমি কদাচ জীবিত থাকিতে পারিব না ॥২৮॥

পুনশ্চ উক্ত বনগমন শব্দে তখন পুরবাসিনী প্রেয়সীবৃন্দের সখীগণ এইরূপ অর্থবোধ করিলেন—"হে বিশারদে ! হে সখি ! প্রিয়-সম্মিলনের কণ্টকস্বরূপা জরতীকে অনায়াসে বঞ্চনা করা যাইতে পারে—অথচ অপার আনন্দপ্রদ এমন এক অপূর্ব ছলনা-জাল বিস্তার কর, যাহাতে আমি নিভৃতপথে বৃন্দাবনে গিয়া প্রিয়-সঙ্কেতিত কুঞ্জ-মন্দির প্রাপ্ত হইতে পারি" ॥২৯॥

সখি! কিং করবৈ রবৈ রবৈর্ধিততর্ষা হরিগোপুরোদিতৈঃ।
বলভীমধিরোঢুমপ্যহং ন দধেঽস্পন্দবপুঃ সমর্থতাং ॥৩০॥
অলকৈরলমত্র সংস্কৃতৈর্ম্ম্ উরোঽপ্যস্তুতমামনাবৃতং।
সকৃদপ্যবলোক্য মাধবং সখি! জীবেয়মিতো বিমুঞ্চ মাং ॥৩১॥

হরের্গোপুরাদুদিতৈরবৈঃ শব্দৈঃ করবৈণরবৈর্ধিতা বর্দ্ধিতা তৃষ্ণা যস্যাঃ এবম্ভূতাহং হে সখি! কিং করবৈ কিন্তু কৃষ্ণং দ্রষ্টুং 'আঢ়ালী' ইতি প্রসিদ্ধাং বলভী অধিরোঢুং সমর্থতাং ন দধে। যতোঽহং অস্পন্দবপুঃ জাড্যোদয়াৎ ॥৩০॥

হে সখি! সংস্কৃতৈ রলকৈ রলং ব্যর্থং এবমনাবৃতমেব মম বক্ষঃস্থলমস্তু তস্মান্মাং মুঞ্চ ॥৩১॥

আহা! কৃষ্ণপ্রেমের কি মহীয়সী শক্তি! শ্রীকৃষ্ণের বনগমন শব্দ শ্রবণমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উথলিয়া উঠিল। তখন অন্য একজন গোপী উক্ত বনগমন শব্দে এইরূপ উৎকণ্ঠাসূচক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—"আহা! ঐ শুন, শ্রীকৃষ্ণের পুর-তোরণ সন্নিধানে কি অপূর্ব্ব বনগমন শব্দ উত্থিত হইতেছে। ঐ উল্লাসকর শব্দে আমার কৃষ্ণদর্শনের আকুল-পিপাসা অনির্ব্বচনীয়রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে—বল বল সখি! এখন আমি করি কি? জড়তার উদয়ে আমার দেহ-লতা এমনই নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নয়ন চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতেও সমর্থ হইতেছি না ॥৩০॥

আবার কোন ব্রজসুন্দরীর বেশ-বিন্যাসকালে তদীয় সখী উক্ত বনগমন শব্দে বিহ্বল হইয়া এইরূপ অর্থবোধ করিলেন—"থাক থাক সখি! আর আমার কেশ-সংস্কার করিতে হইবে না; আমার বক্ষঃস্থলও অনাবৃত থাকুক—আর কঞ্চুলিকা পরাইবার প্রয়োজন নাই; অতএব শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দাও সখি! আমি একবারমাত্র মাধবকে দর্শন করিয়া এই জীবন রক্ষা করি ॥৩১॥

অয়ি ভাবি যদস্তু তৎপতিঃ কুরুতাং দণ্ডমসহ্যমদ্য মে।
শ্বগুরোরপি পশ্যতো ব্রজাম্যধুনায়ং সময়োঽনয়ৎ স্থিরঃ ॥৩২॥
অয়ি দুর্ম্মুখি! রারঠাবি কিং কিমিহৈকৈব নিরেমি তে গৃহাৎ।
কলয়াত্র রুণদ্ধি কা বধূরধুনা স্ব স্ব পুরাদ্বিনির্যতীঃ ॥৩৩॥

অন্যা আহ। অয়ি সখি! মম অদৃষ্টে ভাবি যদস্তু তৎ অসহ্যং দণ্ডং মম পতিঃ স্থ কুরুতাং তস্মাৎ পশ্যতঃ শ্বগুরোঃ পশ্যন্তং শ্বগুরুং অনাদৃত্য অধুনা অহং ব্রজামি। যৎ যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্থায়ং গমনসময়ো ন স্থিরঃ ॥৩২॥

অন্যা শ্বশ্রূং প্রত্যাহ। তে তব গৃহাৎ কিং একৈবাহং নিরেমি নির্গচ্ছামি। কা শ্বশ্রূঃ স্ব স্ব পুরান্নির্গচ্ছন্তীঃ বধূ রধুনা রুণদ্ধি অপিতু ন কাপি ইতি স্বনেত্রেণ কলয় পশ্য ॥৩৩॥

আবার কোন কৃষ্ণভাবিনী অনুরাগ-বিগলিত বিবশ হৃদয়ে যেমন গুরুজন-সঙ্কুল প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণদর্শন করিতে ছুটিলেন, অমনই তাঁহার অনুসঙ্গিনী সখী শঙ্কাকুলচিত্তে তাঁহাকে নিষেধ করায় তিনি কহিলেন—"ও সখি! আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক, পতি আমাকে আজ অসহ্য দণ্ডদান করেন, তাহাও অকাতরে সহ্য করিব, গুরুজনগণ দেখিলেও ক্ষতি নাই, এখন আমি তাঁহাদের মর্য্যাদার অনাদর করিয়াই এই চলিলাম; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের এই গোচারণ গমন সময় ত চিরস্থায়ী নয়? আহা কৃষ্ণদর্শনের এমন শুভ-অবসর কি বিফলে যাইবে সখি!।৩২॥

অপরা কোন ব্রজবধূ সেই কমনীয় কৃষ্ণরূপ-মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত উন্মাদিনীর ন্যায় সোপান-পথ বাহিয়া সৌধশিরে ধাবিত হইলেন। শাশুড়ী যেমন রোষভরে লাঞ্ছনা করিলেন, অমনি তখন সেই বধূ, শাশুড়ীর প্রতি অনুযোগ করিয়া কহিলেন—"দুর্ম্মুখে! কেন বৃথা চীৎকার করিতেছ? আমি কি একাই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি? চোখ দিয়া দেখদেখি, কাহার বধূ না এ সময় আপন আপন গৃহ হইতে

অথ গো-ভবনাদ্বনায় গা বনজাক্ষঃ সখিভিঃ স চারয়ন্।
প্রসসারমসারসারভাঃ পরিতোঽগ্রে হরিতো বিলক্ষয়ন্ ॥৩৪॥
ভবিতা বিরহেণ তাবতা পিতরৌ তাপিতরৌ তদাত্মজৈঃ।
পৃষতৈর্নয়নাম্ভসাং রসা মনুযান্তৌ ভৃশমভ্যষিঞ্চতাং ॥৩৫॥

অথানন্তরং বনজাক্ষঃ জলজাক্ষঃ কৃষ্ণঃ সখিভিঃ সহ গো-সদনাৎ বনায় গা শ্চারন্ প্রসসার জগাম। মসারঃ ইন্দ্রনীলমণিঃ কৃষ্ণস্য বিশেষণং দিশো বা বিশেষণম্। তৎপক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গকান্ত্যৈব শ্যামবর্ণাঃ। কিং কুর্ব্বন্ অগ্রে পরিত-শ্চতুর্দ্দিক্ষু হরিতো দিশ বিলক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ পক্ষে দিশঃ দিগ্বাসি-জনান্ বিস্মাপয়ন্ বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতে ॥৩৪॥

তাবতা অল্পকালমাত্র স্থায়িনা অথচ ভবতা বর্ত্তমানকালীনেন বিরহেণ হেতুনা তাপিতরৌ অতিশয় তাপিনৌ পিতরৌ অনু কৃষ্ণস্য পশ্চাৎ যান্তৌ তদাত্মজৈ স্তৎকালোৎপন্নৈর্নয়নাম্ভসাং পৃষতৈর্বিন্দুভিঃ রসাং পৃথ্বীং ভৃশং অভ্যষিঞ্চতাং ॥৩৫॥

বাহির হইয়াছে? তোমার মত কোন্ শাশুড়ী আপন বধূকে এখন কক্ষমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে ॥৩৩॥

অনন্তর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, সখাগণ-পরিবৃত হইয়া গোষ্ঠালয় হইতে গোচারণার্থ বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেন। আমরি! কি সুন্দর! কি নয়ন-মনোমোহন গোষ্ঠবেশ! গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের শোভনাঙ্গের শ্যামকান্তিতে চারিদিক্ এমন এক অপূর্ব্ব শোভা-ধারণ করিল, যেন নীলকান্তমণির কমনীয় কান্তিতে উদ্ভাসিত বোধ হইল। আহা! শ্যামসুন্দরের সেই শ্যামরূপ-দর্শনে তখন নিখিল দিগ্বাসিজন বিপুল বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥৩৪॥

ভুবনমোহন মোহনীয় বেশে গোচারণে যাইতেছেন, প্রাণপ্রিয় পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিয়া এতক্ষণ কিরূপে থাকিবেন, এই ভাবনা-তরঙ্গে শ্রীনন্দ-যশোদার হৃদয় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে, তাই, এই অল্পকালমাত্র স্থায়ী পুত্র-বিরহেই স্নেহ-মুগ্ধ পিতামাতা অতিমাত্র

তনয়া নবলোকভাবিতা স্মৃতি বিস্মারিত দৈহিক ক্রিয়ে।
প্রতিমে ইব মাতরৌ তদা ক্ষণমস্পন্দতনূ অতিষ্ঠতাং ॥৩৬॥
নিদধে পরিরম্ভ দম্ভতঃ স্বসুতে কিং স্বহৃদেব গোপরাট্।
দ্রুতমেব তদা যদা ততং স্বমচৈতন্য মতন্যতামুনা ॥৩৭॥

তনয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যানবলোকো ভাবিতা ভবিষ্যতি ইতি স্মৃত্যা বিস্মারিতা দৈহিকক্রিয়া যাভ্যাং এবম্ভূতে মাতরৌ রোহিণী যশোদে প্রতিমে ইব ॥৩৬॥

গোপরাট্ ব্রজরাজঃ পরিরম্ভদম্ভতঃ আলিঙ্গনচ্ছলাৎ কিং স্বসুতে কৃষ্ণে স্বহৃৎ মনঃ নিদধে। যৎ যস্মাৎ অমুনা ব্রজরাজেন তদা পরিরম্ভণানন্তর ক্ষণ এব স্বং স্বীয়ং আততং বিস্তৃতং অচৈতন্যং অতন্যত বিস্তারয়ামাস। তথা চ ভাবি বিরহ-জন্যাত্যন্ত চৈতন্যশূন্যাদেব উৎপ্রেক্ষেয়মিতি শ্রেয়ম্ ॥৩৭॥

সন্তপ্তচিত্তে তখন নয়নাম্বুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে করিতে স্রোতচালিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পুত্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তারপর পুত্রকে অনেকক্ষণ দেখিতে পাইব না এই ভাবিয়াই জননী শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী সমস্ত দৈহিক ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া নিথর নিস্পন্দভাবে—জড়বৎ কনকপ্রতিমার ন্যায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৬॥*

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই গোপরাজ স্নেহের কোমল আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গনছলে যেন শ্রীকৃষ্ণে নিজ চিত্ত নিহিত করিলেন। নতুবা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার পরেই গোপরাজ এমনভাবে সহসা অচৈতন্য হইয়া বহুক্ষণ অবস্থান

* তথাহি পদ। —দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী লেহ। গোধন সঙ্গে বিজয় করু, নিজ সুত কি করব মাহিক থেহ ।ধ্রু।

মুখ ধরি চুম্বন, করতহি পুনঃপুনঃ, নয়নে গলয়ে জলধার। স্তনগত বসন, ভিগি পড়য়ে ঘন, ক্ষীরধারা অনিবার। বিনিহিত নয়ন বদন কমলোপর যৈছন চাঁদ চকোর। দিন অবসানে পুনহি কিয়ে হেরব; অনুমানি হোত বিভোর। কো বিহি অদভুত প্রেম, ঘটাওল, তাহে পুন ইহ পরমাদ। ভন রাধামোহন অনুদিন ঐছন, হোয়ত রস-মরিযাদ ॥ পঃ কঃ

সুকুমার কুমার চারয়ন্ সুরভীর্যাহি বনায় যাসি চেৎ।
অনুযাম বয়ঞ্চ বঞ্চয়ন্ন দৃশ ত্বং স্ফুটমঞ্চ কিঞ্চনঃ ॥৩৮॥
তনয় প্রণয়ময়ং নয় স্ব সমীপাৎ ক্বচনান্যতোন নঃ।
ন সহস্ব সুহৃদ্ব্যথাং হৃদি স্ব বিয়োগানল ইতি হেতুকাং ॥৩৯॥

হে সুকুমার পুত্র! চেৎ যদি হঠাৎ কৃত্বা সুরভীশ্চারয়ন্ বনায় যাসি তদায়াহি। কিন্তু বয়ঞ্চ অনু তব পশ্চাৎ যাম। কিঞ্চ নোঽস্মাকং দৃশো বঞ্চয়ন্ ত্বং স্ফুটং ন অঞ্চ ন গচ্ছ।৩৮॥

হে তনয়! নয়ং নীতিং প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ স্বসমীপাদন্য যত্র কুত্রাপি নোঽস্মান্ ন নয়। এবং তব বিয়োগানল জ্বালা হেতুকাং অস্মদাদি সুহৃদ্ব্যথাং স্ব হৃদি ন সহস্ব। তথাচাস্মদাদি দুঃখস্মরণাত্তব পশ্চাত্তাপো ভবিষ্যত্যতোঽস্মান্ স্বসঙ্গে নয় ইতি ভাবঃ ॥৩৯॥

করিবেন কেন? ফলতঃ ভাবী পুত্র বিরহ জন্যই গোপরাজ এরূপ চেতনাশূন্য হইলেন ॥৩৭॥†

অনন্তর স্নেহবিমুগ্ধা ব্রজেশ্বরী সংজ্ঞা লাভ করিয়া শত শতবার পুত্রমুখ-কমল চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“হে সুকুমার-কুমার! তুমি যদি একান্তই গোচারণার্থ বনগমন কর, তবে যাও, কিন্তু বৎস! আমরাও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। সুতরাং আমাদের নয়ন-চকোরকে তোমার দর্শনামৃতে বঞ্চিত করিয়া এমন প্রকাশ্যভাবে গমন করিও না।॥৩৮॥

হে পুত্র! তুমি এমন কঠিন নীতির অনুসরণ করিও না, যাহাতে

---

† তথাহিপদ।—গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী। স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥ নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে। মুখচুম্বন দিতে তানগুল আঁখিনীরে॥ মাথার লইতে ঘ্রাণ স্থগিত হইয়া। চিত্রপুত্তলি যেন রহে কোলে লৈয়া॥ তবে স্থির হইয়া পুনঃ হাতে মুখ মাজে। কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহপরিপূর্ণ কাজে॥ ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া। নৃসিংহ বীজবদ্ধ মণি গলে বান্ধে লৈয়া॥ পৃথিবী আকাশ আর দশ দিশ পথে। নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করুন ভালমতে॥ সর্ব্বত্র মঙ্গল হৈয়া পুন আইস গৃহে। নন্দের বিকলি কথা এ মাধব কহে॥ পঃ কঃ

পুরভূষণ দূষণং ত্বিদং নগরো সেয়মিমে গৃহাশ্চ তে।
ত্বয়ি নির্গত এব নোবলান্নিগিলন্তীব বৃথা স্থিতায়ুষঃ ॥৪০॥
প্রহরা অপি ভাবিনস্ত্রয়ঃ প্রহরিষ্যন্ত্যপ যাতুমক্ষমাঃ।
ন চ শীঘ্রমিহৈষ্যসি ত্বমিত্যত ইত্থং করবাম কিং বয়ং ॥৪১॥

হে পুরভূষণ! কৃষ্ণ! ইদং দূষণন্তু ভবিষ্যতি। কিং তৎ তত্রাহ। তে তব সেয়ং নগরো ইমে গৃহাশ্চ ত্বয়ি নির্গতে সতি নোঽস্মান্ বলাৎ গিলন্তীব। নম্ন নিগিলনে কৃতে সতি যুষ্মাকং জীবনং কথং স্থাস্যতি তত্রাহ। অস্মাম্ বৃথায়ুষঃ। বৃথায়ুরেব জীবনস্থিতে কারণমিতি ভাবঃ।।৪০॥

অপযাতুমক্ষমা স্ত্রয়ঃ প্রহরা অপি অস্মান্ প্রহরিষ্যন্তি ত্বং চ শীঘ্রং ন এষ্যসি অতঃ কিং করবাম ॥৪১॥

আমরা তোমার সুখ-সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করি। ফলতঃ কদাচ তুমি আমাদিগকে নিজের সঙ্গ-ছাড়া করিও না এবং তোমার বিচ্ছেদ-বহ্নি জ্বালায় দগ্ধচিত্ত সুহৃদ্গণের হৃদয়-ব্যথাও তুমি আপন হৃদয়ে সহ্য করিও না। যেহেতু তোমার অদর্শনে আমাদের হৃদয়ে যে অবিসহ্য দুঃখ তাপ উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ করিয়া অতঃপর তোমার হৃদয়েও অনুতাপ জন্মিবে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও ॥ ৩৯ ॥

হে পুরভূষণ কৃষ্ণ! আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাইলে বড়ই দোষের বিষয় হইবে। তুমি গোচারণে যাইলেই তোমার এই সুখের নগর এবং গৃহসকল আমাদিগকে যেন সবলে গিলিয়া ফেলিবে। যদি বল, গিলিয়া ফেলিলে তোমাদের জীবন কিরূপে থাকিবে?—থাকিবে বই কি? —তোমার অদর্শনজন্য বৃথা-আয়ুই তখন আমাদের জীবনরক্ষার কারণ হইবে ॥ ৪০ ॥

আর তুমি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর না, তিনপ্রহরকাল অতীত হইলে তবে তুমি বন হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হও;

অরুণাব্জদলশ্রেণী ক্ব তে সুকুমারে বিমলে পদোস্তলে।
তৃণকণ্টকশর্করাঙ্কিতা ক্ব নু সা কাননভূমিরেষি যাং ॥৪২॥
মৃগনাভিরসোক্ষিতা ক্ব তে, নবনীত-প্রতিমেব হা তনুঃ।
ক্ব নু সূর্য্যকরা ইমে প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুতমা বিষোল্বণাঃ ॥৪৩॥
অসবো যদমী স্ফুটন্তি নো, জনয়িত্র্যাস্তব সৌভগোজ্ঝিতা।
অতি নিষ্ঠুরতা পদে পরাং বত সাম্রাজ্যধুরামতো দধুঃ ॥৪৪॥

অরুণকমলদলতুল্যা শ্রীঃ শোভা যয়োস্তেতস্তুতে সুকুমারে তবপদোস্তলে বা ক্ব বং যাং ভূমিং ত্বং এষি গচ্ছসি। সা তৃণকণ্টকাদ্যঙ্কিতা ভূমি র্বা ক্ব ॥৪২॥

হা খেদে কস্তুরীরসেন যুক্ত নবনীত প্রতিমাতুল্যা তব তনুর্ব্বা ক্ব এবং প্রতি-ক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুতমা অথচ বিষ তুল্যোল্বণাঃ সূর্য্যকিরণাঃ বা ক্ব ॥ ৪৩ ॥

মম প্রাণাধিক জীবন্তি ইতি প্রতিক্ষণ নাকারান্ধেতোঃ সৌভগেনোজ্ঝিতাঃ তব জনন্যা অসবঃ প্রাণা যদ্যস্মাৎ ন স্ফুটন্তি অতো হেতোঽতিনিষ্ঠুরতা পদে স্থানে সাম্রাজ্যাতিশয়ং তে প্রাণা দধুঃ। অত্যন্ত নিষ্ঠুরা বভুবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিন্তু আমাদের পক্ষে এই তিন প্রহর কাল, অপগত হইতে একান্ত অক্ষম হইয়া যেন আমাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। বল দেখি, এরূপ অবস্থায় আমরা এখন করি কি? ॥ ৪১ ॥

কোথায় তোমার রক্তাম্বুজদলশ্রেণীতুল্য শোভাময় সুকুমার বিমল পদতল, আর কোথায় সেই তৃণ-কণ্টক-কঙ্করান্বিত কানন-ভূমি? বৎস! তুমি কোন্ সাহসে তথায় যাইতে চাহিতেছ? ॥ ৪২ ॥

হায়! কোথায় মৃগমদ-ভাবিত নবনীত-প্রতিমা তুল্য তোমার এই সুকোমল তনু, আর কোথায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল বিষবৎ তীব্র তপন-কিরণ-মালা! বুঝিয়া দেখ বৎস! ইহা তোমার পক্ষে কিরূপ অসহনীয় হইবে ॥ ৪৩ ॥

হে প্রাণাধিক! প্রতিক্ষণই ধিক্কার প্রদানহেতু তোমার জননীর এই সৌভাগ্যশূন্য প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে না। অধিকন্তু যেন নিষ্ঠুর-

ধবলাঃ পরিপান্তুবল্লবাঃ স্বয়মেব ব্রজরাজ এতু বা।
স্ব হঠং ন জহাসি হা শিশোঃ কথমত্র শ্বসিতু স্ববন্ধুতা ॥৪৫॥
স্তিমিতাঙ্গ! সুমঙ্গলামৃতৈরজনিষ্ঠাঃ কিমু বল্লবান্বয়ে।
তৃণচারিগণানুগামিতা পরিভূতিং মৃদুলো যদন্বভূঃ ॥৪৬॥

মম বনগমনং বিনা গোচারণ কথং ভবিষ্যতি তত্রাহ। বল্লবা গোপা এব ধবলাঃ পরিপান্তু। যদি গৃহস্বামিনাং গমনং বিনা অধর্ম্মো ভাবীত্যচ্যতে। তদা ব্রজরাজ এব গচ্ছতু। বন্ধুতা বন্ধুসমূহঃ কথং শ্বসিতু প্রাণধারণং করোতু ॥৪৫॥

বাৎসল্যস্ত পরমকাষ্ঠামাহ। শোভন মঙ্গলরূপামৃতৈঃ কর্ণৈঃ হে স্তিমিতাঙ্গ! কৃষ্ণ! ত্বং কিং কথং বল্লবান্বয়ে গোপগৃহে অজনিষ্ঠাঃ যদ্‌যস্মাৎ তৃণচারিগণানাং

তার সাম্রাজ্যভার বহন করিতেছে। ফলতঃ প্রাণ এই দেহ হইতে সহজে বাহির না হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

বৎস! তুমি যে আমার দুধের বালক, তোমার কি বনগমন সাজে? যদি বল, আমি বনগমন না করিলে কিরূপে গোচারণ হইবে! —তাই, বা হবে না কেন? গোপগণই ধবলীনিচয়কে বনমধ্যে রক্ষা করিবে। যদি গৃহস্বামী গমন না করিলে প্রত্যবায় হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে স্বয়ং ব্রজরাজই গোচারণে গমন করুন। বালক! ইহাতেও যদি তোমার হঠকারিতা পরিত্যাগ না কর অর্থাৎ একান্তই বনগমন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাহইলে তোমার বন্ধুবর্গ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? ॥৪৫॥

(†) যথাহি পদ।—হিয়ার আগুনি ভরা, আঁখি বহে বসুধরা দুখেবুক বিদারিতে চায়। ধর পর নাহি জানে, সে জনা চলিলা বনে এতাপ কেমনে সহে মায়। ও মোর জীবন দুলালিয়া। কিবা ঘরে নাহি ধন, কেন বা যাইবে বন রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥ ধ্রু ॥ আগে পাছে নাহি মোরা ছা পুতির পুত তোরা, এনা বুদ্ধি কেন দিল তোরে। দুধের ছাওয়াল হৈয়া, বনে যাবে ধেনু লইয়া কি দেখি রহিব আমি ঘরে ॥ ননী জিনি তনুখানি, আতপে মিলায় জানি, সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাঁপে। বাড়ব-অনল পারা, বিষম রবির খরা, কেমনে সহিলে হেন তাপে ॥ কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড় শুনিতে সিকিড়া পড়ে গায়। শিরীষ কুসুম দল, জিনিয়া চরণ তল

ইতি গদ্‌গদবর্ণ-মর্ণচো বিনয়ানাং জননী জনোদিতং।
অবগম্য বিরম্যযানতঃ স ন তস্থৌ ন তদা তদগ্রতঃ ॥৪৭॥
(কুলকম্)

অথ নির্য্যদপি স্ব জীবিতং স্থিরতাং প্রাপ্তমিব প্রবুদ্ধ্য সা।
তনয়ং স্নপিতং নিজাশ্রুভিশ্চিরমাশ্লিক্ষদিমং ব্রজেশ্বরী ॥৪৮॥

গবাং অনুগামিতারূপ পরাভবং এতাদৃশ মৃদুলে পি ত্বং অন্বভূঃ। তস্মাত্তব রাজগৃহ এব জন্ম উচিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি অনেন প্রকারেণ জননীজনানাং উদিতং গদ্‌গদবর্ণং বিনয়ানামর্ণবঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ অবগম্য বনযানতো বিরম্য চ তাসাং অগ্রে ন তস্থৌ ন অপিতু তস্থাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্গচ্ছদপি স্বজীবনং যথাস্থিরতাং প্রাপ্তং তথৈব কৃষ্ণং প্রবুদ্ধ্য সা ব্রজেশ্বরী নিজাশ্রুভিঃ স্নপিতং তনয়ং চিরকালং ব্যাপ্য আশ্লিক্ষৎ আলিঙ্গনং চকার ॥৪৮॥

শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রবাহ ক্রমশঃই উচ্ছসিত হইতে লাগিল, কহিলেন—'বৎস। তোমার সুকুমার অঙ্গখানি সুমঙ্গল সুধা-ধারায় পরিষিক্ত; সুতরাং গোপ-গৃহে কেন তোমার জন্ম হইয়াছে? যেহেতু এতাদৃশ কোমলাঙ্গ হইয়া তোমাকে তৃণচর ধেনুকুলের অনুগমন জন্য এতাদৃশ কষ্টানুভব করিতে হইতেছে। অতএব তোমার রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাই উচিত ছিল ॥ ৪৬ ॥

বিনয়ের সাগর শ্রীকৃষ্ণ জননীজন-কথিত এইরূপ স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বনগমনে বিরত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তাহাতে জননীর জীবন-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে আর বহির্গত

কেমনে ধাইয়া যাবে তায় ॥ মায়ের করুণাবাণী, শুনিয়া গোকুলমণি কতমতে মায়েরে বুঝায়। বিষাদ না কর মনে, কিছু ভয় নাহি বনে,। ইথে সাখি এ শেখর রায় ॥ পঃ কঃ,

দ্রুতমাত্মজ-শর্ম্মকর্ম্মঠা মুদিতা বৎসলতৈব সম্বিদং ।
স্ফুট মাপিপদেব তাং বলাদ্বিনিরস্যৈব ততাং বিচিত্ততাং ॥৪৯॥
অভিরক্ষ্য নৃসিংহনামভিঃ সুতগাত্রাণ্যতিমাত্র বিক্লবা ।
বলভদ্র সুভদ্রবর্দ্ধন-প্রমুখান্ সাভিদধে পুরঃস্থিতান্ ॥৫০॥

আলিঙ্গনানন্দ জন্য বিচিত্ততায়া নিবৃত্তিকারণমাহ। আত্মজস্য শর্ম্ম কর্ম্মঠাং রক্ষাবন্ধনাদি মঙ্গলকর্ম্মণি কুশলাং ব্রজেশ্বরীং তৎকালে উদিত বাৎসল্যমেব সম্বিদং জ্ঞানং দ্রুতমাপিপৎ প্রাপয়ামাস। কিং কৃত্বা ততাং বিস্তৃতাং বিচিত্ততাং বলাৎ বিনিরস্য ॥ ৪৯ ॥

অত্যন্তবিক্লবা সা যশোদা সুভদ্রাদীন্ অভিদধে ॥ ৫০ ॥

হইলনা—যেন বহির্গত হইতে হইতেই স্থির হইয়া রহিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরী স্বীয় স্নেহাশ্রুধারায় পুত্রকে স্নান করাইলেন এবং বহুক্ষণ ব্যাপিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রহিলেন॥৪৮॥

এই স্নেহালিঙ্গনের আনন্দ-পাথারে ব্রজেশ্বরীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি ডুবিয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল সেই আনন্দের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া রহিলেন। তৎকালে পুত্রের মঙ্গলকর্ম্ম-কুশলা ব্রজেশ্বরীর হৃদয়ে সহসা বাৎসল্যভাব তরঙ্গায়িত হইয়া সেই প্রবল বৈচিত্ত্য সবলে বিদূরিত করিয়া দিল, ব্রজেশ্বরী শীঘ্রই সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ করিলেন। ৪৯

অনন্তর সেই অতিমাত্র ব্যাকুলা শ্রীযশোদা শ্রীনৃসিংহ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ অভিরক্ষিত করিয়া সম্মুখস্থিত বলভদ্র-সুভদ্র-বর্দ্ধন * প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন—॥৫০॥

* সুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্—জ্যেষ্ঠকল্প এবং দেহরক্ষায় নিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পুত্র। নিত্য বনগমনের সঙ্গী। "কংসভয়ে মাতাপিতা ইঁহাদের হস্তে। অর্পণ করেন কৃষ্ণ রক্ষার নিমিত্তে।" ভক্তমাল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সুহৃদ্ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"বাৎসল্য গন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিৎ তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়ণাঃ॥

ভবতা মনুজঃ সখাসবোঽপ্যয়মেবেতি সদান বেদ্মি কিং।
তদপি প্রতিবাসরং প্রসূঃকিমৃতে জীবতি পিষ্টপেষণং ॥৫১॥
মৃদুলোপি চলাগ্রণীঃ সুধীরপি নাগাৎ পরিণামদর্শিতাং।
অবলোঽপ্যতিসাহসী হরি স্তদিমং সাধ্ববতাভিতঃ স্থিতাঃ ॥৫২॥

ভবতাং যুষ্মাকং অয়ং কৃষ্ণঃ অনুজঃ সখা আসবঃ প্রাণাশ্চ ইতি কিং অহং ন বেদ্মি। তথাপি প্রতিবাসরং প্রতিদিনং বনগমনসময়ে প্রসূর্মাতা পিষ্টপেষণং বিনা কিং জীবতি ॥ ৫১ ॥

অয়ং হরি মৃদুলোঽপি চঞ্চলাগ্রণীঃ সুধীরপি পরিণামদর্শিতাং ন অগাৎ। অতএব যূয়ং অভিতশ্চতুর্দিক্ষু স্থিতাঃ সন্তঃ ইমং সাধু অবত রক্ষত ॥ ৫২ ॥

বৎসগণ! এই কৃষ্ণ যে তোমাদের অনুজ, সখা ও প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, ইহা কি আমি জানি না? অবশ্যই জানি। তথাপি প্রতিদিন বনগমন সময়ে এই জননী পিষ্টপেষণ ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে কি?—কখনই না ॥৫১॥

দেখ, আমার এই কৃষ্ণ মৃদুস্বভাব হইয়াও চঞ্চলের অগ্রগণ্য, সুবুদ্ধি হইলেও অপরিণামদর্শী এবং অবল হইয়াও অতি সাহসী। অতএব তোমরা উহার চারিদিকে অবস্থান করিয়া উঁহাকে সাবধানে রক্ষা করিও ॥৫২॥

সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্র ভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতঃ।

পঃ বিঃ ৩অঃ।

ইহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক এবং বাৎসল্যগন্ধি সখা (ইঁরা অস্ত্র ধারণ করিয়া) দুষ্ট কংসাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। সুভদ্রের দেহপ্রভা চিক্কণ নীলবর্ণ, ও দীপ্তিময়, পরিধানে পীতবসন এবং নানা আভরণে বিভূষিত। ইহার পিতার নাম—উপনন্দ, মাতা—পতিব্রতা তুলা। বয়স—পরমোজ্জ্বল কৈশোর। ইহার পত্নীর নাম—কুন্দলতা। বর্দ্ধন। অপর নাম ভদ্রবর্দ্ধন। ইনিও সুভদ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য—সুহৃৎ।

ন পিতুর্ন পিতৃব্য সংহতের্ন চ মাতুর্বশতাং তথৈত্যসৌ।
ভবতাং তু যথেত্যতোর্থনা মম নানর্থকতাং প্রপৎস্যতে ॥৫৩॥
যদি কংসনৃশংসকিঙ্করাসুর-বিস্ফূর্জ্জিত মীক্ষিতং ভবেৎ।
দ্রুতমেব তদা পলায্য গা অপি হিত্বা নিখিলাঃ সমেত নঃ ॥৫৪॥
সুবলোজ্জ্বল কোকিলাদয়ো ন নিযুদ্ধং প্রসভং শুভং যবঃ।
তন্মুতাত্ম সখেন খেলনৈর্ন কিমন্যৈর্ভুবি ভূয়তে নৃণাম্ ॥৫৫॥

অসৌ কৃষ্ণঃ পিত্রাদীনাং তথা বশতাং ন এতি যথা ভবতাং অতো মম প্রার্থনা ন অনর্থকতাং প্রপৎস্যতে ॥ ৫৩ ॥

যদি কংসস্য ক্রূরকিঙ্করাসুরাণাং বিস্ফূর্জ্জিতং আটোপং ঈক্ষিতং ভবেৎ তদা দ্রুতমেব পলায্য গা অপি হিত্বা নিখিলা যূয়ং গ্রামমধ্যে আগত্য মোহস্মান্ সমেত প্রাপ্নুত ॥ ৫৪ ॥

হে সুবলাদয়ঃ শুভংযবঃ যূয়ং আত্মসখেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং ন

হে চঞ্চল কৃষ্ণ পিতা, পিতৃব্যগণ কি জননীর তাদৃশ বশীভূত নহে—কিন্তু তোমাদের একান্ত বশীভূত; অতএব তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা অনর্থক—হইবে না, প্রত্যুত সার্থকই হইবে ॥৫৩॥

যদি তোমরা কংসরাজের নৃশংস কিঙ্কর অসুরগণের কোনরূপ উপদ্রব অবলোকন কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া—এমন কি ধেনু সমূহকেও পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সকলে গ্রামমধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে ॥৫৪॥

হে সুবল-উজ্জ্বল-ও কোকিলাদি * কল্যাণাস্পদগণ! তোমরা

* উজ্জ্বল ও কোকিল।— শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখা। গণোদ্দেশে কথিত হইয়াছে—

"সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব্বা বসন্তোজ্জ্বল কোকিলাঃ।
সনন্দন বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ॥
[illegible] সখ্যেন সদৃশীনাং ন গোচরঃ।

তস্মুত। অহং তত্তয়োর্ স্। নহু বালকা বয়ং খেলাং বিনা স্থাতুং ন প্রভবাম ইত্যাহ। নৃণাং কিং অন্যৈঃ খেলনৈঃ ন ভূয়তে। কিং বাহুযুদ্ধং বিনা অন্য খেলনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নিজ সখা কৃষ্ণের সহিত সহসা বাহুযুদ্ধ করিও না। যদি বল, আমরা বালক খেলা ছাড়া ত থাকিতে পারিব না? —তদুত্তর এই যে, জগতে বাহুযুদ্ধ ব্যতিরেকে কি মানুষের অন্য খেলা নাই? তোমাদের সখার সুকুমার অঙ্গে যেন কোন ব্যথা না লাগে এমন খেলা করিবে ॥৫৫॥

এমন কোন রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয় নাই যাহা এই প্রিয় নর্মসখাগণের অগোচর। ইহারা সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখাগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পশ্চিম বিভাগে—

"প্রিয়নর্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিক রহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ।" "৩৯"। লহরী

প্রিয়নর্মসখাগণের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই সর্ব্বপ্রধান।

"রক্তবর্ণপ্রভা কান্তিরুজ্জ্বলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
তারাবলী সমং বস্ত্রং মুক্তাপুষ্পবিরাজিতঃ ॥
সাগরাখ্যঃ পিতা তস্য মাতা বেণী পতিব্রতা।
ত্রয়োদশবর্ষবয়াঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ ॥"

উজ্জ্বলের দেহ কান্তি রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। বস্ত্র নক্ষত্রমালার ন্যায় মুক্তা ও পুষ্প দ্বারা বিরাজিত পিতার নাম সাগর গোপ, মাতা- পতিপরায়ণা বেণী। বয়স ১৩ ত্রয়োদশ বর্ষ এবং কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমোজ্জ্বল হইয়াছেন।

ধ্যান যথা—

"অরুণাম্বরমুজ্জ্বলেক্ষণং
মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতং।
হরি নীলরুচিং হরিপ্রিয়ং
মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে ॥"

উজ্জ্বলের সখা বড় চমৎকার। —যথা—

"শক্তাপি মান যবিতু কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি যদি যত্র মিলত্যমূরে

শৃণুতাপচিতৌ বিচক্ষণা অপি ভো রক্তকপত্রকাদয়ঃ।
কথয়ামি নিসর্গমেতয়োঃ স্বতণোমে তমবৈতু মর্হথ ॥৫৬॥

অপচিতৌ পরিচর্য্যায়াং বিচক্ষণা রক্তকাদয়ো দাসাঃ যূয়ং এতয়ো নিসর্গং স্বভাবং কথয়ামি শৃণুত। তং স্বভাবং যূয়ং অবেতুং জ্ঞাতুং অর্হথ ॥ ৫৬ ॥

আ মরি! বাৎসল্যের ভাব কি হৃদয়স্পর্শী—কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিব্যঞ্জক! স্নেহময়ী জননী পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সতত কত যত্নশীল।—যাহাতে পুত্রের কেশাগ্রেও কোন অনিষ্টের শঙ্কাপাত না হয়—এই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় অহর্নিশ পূর্ণ। তাই ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের পরিচারকগণকেও সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"শুন, রক্তকপত্রকাদি দাসগণ! তোমারা পরিচর্য্যা কার্য্যে বিশেষ বিচক্ষণ হইলেও তোমাদের নিকট এই রামকৃষ্ণের স্বভাবের কথা বলিতেছি শুন এবং তোমরা ইঁহাদের সেই স্বভাবের কথা বেশ করিয়া জানিয়া রাখ ॥৫৬॥

সাপত্রপাপি কুলজাপি প্রতিব্রতাপি
কা বা বৃণক্তি ন গোপসুবং কিশোরী। উঃ নঃ সিঃ

সখি! আমি কিরূপে মানরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? ঐ দেখ, উজ্জ্বল দূত আগমন করিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসে, সেখানে এমন কোন্ লজ্জাশীলা পতিব্রতা কুলকামিনী আছে, যে সে গোপকিশোরকে কামনা না করে?

এই উজ্জ্বল সর্ব্বদা বিশেষরূপে পরিহাস বিষয়ে লালসান্বিত।

* কোকিল।—ইনিও প্রিয় নর্ম্মসখা। গণোদ্দেশে ইঁহার পরিচয় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"শুভ্রকান্তিঃ সুলাবণ্যঃ কোকিলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানো নানারত্ন-বিভূষিতঃ।
বর্ষৈকাদশকঃ মাসাশ্চত্বারো বয়ঃ ক্রমঃ।
জনকঃ পুষ্করো নাম মেধা মাতা যশস্বিনী ॥"

কোকিল পরমোজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ ও লাবণ্যবিশিষ্ট, পরিধানে নীলবসন এবং নানারত্নালঙ্কারে অঙ্গ বিভূষিত। বয়স ১১ বৎসর ৪ মাস। পিতার নাম পুষ্কর ও মাতা যশস্বিনী মেধা।

বিধুরাবপি হা ক্ষুধা ন তাং ন পিপাসামপি কণ্ঠশোষিণীং।
স্বতনুমপি নাবগচ্ছতঃ খলু খেলার্পিত মানসাবিমৌ ॥ ৫৭ ॥
সরণি স্তরণি-প্রভোজ্বলৎ-সিকতা সূনু রটাট্যতেঽস্য যাং।
জনকে কনকেষ্টকালয়ে বসতীত্যেতদবেক্ষতে প্রসূঃ ॥৫৮॥
অনয়াপ্যবিপদ্যমানয়া গৃহকৃত্যং বিদধানয়া ময়া।
জননীত্যভিধা ধৃতা গতপত্রয়া তাং স্তবতেঽপ্যমী জনাঃ ॥৫৯॥

স্বভাবমেবাহ। ক্ষুধা ক্ষুধয়া বিধুরৌ দুঃখিতাবপি ইমৌ তাং ক্ষুধাং নাবগচ্ছতঃ যতঃ খেলাপিত মানসৌ ॥৫৭॥

অধুনা যশোদা ব্রজরাজমাক্ষিপতি। যাং সরণিং পন্থানং সূনু রটাট্যতে পুনঃপুনর্গচ্ছতি সা সরণিরস্য সূর্য্যপ্রভয়া উজ্জ্বলৎসিকতা বালুকা যত্র তথাভূতা। অথ জনকে পিতরি স্বর্ণেষ্টকানির্ম্মিত শীতলগৃহে বসতি সতি। এতদেব প্রসূ-র্মাতা অবেক্ষতে ॥৫৮॥

স্বমাক্ষিপতি। অবিপদ্যমানয়া নন্দস্য দুর্নীতি দর্শনেঽপি অম্রিয়মানয়া অথচ গৃহকৃত্যং বিধানয়া কুর্ব্বত্যা ময়া কথং জননী ইতি সংজ্ঞা ধৃতা। অন্যজনানপি আক্ষিপতি। এতাদৃশীং জননীমপি অমী জনাঃ স্তবতে ॥৫৯॥

ইহাদের স্বভাব এই—যখন ইহারা খেলায় একান্ত নিবিষ্ট থাকে, তখন ক্ষুধায় কাতর হইলেও কি পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইলেও সে ক্ষুধা বা পিপাসা আদৌ বুঝিতে পারে না। এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত জানিতে পারেনা ॥৫৭॥"

অনন্তর ব্রজেশ্বরী ব্রজরাজের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"যে পথের ধূলা, সম্প্রতি রবি-কর-সন্তাপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য হইয়াছে সেই পথে পুত্র গোচারণে গমন করিতেছে আর তাহার জনক কিনা সুবর্ণ অট্টালিকার সুশীতল কক্ষে সুখে অবস্থান করিতেছেন। হায়! সেই পুত্রের জননীকে এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যও দেখিতে হইল! ॥৫৮॥

কুলিশায়িততা ততা ততো ভবতো বন্ধুতয়া নিজার্জিতা।
কুসুমায়িত হৃদ্বমাশ্রয়ং স্তদপীমাং স্বগুণে রমুমুদঃ ॥৬০॥
ইতি মাতৃবচঃ স চ শ্রুতি-প্রথিতোত্তংসমিবারচয্যতাং।
স্মিতচন্দ্রমসো রসোক্ষণৈ রনুতপ্তাং সমধুক্ষয়ন্মনাক্ ॥৬১॥

কৃষ্ণমাহ। ততো ভবদ্বনগমন দর্শনাদ্ধেতোঃ তব বন্ধুতয়া বন্ধুসমূহেন ততা বিস্তৃতা কুলিশায়িততা বজ্রায়িততা স্বস্য অর্জ্জিতা তদপি ত্বং তু কুসুমায়িত-হৃদয়ত্বং আশ্রয়ন্ সন্ ইমাং বন্ধুতাং স্বগুণৈরমুমুদঃ ॥৬০॥

স চ কৃষ্ণঃ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুতৌ প্রথিতোত্তংসমিব উৎকৃষ্টত্বেন খ্যাত কর্ণভূষণমিব আরচয্য তাং অনুতপ্তাং মাতরং স্মিতচন্দ্রস্য রসসেচনৈঃ মনাক্ সমধুক্ষয়ৎ প্রাপ্তজীবনাং চকার ॥৬১॥

অহো! শুধু তাঁরই বা দোষ দিই কেন! তাহার এই জননীরই বা কি বিবেচনা! পুত্র বনে বনে গোচারণে কষ্ট পাইতেছে তাহা জানিয়াও এবং শ্রীনন্দমহারাজের তাদৃশী—দুর্নীতি দর্শন করিয়াও ম্রিয়মানা হওয়া দূরে থাক্ নিল্লর্জ্জ-ভাবে গৃহ কর্ম্মের পারিপাট্য-বিধানে যত্নশীলা হইয়া জননী নাম ধারণ করিয়াছে, আর লোক তাদৃশ জননীরও প্রশংসা করিতেছে! কি আক্ষেপের বিষয়! ॥৫৯॥

তারপর ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"তোমার বনগমন দর্শনের নিমিত্ত তোমার বন্ধুগণ যদিও বিশাল বজ্রের ন্যায় কঠোরতা অর্জ্জন করিয়াছে অর্থাৎ তোমার বনগমনরূপ অসহনীয় দৃশ্য স্বভাবতঃ দেখিতে পারে না বলিয়াই বজ্রের ন্যায় কঠিন-হৃদয় লাভ করিয়াছে, তথাপি তুমি কুসুম-কোমল হৃদয়ত্ব আশ্রয় করিয়া এই বন্ধুগণকে নিজগুণে প্রমোদিত করিতেছ ॥৬০॥

শ্রীকৃষ্ণ জননীর এইরূপ অনুতাপব্যঞ্জক বাক্য সকল উৎকৃষ্ট কর্ণভূষণের ন্যায় ধারণ করিয়া অর্থাৎ কর্ণগোচর করিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। আমরি! সেই স্মিত-সুধাংশু-রস-সেচনে অনুতপ্তা জননী যেন একবারে জীবন প্রাপ্ত হইলেন ॥৬১॥

যমুনোপবনোপকণ্ঠগাঃ কলয়ন্তঃ সুখমেব হন্ত গাঃ।
বিলসাম সুগন্ধ শীতলে নিবিড়চ্ছায়াতরুব্রজান্তরে ॥৬২॥
ন চ কালনহেতুকঃ শ্রমঃ সমমেষ্যত্যপি সম্ভবিস্ফুতাং।
ঘটনাদিষু যদ্‌গবাং নবাং মুরলীমেব বিশারদা মধাং ॥৬৩॥

অধুনা কৃষ্ণঃ স্বস্য গোচারণে শ্রমাভাবং সাধয়িতুং প্রত্যুত তস্য সুখময়ত্বং প্রতিপাদয়িতুং চ মাতরং প্রত্যাহ। যমুনোপবনোপকণ্ঠগতাঃ গাঃ সুখং কলয়ন্তঃ পশ্যন্তঃ। বৃক্ষসমূহান্তরে বিলসাম ॥৬২।

ন চ গবাং কালনহেতুকঃ শ্রমঃ সম্ভবিস্ফুতাং এষ্যতি ন চ তাদৃশ শ্রমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ গবাং ঘটনাদিষু বিশারদাং নবীনাঃ মুরলী মেবাহং অধাং ॥৬৩॥

তদনন্তর চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ জননীকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন —"মা! আমারা যমুনাতীরে উপবনোপকণ্ঠবর্ত্তি ধেনুসমূহ পরমসুখে দেখিতে দেখিতে সুগন্ধ, শীতল ও নিবিড় ছায়াযুক্ত তরুনিচয়ের মধ্যে বিচরন করিয়া থাকি। সুতরাং গোচারণে কোনও কষ্ট নাই, বরং তাহাতে অতীব আনন্দ ও সুখোদ্রেকই হইয়া থাকে ॥৬২॥ ৷৷

এবং গোধন সমূহকে একত্র করিবার নিমিত্তও আমার তাদৃশ কোন পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু আমি যে সম্প্রতি নবীন মুরলী ধারণ করিয়াছি, উহা ধেনুদলকে একত্র মিলিত করিতে অতি সুনিপুণা। মা! তুমি যে হঠাৎ সেই বনপথের নিন্দা করিলে, সম্ভবতঃ

। তথাহি পদ। — মা মোরা মায়ের কথা, কহে শ্রীদামোদর, শুন কাজে না ভাবিহ দুঃখ। আমার কুলের ধর্ম, গোচারণ নিজ কর্ম, করিতে পাই যে বড় সুখ॥ স্বরূপে কহিনু কথা, নিশ্চয় জানহ মাতা, অসুর নাহিক আর বনে। ঘরের সমান বন, চরাই যে ধেনুগণ, কি ভয় বলাই দাদা সনে॥ গোবর্দ্ধনে দিয়ে মেলা, সবাই করিব খেলা, ধনিতা বাহিবে সেই বনে। তোমার ভোজন কথা, আমারে কহিলে তথা, তবে সে করিব জলপানে॥ শেখরের শুন বোল, কেহ না করিহ গোল, মায়েরে লইয়া যাহ ঘরে। যেজন চতুর হয়, তারে বুঝাইয়া লয়, বুঝিয়া আপন কাজ করে ॥পাঃ কঃ

চমরীচয়লূম-মার্জ্জিতা পরিষিক্তা মকরন্দবিন্দুভিঃ।
তরুষণ্ড নিরাতপাভিতঃ প্রচরন্নাভিমৃগাতিবাসিতা ॥৬৪॥
মৃদুলামল-তূলিকেব যাঽনুপদং সাধু পদানুভূয়তে।
ন তু মাতরবেক্ষিতা ত্বয়া প্রসভং বা সরণি র্বিনিন্দ্যতে ॥৬৫॥
(যুগ্মকং)
বিবিধদ্যুতি পুষ্পবল্লিভি র্বলিতৈ র্মন্দ সমীর-বেল্লিতৈঃ।
পরিতঃ প্রসরজ্ঝরৈরেররং শিশিরৈঃ সৌরভ-সৌভগোদয়ৈঃ ॥৬৬॥

হে মাতঃ! প্রসভং হঠাৎ যা সরণির্বিনিন্দ্যতে সা ত্বয়া ন অবেক্ষিতা ইতি পরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা সরণিঃ চমরীসমূহস্য পুচ্ছেন মার্জ্জিতা। পুনশ্চ মকরন্দবিন্দুভিঃ পরিষিক্তা। নাভিমৃগঃ কস্তুরী ॥৬৪॥

সা সরণিঃ মৃদুলানির্ম্মল তূলিকা ইব মম পদা অনুপদং প্রতিক্ষণং অনুভূয়তে ॥৬৫॥

গোবর্দ্ধন তট কুঞ্জকন্দরে মম চেতোঽনুপদং প্রতিক্ষণং বিকৃষ্যতে। ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতৈঃ বিবিধকান্তিবিশিষ্ট পুষ্পবল্লিভির্বলিতৈঃ। পুনশ্চ মন্দপবনেন বেল্লিতৈঃ কম্পিতৈঃ। তত্র স্থলতায়া কম্পনাদেব কন্দরস্য কম্পনত্বং।

তুমি সে পথ কখন দেখ নাই—দেখিলে অবশ্য তাহার প্রশংসা করিতে। আহা! বলিব কি মা! সে পথ চমরীমৃগচয়ের পুচ্ছ দ্বারা সর্ব্বদা পরিমার্জ্জিত, বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বর্ষণে সর্ব্বদা পরিসিক্ত এবং সেই পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষ বিরাজিত থাকায় সর্ব্বক্ষণই ছায়াযুক্ত, সুতরাং তথায় রবিকরের একরূপ প্রবেশাধিকারই নাই। আবার কস্তুরিকা মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করায় সে পথ সর্ব্বদাই সুবাসিত। আমি যখনই সেই পথে গমন করি, তখন প্রতিপদ বিক্ষেপে আমার পদে সেই বনপথ সুকোমল অমল-তূলিকার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। ৬৩॥ ॥৬৪॥৬৫॥

আবার গোবর্দ্ধন তট-কুঞ্জ-কন্দর যে কিরূপ রমণীয় তাহা

পিকগায়ক কেকিনর্ত্তকে ভ্রমদিন্দিন্দিরবৃন্দবন্দিভিঃ।
ক্ষিতিভৃত্তট-কুঞ্জকন্দরে মমচেতোহনুপদং বিকৃষ্যতে ॥৬৭॥
(যুগ্মকং)

মণিমন্দির বৃন্দশন্দতা মনয়ঞ্চচ্ছবিরেব মন্দতাং।
সবয়শ্চয় ভূষিতঃ শয়ে সুখমত্রাপ্যতি খিদ্যসে কুতঃ ॥৬৮॥

পুনশ্চ পরিত ইতি। অতএব অরং অতিশয়েন শিশিরৈঃ। সৌরভেন সৌভাগ্যস্য উদয়ো যত্র। পিক এব গায়কঃ ময়ূর এব নর্ত্তকো যত্র। ভ্রমদ্ ভ্রমরএব বন্দী যত্র। ॥৬৬॥৬৭॥

যস্ত তাদৃশ কন্দরস্থচ্ছবিঃ তব মণি মন্দিরসমূহস্থ শন্দতা সুখদত্বং মন্দতা মনয়ং। সবয়সাং সমূহেন পুষ্পাদিনা ভূষিতোহং অত্র কন্দরায়াং সুখশয়ে ইতি মাতরং প্রত্যুক্তং। রাধা প্রভৃতিং প্রতি তু তাদৃশ কন্দরে প্রেয়সীনাং সমূহেন ভূষিত সন্ শয়ে। ইতি হেতোঃ হে জননি! কথং খিদ্যসে ॥৬৮॥

বর্ণনা করা যায় না। তৎপ্রতি আমার চিত্ত প্রতিক্ষণই আকৃষ্ট হইতেছে। মরি! মরি! তথায় নানা বর্ণের পুষ্পবল্লী মৃদুসমীরে নিরন্তর আন্দোলিত—সে আন্দোলনে কুঞ্জকন্দরও মৃদুমৃদু কম্পিত হইয়া থাকে। চারিদিকে নির্ঝরের কল-কল্লোল; সুতরাং সেস্থান অতি সুশীতল এবং মনোহর কুসুম-সুবাসে সদা সৌভাগ্যান্বিত। তথায় কোকিলকুল গায়ক, ময়ূরনিচয় নর্ত্তক, গুঞ্জনশীল ভ্রমরবৃন্দ বন্দী অর্থাৎ স্তুতিকারক।৬৬।৬৭॥

মা! সেই কুঞ্জকন্দরের চমৎকার শোভা, তোমার মণি-মন্দিরের সুখময়া শোভাকেও মন্দীভূত করিয়া থাকে। সবয়ঃসমূহ কর্ত্তৃক পুষ্পাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া আমি সেই কুঞ্জকন্দরে সুখে শয়ন করিয়া থাকি। সুতরাং তুমি কেন অকারণ খেদ করিতেছ?

এস্থলে "সবয়ঃ" বাক্যে জননী 'বয়স্যগণ' বুঝিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা প্রভৃতি উক্ত বাক্যে 'প্রেয়সীগণ'—এইরূপ অর্থবোধ করিয়া প্রমুদিত হইলেন ॥৬৮॥

ইতি কিল্ল নটদ্দৃগঞ্চলং চলিতং সংসদলক্ষিতং রহঃ।
রমণীমণি-দৃক্তটী নটীং দ্রুত মাশ্লিষ্যদতি দ্রুতাং দ্রুতং ॥৬৯॥
ইতরেতর বৃত্ত বেদনা চতুরে চারু যদাহতুঃ স্ম তে।
তত এব যুবদ্বয়াসবঃ স্থিরতা মেতুমধুঃ স্বসাহসং ॥৭০॥

সবয়শ্চয় ভূষিত ইত্যুক্তবতঃ কৃষ্ণস্য সংসদাং সভাস্থজনানাং অলক্ষিতং চলিতং দৃগঞ্চলং কর্ত্তৃ। রহঃ একান্তে। রমণীমণিঃ রাধিকা তস্যা দৃগেবতটী এব নটী তাং দ্রুতং শীঘ্রং আশ্লিষ্যৎ। তাদৃশ নটীং কথম্ভূতাং আলিঙ্গনাদেব অতিশয়েন দ্রুতাং দ্রবীভূতাং। কৃষ্ণস্য দৃগঞ্চলং দ্রুতং দ্রবীভূতং ॥৬৯॥

ইতরেতর বৃত্তস্য পরস্পরং নেত্র দ্বারা অভিসার প্রার্থনা। এবং তত্র সঙ্কেত-রূপ বৃত্তান্তস্য যা বেদনা জ্ঞাপনা তত্র চতুরে তে রাধাকৃষ্ণয়ো দম্পতীরূপে [illegible]

"আমি সবয়ঃগণ কর্ত্তৃক ভূষিত হইয়া কুঞ্জ-কন্দরে শয়ন করি"— এই বলিয়া বিদগ্ধচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঈষদপাঙ্গে শ্রীরাধার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি নয়নে নয়নে মিলিত হইয়া আনন্দের লহরী খেলিল। আমরি! যেন শ্রীকৃষ্ণের কুটিল অপাঙ্গরঙ্গ সভাস্থ জন-গণের অলক্ষিতে ছুটিয়া গিয়া একান্তে রমণীমণি শ্রীরাধার নয়নতটী রূপা নটীকে আলিঙ্গন করিল, তাহাতে যেন সেই নটী অতিশয় দ্রবীভূতা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গও স্বয়ং দ্রবীভূত হইয়া পড়িল। ফলতঃ অন্যের অলক্ষ্যে যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর নয়ন-সঙ্গতি ঘটিল, অমনি উভয়ের হৃদয়ে এক অনাবিল প্রেমানন্দের উল্লাস-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ॥৬৯॥ †

আহা! নয়নে নয়নে মিলন—নয়নে নয়নে আলাপন, সে দৃশ্য

† তথাহি পদ।— [illegible], রঙ্গে সব বাড়ত, আর কত [illegible] নারী। [illegible], [illegible] কনক কুঞ্জ [illegible] আনন্দ কে। কহ [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible] চকোর। [illegible] নয়নে নয়নে কত, [illegible] [illegible] [illegible], চিত চুরি [illegible] চোর। [illegible] [illegible] [illegible] নিঝুম [illegible] নিজ নিজ মন্দিরে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বটুরাহ কিমম্ব দূনতাং তনুষে স্বাং শৃণু তত্ত্বমত্র যৎ।
অধিকাননমস্তি যৎসুখং ন চ তস্যাণুরপীহ বঃ পুরে ॥৭১॥
কদলী পনসাম্র দাড়িম প্রভৃতীন্যাশু নিপাত্য বৃক্ষতঃ।
পরিপক্কতয়া সুসৌরভাণ্যশনীয়ানি তদেব নঃ সুখম্ ॥৭২॥

বৃত্তান্তং আহতুঃ স্ম। অতএব যুবদ্বয়স্য রাধাকৃষ্ণয়োঃ অসবঃ প্রাণাঃ স্থিরতাং প্রাপ্তুং অধুনা তু সাহসমাত্রং অধুঃ পশ্চাৎ স্থাস্যতি ন বেত্তি কো বেদ ॥৭০॥

মধুমঙ্গল আহ। হে অম্ব! স্বাং দূনতাং কথং তনুষে? অত্র তত্ত্বং শৃণু। অধিকাননং কাননে যৎ সুখং অস্তি তস্য সুখস্য অণুরপি বো যুষ্মাকং পুরে ন চ ॥৭১॥

বনস্থ সুখমেবাহ। কদল্যাদি ফলানি বৃক্ষতো নিপাত্যাশ্বাভি রশনীয়ানি। বৃক্ষতঃ পাতনাদেব নোহস্মাকং সুখং ন তু গৃহে স্থিত্বা পক্কস্য। তস্য বিস্বাদাৎ ॥৭২॥

বড় মধুর—বড় সুন্দর! প্রেমিকপ্রবর স্বীয় বৃত্তান্ত-জ্ঞাপন-চতুর অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে শ্রীরাধার নিকট অভিসার প্রার্থনা করিলেন, রসিকা-মণি শ্রীরাধাও অপূর্ব্ব অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অমনই যুব-যুগলের প্রাণ ভাবী মিলনোৎসবের আশায় স্থিরতা লাভের সাহস ধারণ করিল; কিন্তু পরে সে স্থিরতা থাকিবে কি না কে জানে? ॥৭০॥

ইত্যবসরে রহস্যপটু মধুমঙ্গল শ্রীযশোদাকে কহিলেন—"মা! কেন তুমি এত কাতরা হইতেছ? আমি তোমাকে প্রকৃত কথা বলিতেছি শুন,—বনমধ্যে যে সুখ আছে তাহার কণামাত্রও তোমাদের এই পুরে নাই ॥৭১॥

কাননে যে কত সুখ মা! তাহা আর কত বলিব। প্রথমে ভোজ-নের সুখটাই এই শুন না—কদলী, কণ্টকী, আম্র, দাড়িম্ব প্রভৃতি সুপক্ক ফল সকল বৃক্ষ হইতে অবিলম্বে পাড়িয়া আনিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ ভোজন করিয়া থাকি। সদ্যঃ সদ্যঃ বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল

ফলপল্লব পুষ্পসংগ্রহ স্পৃহয়া কল্পলতাততেরয়ং।
বনমেতি সখা ন সা ভবদ্ভবনে সাধুতয়াস্য পূর্য্যতে ॥৭৩॥

ইত্থং বন্ধুকুলাতুলাধিদলনো হম্বানিনাদৈর্গবা
মাহূতোঽতি বুভুক্ষয়াপি তমৃতে নৈকং পদং গচ্ছতাং।
তেষাং তাদৃশতা প্রদর্শ্য পিতরৌ যত্নান্নিবর্ত্ত্যাচ্যুত
শ্চক্রাব্জাদি পদাঙ্কিতো বনভুবং কান্তাং মুদামন্তয়ং ॥৭৪॥

অথ সখা কল্পলতাততেঃ ফলাদীনাং সংগ্রহেচ্ছয়া বনং এতি। অস্য কৃষ্ণস্য সা স্পৃহা ভবদ্ভবনে ন পূর্য্যতে। অতিশয়োক্ত্যা কল্পলতা রাধাদ্যা। ফলপল্লব পুষ্পাণি স্তনাধরহাস্যানীতি বোধ্যম্ ॥৭৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ বনগমনসুখ-কথনেন বন্ধুবর্গানাং অতুল মনোব্যথাং দলনঃ অচ্যুতঃ অতি বুভুক্ষয়াপি তং শ্রীকৃষ্ণং বিনা একপদ মপি ন গচ্ছতাং গবাং হম্বানিনাদৈরাহূতঃ সন্ তেষাং গবাং তাদৃশতাং মাং বিনা একপদমপি ন, গমনাভিমুখতাং প্রদর্শ্য পিতরৌ যত্নান্নিবর্ত্ত্য চক্রাব্জাদি পদচিহ্নৈঃ বনভূমিস্বরূপাং কান্তাং মুদা অমন্তয়ং ॥৭৪॥

পাড়িয়া ভোজন করিলে যেমন তাহার সুগন্ধ ও মধুরাস্বাদ উপলব্ধি হয়, গৃহ-পক্ক ফলের তেমন সুরস আস্বাদ পাওয়া যায় কি, মা? তাই, বনফল ভোজনে আমাদের বড় সুখ হয় ॥৭২॥

বিশেষতঃ আমাদের সখা কৃষ্ণ কল্পলতাবলী হইতে ফলপল্লব পুষ্প সংগ্রহ করিবার অভিলাষেই বনগমন করিয়া থাকেন। সখার সে স্পৃহা আপনাদের ভবনে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে অতিশয়োক্তি দ্বারা কল্পলতা শব্দে শ্রীরাধা প্রভৃতি এবং ফলপল্লবপুষ্প শব্দে তাঁহাদের স্তন, অধর ও হাস্য অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥৭৩॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বনগমনের সুখ জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুবর্গের অতুল মনোব্যথা বিদূরিত করিলেন। যাহারা অতিশয় ক্ষুধাতুর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে একপদও গমন করে না, সেই গোধননিচয় তখন মুহুর্মুহুঃ

মদ্বিচ্ছেদরুজোঽনুভাবকমহো চেতঃ প্রিয়াণামত
স্তন্নীত্বা নিজসঙ্গএব বিপিনং যামীতি যাতে হরৌ।
কো নঃ স্যাদ্বিষয়োঽন্য ইত্যনুযযুস্তেষাং দৃশোবেশ্মতু
স্ব স্ব দর্শভিরেব সংস্কৃতি বশান্মুক্তোপমা স্তেঽবিশন্ ॥৭৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
কাননপ্রয়াণানুমোদনো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭॥

অধুনা বনং গচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গিনাং পিত্রাদীনাং মন উৎপ্রেক্ষতে। প্রিয়াণাং সমস্ত প্রিয়বর্গাণাঞ্চেত এব মদ্বিচ্ছেদজন্য পীড়ায়া অনুভাবকং। অত স্তন্মনঃ নিজ সঙ্গে এব নীত্বা বনং যামীতি। বিচার্য্য মনসঃ গ্রহণং কৃত্বা হরৌ জাতে সতি তেষাং প্রিয়বর্গাণাং দৃশোপি শ্রীকৃষ্ণাদন্যঃ কো নোঽস্মাকং বিষয় স্যাদিতি বিচার্য্য অনু শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাৎ যযুঃ। নতু তেষাং মন আদাবিন্দ্রিয়ে

হম্বা ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখাইয়া পিতামাতাকে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন এবং চক্র-কমলাদি-শোভি পদাঙ্ক দ্বারা বনভূমি-রূপা কান্তাকে হর্ষভরে বিমণ্ডিত করিলেন ॥৭৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিবারকালে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা! আমার সমস্ত প্রিয়বর্গের মনই যখন আমার বিচ্ছেদ-পীড়ার অনুভাবক, তখন তাঁহাদের সেই মনকে নিজে সঙ্গে লইয়া বনগমন করাই ভাল, এইরূপ বিচার করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বর্গের মন আপনাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। অমনি প্রিয়বর্গের নয়নও "কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের আর কি দর্শনীয় বিষয় আছে"?—এই মনে করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না দৃষ্টির অন্তরালে গমন করিলেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রিয়বর্গ তদ্গতচিত্তে বিবশ বিহ্বল-নয়নে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব গোষ্ঠগমন-মাধুরী দেখিতে

শ্রীকৃষ্ণেন গৃহীতমনাঃ কথং গৃহগমনাদিব্যাপারনিষ্পত্তিরিত্যাহ। স্ব স্ব বেশ্মগৃহং তু যযুঃ শরীরৈঃ সংস্কারবশাদাবিশন্ মুক্তোপমা ইতি জীবন্মুক্তা। যথা সংস্কারবশাৎ দেহব্যাপারং কুর্ব্বন্তি তথৈবেত্যর্থঃ॥৭৫॥

ইতি টীকায়াং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭॥

লাগিলেন তারপর তাঁহারা ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিলেন। যদি বল, তাঁহাদের মন-নয়নাদি ইন্দ্রিয় যখন শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে গৃহগমনাদি-ব্যাপার কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? তদুত্তর এই—জীবন্মুক্তগণ যেরূপ সংস্কারবশে দেহ-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ তাঁহারাও সংস্কারবশে কেবল দেহ-মাত্র লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন ।৭৫।।

—:*:—

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে কাননপ্রয়াণানুমোদন নাম সপ্তম সর্গ ॥৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

রামনীয়কনিধৌ বিধৌ বনং
হা প্রবিষ্টবতি সঙ্কলয্য গাঃ।
গোষ্ঠ কৈরব-গতাতিবেদনা
যা ন সা ভবতি গোচরো গিরঃ ॥১॥
নৈব চারয়িতু মীশতেস্ম গা
স্তং বিনা নিজ নিজা ব্রজাবলাঃ।
স্বাপয়ন্ত্য ইব তা বিচিত্তত্বাং
স্বাং সখামিব চিরায় শিশ্রিয়ুঃ ॥২॥

রামনায়কনিধৌ বিধৌ শ্রীকৃষ্ণে গাঃ সঙ্কলয্য বনং প্রবিষ্টবতি সতি গোষ্ঠস্থ কৈঃ প্রাণিভির্যা অতিবেদনা অবগতা সা গিরো গোচরো ন ভবতি। পক্ষে —তাদৃশ বিধৌ চন্দ্রে গাং কিরণান্ প্রাতঃকালে সঙ্কলয্য বনং জলং প্রবিষ্টবতি সতি গোষ্ঠ-কৈরবৈঃ গিরিজলেষু স্থিতৈঃ কুমুদাদিভি র্যা অতিবেদনা অবগতা ॥১॥

ব্রজাবলা নিজনিজাঃ গাঃ ইন্দ্রিয়ানি তং কৃষ্ণং বিনা চারয়িতুং নৈব ঈশতেস্ম। অতএব সর্ব্বা ব্রজাবলাঃ তাঃ গাঃ স্বাপয়ন্ত্য ইব বিচিত্ততাং মূর্চ্ছাং স্বাং সখীমিব চিরকালং ব্যাপ্য শিশ্রিয়ুঃ আশ্রয়ং কৃতবত্যঃ ॥২॥

প্রভাত সমাগমে রমণীয় সুধানিধি স্বীয় সমস্ত কিরণমালা সঙ্কলিত করিয়া সাগর-নীরে প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ শৈল-সলিলস্থিত কুমুদাদি, প্রিয়জন-বিরহে অতিমাত্র বেদনা প্রাপ্ত হয়, হায়! সেইরূপ নিখিল রমণীয়তার নিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজজনের ইন্দ্রিয়চয় ও গোধননিচয় সঙ্কলনপূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গোষ্ঠস্থিত সকলেরই হৃদয়ে যে কি দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল, তাহা একেবারেই অনির্ব্বচনীয় ॥১॥

তখন কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দাম তরঙ্গ, হৃদয় তট আঘাতে আঘাতে কম্পিত করিতে লাগিল, ব্রজাঙ্গনাগণ সে আঘাত সহ্য করিতে

সৈব কাপ্যখিল গোপসুভ্রুবা
মেকিকৈব বিপদালিতাং যতো ।
সংজ্বরং শময়িতুং গৃহে গৃহে
ব্যানশে সপদি যোগিনীব তাঃ ॥৩॥
শ্লিষ্যাসি প্রিয়সখী মমঙ্গলে !
কিং ত্বমিত্য সকৃদালি-তর্জনাৎ ।

অতি অনির্বচনীয়া সা বিচিত্তা একৈকা ইব নিখিল গোপ সুভ্রুবাং বিপদালিতাং বিপৎকালীন সখিতাং যতো প্রাপ্নুবতী সতী, তাসাং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জন্য সংজ্বরং শময়িতুং তাং গোপীঃ গৃহে গৃহে ব্যানেশে । তদানীং সর্ব্বাষাং মূর্চ্ছা বভূবেতি পর্য্যবসিতার্থঃ । যথা যোগিনী কামচারিত্বাৎ একদৈব সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতি ॥৩॥

না পারিয়া মুহূর্ত্তে তাহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ বিনা তাহাদের স্বস্ব ইন্দ্রিয়নিচয়কে চালনা করিতে ইচ্ছা না করিয়া সুন্দুস্থির শান্তি অঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখিলেন এবং মূর্চ্ছাকে স্বীয় সখীর ন্যায় দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥২॥ †

অহো ! মূর্চ্ছার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব ! নিখিল গোপসুন্দরী-গণের এই বিপৎকালে সেই একাকিনী মূর্চ্ছাই সখীস্বরূপা হইয়া তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত তীব্র জ্বরকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কামচারিণী যোগিনী যেরূপ একই সময়ে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গৃহে গৃহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ফলতঃ সেই সময় সকলেরই মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল ॥৩॥

† তথাহি পদ।—মথুরে বিজয় কয়ল কান। বায়াই বেণু নিশান॥ ঐছন ভেল ব্রজমাহ। বল জীবন বন যাহ॥ কহব এ জীবন লেহ। কোই বা বাজই দেহ॥ বালবৃদ্ধ নরনারী। চিত্রপুত্তলী জনু থারি॥ সবহুঁ নয়ানে বহে লোর। গমন বিরহে সব ভোর॥ সখীসহ হেরইতে রাই। আকুল কুল না পাই॥ পুলকে পূরল সব গায়। থর থর কম্পন পায়॥ চন্দ্রাবলী সখীবোলি। তাম লইয়া তাহ কোলি॥ যূথে যূথে ব্রজনারী। দূরোহি দূরে রহ থারি॥ বন বন চলল মুরারি। তাহি পড়ল তনু চারি॥ নিজ নিজ সহচরী মেলি। মন্দিরে লেই চলি গেলি॥ বিরহ পয়োনিধি মাহ। ভাল মাধব তাহ॥ পঃ কঃ

কিং ভিয়েব পরিতত্যজে তয়া
মূর্চ্ছয়াশু বৃষভানু-নন্দিনী ॥৪॥
চেতনা হি গুরুকষ্ট-কেতনা-
ভ্যন্তরং যদপি তামবীবিশৎ।
আলয় স্তদপি তাং দ্বিষন্তি ন
প্রেমবস্তু বদ কৈ নিরুচ্যতাং ॥৫॥

তাসাং মধ্যে ললিতাদি সখীভিঃ প্রবোধিতা বৃষভানু-নন্দিনী তয়া মূর্চ্ছয়া তত্যজে। তদানীং ললিতাদিকর্ত্তৃক প্রবোধনং মূর্চ্ছাদূরকারক তর্জ্জনত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। হে অমঙ্গলে! মূর্চ্ছে! মম প্রিয়সখীং রাধাং ত্বং কিং আশ্লিষ্যসি? স্বস্য ভদ্রমিচ্ছসি চেৎ দূরে গচ্ছ—ইতি অসকৃৎ সখী তর্জ্জনাৎ ভিয়া কিং তত্যজে ॥৪॥

নন্থ বিরহজ্বর-শমনকারিকাং মূর্চ্ছাং কথং প্রেমবত্যো ললিতাদয়ো দূরীচক্রুরিতি পূর্ব্বপক্ষে প্রেম্নোঽবিচিন্ত্যত্বমেব সমাধানং। তদেবাহ। চেতনা যগুপি অতিশয় কষ্টরূপ গৃহস্যাভ্যন্তরং তাং রাধাং অবীবিশৎ তদাপি আলয় স্তাং চেতনাং ন দ্বিষন্তি কিন্তু উপকারিণীং মূর্চ্ছাং দ্বিষন্তি; অতঃ প্রেমবস্তু কৈর্জনৈ নিরুচ্যতামিতি বদ ॥৫॥

অনন্তর সেই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে ললিতাদি সখীগণ বিবিধ প্রবোধ বাক্যে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। ললিতাদির প্রবোধবাক্য তখন মূর্চ্ছাদূরীভূতকারী তর্জ্জনরূপে পরিণত হইল—যেন মূর্চ্ছাকে কহিলেন—"রে অমঙ্গলে! মূর্চ্ছে! তুই কেন আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আছিস্, যদি নিজের ভাল চাহিস্ ত, এখনই দূরে পলায়ন কর্" এইরূপ পুনঃ পুন সখীগণের তর্জ্জনের ভয়েই কি মূর্চ্ছা শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিল? ॥৪॥

না—না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি! পরম-প্রেমবতী ললিতাদি, বিরহ-জ্বর প্রশমনকারিনী মূর্চ্ছাকে এমন ভাবে তাড়না করিয়া

প্রেষিতা ললিতয়া তদালয়ঃ
পেশলা জনতয়াপ্যলক্ষিতা।
ভূভৃদন্তিক মুপেত্য সৌরভং
ভেজু রুন্নতমুদো বনস্রজঃ ॥৬॥

তদা ললিতয়া প্রেষিতাঃ পেশলা শ্চতুরা আলয়ঃ জনসমূহেনাপ্যলক্ষিতাঃ সত্যঃ ভূভৃদন্তিকং গোবর্দ্ধনস্য নিকটং উপেত্য কৃষ্ণস্য বনমালায়াঃ সৌরভং ভেজুঃ, অতএব তা উন্নতমুদঃ বভূবুঃ ॥৬॥

দূরীভূত করিবেন কেন ? অহো ! প্রেমের স্বভাবে সবই হয়—অসম্ভবও সম্ভব হয়,—প্রেম যেমন অবিচিন্ত্য—তেমনই অদ্ভুত, প্রেমের ভাব-বৈচিত্র্য বোধগম্য করা কাহারও সহজসাধ্য নহে। এই দেখ না ! চেতনা শ্রীরাধাকে বিপুল বিড়ম্বনা-ভবনে নিবেশিত করিল, অথচ সখীগণ সে চেতনার প্রতি কোন দ্বেষ প্রকাশ করিলেন না ; কিন্তু উপকারিণী মূর্চ্ছাকে বিদ্বেষভাবে দূরীভূত করিলেন,—অতএব বল দেখি, প্রেমবস্তুর অচিন্ত্য প্রভাব কি কেহ সহজে নির্ণয় করিতে পারে ? ॥৫॥

শ্রীরাধার বিরহ-ক্লিষ্ট হৃদয় সখীদের শত শত প্রবোধ বাক্যেও আশ্বস্ত হইতেছে না—দূরপনেয় মূর্চ্ছা যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছে না। —ধন্য প্রেমের মহীয়সী শক্তি! প্রতি মুহূর্ত্তে প্রিয়তমের বনগমন-ক্লেশ অনুভব করিয়া প্রেমিকা প্রাণের পরতে পরতে আঘাত পাইতেছেন—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন ! ললিতা তখন প্রিয়সখীর এই শঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থা প্রেমিক-প্রবর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ কতিপয় সুচতুরা সখীকে প্রেরণ করিলেন। কেহ না দেখিতে পায় এইরূপ অলক্ষিতভাবে তাহারা গোবর্দ্ধন-গিরিতট সন্নিধানে উপনীত হইলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার মধুর সৌরভ পাইয়া তাহারা অপার আনন্দলাভ করিলেন ॥৬॥ *

* তথাহি পদ। —বিরা বৃন্দা তথি, বোধি রসবতী গিরি কন্দরে যায়। মাধব মাধবী—লতায়ে বসিয়া, দূরেতে দেখিতে পায়।। হেরি বিরা বৃন্দা, সুবল সুনন্দা, নঙ্গল বিলাস হাসে।

শাদ্বলেঽতিশিশিরে সরস্তটে
গাঃ প্রবেশ্য সখিভির্বিহৃত্য সঃ।
প্রাস্য চান্নমপি তৈর্ধনিষ্ঠয়া
নীতমাপ সবটু রহো হরিঃ ॥৭॥
তত্র বীক্ষ্য মুদিতাসু তাসু তং
প্রাহ কাচন খনির্গুণশ্রিয়াং।
রূপমঞ্জরি রপার সৌভগা
পৃষ্ট যৌবতমণি-প্রবৃত্তিকম্ ॥৮॥

স কৃষ্ণঃ শাদ্বলে কোমলতৃণে স হরিদ্বর্ণে অথচ শীতলে মানসসরস্তটে গাঃ প্রবেশ্য এবং বিহৃত্য বিহারং কৃত্বা অন্নং প্রাস্য চ মধুমঙ্গলেন সহ রহঃ একান্তং আপ ॥৭॥

তত্র একান্তে তং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য মুদিতাসু তাসু সখীষু সতীষু তাসাং মধ্যে গুণশ্রিয়াং খনিরথচ অপার সৌভগা কাচন রূপমঞ্জরী কৃষ্ণমাহ। কৃষ্ণং কীদৃশং পৃষ্টা যৌবতমণেঃ রাধায়াঃ প্রবৃত্তি বৃত্তান্তং যেন তং ॥৮॥

যে সময় নাগরেন্দ্রমণি শ্রীকৃষ্ণ সুশীতল মানস-সরোবরে সুকোমল নবতৃণরাজি-মণ্ডিত হরিদ্বর্ণ তট ভূমিতে ধেনুদলকে চারণার্থ প্রবেশ করাইয়া সখাগণের সহিত বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে ধনিষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রেরিত সুস্বাদু অন্নাদি আনিয়া উপস্থিত করিলে—শ্রীকৃষ্ণ তাহা সানন্দে ভোজনপূর্ব্বক মধুমঙ্গলের সহিত নিভৃতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তখন সেই নির্জ্জন প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া

মদন মোহন, পাইয়া চেতন সুখের সায়রে ভাসে ॥ তাহারে লইয়া, আদর করিয়া বসায় আপন কাছে। রাইর কুশল, কহত সকল সজল নয়ন পুছে ॥ বিরা কহে কান, কর অবধান, কি পুছ তাহার তরে। রাইর স্বজন, করিয়া ভর্ৎসন, রুধিয়া রাখিল ঘরে ॥ শুনিতে কাহিনী, কি হইল না জানি, বিষাদে নাগর ভোর। বিরার বদন, নিরখি সঘন, নয়নে ভরলো লোর ॥ সে বলি শেখর, আসিয়া সত্বর, কহয়ে, নাগর রাজে। রমণী মোহন, না তুলে বদন, বাড়ল অধিক লাজে ॥"
রায় শেখর

নাগরেন্দ্র ভবতা যদা পদা-
লিঙ্গিতা বিপিনভূর্দধে শ্রিয়ং।
স্পর্দ্ধয়েব তব গোষ্ঠভূস্তয়া-
লিঙ্গ্যত স্বসুষমাং দদানয়া ॥৯॥
ত্বং হরে! হরিমণীময়ীং ব্যধাঃ
ক্ষ্মামিমাং নিজ সবর্ণতার্পণৈঃ।

শ্রীকৃষ্ণেন পৃষ্টং রাধিকায়া বৃত্তান্তং রূপমঞ্জরী অন্যাপদেশেনাহ। হে নাগরেন্দ্র! ভবতা চরণেনালিঙ্গিতা সতী বিপিনভূঃ শ্রিয়ং শোভাং দধে। তৎশ্রুত্বা তয়া রাধয়া তব স্পর্দ্ধয়া ইব ত্বচ্চরণচিহ্নেন প্রাপ্ত শোভায়া বনভুবঃ সকাশাৎ গোষ্ঠভুবোঽধিকাং স্বকায় সুষমাং দদানয়া তয়া সা গোষ্ঠভূঃ সর্ব্বাঙ্গেন আলিঙ্গ্যত ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টএব ॥৯॥

সখীগণ হর্ষ-প্রফুল্ল চিত্তে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা সখীগণকে দেখিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়-উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি ব্যস্তভাবে সর্ব্বাগ্রে তরুণী-মণি শ্রীরাধার কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।' তখন সেই সখীগণের মধ্যে গুণমণির খনি, অথচ অপার সৌভাগ্য-শালিনী শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার দুর্ব্বার বিরহ-কাহিনী অন্যকে অপদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৮॥

"নাগরেন্দ্র! 'এই বন-ভূমি একমাত্র তোমার শ্রীচরণ দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া যে শোভা ধারণ করিয়াছে, তৎশ্রবণে তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াই যেন আমাদের নাগরিণী-মণি শ্রীরাধা তোমার এই পদাঙ্ক-শোভা-সৌভগা বনভূমি অপেক্ষাও গোষ্ঠভূমিকে স্বকীয় সুষমা দানে অধিকতর গৌরবিণী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ (এই শ্লোকে ধ্বন্যর্থ স্পষ্ট)।

সাপ্যধাস্যত বিবর্ণতাং ন চে-
ত্তাঞ্চ কাঞ্চনময়ীং ব্যধাস্যত ॥১০॥
গোরজশ্ছুরিত মাস্য মীক্ষয়ং-
স্ত্বং বনৌকস ইমানরোদয়ঃ।
হন্ত গোরজসি চেষ্টমানয়া
স্বালয়ঃ কিল তয়াপি রোদিতাঃ ॥১১॥

হে হরে! ত্বং নিজ স্ববর্ণতার্পণৈঃ ইমাং ক্ষ্মাং হরিমণীময়ীং ব্যধাঃ। স্পর্দ্ধয়া সা রাধাপি তব পরাজয়েঽসহিষ্ণুনা অনুকূলেন বিধাত্রা কৃতাং বিবর্ণতাং চেৎ যদি ন অধাস্যত তদা তাং ক্ষ্মাঞ্চ কাঞ্চনময়ীং ব্যধাস্যত ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টঃ ॥১০॥

ত্বং গোরজশ্ছুরিতং মুখং ঈক্ষয়ন্ সন্ ইমান্ বনৌকসঃ অরোদয়ঃ। স্পর্দ্ধয়া তয়া রাধয়াপি গোরজসি চেষ্টমানয়া সত্যা স্বালয়ঃ রোদিতাঃ। রাধাপক্ষে গো পৃথিব্যাঃ রজসি। ত্বং তু প্রাণিমাত্রং অরোদয়ঃ সা তু স্বসখীরেবারোদয়ৎ। অতএব তব সাম্যং ন প্রাপ্তা ইতিভাবঃ। ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টঃ ॥১১॥

হে হরে! তুমি নিজ নয়নাভিরাম শ্যামরূপ অর্পণ করিয়া এই বনভূমিকে হরিমণিময়ী করিয়াছ, বিধাতা তোমার প্রতি বড় অনুকূল; শ্রীরাধার নিকট তোমার পরাজয়, বিধাতার যেন একান্তই অসহ্য—তাই, তিনি পূর্ব্ব হইতেই তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাকে বিবর্ণা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই রূপে বিধাতা যদি তাঁহাকে বিবর্ণা না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরাধিকাও স্পর্দ্ধা সহকারে গোষ্ঠভূমিতে নিজ কান্তিরাশি ঢালিয়া নিশ্চয়ই কাঞ্চনময়ী করিতেন ॥ ১০॥ (ধ্বন্যর্থ স্পষ্ট)।

ওহে রাখালরাজ! তুমি গোরজমণ্ডিত মুখ-কমল দেখাইয়া এই বনবাসী প্রাণীমাত্রকেই কাঁদাইতেছ, হায়! তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া শ্রীরাধিকাও গো-রজে অর্থাৎ ধরার ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা হইয়া কেবল নিজসখীকুলকেই কাঁদাইয়া আকুল করিতে-

কিন্ত্বনীতিরিয়মীক্ষণাম্বুজে
সন্ততাম্বুজনকে তয়া কৃতে।
তে তু পৌত্রমুচিতং প্রচক্রতুঃ
কর্দ্দমোঽম্বুজভবোদ্ভবো যতঃ ॥১২॥

কিন্তু রাধয়া ইয়ং অনীতিঃ কৃতা। অনীতিমেবাহ। তয়া রাধয়া ঈক্ষণাম্বুজে নিরন্তরাম্বুজনকে কৃতে। অম্বুজন্যস্য অম্বুজনকত্বমেবানীতিঃ। তে তু ঈক্ষণাম্বুজে তু কর্দ্দমরূপং উচিতং পৌত্রং প্রচক্রতুঃ। ন তু কর্দ্দমস্যাম্বুজপৌত্রত্বে সত্যেব ঔচিত্যং তদেবব্যক্তস্তত্র শাস্ত্ররীত্যা পৌত্রত্বং ঘটয়তি কর্দ্দম ইতি। যতঃ অম্বুজভবো ব্রহ্মা তদুদ্ভবঃ কর্দ্দমঃ। লোকরীত্যা তু নেত্রস্বরূপাম্বুজাজ্জাতানি জলানি তেভ্যঃ পৃথিব্যাং কর্দ্দমোঽজায়ত এবেত্যর্থঃ ॥১২॥

ছেন। তুমি প্রাণীমাত্রকেই কাঁদাইতেছ, আর শ্রীরাধা কেবল নিজ সখীগণকেই কাঁদাইতেছেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীরাধা তোমার সমতুল্যা হইতে পারেন নাই ॥ ১১॥

কিন্তু শ্রীরাধা বড় একটা অনীতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নয়নকমলদুটীকে নিরন্তর জলের জনক করিয়াছেন—জল হইতে কমল জন্মে, কমল হইতে কখন জলের জন্ম হয় না; সুতরাং এইরূপে জন্যের জনকত্ব অনীতি নয় কি? তবে সে নয়ন-কমলযুগল কর্দ্দমরূপ যে পৌত্র লাভ করিয়াছে—তাহা তাহাদের পক্ষে সমুচিতই হইয়াছে? যদিও স্বভাবতঃ কর্দ্দমের পক্ষে কমলের পৌত্রত্ব সমুচিত বোধ হয় না, বরং কর্দ্দম হইতে কমলের উদ্ভব বলিয়া পুত্ররূপই বোধ হয়, তথাপি শাস্ত্র-রীতি ও লোক-রীতি অনুসারে এস্থলে কর্দ্দমকমলের পৌত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কর্দ্দম ঋষি কমলভব ব্রহ্মার পুত্র। সুতরাং কর্দ্দমের, কমলের পৌত্র হওয়াই উচিত। আবার লোকে নয়নকে কমলস্বরূপ বলে, সেই নয়ন-কমল হইতে নিঃসৃত অশ্রু-জল-ধারা-সম্পাতেই ধরা-পৃষ্ঠে কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীরাধার

মাল্য কেশ বসনাদয়ঃ সমু-
চ্ছৃঙ্খলত্ব মতিসাধবোঽপ্যধুঃ।
ভূভুজা বিরহিতেঽপি নাবৃতি
স্যাৎ ক্ক কস্যচন বা নিয়ম্যতা ॥১৩॥
যত্তবাঙ্ঘ্রি বনজদ্বয়ং বনোৎ-
সঙ্গ এব বিহরৎ প্রমোদতে।
তত্র বিশ্বসিতি সা ন নিঃশ্বসি-
ত্যুষ্ণমেব বহুধাপি বোধিতা ॥১৪॥

রাধায়া মাল্যাদয়ঃ অতিসাধবোপি উচ্ছৃঙ্খলত্বং অধুঃ। তত্র কারণমাহ। ভূভুজা রাজ্ঞা বিরহিতেঽপি ক্ক নাবৃতি কুত্র দেশে কস্য বা নিয়ম্যতা স্যাৎ। প্রকৃতে রাজা কৃষ্ণঃ দেশঃ রাধায়া অঙ্গং ॥১৩॥

রাধিকা তব বিরহেণ ন পীড়িতা, কিন্তু অত্যন্ত কোমল-চরণস্য তব বনভ্রমণজন্য দুঃখেনৈব পীড়িতেতি প্রেম্নঃ পরম কাষ্ঠাং ভঙ্গ্যা আহ। যদ্

নয়ন-কমল এইরূপেই কর্দ্দম নামে পৌত্রলাভ করিয়াছে জানিবে ॥১২॥

শ্রীরাধার মাল্য-কেশ-বসনাদি অতিশয় সাধু হইয়াও এক্ষণে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বল দেখি বিদগ্ধরাজ! রাজা না থাকিলে কোন্ দেশে কাহার নিয়ম্যতা থাকে?—এমন কি তখন সাধুজনও এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, সহজে কেহ তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। তোমার বিরহে শ্রীরাধার অঙ্গরাজ্যও সেইরূপ অসংযত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা পুনরায় সংযত করিবার সামর্থ্য তাহার আদৌ নাই ॥১৩॥

অনন্তর সুচতুরা শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধার প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বাগ্‌ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"নাগরেন্দ্র! আমাদের প্রিয়-সখী শ্রীরাধিকা যে তোমার বিরহে

নৈব তত্র কদুশর্করাঙ্কুরে-
ত্যর্দ্ধবাগপি সখী-মুখোদ্গতা।
শ্রোত্র সীমপতিতৈব তাং পরি
ক্রোশয়ন্ত্যথ জবাদমূর্চ্ছয়ৎ ॥১৫॥

যস্মাৎ তবাঙ্ঘ্রি রূপবনজদ্বয়ং বনোৎসঙ্গ এব বিহরৎ সৎ প্রমোদতে। ন হি বনজস্য দুঃখং পিতুর্বনস্য উৎসঙ্গে কদাপি জায়তে; প্রত্যুত প্রমোদ এব ইতি বহুধা বোধিতাপি সা রাধা তত্র অস্মদ্বাক্যে ন বিশ্বসিতি; কিন্তু মনোগত দুঃখাদত্যুষ্ণমেব নিঃশ্বসিতি। প্রকৃতে বনং জলং তস্মাজ্জাতমঙ্ঘ্রি কমলদ্বয়মিত্যর্থঃ। অত্র শব্দশ্লেষমাশ্রিত্যৈবোক্তং ॥১৪॥

তস্যাঃ পীড়া শান্ত্যর্থং কয়া সখ্যা উক্তা। তত্র নৈব কদু শর্করাঙ্কুরেত্যর্দ্ধবাগপি রাধায়াঃ শ্রোত্র-সীমনি পতিতা এব তাং রাধাং পরিক্রোশয়ন্তী সতী জবাৎ বেগাৎ অমূর্চ্ছয়ৎ। তাদৃশ শব্দ শ্রবণাদেব তব চরণং শর্করাদিনা বিদ্ধমিতি বুদ্ধৈব সা মূর্চ্ছাং প্রাপ্তা। অত্যনুরাগবশতঃ শর্করাদিনা ন বিদ্ধামিতি, তস্যা মনসি নায়াত মিতি ভাবঃ ॥১৫॥

কাতরা হইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু এই বন-বিহরণ জন্য তোমার সুকোমল চরণ-কমলে না জানি কত ব্যথা জন্মিতেছে, এই ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যদিও তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকি যে, তোমার প্রিয়তমের চরণরূপ বনজ * দ্বয় বনোৎসঙ্গে বিহার করিয়া প্রমোদিত হইতেছে; পিতার কোলে পুত্রের কি কোন কষ্ট হয়? সুতরাং কেন বৃথা খেদ করিতেছ? বন-জন্য বনজের দুঃখ, তদীয় জনক বনের উৎসঙ্গে কদাচ উপস্থিত হয় না, প্রত্যুত প্রমোদই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভাবে বহু প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেও শ্রীরাধা আমাদের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করেন না। অধিকন্তু মনের দুঃখে অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১৪॥

আহা! বলিব কি, শ্যামসুন্দর! তোমার ক্লেশানুভাবিনী

* বনজ—জলজ-পদ্ম। এস্থলে শব্দ-শ্লেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে।

হন্ত তে প্রিয়তমঃ সমগতো
বীক্ষ্যতামিতি সখীমৃষোক্তিভিঃ।
ত্বদ্বনস্রগতি সৌরভৈশ্চ সা
প্রাপ্য বোধমতি সম্ভ্রমং দধৌ ॥ ১৬॥

মূর্চ্ছায়া অনন্তরং। হে রাধে! তে তব প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সমাগতঃ উত্থাপ্য বীক্ষ্যতাং ইতি সখীমৃষোক্তিভিরেবং মূর্চ্ছাভঙ্গার্থ মেবাস্মাভিঃ রক্ষিতায়া ত্বব বনমালায়াঃ নাসিকা সংলগ্নায়াঃ সৌরভৈ শ্চ সা রাধা বোধং প্রাপ্য ত্বদাগমন-জন্যলজ্জয়া অতি সম্ভ্রমং দধৌ ॥১৬॥

শ্রীরাধার মনঃপীড়া প্রশমনের নিমিত্ত কোন সখী যেমন "সেই বনে শিলাকণা ও তৃণাঙ্কুর নাই" এই বাক্য বলিতে গেলেন, সখীর মুখ হইতে ইহার অর্দ্ধেক বাহির হইয়া শ্রীরাধার শ্রবণ-সীমায় পতিত হইবা মাত্র অমনি উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন, বাক্যের অপরার্দ্ধ শ্রবণের আর অপেক্ষা রহিল না—"বনে শিলা-কণা ও তৃণাঙ্কুর" কেবল এই কথা শুনিয়াই তোমার চরণ-কমল নিশ্চয়ই তাহাতে বিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুভব করিয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন; পরন্তু "শিলা-কণাদি দ্বারা যে বিদ্ধ হয় নাই," এ কথা অতিশয় অনুরাগ বশতঃ আদৌ শ্রীরাধার মনোমধ্যে উদিত হইল না ॥১৫॥

শ্রীরাধা সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন দেখিয়া শশব্যস্তে ললিতাদি সখীগণ নিকটে গিয়া স্নিগ্ধ-মধুর বাক্যে কহি-লেন—"প্রিয়সখি রাধে। উঠ, উঠ, ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।" সখীগণের এই মিথ্যা বাক্য শুনিয়া এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের নিমিত্ত আমাদের সযত্ন-রক্ষিত তোমার অঙ্গোত্তীর্ণ বনমালা নাসাগ্রে ধারণ করাতে, তাহার মধুর সৌরভ পাইয়া শ্রীরাধা যেমন চৈতন্যলাভ করিলেন, অমনই প্রকৃত তোমার আগমন সত্য মনে করিয়া লজ্জায় সংভ্রমে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ॥১৬॥

আলি! নেত্রমদিরৈক নর্ত্তকঃ
স ক্ব তে সখি! গৃহেঽস্তি নিহ্নুতঃ।
কিং প্রতারয়সি নৈব সাক্ষি য-
দ্বক্তি তং কিল তদঙ্গসৌরভং ॥১৭॥
ইত্যলম্ভি সুখমেতয়া মনাক্
তত্র সোঢ়ুমশকম্মনোভবঃ।

মূর্চ্ছাভঙ্গানন্তরং রাধিকা আহ। হে আলি! তে তব নেত্ররূপ খঞ্জনস্য নর্ত্তকঃ স কৃষ্ণঃ ক্ব। হে সখি রাধে! গৃহমধ্যে নিহ্নুতোঽস্তি। রাধা আহ। কিং মাং প্রতারয়সি? রাধে নৈব প্রতারয়ামি যদ্ যস্মাৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষি-স্বরূপং অঙ্গসৌরভমেব তং কৃষ্ণং বক্তি। তস্যা মূর্চ্ছাভঙ্গ সময়ে সখীভিঃ সঙ্গোপ্য স্থাপিতায়া বনমালায়া মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গসৌরভং বর্ত্তত এব রাধায়া অপি কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ প্রাপ্যা তস্যাগমন প্রত্যয়ো জাতঃ ॥১৭॥

এইরূপে শ্রীরাধা সংজ্ঞালাভ করিয়া হর্ষ-চকিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তোমাকে না দেখিতে পাইয়া ললিতাকে কহিলেন,—"কই সখি! তোমার সেই নয়ন-খঞ্জন-নর্ত্তক নটবর কোথায়?" ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সখি! রাধে! তোমার সেই মনোচোর এই গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছেন।" শ্রীরাধা সংশয়-সমাকুলচিত্তে কহিলেন—"ললিতে! সত্য বল, তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ?" ললিতা কহিলেন—"না না রাধে! আমি তোমাকে প্রতারণা করিব কেন? কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভই ত তাঁহার বিদ্যমানতার সাক্ষী। তুমি কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভরাশির ঘ্রাণানন্দে বিভোর হইয়াও তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় করিতেছ! কি আশ্চর্য্য!" ললিতার এই কথা শুনিয়া এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের নিমিত্ত সখীগণ-কর্ত্তৃক সঙ্গোপনে রক্ষিত বনমালা-মধ্যে তোমার অঙ্গ-সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া শ্রীরাধা তথায় তোমার আগমন সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন ॥১৭॥

একদৈব শরপঞ্চকস্থ ব-
লক্ষতা মনয়দেব তাং বলাৎ ॥১৮॥
খিদ্যতিস্ম পততিস্ম বেপতে
স্মাশ্রুভিঃ স্নমভিষিক্তো গৃহং।
সা প্রবিশ্য ন ভবন্মুখেন্দুনা
প্রাপ শীতলয়িতুং স্বলোচনে ॥১৯॥

ইতি গন্ধহেতুনা গৃহমধ্যে নিহ্নুত্য স্থিতবেন জ্ঞানাৎ ক্রতয়া রাধয়া মনাক্ সুখং অলম্ভি। তৎসুখং কন্দর্পঃ ন সোঢ়ুং অশকৎ যদ্‌যস্মাৎ এতাং রাধাং পঞ্চশরস্ত লক্ষতাং বলাৎ অনয়ৎ। পক্ষে লক্ষ সংখ্যা শিষ্টাং নির্বকার লক্ষশব্দোপি ব্যঙ্গ্যবাচকঃ ॥১৮॥

ত্বদাগমন জ্ঞানেন উৎপন্ন কন্দর্প ভাবায়া তস্যা দশা মাহ। খিদ্যতীতি ॥১৯॥

পরন্তু তুমি যে প্রকৃতই গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছ, ইহা মনে করিয়া তখন শ্রীরাধা কিছুক্ষণ হর্ষ-সুখের সুধা-তরঙ্গে ভাসমানা হইলেন; কিন্তু শ্রীরাধার সে সুখলাভ কন্দর্পের পক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইল। নির্দ্দয় মদন শ্রীরাধার প্রতি এককালে পঞ্চশর বলপূর্ব্বক সন্ধান করিলেন; বোধ হইল, যেন পঞ্চশর লক্ষ লক্ষ শরে পরিণত হইয়া প্রাণসখীর হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে ॥১৮॥

ফলতঃ তোমার আগমন-জ্ঞানে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে কন্দর্প-ভাবের উদয় হইল, তাহাতে দুর্ব্বার প্রেমের উন্মত্ত উত্তেজনা যেন তাঁহার হৃদয়-তটকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিতে লাগিল। তখন তাঁহার কিরূপ দশা হইল, শুন মাধব। উন্মাদিনীর মত শ্রীরাধা কখন খেদ করেন—কখন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, কখন বা বাত্যা-বিতাড়িত বেতসী পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকেন, কখন বা নয়ন-জলে নিজাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; তারপর তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াও দেখিলেন, গৃহ শূন্যময়,—তখন তোমার বদনচন্দ্রের সুধাবারি দ্বারা

হা সখীজনবচোঽনৃতং মন
ত্বং মুদামৃত সমং বৃথা কৃথাঃ।
সংজ্বরো দ্বিগুণিতো যতো দ্যতি
ত্বামিতোয়মপতৎ পুনঃ ক্ষিতৌ ॥২০॥
ত্বাং ধিগস্তু রহিতং স্ববন্ধুনা
জীবিতেত্য লঘু গর্হয়াপ্যহো।
নো মনাগপি তদাপ লাঘবং
প্রত্যুতাতিগুরুভারতামগাৎ ॥২১॥

গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা রাধিকা আহ। হা খেদে হে মন ত্বমনৃতং সখীজনবচঃ মুদা আনন্দেন অমৃতসমং বৃথা কৃথাঃ যতঃ দ্বিগুণিতঃ সংজ্বরঃ ত্বাং দ্যতি খণ্ডতীত্যুক্ত্বা ইয়ং রাধা পুনঃ ক্ষিতৌ অপতৎ ॥২০॥

অধুনা নিন্দতি হে জীবিত! স্ববন্ধুনা কৃষ্ণেন রহিতং ত্বাং ধিগস্তু ইতি অলঘুগর্হয়া অধিক-নিন্দয়াপি অহো অত্যাশ্চর্য্যং মনাগপি তৎজীবিতং ন লাঘবং আপ। প্রত্যুত অতি গুরুভারতামগাৎ। তেন রাধায়া ত্বাং বিনা জীবনধারণমেবাতি ভারোঽভূদিতি ব্যঙ্গ্যার্থ বোধ্যঃ ॥২১॥

স্বীয় পিপাসু লোচন-চকোর-যুগলকে শীতল করিতে পারিলেন না ॥১৯॥

গৃহমধ্যে তোমার সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশার নিঠুর নিপীড়নে শ্রীরাধার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বাষ্প-বিজড়িত কাতর কণ্ঠে কহিলেন—"হায় রে মন! তুমি সখীদের মিথ্যা বাক্যকেই আনন্দে অমৃত সমান মনে করিয়াছিলে? তাই, এখন দ্বিগুণ সন্তাপ উত্থিত হইয়া তোমাকে খণ্ডিত করিয়া দগ্ধ করিতেছে" এই বলিয়া শ্রীরাধা পুনরায় ক্ষিতিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ॥২০॥

শ্রীরাধার দুর্ব্বার হৃদয়-যাতনা—তোমার বিরহে তাঁহার জীবন যেন কত জ্বালাময়—কত ভারভূত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয়

হন্ত কান্ত বিরহেঽপি কিং মহৎ
সৌকুমার্য্য মুদিয়ায় সুভ্রুবঃ।
অঙ্গকানি যদসু-প্রভঞ্জন
স্পন্দনং চ ন হি সোঢ়ুমীশতে ॥২২॥
ইত্যবেত্য মধুসূদনঃ প্রিয়ো-
দন্ত মন্তরুদ ঘূর্ণতাতুরঃ।

হন্ত খেদে সুভ্রুবো রাধায়াঃ কান্তবিরহেঽপি কিং মহৎ সৌকুমার্য্যং উদিয়ায় উদিতমভূৎ। যৎ যস্মাৎ তস্যা অঙ্গকানি অসুপ্রভঞ্জনস্য প্রাণবায়োরপি স্পন্দনং সোঢ়ুং ন ঈশতে কিং পুনর্ব্যজনাদিবায়োঃ। অঙ্গকেতি ক্ষীণভাবাক্তকঃ কঃ। অতএব সৌকুমার্য্যস্যাবধিরুক্তঃ ভঙ্গ্যা তু ত্বদ্বিরহেণ তস্যাঃ প্রাণবায়ুরপি গত ইত্যর্থো ধ্বনিতঃ ॥২২॥

প্রিয়ায়া বৃত্তান্তমবেত্য অন্তরুদদ্ঘূর্ণিতঃ আতুরঃ কৃষ্ণঃ শোকেন রুদ্ধবাক্ সন্

জীবনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"আরে ছার জীবন! তুমি প্রিয়বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত, তোমায় ধিক! শত ধিক!" এইরূপে স্বীয় জীবনের ভূরি ভূরি নিন্দা করিলেও বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কৃষ্ণ-বিরহ-দিগ্ধ জীবন অত্যল্প মাত্র লঘু না হইয়া বরং অতিশয় গুরুভারবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। ফলতঃ হে ব্রজকিশোর! তোমার বিরহে আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার জীবনধারণ অতিশয় ভারভূত হইয়াছে জানিবে ॥২১॥

হায়! বলিব কি নিঠুর! তোমার বিরহেই ত সেই সুলোচনা শ্রীরাধার এক অতি অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যের উদয় হইয়াছে; তাঁহার ক্ষীণা তনু-লতা সামান্য পাখার বাতাস স্পর্শ ত দূরের কথা, প্রাণ-বায়ুর স্পন্দনও সহিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব ইহা সৌকুমার্য্যের অবধি নহে কি? ফলতঃ তোমার বিরহে তাঁহার প্রাণ-বায়ুরও অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না ॥২২॥

প্রিয়তমার বিরহের এই করুণ কাহিনী শ্রীরূপমঞ্জরীর মুখে

বাষ্পপূর্ণ-নয়নে নিরুদ্ধ বা-
গক্ষিপৎ প্রিয়সখাস্য মণ্ডলে ॥২৩॥
তামুবাচ বটুরানয় দ্রুতং
রাধিকাং কনকপদ্মিনীং বনং ।
অন্যথা কিমবনং ভবেদ্‌গতিঃ
সৈব হন্ত মধুসূদনস্য যৎ ॥২৪॥

বাষ্পপূর্ণ-নয়নে মধুমঙ্গলস্য মুখে অক্ষিপৎ। মম বচনাসামর্থ্যাৎ প্রত্যুত্তরং ত্বয়ৈবোচ্যতামিতি ভাবঃ ॥২৩॥

শ্লেষেণ বনং জলং পদ্মিনীং আনয়। তথা চ শ্রীকৃষ্ণরূপ জলং বিনা অন্যত্র স্থাপিতায়াঃ পদ্মিন্যাঃ দুঃখে ভবতীনামনবধানমেব কারণমিতি ভাবঃ। ধ্বনিনা তাদৃশার্থমুক্ত্বা অভিধয়া শ্রীকৃষ্ণস্যাসক্তি মাহ। অন্যথেতি। অন্যথা পদ্মিনীং বিনা মধুসূদনস্য কিং অবনং রক্ষণং ভবেৎ? যত স্তস্য সৈবগতিঃ ॥২৪॥

অবগত হইয়া মধুসূদন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন—হৃদয়ের স্তরে স্তরে অন্তর্দ্দাহের ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইল—শোকে তাপে উদ্‌ঘূর্ণা বশতঃ তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি তখন বাষ্পপূরিত ছল ছল নেত্রে প্রিয়-সখা মধুমঙ্গলের মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন—নিরাশাব্যঞ্জক উদাস-দৃষ্টি যেন প্রিয়সখাকে জানাইল "—সখে! আমার ত কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, তুমিই ইহার প্রত্যুত্তর দাও" ॥২৩॥

পরিহাস-রসিক মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরীকে মধুর শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন "তোমাদের বেশ বিদ্যা দেখ্‌ছি? কনক-কমলিনীকে বনমধ্যে অর্থাৎ (জলমধ্যে) স্থাপিত না করিয়া, অন্যত্র রাখিয়া অনর্থক কষ্ট দিতেছ? তোমারাই ত তাহার দুঃখের কারণ। অতএব তোমাদের সেই শ্রীরাধা-নলিনীকে শীঘ্র আনিয়া এই বৃন্দাবনে আমাদের শ্যাম-সরোবরের প্রেমনীরে নিমগ্ন কর। শ্যাম-সলিল ভিন্ন রাধা-পদ্মের দুঃখ ত অবশ্যম্ভাবী

মাধবোঽথ নিজ মাল্যমর্পয়ং
স্তাং ব্যজিজ্ঞপদিদং চ কিঞ্চন।
প্রেয়সী-হৃদি গতাস্তু চম্পক-
স্রজ্ মমাস্য সখি সেয়মুদ্গতা ॥২৫॥
বৃত্তমাখ্যদখিলং সমেত্য সা
রাধিকামথ তয়া বরস্রজঃ।

মাল্যং অর্পয়ন্ সন্ তাং রূপমঞ্জরীং ইদং কিঞ্চন মজিজ্ঞপৎ জ্ঞাপয়ামাস। জ্ঞাপন মেবাহ। মম এষা উদ্গতা স্বকণ্ঠাদুত্তার্ণা চম্পকমালা প্রেয়স্যা হৃদি-গতাস্তু। পক্ষে প্রেয়সী রাধিকৈব চম্পকস্রগ্‌রূপা মম হৃদিগতা অস্তু। উদ্গতা উৎকর্ষেণাত্র প্রাপ্তা সতী। তথাচ ময়া দত্তাং চম্পকমালাং তস্যা হৃদিনিধায় রাধিকা-স্বরূপাং চম্পকমালাং আনীয় মম হৃদি দেহীতি ভাবঃ ॥২৫॥

তদনন্তরং সা রূপমঞ্জরী রাধিকাং সমেত্য সমাগম্য নিখিলংবৃত্তান্তং আখ্যাৎ।

হায়! আর যদি পদ্মিনাকে শীঘ্র আনয়ন না কর—তাহা হইলে মধুসূদনের অর্থাৎ ভ্রমরেরই প্রাণরক্ষার আর উপায় কি আছে? যেহেতু, মধুসূদনের (শ্রীকৃষ্ণের) সেই পদ্মিনীই (রাধাই) একমাত্র গতি" ॥২৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, নিজের কণ্ঠশোভি চম্পকমালা, শ্রীরূপমঞ্জরীর করে অর্পণ করিয়া এই কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন—"এই লও সখি! আমার এই উৎকৃষ্ট চম্পকমালা প্রিয়তমার হৃদয়ে সংলগ্ন কর"। পক্ষান্তরে শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, চম্পকমালাস্বরূপা প্রেয়সী শ্রীরাধাই আমার হৃদয়-শোভা বর্দ্ধন করুক। ফলতঃ তুমি আমার প্রদত্ত চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে বিন্যস্ত করিয়া তদ্বিনিময়ে রাধারূপ চম্পকমালা আনিয়া আমার হৃদয়ে অর্পণ কর ॥২৫॥

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। আহা! বস্তু-শক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সেই

শ্লেষেণাপ্ত রমণাঙ্গ সৌরভৈঃ
স্বীয় জীবিত মকারি জীবিতং ॥২৬॥
প্রেয়সি স্ববিরহোগ্র বৃশ্চিক
ব্রাতদংশ বিধুরে শ্রুতে পুনঃ।
তদ্বিষ জ্বলন জর্জরং তদৈ-
বাত্মভাবি নিজমর্ম্ম শর্ম্মভিৎ ॥২৭॥
সূর্য্য পূজন মিষেণ বঞ্চনং
বাঞ্ছতি প্রিয়সখীগণে গুরোঃ।

অথ তয়া রাধয়া বরস্রজঃ শ্লেষেণ ন প্রাপ্ত রমণাঙ্গ সৌরভৈঃ করণৈঃ মৃতপ্রায়ং স্বীয় জীবিতং জীবিতং জীবনবিশিষ্টং অকারি ॥২৬॥

রাধয়া স্ববিরহরূপোগ্র বৃশ্চিকসমূহ দংশনেন বিধুরে দুঃখিতে প্রেয়সি শ্রীকৃষ্ণে শ্রুতে সতি তস্য কৃষ্ণস্য স্ববিরহরূপ বৃশ্চিকদংশনজন্য বিষজ্বলনেন জর্জরং নিজ মর্ম্ম তদৈব স্বভাবি। অতএব নিজ মর্ম্ম কৎভুতং শর্ম্মভিৎ বনমালা-গন্ধজন্য সুখং ভিনত্তীতি ॥২৭॥

মালা স্পর্শ মাত্র তাহাতে প্রিয়তমের অঙ্গসৌরভ পাইয়া—শ্রীরাধা নিজ মৃতপ্রায় জীবনকে যেন জীবন-বিশিষ্ট করিলেন ॥২৬॥

তারপর যখন শুনিলেন—স্বীয় বিরহরূপ বহুতর বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র দাহে প্রাণবল্লভ অতিমাত্র বিধুর হইয়া পড়িয়াছেন,—হায়! সে মর্ম্মদাহী বিষের জ্বালায় অনুক্ষণ জ্বর জর হইতেছেন—তখন শ্রীরাধাও তাঁহার সেই বিষের জ্বালা নিজ মরমে মরমে অনুভব করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রকৃত প্রাণের মিলন—দুইটী প্রাণ একটী প্রেমের তারে বাঁধা পড়ে, সেখানে একটী প্রাণের আঘাত অপর প্রাণে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাই, শ্রীরাধাও হৃদয়ের প্রতি স্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথা অনুভব করিয়া অতিমাত্র ব্যথিতা হইলেন। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে তখন বনমালার গন্ধজন্য যে সুখের উদয় হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া গেল ॥২৭॥

সৈব গর্গতনয়া গিরাচিরা-
দেত্য তত্র জটিলাদিদেশ তাঃ ॥২৮॥
অর্চ্চনায় বিপিনে সহস্রগো-
রর্ব্বুদাযুত-গবাপ্তি হেতবে।
যাত শাতমিদমদ্য তন্মতাং
ভাস্বতা নয়ন দৈবতেন বঃ ॥২৯॥

সূর্য্যপূজনমিষেণ গুরোর্বঞ্চনং সখীজনে বাঞ্ছতি সতি ভাগ্যবশাৎ সৈবগুরু-এবগর্গতনয়া গার্গী তস্যা গিরা অচিরাদেব তত্র সখীনামগ্রে এত্য তাঃ সখীঃ সূর্য্যপূজায়ৈঃ আদিদেশ ॥২৮॥

অযুতগবাপ্তিহেতবে সহস্রগোঃ সূর্য্যস্যার্চ্চনায় যূয়ং বিপিনে যাত সরহস্যা তু সহস্রসংখ্যকা গাবো বিদ্যন্তে যস্য তস্য কৃষ্ণস্যার্চ্চনায়। অযুতসংখ্যকানাং

শ্রীরাধার উদ্দাম উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ষার বারিপূর্ণ স্রোতস্বিনীর ন্যায় হৃদয়ের কুলে কুলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধার সেই অবস্থা দর্শনে সূর্য্য-পূজার ছলে জটিলাদি গুরুজনকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করাইবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন; এমন সময় সৌভাগ্য ক্রমে গার্গীর বাক্যানুসারে সহসা জটিলা সখীগণের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে সূর্য্য-পূজায় গমন করিতে আদেশ দিলেন ॥২৮॥ *

বলিলেন—"শুন ললিতাদি! তোমাদিগকে বলি শুন, অযুত-অর্ব্বুদ গোধন-লাভের নিমিত্ত তোমরা সেই সহস্র-গোর অর্থাৎ সহস্র কিরণশালী সূর্য্য দেবের পূজার নিমিত্ত বন গমন কর।

* তথাহি পদ।—বুঝাএ্যা বধূরে, কহয়ে সবারে দেব পূজিবার তরে। কণেক শয়ন, কর সবজন, অলস করহ দূরে॥ পূজন সাজন, কর সব জন, তাহাতে সূরয পূজি। কর্পূর চন্দন, বিবিধ পকান, পাঁচফুলে ভর সাজি॥ দেবতা ভবনে, থাকিবে যতনে, লইয়া আপন সখী। পূজন লাগিয়া যতন করিয়া বটুরে আনিবে ডাকি॥ জটিলা বচনে, সব সখীগণে, শয়ন করিল আসি। রাইরে বাখানে, সব সখীগণে, শেখর বাখানে হাসি॥ পঃ কঃ।

সানুকূল বিধিনাধিনাশিনা
সাধিতাভিমত সিদ্ধিরালিভিঃ।
প্রেষ্ঠরোচিত মনেকধোচিত
দ্রব্যজাতমচিরাৎ সমগ্রহীৎ ॥৩০॥

গবাং সুখানাং শ্রীকৃষ্ণ-কান্তীনাং বা প্রাপ্তি হেতবে ইত্যর্থঃ কৃতঃ। নয়নাধি-দৈবতেন ভাস্বতা সূর্য্যেণ বো যুষ্মাকং শাতং সুখং অস্তু ভবতাৎ। পক্ষে—ভাস্বতা কান্তিমতা কৃষ্ণেন স তু তাসাং নয়নাধিদৈবশ্চ ভবত্যেব ॥২৯॥

আধিনাশিনা অনুকূলবিধিনা সাধিতাভিমতসিদ্ধিঃ সা রাধা আলিভিঃ সহ প্রেষ্ঠস্য রোচিতং অথচানেকধা উচিতং দ্রব্যসমূহং সমগ্রহীৎ ॥৩০॥

অস্তু সেই ভাস্কর-নয়নাধিদেবের দ্বারা তোমাদের এই সুখ বর্দ্ধিত হউক।" অনুকূল বাণী জটিলার রসনায় ললিতাদি-ব্রজসুন্দরীদের অন্তরের ভাব পরিব্যক্ত করিলেন। ললিতাদি কৃষ্ণাভিসারের যে উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, জটিলার বাক্যে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। অম্বুভার্ব্বুদ অর্থাৎ অপরিমেয় সুখ বা কৃষ্ণকান্তিলাভের নিমিত্ত যাঁহার সহস্র গো বিদ্যমান, সেই গোচরণ-নিরত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় তোমারা গমন কর, তাহা হইলে সেই উজ্জ্বল ইন্দীবর-কান্তি শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের নয়নাধিদেব হইবেন।" জটিলা সূর্য্যদেবের-উদ্দেশে বলিলেন, কিন্তু সরস্বতী দেবী উক্ত বাক্য যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাহা গোপীদের মনে উন্মেষিত করিয়া দিলেন, গোপীরা সূর্য্যার্চ্চনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণার্চ্চনাই বুঝিলেন ॥২৯॥

এইরূপে দুঃখতাপহারী অনুকূল বিধি যাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটাইলেন, সেই প্রেমময়ী শ্রীরাধা সখীগণের সহকারিতায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বহুবিধ দ্রব্যজাত সূর্য্যপূজার উপযোগীরূপে অচিরাৎ সংগ্রহ করিলেন ॥৩০॥ *

* তথাহি পদ।—তুলসী বচনে, সব সখীগণে, দেব পুজিবার তরে। বিধি অগোচর, নানা উপহার, পূজন ভাজন ভরে। চিনি ফেনিকলা, নবীন রসালা, রেউড়ী কদম্বা তিলা। পুরি

মোদকান্যমৃতগর্ব্ব সস্তুতে
মো দকান্যকৃত রাধিকা স্বয়ং।
বল্লভানি রমণস্য নো ভবে-
ল্লভা নিধিপতি প্রভোরপি ॥৩১॥
ধূপদীপবরবস্ত্রভূষণা-
দ্যংশুমালি যজনেহস্ত্যপেক্ষিতং।
তৎ সমাহৃতি নিবন্ধনস্তয়া
যঃ কৃতঃ কতিপয় ক্ষণাশ্রয়ঃ ॥৩২

অমৃতস্য গর্ব্বসস্তুতে মো দকানি খণ্ডকানি মোদকানি শ্রীকৃষ্ণার্থং রাধিকা স্বয়মকৃত। কথম্ভূতানি রমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বল্লভানি প্রিয়াণি। যেষাং মোদকানাং লভা প্রাপ্তিঃ নিধিপতিঃ কুবের স্তস্য প্রভোঃ মহাদেবস্যাপি নো ভবেৎ ॥৩১॥

অংশুমালিনঃ সূর্য্যস্য যজনে যৎ ধূপাদি অপেক্ষিতং তস্য সমাহৃতি নিবন্ধনস্তয়া রাধয়া কতিপয় ক্ষণাশ্রয়ঃ কৃতঃ তং বিলম্বং অবলম্বনেন উজ্জ্বিতঃ অর্থাৎ নিরবলম্বঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতিতীব্রয়া উৎকণ্ঠয়া সোঢ়ুং ন অশকদিতি পরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ ॥৩২॥

শ্রীরাধিকা স্বয়ং প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে সকল মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অমৃতের গর্ব্ব বিস্তার করে এবং এই জন্যই ব্রজসুন্দরের অতি প্রিয়। এই সকল উপাদেয় মোদক এমনই দুর্লভ যে, নিধিপতি কুবেরের প্রভু মহাদেবেরও প্রাপ্তি অসম্ভব। সূর্য্য-পূজা-ছলে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত এই সকল মোদকও সংগ্রহ করিয়া লইলেন ॥৩১॥

অনন্তর সূর্য্যপূজার নিমিত্ত ধূপ-দীপ উত্তম বসন ভূষণাদি

পুয়া খাজা, পেড়া সরভাজা, রাধিকা করিয়াছিলা। অমৃত কেলিকা, আদি সে লড্ডুকা, সঘৃত মুদগ বুরি। দেবতা পূজনে করিয়া যতনে, শাকরা মিছিরি থেরি॥ অগৌর চন্দন, ভরিল ভাজন, সুগন্ধি ফুলের মালা। অতুল, অমূল, কর্পূর তাম্বূল, সাজল সকল ডালা। সঙ্গিনী রঙ্গিণী রূপতরঙ্গিণী, বসিয়া মন্দির মাঝে। মদনমোহন, মোহিতে যতন, করিলা রাইক সাজে। সবারে সত্বর, করিলা শেখর, দেখিয়া উছর বেলা। জটিলা চরণ, করিয়া বন্দন, চলিলা সকল বালা। পঃ কঃ

তং বিলম্ব মবলম্বনোজ্ঝিতঃ
সোঢ়ুমুৎকলিকয়াতি তীব্রয়া ।
কেশবো ন চুলুকীকৃতাতুল
স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যজলধি স্তদাশকৎ ॥৩৩॥

প্রাহিণোন্মুরলিকাং স্বদূতিকা-
মচ্যুতঃ শ্রুতিযুগে বিধৃত্য যা ।
প্রেয়সীং নিজকলেন লম্ভয়েৎ
কণ্ঠমস্য কনকস্রজং যথা ॥৩৪॥

যতঃ স কৃষ্ণঃ উৎকণ্ঠয়া চুলুকীকৃতোঽতুল স্থৈর্য্যধৈর্য্যরূপ সমুদ্রো যস্ত তথাভূতঃ ॥৩৩॥

অচ্যুতঃ স্বদূতিকাং মুরলীং প্রাহিণোৎ। যা মুরলী নিজকরেণ। পক্ষে নিজ কল এব কর স্তেন শ্রুতিযুগে বিধৃত্য কনকস্রজরূপাং প্রেয়সীং অস্য কৃষ্ণস্য কণ্ঠে লম্ভয়েৎ। কনকস্রক্ যথা জড়তয়া পরবশা তথা ইয়মপীতি ভাবঃ ॥৩৪॥

যাহা যাহা প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহের নিবন্ধন শ্রীরাধার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইয়া পড়িল ॥৩২॥

এই সামান্য মাত্র বিলম্বও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি উৎকণ্ঠার আকুল আবেগে অতিমাত্র অধীর হইলেন, তীব্র উৎকণ্ঠা যেন তাঁহার স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যের সাগরকে গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিল। তিনি অবলম্বনশূন্য হইয়া সেই বিলম্বকে আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৩৩। *

তখন শ্রীকৃষ্ণ, সেই কল-নাদিনী মুরলীকে স্বীয় দূতীস্বরূপে প্রেরণ

* তথাহি পদ।—কুসুমিত কাননে কাতর কান। কামিনী লাগি করত অনুমান। কি কহব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি। কলাবতী কাহে অবধি করু অতি॥ দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা। কিয়ে লাগি মানিনী ভৈগেলি রাধা॥ তপনক তাপে কিয়ে চলইনা পার। গুরুয়া নিতম্বিনী উচ কুচভার॥ স্বজন সহিতে কিয়ে বারল নেহ। ইথে জানি সো ধনী না তেজলি গেহ॥ বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি। কৈছন বঞ্চয়ে সো সুকুমারী॥ বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত। শেখর সহ ধনী মিলব একান্ত॥ রায় শেখর।

যৈব সম্ভ্রমতরঙ্গিণী মহা-
বর্ত্তমস্বকিরদেব তাং তদা।
দেবতাং কিমু জবাদবীবিশৎ
কাঞ্চনাপনুদতীং ভিয়ো হ্রিয়ঃ ॥৩৫॥
কুত্র বা স্ম পততোঽঙ্ঘ্রি পঙ্কজে
পাণিপল্লবযুগং কিমাদদে।
কিঞ্চনাপি ন বিবেদ সা যতঃ
স্নাপিতাশ্রু-সলিলৈরকম্পত ॥৩৬॥

মুরলী দূতী সম্ভ্রমরূপতরঙ্গিণ্যা নদ্যা মহাবর্ত্তমস্থ মহাবর্ত্তে তদা তাং রাধাং অকিরদেব। উৎপ্রেক্ষামাহ। মুরলী দূতী হ্রিয়োভিয়শ্চ লজ্জা ভয়াংশ্চ অপনুদতীং দূরীকুর্ব্বতীং কাঞ্চন দেবতাং কিং তস্যা মনোমধ্যে জবাৎ অবীবিশৎ ॥৩৫॥

মুরলী শ্রবণাত্তস্যা দশামাহ। কুত্র বাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে পততঃস্ম এবং পাণিযুগলং কিং আদদে। যতো মুরলী শ্রবণাৎ সা রাধা কিঞ্চন ন বিবেদ। অশ্রুসলিলৈঃ স্নাপিতা সতী অকম্পত ॥৩৬॥

করিলেন। কল শব্দ দ্বারা বা কর দ্বারা প্রিয়তমাকে নিজ শ্রুতি-যুগে ধারণ করিয়া আনিয়া সুবর্ণ-মালার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন করিয়া দেওয়াই মুরলী দূতীর স্বভাব বা কার্য্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র মুরলিকার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কনকমালা জড় বস্তু বলিয়া যেরূপ পরবশা, সেইরূপ এই প্রিয়তমাও পর-বশবর্ত্তিনী ॥৩৪॥

মুরলী দূতী প্রথমেই শ্রীরাধাকেই সম্ভ্রম-তরঙ্গিণীর মহাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মুরলীর মধুরাস্ফুট কল-ধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার লজ্জা-ভয় সমস্তই তিরোহিত হইয়া গেল, বোধ হইল যেন মুরলী দূতী, লজ্জাভয়-দূরকারিণী কোন দেবতাকে শ্রীরাধার মনোমধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইল—আর অমনই তাহার প্রভাবে যেন তিনি তন্মুহূর্ত্তে শঙ্কা-সম্ভ্রম-লজ্জাশূন্যা হইয়া পড়িলেন ॥৩৫॥

সেই কুল-নাশা মুরলীর কল-মধুর শব্দ-তরঙ্গ আঘাতে আঘাতে

কাননাভিসরণোচিতাংশুকা
কল্পবেষপরিধাপনোন্মুখীঃ
সা সখীরপি বিলম্বশঙ্কয়া-
ক্ষিপ্য বেষমকৃত স্বয়ং তনোঃ ॥৩৭॥
গোস্তনাখ্য মণিহার বেষ্টনৈ
র্দ্রাঙ্ নিতম্ব মকরোদলঙ্কৃতং।

কাননাভিসরণোচিত বস্ত্রাদি পরিধাপনোন্মুখীঃ সখীরপি সা রাধা বিলম্ব শঙ্কয়া আক্ষিপ্য স্বয়মেব তনোর্বেষমকৃত ॥৩৭॥

কিঙ্কিনী বুদ্ধ্যা গোস্তনাখ্য মণিহারবেষ্টনৈ দ্র্রাক্ নিতম্বং অলঙ্কৃত মকোরৎ।

শ্রীরাধার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীরাধা এমনই অধীরা, উন্মনা হইলেন যে, তাঁহার চরণ-কমল কোথায় পতিত হইতেছে এবং কর-পল্লবই বা কি গ্রহণ করিতেছে, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কেবল নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিলেন ॥৩৬॥*

তখন সখীগণ কাননাভিসারের উপযোগী বেশ-ভূষায় শ্রীরাধাকে বিভূষিতা করিবার নিমিত্ত উন্মুখী হইলেন বটে, কিন্তু বংশীনাদে আত্মহারা শ্রীরাধার পক্ষে সে বিলম্ব একবারেই অসহনীয় বোধ হইল, তিনি বিলম্ব-আশঙ্কায় সখীগণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া স্বয়ংই নিজাঙ্গের বেশ-রচনা করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

কিন্তু চিত্তের বিভ্রমবশতঃ তাঁহার বেশ ভূষার পারিপাট্যের পরিবর্ত্তে পদে পদে বেশ-বিপর্য্যয়ই ঘটিতে লাগিল। শ্রীরাধা, কটি-ভূষণ কিঙ্কিণী মনে করিয়া গোস্তনাখ্য মণিহার বেষ্টনেই নিজের

* তথাহি পদ।—অরুণ অধরে পূরত বেণু, ধনাইয়া ঘেরত সবহুঁ ধেনু, সহজে সুন্দরী বিরহে ভোর, দূরে বরজ-অঙ্গনা। শুনি শুনি গোপী হরল বোল, ভাবে অবশ চিত বিভোল, রহি রহি চমকি উঠত থরহি থরই কম্পনা। অনেক যতনে চেতন পাই, চললি যাঁহা সুন্দরী রাই, ফেরি হেরত বেরি বেরি ঐছন মনোরঞ্জনা। দাস প্রসাদ করত আশ, অমিয়া অধিক মধুর ভাষ, শুনি তিরপিত নয়ন সুখ তাপ নিকর অঞ্জনা ॥ পুঃ কঃ

কণ্ঠ মম্বধিত কিঙ্কিণীং স্রজং
মূর্দ্ধি বেণিশিখরে ললাটিকাং ॥৩৮॥
লোচনে মৃগমদ-দ্রবাঞ্জিতে
ভালমঞ্জন বিশেষকার্চ্চিতং।
হস্ত যাবকরসেন নির্ম্মমে
স্থাসকং তনুমনুদিতত্বরা ॥৩৯
নীল মঞ্জুল নিচোল সংবৃতা
মাধুরীব নিরগাৎ পুরাদ্বহিঃ।

গুচ্ছ গুচ্ছার্দ্ধ গোস্তনা ইত্যমরঃ। কণ্ঠ মন্থুকণ্ঠে হার বুদ্ধ্যা কিঙ্কিনীমধিত। মূর্দ্ধি স্রজমধিত। বেণ্যগ্রে ললাটিকা মধিত ॥৩৮॥

অঞ্জন বুদ্ধ্যা মৃগমদদ্রবেণ লোচনে। ভালং মৃগমদবুদ্ধ্যা অঞ্জন বিশেষকেণ অঞ্জন-নির্ম্মিত তিলকেন অর্চ্চিতং। তনু মধ্য তনৌ। উদিতত্বরা সা রাধা স্থাসকং * খোর ইতি প্রসিদ্ধং নির্মমে ॥৩৯॥

নীলবস্ত্রেণাবৃতাং রাধাং উৎপ্রেক্ষতে। কৌমুদী জ্যোৎস্না কিং ক্ষিতৌ ঘনতাং নিবিড়তাং পক্ষে মেঘতাং গতা। মধবাচকোঽপি ঘনশব্দঃ অতঃ

নিতম্বদেশ শীঘ্র অলঙ্কৃত করিলেন, হার মনে করিয়া কণ্ঠে কিঙ্কিণী ধারণ করিলেন, মস্তকে মাল্য এবং বেণীশিখরে ললাটিকা ধারণ করিলেন ॥৩৮॥

অঞ্জন-বুদ্ধিতে মৃগমদ-দ্রব লইয়া নয়ন-কমল অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মৃগমদ মনে করিয়া অঞ্জন দ্বারা ললাটে তিলক রচনা করিলেন। হায়! হায়! সেই প্রবলা ত্বরা উদিত হইয়া শ্রীরাধাকে এমনই ভ্রান্তিতে পাতিত করিল যে, তিনি চন্দনাদির পরিবর্ত্তে অলক্তক-রসের দ্বারাই আপনার বর-তনুর স্থাসক অর্থাৎ অঙ্গরাগ-সম্পাদন করিলেন ॥৩৯॥

* স্থাসকং—চন্দনাদিনা দেহ-বিলেপবিশেষঃ।

কৌমুদীব ঘনতাং গতা ক্ষিতৌ
কিং ঘনেন নিহিতাত্মনোঽন্তরে ॥৪০॥
প্রান্তবর্ত্ম নিহিতাঙ্ঘ্রি পল্লবা।
হ্রীক্ষপা-ক্ষয়বশাদবগুণ্ঠনো-
ন্মুক্তমাস্যকমলং দধে স্ফুটং ॥৪১॥

শব্দশ্লেষমাশ্রিত্য উৎপ্রেক্ষান্তর মাহ। সা ঘনেনৈব বস্ত্ররূপ মেঘেনৈব কর্ত্রা কিং আত্মনোঽন্তরে মধ্যে নিহিতা ॥৪০॥

সখিভিঃ সহ পুরস্থ উপকানন-প্রান্তবর্ত্ম নিহিতাঙ্ঘ্রি পল্লবা রাধিকা হ্রীক্ষপাক্ষয়বশাৎ লজ্জারূপরাত্রি ক্ষয়বশাৎ ঘোঁঘট ইতি প্রসিদ্ধেন অবগুণ্ঠনেন মুক্তং আস্য কমলং স্ফুটং ব্যক্তং দধে। আস্যাকার লোপঃ। কমলপক্ষে রাত্রিক্ষয়াৎ অবগুণ্ঠনং কমল-কলিকায়া মুদ্রিতত্বং তেন মুক্তং অতএব প্রস্ফুটিতং কমলং ॥৪১॥

অনন্তর মনোহর নীল বসন পরিধান করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী মাধুরীর ন্যায় নিজ ভবন হইতে বাহির হইলেন। আমরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! তখন বোধ হইল যেন নীলাম্বর-রূপ নব-জলধর, নিবিড়তা-প্রাপ্তা—মূর্ত্তিময়ী শারদ-কৌমুদীকে স্বীয় অন্তরের মধ্যে নিহিত করিয়া ধরাতলে বিচরণ করিতেছে ॥৪০॥

এই রূপে সখীগণের সহিত শ্রীরাধা যেমন পুর-সংলগ্ন উপবনের প্রান্তবর্ত্তি-পথে পদ-পল্লব অর্পণ করিলেন, অমনই নিশাবসানে মুদ্রিতা কমল-কলিকা যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ তাঁহার লজ্জারূপা রাত্রির অবসানে অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত বদন-কমল ব্যক্ত হইয়া পড়িল; ফলতঃ নিশাবসানে কমল কলিকা যেরূপ প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ লজ্জা তিরোহিত হওয়ায় শ্রীরাধা স্বীয় বদন-কমলকে অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত করিলেন ॥৪১॥ ।

† দশদণ্ডে দিবাভিসার।—

তথাহিপদ।—তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল, তাতল বালুক দহন সমান। চঞ্চল মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে, তাপ তাপন নাহি জান॥ প্রেমক গতি অনিবার। নবীন যৌবন ধনী,

গীর্ব্বিনোদমপি বেণুরীহতে
সাম্প্রতং সকল শাস্ত্রবিৎ স্বয়ং।
মূকতাং পটুতরাপি যৎ পিক-
শ্রেণিরেতি তদিয়ং সুসভ্যতা ॥৪২॥
বেণুনাহ্বয়তি গা হরৌ তৃণোদ্ভ-
ভেদতোদ্রুম মরন্দ বৃষ্টিতঃ।

পুরাদ বাহনিঃসরণেন লজ্জাপগমাৎ। তাসাং পরস্পর বাগ্বিলাসমাহ। অয়ি সখি বেণুঃ পণ্ডিতজনবৎ সাম্প্রতং গীর্বিনোদ মীহতে। পণ্ডিত সাধর্ম্ম্যমাহ। যতঃ সকল শাস্ত্রবিৎ। বেণুপক্ষে স বেণুঃ কলস্য শাস্ত্রং বেত্তি। এবং পটুতরাপি পিকশ্রেণী যৎ মূকতাং এতি তৎ ইয়ং সুসভ্যতা স্বতোঽধিকস্য নিকটে মূকত্বমেব সভ্যত্বং ॥৪২॥

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াই নাগরিণী-মণি শ্রীরাধা সেই নির্জ্জন বনপথে যাইতে যাইতে বিলজ্জভাবে সখীগণের সহিত পরস্পর বাগ্বিলাস করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কলপদায়ত বেণুধ্বনি শ্রবণে তন্ময় হইয়া কহিলেন—"সখি! পণ্ডিতগণ যেরূপ সকল শাস্ত্রবিৎ, সেইরূপ বেণুও স্বয়ং কলশাস্ত্রবেত্তা, সম্প্রতি ঐ যে কল-মধুর বাগ্বিলাস দ্বারা নিখিলজনের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, উহা পণ্ডিত জনের উপযুক্তই বটে। আর ঐ দেখ, কলকণ্ঠ কোকিল-কুল সুমধুর স্বরালাপে সুপটু হইয়াও বেণুনাদ শ্রবণে নীরব থাকিয়া, কেমন সুন্দর সুসভ্যতা প্রকাশ করিতেছে? যেহেতু আপন অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞজনের বাক্যালাপের সময়, নীরবে অবস্থান করাইত সভ্যতা ॥৪২॥

চরণ-কমল জিনি, তবহি করল অভিসার ॥ ধ্রু ॥ কুলগুণ গৌরব, সতীযশ সৌরভ, তৃণ করি না মানয়ে রাধে। মনমোহা মদন, মহোদধি উচ্ছলল, ছোড়ল কুল মরিযাদে। কতহুঁ বিঘিনী, জিতল অনুরাগিনী, গাবল মনমথ তন্ত্র। গুরুজন নয়ন, নিবারিতে সুবদনী, পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র। কেলী কলাবতি কুসুম সরসি—কুলে কৌশলে কয়ল পয়ান। যতহিঁ মনোরথ, পূরল মনোরথ, ইহ কবি শেখর গান ॥৮॥ পঃ কঃ।

ভূরপি প্রবর রোমহর্ষভাক্
স্বেদিনী চ সহসা রসাদভূৎ ॥৪৩॥
কীর কেকিপিক সংহতেরপি
স্তম্ভমাপ রভসাৎ সরস্বতী।
আপ আপুরপি নিম্নগাশ্রিতা
যজ্জড়ত্বমিহ কা বিচিত্রতা ॥৪৪॥

হে গাবঃ সমাগচ্ছত ইতি বেণুনা গা হরৌ আহ্বয়তি সতি পৃথিবী প্রভৃতি নানাপদার্থবোধকস্য গোশব্দস্য স্বস্মিন্ তাৎপর্য্য-ভ্রমেণ জাতং যৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকাহ্বানং তেন পৃথিব্যাদানামানন্দোত্থভাবং বর্ণয়তি ষাড্ভিঃশ্লোকৈঃ। তৃণোদ্ভেদতো, ভূরপি রোমহর্ষভাক্ এবং ক্রমমরন্দ-বৃষ্টিতঃ স্বেদিনী চ অভূৎ। রসাৎ আনন্দাৎ ॥৪৩॥

গোশব্দস্য বাক্যপরত্বং জলপরত্বঞ্চাশঙ্ক্যাহ। কীরাদি সংহতেরপি সরস্বতী বাণী রভসাৎ হর্ষাৎ স্তম্ভং আপ। নিম্নগাশ্রিতা আপো জলানি যজ্জড়ত্বমাপুঃ তত্র কা বিচিত্রতা। যতঃ সরস্বত্যা অপি তাৎপর্য্য ভ্রমেণ এতাদৃশী দশাচেৎ নিম্নগায়া স্তম্ভা জাড্যে কিমাশ্চর্য্যং॥৪৪॥

ঐ দেখ সখি! বংশীধারী, মোহন-মুরলী-নিনাদে "এস গো-গণ!" বলিয়া গোযুথকে আহ্বান করিতেছেন; কিন্তু গো-শব্দের তাৎপর্য্য-বোধক তাবৎ পদার্থই "আমাকে আহ্বান করিতেছেন," এই মনে করিয়া কেমন আনন্দোৎফুল্ল হইতেছে দেখ? আহা! পৃথিবী তৃণোদ্ভেদ ছলে আনন্দে কত পুলকিতা ও তরুগণের মকরন্দ-বৃষ্টি দ্বারা কেমন স্বেদাভিষিক্তা হইতেছে ॥৪৩।

আবার গো শব্দে বাণী ও জলও বুঝায়। সুতরাং ঐ দেখ কলকণ্ঠ শুক, শিখী, পিক, পাপিয়ার মধুর বাণীও 'আমাকেই আহ্বান করিতেছে' এই ভ্রমে আনন্দাবেগে স্তম্ভিতা হইয়া গিয়াছে। দেখ, দেখ, সখি! ঐ বুঝি নির্ম্মল-সলিলা বেগবতী যমুনার জলরাশিও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইল? আশ্চর্য্য নয়! গো শব্দের তাৎপর্য্য ভ্রমে সরস্বতীরই যখন

উন্মিষদ্‌ঘন মুদশ্রুধারিণী
দ্যৌরপি স্বমতি সৌভগাস্পদং।
সাধ্বমংস্ত হিমমন্দমারুতৈ
বীজয়ত্যপি দিগালি রোলিতা ॥৪৫॥
শব্দ এষ ন হি কণ্ঠবৃত্তিকঃ
স্ব প্রযোক্তুরপি যো বিনেচ্ছয়া।

স্বর্গদিক্ পরত্বাভিপ্রায়েণাহ। উন্মিষদ্‌ ' ঘনাং উদয়ং প্রাপ্নুবন্মেঘাৎ মন্দবর্ষারূপ হর্ষাশ্রুধারিণী দ্যৌঃ স্বমতি সৌভগ্যাস্পদং সাধু অমংস্ত। পক্ষে উদয়ন্মেঘমিতি স্বস্থ বিশেষণঃ। উদশ্রুধারিণীতি স্বতন্ত্রং। মন্দমারুতৈঃ শ্রীকৃষ্ণং বীজয়তীতি দিক্‌শ্রেণী ঈলিতা বেণুনা স্তুতা অর্থাৎ আহূতা সতী স্বং তাদৃশং অমংস্ত। স্বর্গেষু পশু বাগ্বজ্র দিঙ্‌নেত্র ঘৃণিভূজল ইতি নানার্থঃ ॥৪৫॥

এষঃ শব্দঃ বেণুধ্বনিঃ ন হি কণ্ঠবৃত্তিকঃ। যঃ শব্দঃ প্রয়োক্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ইচ্ছয়া বিনাপি স্বার্থমাত্রপর এব যতঃ অখিলা গাঃ পৃথিব্যাদীঃ সম্ভ্রমং নয়েৎ। পক্ষে এষ গোশব্দঃ ন বিদ্যতে ব্যঞ্জনাদিরূপা কণ্ঠবৃত্তির্যস্থ তথাভূতঃ

এতাদৃশী দশা ঘটিল, তখন নিম্নগা স্রোতস্বিনীর এরূপ জড়তা প্রাপ্তিতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥৪৪॥

'গো' শব্দে স্বর্গ ও দিক্ বুঝায়। ঐ দেখ, স্বর্গ,—"আমাকেই আহ্বান করিতেছে" এই মনে করিয়া উদিত মেঘমালা হইতে মৃদু-বর্ষণরূপ আনন্দাশ্রু ধারা বর্ষণ করিতে করিতে আপনাকে কত সৌভাগ্যাস্পদ বোধ করিতেছে। আমরি! সখি! ঐ দিগঙ্গনাগণও মুরলীরবে আকৃষ্টা হইয়া আনন্দ-পুলক ভরে স্নিগ্ধশীতল মন্দ সমীর দ্বারা বংশীধারীকে কেমন ব্যজন করিতেছে, দেখ! ॥৪৫॥

সখি! ইহা মুরলীধরের গুণ না স্বয়ং মুরলীরই এক আশ্চর্য্য শক্তি? আমার বোধ হয়, ইহাতে মুরলীধারীর কোন কৃতিত্ব নাই; কারণ, "এস গো-গণ", এই যে মুরলীতে ধ্বনিত হইতেছে—এই

স্বার্থমাত্রপর এব সম্ভ্রমং
গা নয়েদতিতরাং যতোঽখিলাঃ ॥৪৬॥
যাস্ত্বভূদভিধয়া প্রতি স্বম-
প্যাদৃগত্ত শ্রুতিরবাপ্ত সংমদা।
হন্ত হম্ব ইতি সাপভাষয়ে-
বোত্তরং প্রতিদদৌ গবাং ততিঃ ॥৪৭॥

স্বপ্রয়োক্তুরিচ্ছয়া বিনাপি তাৎপর্য্যভ্রমাৎ পৃথিব্যাদি স্বার্থসামান্যপর এব যতোঽখিল গাঃ পৃথিব্যাদী সম্যক্ ভ্রমং মামেবাহ্বয়তি মামেবাহ্বয়তীত্যাদি লক্ষণং নয়েৎ। আলঙ্কারিকমতে নানার্থ শব্দস্য একত্র শক্তিঃ অন্যার্থস্তু ব্যঞ্জনয়ৈব বোধ্যতে ॥৪৬॥

যা তু গবাং ততিঃ অভিধয়া নাম্না পক্ষে শক্ত্যা প্রোক্তুরভিপ্রেতয়া হেতুনা

শব্দ কণ্ঠবৃত্তিক নহে; উহা নিজ প্রয়োগ-কর্ত্তা মুরলীধরের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থমাত্রপর রূপে স্বীয় উন্মাদিয়া শক্তিতে গোশব্দের অর্থবাচ্য পৃথিবী প্রভৃতি সকলকে কিরূপ প্রবল ভাবে সম্ভ্রমান্বিত করিতেছে দেখ। অথবা এই গো-শব্দ ব্যঞ্জনাদিরূপ কণ্ঠবৃত্তিরহিত অর্থাৎ গো-শব্দের অর্থবোধ করিতে ব্যঞ্জনাদি শব্দ-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, উহা নিজ প্রয়োগকর্ত্তার ইচ্ছা ব্যতীত তাৎপর্য্য ভ্রমবশতঃ নিজার্থবাচ্য পৃথিবী প্রভৃতিকে সামান্য ভাবেই বোধ করাইয়া তাহাদের সকলকেই "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আহ্বান করিতেছেন, আমাকে আহ্বান করিতেছেন" এইরূপ সম্যক্ ভ্রমযুক্ত করিতেছে। আলঙ্কারিকদিগের মতে শব্দের একই স্থানে নানার্থ প্রকাশের নাম শক্তি, কিন্তু শব্দের অন্যার্থ ব্যঞ্জনা দ্বারাই বোধ্য হয়। অতএব দেখ সখি! এস্থলে বংশীধারীর গুণ নহে—শব্দেরই আশ্চর্য্য শক্তি! ॥৪৬॥

আবার দেখ দেখ, ঐ গোধনশ্রেণী অভিধা অর্থাৎ নাম দ্বারা

বেণুনা স্বরগণাঃ কৃতাঃ সহ
গ্রামজাতিভিররণেন মূর্চ্ছিতাঃ।
মূর্চ্ছিতা যদভবন্ স্বরঙ্গনা
এনমত্র তদুপালভেত কঃ ॥৪৮॥
পর্ব্বতোপলবরা অপি দ্রবং
পর্ব্বতোঽতিশয়তঃ প্রপেদিরে।

প্রতি স্বং উদ্গাতকর্ণা অভূৎ। সা হস্ব ইতি অপভাষয়ৈব প্রত্যুত্তরং দদৌ। অতএব ভিন্নোপক্রমার্থ স্তকারঃ ॥৪৭॥

অনেন বেণুনা গান প্রভেদ রূপাভিঃ গ্রামজাতিভিঃ সহ স্বরগণা মূর্চ্ছিতাঃ কৃতাঃ। অত্র যদ্‌যস্মাৎ বিন্দ্বাগমভ্রমাৎ স্বরঙ্গনা মূর্চ্ছিতা অভবন্ তত্তস্মাৎ এনং শ্রীকৃষ্ণং অত্র বিষয়ে ক উপালভেত অনুযোগং দাতুং শক্নোতি। শকিলিঙ চেতি লিঙ্ ॥৪৮॥

বা মুখ্যার্থ-বোধিকা অভিধা-নাম্নী শব্দশক্তি দ্বারা বক্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে এই মনে করিয়া অতিশয় হর্ষভরে তৎপ্রতি উৎকর্ণ হইতেছে এবং হম্বা এই অপভাষায় কেমন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে ॥৪৭॥

শ্রীরাধা বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইয়া আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় কহিলেন —"আমরি! কি বিচিত্র ব্যাপার! ঐ দেখ সখি! কুলবতীর কুলগর্ব্ব-নাশক বাঁশী দ্বারা সঙ্গীতের ভেদরূপ গ্রাম-জাতির সহিত স্বরগণ কেমন মূর্চ্ছিত হইতেছে অর্থাৎ মূর্চ্ছার সহিত সঙ্গতি লাভ করিতেছে! আবার "স্বরগণা" এই বাক্যে বিন্দু অর্থাৎ (ং) অনুস্বর আগম হইলে "স্বরঙ্গনা" হয়। এই বিন্দু আগম ভ্রমেই ঐ দেখ স্বরঙ্গনা অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেবাঙ্গনাগণও কলপদায়ত বেণুগান শ্রবণে মুগ্ধ ও বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছে।—সখি! এজন্য মুরলীধরকে কে অনুযোগ করিতে পারে? ইহাতে ত তাঁহার কোন দোষ দেখিতেছি না—এ সে মুরলীরবেরই আশ্চর্য্য বৈভব! ॥৪৮॥

সর্ব্বতোপ্যধিক কক্খটাঃ কথং
সর্ব্বতোঽপি দধিরেঽধিকাং রতিং ॥৪৯॥
স্বং স্বমাস্পদমুপাশ্রিতা যতঃ
সাম্প্রতং খগমৃগাঃ পিপাসবঃ।
প্রাপ্য বারি পরিসারি হারি তে
সম্ভ্রমাৎ পপুর পূর্ব্ব কৌতুকা ॥৫০॥

পর্ব্বতস্থ উপলবরাঃ প্রস্তরশ্রেষ্ঠাঃ অতিশয়তঃ পর্ব্বতঃ অতিশয়োৎসবাৎ দ্রবং প্রপেদে। সর্ব্ব বস্তুতোঽপি অধিক কক্খটাঃ কঠোরা উপলবরাঃ কথং সর্ব্বতো মহাদেবাদপি অধিকাং রতিং দধিরে। সর্ব্ববস্তুতোপি এতেষাং দ্রবাতিশয়াৎ। গৌরীব সর্ব্বাস্থঃপ্রধানভূতেতি বাসবদত্তায়াং দত্ত্যোপি সর্ব্ব শব্দঃ মহাদেববাচকঃ ॥৪৯॥

স্বং স্বং আস্পদং বাসস্থানং আশ্রিতা এব পিপাসবঃ তে খগমৃগাঃ যতো

মুরলীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার হৃদয়ে আনন্দ—অনুরাগের মধুর উচ্ছ্বাস তরঙ্গে তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতেছে। তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই দিকেই মুরলীরবের বিপুল বৈভব অবলোকন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মোহিত, গুম্ভিত, বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। তিনি বিস্ময়ের আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন—"ঐ দেখ, সখি! পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তর-খণ্ড সকলও বেণুরবে অতিশয় উৎসব-ভরে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে—কি আশ্চর্য্য! সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক কঠোর উপলখণ্ড-নিচয়, সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক দ্রবীভূত হইয়াছে; সুতরাং উহারা সর্ব্বাপেক্ষা অর্থাৎ মহাদেব অপেক্ষা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের এত অধিক অনুরাগ ধারণ করিল? ॥৪৯॥

কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব কৌতুকের বিষয়! দেখ, দেখ; মুরলী-

তথাহি পদ।—মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে, যমুনা বহই উজান। না চলে রবির রথ, বাজী না দেখয়ে পথ, দরবয়ে দারুণ পাষাণ॥ শুনিয়া মুরলীধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি, জপ তপ কিছু নাহি তার। তৃণমুখে ধেনু যত, উর্দ্ধ মুখে হেরত, বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥ পঃ কঃ।

কৃষ্ণসার ইতি নাম সার্থকং
স্বং দধাবয়মহো দয়োদধিঃ।
দ্বেষ্টি নো গিরিধরানুরাগিণীঃ
প্রত্যুতৈতি সুখয়ন্নিজাঙ্গনাঃ ॥৫১॥
তাস্তু তং সখি! বিধায় পৃষ্ঠতঃ
কৃষ্ণ-সংজিগমিষাতি তৃষ্ণয়া।
যান্ত্য এব জড়তাং শ্রিতাঃ শ্রুতে
বেণুনাদ ইহ চিত্রিতা বভুঃ ॥৫২॥

মুরলীশব্দাৎ সাম্প্রতং প্রস্তরদ্রবরূপং বারি জলং প্রাপ্য সম্ভ্রমাৎ পপুঃ। কীদৃশং জলং পরি সরতঃ প্রসরণশীলং এবং হারি মনোহারি ॥৫০॥

অয়ং কৃষ্ণসারঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সারো যস্যেতি সার্থকং স্বয়ং নাম দধৌ। যতো গিরিধরানুরাগিণীঃ নিজাঙ্গনাঃ নো দ্বেষ্টি প্রত্যুত তাঃ সুখয়ন্ এতি গচ্ছতি ॥৫১॥

তা মৃগাঙ্গনাঃ তং মৃগং পৃষ্ঠতো বিধায় শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্গেচ্ছায়াং অতি তৃষ্ণয়া যান্ত্যঃ পথি বেণুনাদে শ্রুতে সতি জড়তাং শ্রিতাঃ সত্যঃ চিত্রিতা বভুঃ।

রবে কঠিন উপলখণ্ড সকল গলিয়া গলিয়া স্রোতধারারূপে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে আর পিপাসু মৃগপক্ষী সকল স্ব স্ব বাসস্থানে থাকিয়াই ঐ পাষাণ-দ্রবরূপ মনোহর সলিল পাইয়া হর্ষাদি-জনিত ত্বরা সহকারে কেমন পান করিতেছে ॥৫০॥

অহো! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঐ দেখ সখি! মুরলীর রবে আকৃষ্ট হইয়া কুরঙ্গিনীকুল কেমন পতি কৃষ্ণসারের সহিত কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইতেছে! শ্রীকৃষ্ণকেই সার ভাবিয়া কৃষ্ণসার নিজের নাম যথার্থই সার্থক করিয়াছে। যেহেতু নিজাঙ্গনা কুরঙ্গীকুল দয়ার সাগর গিরিধরের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী জানিয়াও তাহাদের প্রতি কোন-রূপ দ্বেষ করিতেছে না। প্রত্যুত তাহাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত তাহাদের অনুগমন করিতেছে ॥৫১॥

আবার ঐ দেখ! মৃগাঙ্গনা সকল কৃষ্ণ-সঙ্গ-বাসনায় আকুল

পানকাল উদিতে ধ্বনৌ জলে
চাশ্মধর্ম্মণি সিতার্দ্ধচঞ্চবঃ।
আলবালগত পক্ষিণঃ সমুৎ-
কীর্য্যমাণ গরুতো বিচুক্ষুভুঃ ॥৫৩॥

তথা চাস্মাকং স্বামী এব কৃষ্ণ নিকটগমনে প্রতিবধ্নাতি আসাং তু মুরলী ইতি অস্মাকং তাসাঞ্চ ফলতঃ সাম্যমিতিধ্বনিঃ ॥৫২॥

জলপানার্থং আলবালগত-পক্ষিণঃ পানকালে বেণুধ্বনৌ উদিতে সতি এবং জলে প্রস্তর-ধর্ম্মং প্রাপ্তে সতি চ সিতা বদ্ধাঃ অর্দ্ধ চঞ্চবো যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ বিচুক্ষুভুঃ ক্ষোভং প্রাপুঃ। কথম্ভূতাঃ সম্যক উৎকীর্য্যমাণা উর্দ্ধে নিক্ষিপ্যমানা গরুতঃ পক্ষা যেষাং। আপৎকালে পক্ষিগণামিয়ং স্বভাবঃ ॥৫৩॥

আকাঙ্ক্ষা ভরে উন্মাদিনার প্রায় কৃষ্ণসারকে পশ্চাতে রাখিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মুরলীরব শুনিয়া নিথর নিষ্পন্দভাবে একবারে পটাঙ্কিত চিত্রের মত শোভা পাইতেছে। আমাদের পতি যেমন কৃষ্ণসঙ্গ-সুখে প্রতিবন্ধকারী—উহাদের সেরূপ না হইলেও মুরলীই প্রতিকূল হইয়া উহাদের কৃষ্ণসঙ্গ-সুখে বাধা প্রদান করিতেছে। ফলতঃ গোপাঙ্গনার আর মৃগাঙ্গনার এখন সমানদশা দেখিতেছি ॥৫২॥

অপূর্ব্ব মুরলীরব—বৈভব দেখিতে দেখিতে সঙ্গিনী সখীগণেরও হৃদয় হর্ষ-বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ললিতা তখন আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"কি অপরূপ দৃশ্য! এদিকে চাহিয়া দেখ সখি! পিপাসার্ত্ত বিহগনিচয় আলবালে জলপান করিবার সময় সহসা মুরলীর কল-কাকলী উত্থিত হইলে আলবালস্থিত জল, পাষাণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাদের চঞ্চুর অর্দ্ধভাগ তাহাতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাই, উহারা না জানি কি বিপদে পতিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধে পক্ষক্ষেপপূর্ব্বক কিরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে দেখ ॥৫৩॥

ইত্থমেব মুরলী স্বনামৃতং
বর্ণনেন সুরভীকৃতং মুহুঃ।
কর্ণ চারুচষকান্তরাহিতং
তা মিথোঽপি পরিবেষিতং পপুঃ ॥৫৪॥
স্তম্ভ-কম্প-পুলকাদয়ো গতা-
বন্তরায় নিবহান্ন কিং ব্যধুঃ।
কিন্তু শীঘ্র মনুরাগ এব তাঃ
প্রাপয়ন্মদরণাখ্য বাটিকাং ॥৫৫॥

তা রাধাদ্যাঃ কর্ণরূপপাত্রে নিহিতং অথচ পরস্পরং বর্ণনদ্বারা পরিবেষিতঞ্চ মুরলী-স্বনামৃতং পপুঃ ॥৫৪॥

তাসাং গতৌ গমনে স্তম্ভাদয়ঃ অন্তরায় সমূহান্ কিং ন ব্যধুঃ অপি তু চক্রুরেব। কিন্তু অনুরাগ এবেতি। তথা চাচিন্ত্য যোগমায়য়া কৃতাৎ স্থান সঙ্কোচাদেব তত্র জগ্মুরিত্যর্থঃ ॥৫৫॥

শ্রীরাধা ও সখীগণ এইরূপে পরস্পর মুরলীরব-প্রভাব সকল বর্ণন করিতে করিতে পরস্পরের কর্ণ-বিনোদন করিতে লাগিলেন। আহা! যেন সেই মুরলীর মধুর স্বরামৃতকে অপূর্ব্ব বর্ণন-মাধুরী দ্বারা সুরভিত করিয়া এবং শ্রবণচষকে নিহিত করিয়া শ্রীরাধা ও ললিতাদি সখীগণ পরস্পর পরিবেষণপূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

সে বংশী-গানামৃত পান করিতে করিতে সেই বরাঙ্গা গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গ-লতিকায় স্তম্ভ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব-কুসুম বিকসিত হইয়া যদিও তাঁহাদের গমনে নানা প্রকারে বাধা জন্মাইতে লাগিল, তথাপি হৃদয়-নিহিত উদ্দাম অনুরাগ তখন তাঁহাদিগকে মদন-রণ নামক কুঞ্জবাটিকায় শীঘ্র উপস্থিত করিল। ফলতঃ অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্না যোগমায়া দেবীই তখন স্থানের দূরত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া বেণুরব-

তত্র সূর্য্যসদনে প্রবিশ্য তা
স্তং প্রণম্য নুতিভিঃ প্রসাদিতং।
প্রার্থয়স্ত হৃদয়ৈকবল্লভং
দেব! দর্শয় দয়োদধে! দ্রুতং ॥৫৬॥
পূজনোপকরণস্য রক্ষণে
তস্য তদ্বিপিন-দেবতাং তদা।
সা নিরূপ্য চলিতালিভিঃ সুখং
স্বং সরঃ সরস রম্যকাননং ॥৫৭॥

তা স্তং সূর্য্যং প্রার্থয়ন্ত ॥৫৬॥

তস্য সূর্য্যস্য পূজনোপ। সরঃ কদম্বং সরস রম্য কুঞ্জস্বরূপ কাননং যত্র ॥৫৭॥

বিহ্বলা ব্রজবালাগণকে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে অবিলম্বে পহুঁছাইয়া দিলেন ॥৫৫॥

তাঁহারা অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্য-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন এবং স্তুতি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দেব! হে দয়ানিধে। আমাদের হৃদয়-বল্লভকে শীঘ্র দর্শন করাও ॥৫৬। *

অনন্তর সূর্য্য-পূজার উপকরণ-সম্ভার রক্ষার নিমিত্ত সেই বনদেবীকে নিযুক্ত করিয়া অনুরাগবতী শ্রীরাধা তখন সঙ্গিনী সখীগণের

---

* তথাহি পদ।—কাননে কাতর কুলবতী রাই। চকিত নয়ানে ঘন দশ দিক্ চাই॥ কোকিল কলরবে বিকল পরাণ। শুনি শুনি ভাবিনী ভেলি নিদান॥ উখসি উখসি খসি খসি পড় লোর। গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর॥ ঐ ছন আয়লি তপনক গেহ। পূজা উপহার তঁহি রাখলি কেহ॥ তঁহি পরণাম বৈঠলি ধন্দ। সখীগণ কৌতুকে করু কত ছন্দ॥ উতপত তেজই দীঘ নিশ্বাস। খনে রোদন করু খেনে করু হাস॥ কহে কবি শেখর শুন সুকুমারী। কাহে লাগি কাতর, আনব মুরারি॥ রায় শেখর।

ব্যাততান বৃষভানুজা রুচি-
র্ভূভৃদন্তিকভুবঃ পরিক্রিয়াং।
শ্রীহরে স্তদতি দূরবর্ত্তিনো
প্যুল্ললাস সহসা হৃদম্বুজং ॥৫৮॥
ভ্রাজতে প্রিয়তমালিভি র্বৃতা
পদ্মিনী স্ব সরসীবনেঽধুনা।
ইত্যবোধি মধুসূদনস্তদৈ-
বাত্র হেত্বনুপপত্তি-লিঙ্গতঃ ॥৫৯॥

বৃষভানুজায়া রাধায়াঃ রুচিঃ কান্তিঃ। পক্ষে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যাদ্যুৎপন্না কান্তিঃ ভূভৃতো গোবর্দ্ধনস্য নিকটবর্ত্তিভুবঃ পরিক্রিয়াং ভূষণং ব্যাততান বিস্তারঞ্চকার। এবং তস্মাৎ অতিদূরবর্ত্তিনো হরেরপি হৃদয়কমলং সহসা উল্ললাস ॥৫৮॥

পদ্মিনীস্বরূপা প্রিয়তমা রাধিকা আলিভির্বৃতা সতী স্ব সরস্যা বনে কুঞ্জে অধুনা ভ্রাজতে ইতি তদৈব মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অবোধি। অত্র হেত্বনুপপত্তি লিঙ্গতঃ স্বহৃদয়োল্লাসান্যথানুপপত্তি প্রমাণতঃ অবোধি। কমলিনী পক্ষে অলিভির্বৃতা বনে জলে। মধুসূদনঃ ভ্রমরঃ ॥৫৯॥

সহিত সরসরম্য কুঞ্জকানন-শোভা নিজ সরোবরে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন ॥৫৭॥

আমরি! তখন বৃষভানুজা শ্রীরাধার উজ্জ্বল কনককান্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের তপন কিরণের ন্যায় গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তি সমগ্র ভূভাগকে অলঙ্কৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইল। আর সেই জন্যই যেন অলক্ষ্যে অতি দূরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-কমল সহসা উল্লাসভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ॥৫৮॥

সহসা স্বীয় হৃদয়ের এই উল্লাস লক্ষণ দেখিয়া মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও তখন তাহার কারণ এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। "পদ্মিনী স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া স্বীয় সরসী-কুঞ্জে সম্প্রতি নিশ্চয়ই শোভা পাইতেছে; নতুবা আমার হৃদয়োল্লাসের অন্য কোন কারণ ত দেখিতেছি না?" ॥৫৯॥

তদ্দিশোঽথ পবনস্তদঙ্গজা
মোদমেত মনুভাবয়ন্নভাৎ ।
সোঽপি চৈন মচিরাত্তদঙ্গজা
মোদ লালস মচুক্ষুভদ্বলাৎ ॥৬০॥
বেণুবাদনবিধে র্বিরম্য নৈ-
বৈষ্ট রোদ্ধু মনবস্থিতং মনঃ ।
মালতী-মধুর-সৌরভাকুল-
স্যালিনঃ ক নু ধৃতি স্তয়া বিনা ॥৬১॥

তস্যা রাধিকায়া দিক্ সম্বন্ধী পবনঃ তস্যা অঙ্গ সম্বন্ধ্যা মোদং এতং শ্রীকৃষ্ণং অনুভাবয়ন্ সন্ অভাৎ । সোঽপি তদঙ্গজামোদোঽপি তস্যা রাধায়া অঙ্গজামোদে । পক্ষে তদ্বিষয়ক কন্দর্পসুখে লালসং এনং শ্রীকৃষ্ণং বলাৎ অচুক্ষুভৎ ॥৬০॥

কৃষ্ণঃ বেণুবাদনবিধেঃ সকাশাৎ বিরম্য উৎকণ্ঠয়া অনবস্থিতং মনঃ রোদ্ধুং ন ঐষ্ট ন সমর্থো বভুবেত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ মালতীত্যাদি ॥৬১॥

অরুণের বিকাশ দেখিয়া মধুসূদন (ভ্রমর) যেমন অনুমান করে প্রিয়তমা কমলিনী নিশ্চয়ই এখন সরসী-নীরে অলিকুল-পরিবৃতা হইয়া শোভা পাইতেছে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও মনে মনে উল্লাসের কারণ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় শ্রীরাধিকা যেদিকে অবস্থিত সেই দিক্ সম্বন্ধি-মৃদুসমীরণ শ্রীরাধা-কমলের অঙ্গ-পরিমল বহন করিয়া আনিয়া সহসা তাঁহাকে অনুভব করাইল—অমনই সেই রাধাঙ্গ-সৌরভ হৃদয়ে অনঙ্গ-সুখ-লালসা উদ্দীপিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণমনকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল ॥৬০॥—

তখন শ্যামসুন্দর উদ্দীপ্ত মদন-উন্মাদনার আকুল আবেগে এমনই বিবশ হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বেণুবাদনে বিরত হইলেন, এবং প্রবল উৎকণ্ঠা জন্য অনবস্থিত চিত্তকে আর সংযত করিতে সমর্থ হইলেন না । না, হইবারই কথা ?—মালতীকুসুমের মধুর

তং তদৈব মধুমঙ্গলোঽব্রবী-
ত্তন্মনোগত বিদেব দেববৎ।
কিঞ্চিদস্তি মম পিঞ্ছভূষণ
স্বীয় কৃত্যমিতি যামি তৎকৃতে ॥৬২॥
সূর্য্যতীর্থমনু গর্গ এষ্যতি
স্নাতুমদ্য মুনিবর্গ-বন্দিতঃ।
জ্যোতিষাং গতিবিধৌ বুভুৎসিতে
সংশয়ং মম স এব ভেৎস্যতি ॥৬৩॥

দেববৎ দেবতা যথা মনোগতং জানাতি তথা কৃষ্ণ মনোগতবিৎ মধুমঙ্গলঃ তং শ্রীকৃষ্ণং অব্রবীৎ। হে পিঞ্ছচূড়! মম কিঞ্চিৎ স্বীয়ং কৃত্যমস্তি অতএব তৎকৃতে তদর্থং যামি ॥৬২॥

কৃত্যমেবাহ। অদ্য ময়া ভাগুরি স্থানে জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠার্থে গতং তত্র তু একো মহাসংশয়ঃ জাতঃ সতু ভাগুরেরপ্যসাধ্য সমাধেয়ঃ অতোঽহং গর্গস্থানে যাস্যামীত্যাহ। মদন-বন-বাটিকায়াং সূর্য্যকুণ্ডে গর্গঃ স্নাতুং এষ্যতি, অতো মম ভুৎসিতে জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গতিবিধৌ সংশয়ং স গর্গ এব ভেৎস্যতি ॥৬৩॥

সৌরভে আকুলিত অলিকুল কি কখন সেই মালতী ব্যতীত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? ॥৬১॥

অতঃপর দেবগণ যেরূপ জীবের মনোভাব অবগত হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, "ওহে পিঞ্ছভূষণ! সম্প্রতি আমার নিজের কিছু কার্য্য আছে; অতএব তৎসম্পাদনে আমি চলিলাম"। ৬২॥

যদি বল, এমন কি গুরুতর কার্য্য, যাহার জন্য এখনই যাইতে হইবে?—বলি শুন, আজ আমি ভাগুরীর নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে একটী মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তাহার সমাধান করা ভাগুরীরও অসাধ্য; এইজন্য আমি গর্গস্থানে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই মুনিগণ-বন্দ্য

প্রাহ কেশিদমনো মনো মমা-
প্যুচ্চচাল তদবেক্ষণোৎসুকং ।
কিন্ত্ববৈমি বহুমিত্র-সঙ্গিতা
প্রাভব-প্রথনয়া নয়াত্যয়ং ॥৬৪॥
চেদিয়ং ভবতি নীতিরত্র তে
কা ক্ষতি স্ত্বমনুমিত্যুভাবিবঃ ।
স্বস্তড়াগবর মধ্যমীহতে
গন্তুমেষ তরণিশ্চ সত্বরঃ ॥৬৫॥

কৃষ্ণ আহ। তস্য গর্গস্য। কিন্তু বহুমিত্রসঙ্গিতারূপ প্রাভব-প্রথনয়া বিভববিস্তারেণ হেতুনা নয়স্য নীতে বৃত্যয়ং অবৈমি জানামি। তথাচ মহদ্দর্শনে দীনো ভূত্বা একাকী এব যাস্যতীতি নীতিঃ ॥৬৪॥

মধুমঙ্গল আহ। ত্বং অহং উভৌ ইবঃ গচ্ছাবঃ। এষ তরণিঃ সূর্য্য সত্বরঃ সন্ স্বর্গরূপতড়াগবরস্য মধ্যং গন্তুং ইহতে। তথাচ মধ্যাহ্ন সময়ঃ প্রায়ো জাতঃ গর্গোঽপি মধ্যাহ্ন কৃত্যার্থং তত্র আগতপ্রায় স্তস্মাৎ শীঘ্রং গচ্ছাব ইতি ভাবঃ ॥৬৫॥

গর্গ অদ্য মদন-রণ-বাটিকাস্থ সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য আগমন করিবেন। অতএব সূর্য্যাদির গতি-বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তিনি অবশ্য সে সংশয়-ভঞ্জন করিয়া দিবেন ॥৬৩।

বটুর এই আড়ম্বরপূর্ণ কথা শুনিয়া কেশীদমন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "সখে! তাহার দর্শনার্থ আমারও মন বড় উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের সমভিব্যাহারে বৈভব-বিস্তার করিয়া মহদ্ ব্যক্তির সমীপে গমন করা ন্যায়সঙ্গত নয় বলিয়াই জানি; সুতরাং মহদ্দর্শনে দীনভাবে একাকী গমন করাই কর্ত্তব্য ॥৬৪॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—"প্রিয়-সখে! ইহাই যদি নীতি হয়, তাহা হইলে ইহাতে আর ক্ষতি কি? তুমি আর আমি এস দুজনে গমন করি"। ঐ দেখ, তরণি (সূর্য্য) গগন-দীর্ঘিকার মধ্যদেশে গমন

শেরতেস্ম ধবলা ইমাঃ সখে!
নীপষণ্ডমনু মেদুরং পুরঃ।
সাম্প্রতং শিশয়িশূন্ সখীনিমান্
মা কদর্থয় মুধৈব খেলয়ন্ ॥৬৬॥
ইত্যকুণ্ঠ বটু পাটবাদৃতৈ
স্তৈঃ প্রযাতমিতি দত্তসম্মতী।
জগ্মতুঃ প্রমদলাদ্ধনাদ্ দ্রুতং
তৌ মুদা প্রমদয়াশ্রিতং সরঃ ॥৬৭॥

হে সখে! মেদুরং স্নিগ্ধং কদম্বষণ্ডং অনুলক্ষীকৃত্য ইমা গাবঃ শেরতে সাম্প্রতং ভোজনানন্তরং শয়নেচ্ছূন্ সখীনপি খেলয়ন্ মুধা ব্যর্থং মা কদর্থয় ॥৬৬॥

বটোর্মধুমঙ্গলস্য ইত্যকুণ্ঠ পাটবেন আদৃতৈ স্তৈঃ সখিভিঃ হে কৃষ্ণঃ! হে মধুমঙ্গল! যুবাং প্রযাতং ইতি দত্তসম্মতী তৌ পরমোদনা ইতি খ্যাতাদ্ধনাং দ্রুতং প্রমদয়া রাধয়া আশ্রিতং সরঃ কুণ্ডং জগ্মতুঃ ॥৬৭॥

করিতে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং মধ্যহ্ন সময় আগতপ্রায়; মুনিরাজ গর্গও মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনের নিমিত্ত এতক্ষণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আমরা শীঘ্র যাই এস ॥৬৫॥

ঐ দেখ সখে! তোমার ধবলী সকল স্নিগ্ধ কদম্ব কানন মধ্যে শয়ন করিয়াছে, সখাগণও সম্প্রতি ভোজন করিয়া শয়ন করিবার অভিলাষ করিতেছে, এমন সময় খেলায় প্রোৎসাহিত করিয়া উহাদিগকে অনর্থক ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই; উহারা সুখে নিদ্রা যাউক, এস আমরা গর্গ দর্শনে যাই। ॥৬৬।

তখন সখাগণ কেহই পরিহাসপটু বটুর এই অকুণ্ঠ কৌশলকলাপূর্ণ বাক্যের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত সেই বাক্যের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিয়া "হে কৃষ্ণ, হে মধুমঙ্গল! তোমরা দু'জনেই যাও," বলিয়া সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ক্বাগমাব পুরতঃ সখে ! ন গো-
বৰ্দ্ধনঃ খলু নগোঽয়মীক্ষ্যতে।
ভূরিয়ং চ ন হি গোষ্ঠবৰ্ত্তিনী,
সাতকুম্ভময়তা যদেতয়োঃ ॥৬৮॥
মেরুরেব কিমিলাবৃতাবৃতঃ
স্পষ্ট মাবিরভবৎ ব্রজেঽংশতঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্য সচমৎকারদর্শনার্থং তদানীং যোগমায়য়া অনাবৃতয়া রাধাকান্ত্যা কনকময়ীকৃতং গোবৰ্দ্ধনং তন্নিকটবর্ত্তিস্থলং চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে সখে! মধুমঙ্গল! আবাং কুত্র আগমাব পুরতোঽয়ং নগঃ পর্ব্বতঃ ন গোবৰ্দ্ধনঃ এবং ইয়ং চ ভূবি ন গোষ্ঠবৰ্ত্তিনী কিন্তু এতয়োঃ সুবর্ণময়তা ঈক্ষ্যতে ॥৬৮॥

স্বর্ণময় ইলাবৃতবর্ষেণাবৃতঃ সুমেরুরেব কিং অংশেন ব্রজে স্পষ্ট

অমনি শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল হর্ষপ্রফুল্লান্তরে সেই প্রসিদ্ধ পরমোদনবন হইতে যথায় শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন, সেই রাধাকুণ্ডতীরে সত্বর গমন করিলেন ॥৬৭॥

তৎকালে লীলাসহায়িনা সর্ব্বজ্ঞা যোগমায়া দেবী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে চমৎকৃত করিবার নিমিত্ত কনক-প্রতিমা শ্রীরাধার নগ্নরূপ-মাধুরীর সমুজ্জ্বল-কান্তিতে শ্রীগোবৰ্দ্ধন ও তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগকে উদ্ভাসিত করিয়া একবারে কাঞ্চনময় করিয়াছেন। দূর হইতেই সে রূপের মাধুরী শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মুকুরে ঝলকিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়-বিহ্বলভাবে মধুমঙ্গলকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখে! সখে! আমরা কোথায় আসিলাম! অগ্রে ঐ যে গিরিবর দেখা যাইতেছে, উহা ত গোবৰ্দ্ধন নহে এবং ঐ ভূমিও ত গোষ্ঠবৰ্ত্তিনী ভূমি নহে। ভূমি ভূধর উভয়ই যে কাঞ্চন-কান্তিতে উদ্ভাসিত—উভয়ই কাঞ্চনময়, তবে উহা কি কাঞ্চন গিরি হইবে? ॥৬৮॥

সখে! বল, বল, ইহা অন্য কোন দেশ ত নয়? তাই বা কিরূপে সম্ভব? আমি ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও ত একপদও গমন

কিন্তু কান্তিলহরী বিগাহিনং
মাং শরৈ কিমিতি বিধ্যতি স্মরঃ ॥৬৯॥
ইতি নিগদতি কৃষ্ণে রাধিকা-লোকতৃষ্ণে
মধুরিম ভরপূর্ণা সাপি তত্রাপঘূর্ণাঃ।

মাবিরভবৎ ॥৬৯॥

মধুরিমভর এব জলং তেন পূর্ণা সা সরসীরূপা রাধাপি তস্য কৃষ্ণস্য অপঘন-ঘনানাং শরীরস্বরূপমেঘানাং কান্তিরূপ পীযূষবর্ষৈঃ সরসীপক্ষে কাম্যা ইচ্ছয়া পীযূষতুল্য বৃষ্টিভিঃ করণৈঃ ঘূর্ণা আপ। বর্ষৈঃ কীদৃশৈঃ কলিতঃ কৃতঃ বিপুল-

করিনা। তবে কি ইহা স্বর্ণময় ইলাবৃতবর্ষাবৃত সুমেরু গিরির অংশবিশেষ হইবে?—

সম্প্রতি ব্রজভূমিতে প্রকাশ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে? কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! সখে! ঐ কমনীয় কনক-কান্তির লহরী-মালার অবগাহন মাত্র কন্দর্প, আমাকে সুতীক্ষ্ণ শর-বিদ্ধ করিল কেন? ॥৬৯॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধা-প্রতিমা দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ যখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবে প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গলকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থিতা শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রাণাকর্ষী ঢল ঢল নবজলধর শ্যামরূপ দেখিয়া হর্ষবিস্ময়ের তরঙ্গাভিঘাতে একবারে আত্মহারা হইলেন। বনভূমির সুচারু শোভাসম্পাদনকারী সেই শ্যামাঙ্গ-জলদমালার কান্তি-পীযূষ বর্ষণে শ্রীরাধা-সরসী যেন মাধুর্য্য-সলিলে পরিপূর্ণা হইয়া ঘূর্ণা প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ জলভারাবনত সুন্দর জলদের পীযূষতুল্য যথেচ্ছ বৃষ্টি-ধারা-সম্পাতে সরসী যেরূপ জলপূর্ণা হইয়া ঘূর্ণা অর্থাৎ আবর্ত্ত বিশিষ্টা হয় এবং বনরাজিও সুন্দর শোভাসম্ভারে উল্লসিত হয়, সেই পিযূষ-বর্ষণ যেরূপ বিপুল পিপাসাবর্দ্ধক অর্থাৎ পুনঃপুন পান করিয়াও পিপাসার শান্তি হয় না, অথবা যে পীযূষ-ধারা পানে বিপুল তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের সজল জলদ-কান্তি

তদপঘন ঘনানাং চারুরাজদ্বনানাং
কলিতবিপুলতর্ষৈঃ কান্তি পীযূষবর্ষৈঃ ॥৭০॥

বিদ্যুচ্চম্পকবল্লিকেতি জলদস্তাপিঞ্ছ শাখীত্যত-
স্থানানি ব্যতিদর্শিনো র্যদভবন্ দূরস্থয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ ।
সোঽয়ং মে রমণঃ কিমত্র রমণী সৈবেয়মিত্যাত্মকং
তদ্জ্ঞানঞ্চ তদাপতুঃ পুনরহো তৈরেব তাদাত্ম্যতঃ ॥৭১॥

ইতি শ্রীভাবনামৃতে মহাকাব্যে সঙ্গবলীলা-
স্বাদনো নামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮॥

তর্ষৈ তৃষ্ণৈঃ । পক্ষে কলিতঃ খণ্ডিতঃ । ঘনানাং কথম্ভূতানাং চারুরাজন্তি বনানি যতঃ । পক্ষে বনানি জলানি যত্র ॥৭০॥

পরস্পর দর্শিনোর্দূরস্থয়ো স্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাক প্রথমতঃ বিদ্যুচ্চম্পকলতা মেঘতমালবৃক্ষেত্যাদ্যতদ্জ্ঞানানি ভ্রমাত্মকভানানি অভবন্ অহো আশ্চর্য্যং পুনস্তৈল্‌তা-বৃক্ষাতিজ্ঞানৈরেব সোঽয়ং মে রমণঃ কৃষ্ণঃ সেয়ং মে রমণী রাধিকা ইত্যাত্মকং তদ্জ্ঞানঞ্চ যথার্থভানঞ্চ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আপতুঃ । নন্বু লতাবৃক্ষাদি-জ্ঞানাৎ কথং তয়োর্ভানং তত্রাহ । তাদাত্ম্যত ইতি । লতা বৃক্ষাদিভিঃ সহিতয়োঃ সমানাকারাদিত্যর্থঃ ॥৭১॥

ইতি টীকায়ামষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮॥

দর্শনে শ্রীরাধাও মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণা হইয়া বিহ্বলা হইলেন এবং সে রূপ-মাধুর্য্য-সুধা যতই পান করিতে লাগিলেন, তাঁহার দর্শন-পিপাসা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥৭০॥

দূর হইতেই শ্রীরাধা-শ্যামের পরস্পর দর্শন, প্রেম-উদ্বেলিত হৃদয়ে উভয়েরই দৃষ্টিভ্রম—শ্রীকৃষ্ণ, গোরচনা-কান্তি শ্রীরাধার রূপ-মাধুরী দেখিয়া কখন অচলা চপলা কখন বা পুষ্পিতা চম্পকলতা মনে করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন,—শ্রীরাধাও শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ-মাধুর্য্য দেখিয়া কখন নবঘন, কখন বা তমালতরু মনে করিয়া বিস্ময়—বিমুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ! প্রথমতঃ উহাঁদের পরস্পর

দর্শনে চম্পকলতা ও তমালতরু ভ্রম হইলেও এই লতা বৃক্ষাদির সহিত উভয়ের সমানাকার বা সাদৃশ্য বশতঃ তখন "ইনি আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধা" আর 'ইনি আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ,"—এই রূপ যথার্থ জ্ঞানব্যঞ্জক ধারণা উভয়েরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল ॥৭১॥ *

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে তাৎপর্য্যানুবাদে

সঙ্গব-লীলাস্বাদন নাম

অষ্টম সর্গ ॥৮॥

* তথাহিপদ।—দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্ধ। রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ্র ॥ চিত্র পুতলী জনু রহু দুহু দেহ। না জানিয়ে প্রেমকি কেমন অছু নেহ ॥ এ সখি! দেখ দেখ দুহুঁক বিচার। ঠামই কোই কাহ লখই না পার ॥ ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম। সো কিয়ে গুণের কণু পরিণাম ॥ চমকি চমকি উঠি নাগর কান। প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান ॥

(রায় শেখর)